সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন

১৫ জানুয়ারি, ২০২৫

তৃতীয় খণ্ড

সংবিধান সংস্কার কমিশন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ৭ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখে গঠিত
প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নম্বর ৩৩৪-আইন/২০২৪, তারিখ: ২১ আশ্বিন, ১৪৩১/০৬ অক্টোবর, ২০২৪।

সংবিধান সংস্কার কমিশন

ব্লক ১, এমপি হোস্টেল,
জাতীয় সংসদ ভবন এলাকা, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা।

সাচিবিক সহযোগিতায়
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

প্রচ্ছদে ব্যবহৃত আলোকচিত্র: নাঈমুর রহমান, দ্য ডেইলি স্টারের সৌজন্যে

সংবিধান সংস্কার কমিশন

(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

অধ্যাপক আলী রীয়াজ	কমিশন প্রধান	
অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের	সদস্য	
জনাব ইমরান সিদ্দিক, বার-এট-ল	সদস্য	
অধ্যাপক মুহাম্মদ ইকরামুল হক	সদস্য	
ড. শরীফ ভূঁইয়া, সিনিয়র এডভোকেট	সদস্য	
জনাব এম মঈন আলম ফিরোজী, বার-এট-ল	সদস্য	
জনাব ফিরোজ আহমেদ	সদস্য	
জনাব মোঃ মুসতাইন বিল্লাহ	সদস্য	
জনাব মোঃ মাহফুজ আলম - শিক্ষার্থী প্রতিনিধি	সদস্য	(৭ অক্টোবর, ২০২৪ - ১০ নভেম্বর, ২০২৪)
জনাব ছালেহ উদ্দিন সিফাত - শিক্ষার্থী প্রতিনিধি	সদস্য	(৯ ডিসেম্বর, ২০২৪ -)।

সূচিপত্র

তৃতীয় খণ্ড (পৃথকভাবে সংকলিত)		
	ভূমিকা ও পর্যবেক্ষণ	১
পরিশিষ্ট		
	পরিশিষ্ট ১৬ - রাজনৈতিক দলগুলোর মতামতের সারাংশ	৫
	পরিশিষ্ট ১৭ - সিভিল সোসাইটি সংগঠনগুলোর মতামতের সারাংশ	৯৭
	পরিশিষ্ট ১৮ - ব্যক্তির মতামতের সারাংশ	১৯৬

ভূমিকা ও পর্যবেক্ষণ

ষোলো বছরের বেশি সময় ধরে চেপে বসা ফ্যাসিবাদী শাসনের জাঁতাকলে পিষ্ট বাংলাদেশের জনগণ ২০২৪ সালের জুলাই মাসে এক অভাবনীয় ও অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থানের সূচনা করেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকে সারা দেশের মানুষ পথে নেমে আসেন এবং সব ধরনের নিপীড়ন-নির্যাতনকে উপেক্ষা করে ও সরকারি আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এবং ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের পেটোয়া বাহিনীকে প্রতিরোধ করে আন্দোলন অব্যাহত রাখেন। জুলাইয়ের মাঝামাঝি আন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয় এবং অভ্যুত্থানের চূড়ান্ত পর্যায়ে ৩ আগস্ট জাতীয় শহীদ মিনারে আন্দোলনের নেতারা শেখ হাসিনার পদত্যাগ ও বিচার দাবি করেন, অসহযোগ আন্দোলনের সূচনার ঘোষণা দেন, অন্তর্বর্তী জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান এবং নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ঘোষণা করেন। এই সব দাবির প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়ে সারা দেশের মানুষ 'মার্চ টু ঢাকা'য় শামিল হন। জনগণের সম্মিলিত প্রতিরোধের মুখে ৩৬ জুলাই (৫ আগস্ট) শেখ হাসিনা পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নেন, তাঁর স্বৈরশাসনের অবসান ঘটে। ৮ আগস্ট নোবেলজয়ী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করা হয়।

৩৬ দিনের এই আন্দোলনে শহীদ হন প্রায় এক হাজার মানুষ এবং আহত হন কমপক্ষে পনেরো হাজার মানুষ। এই গণঅভ্যুত্থানে দল-মতনির্বিশেষে মানুষের অংশগ্রহণের পটভূমি ছিল হাসিনা সরকারের নির্বিচার হত্যা, গুম, খুন ও লুটপাটের বিরুদ্ধে এক দশকেরও বেশি সময়ে বিভিন্ন সময়ে গড়ে ওঠা আন্দোলন-সংগ্রাম। ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালে সাজানো নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের মানুষের ভোটাধিকার লুণ্ঠন করা হয়, রাষ্ট্রকে ব্যক্তির অনুগত পারিবারিক সম্পদের মতো ব্যবহার করা হয়, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়, উন্নয়নের মিথ্যাচার করে একধরনের ক্লেপ্টোক্রেসি বা চোরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়, দেশকে ঋণভারে জর্জরিত করা হয় এবং দেশের মানুষের অর্থ বিদেশে পাচার করে দেওয়া হয়। সর্বোপরি জবাবদিহিহীন এককেন্দ্রীকৃত ব্যক্তিতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়।

এই প্রেক্ষাপটে ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৪, প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস জাতির উদ্দেশে দেওয়া এক ভাষণে সংবিধান সংস্কার কমিশনসহ মোট ছয়টি সংস্কার কমিশন গঠনের কথা ঘোষণা করেন। জনপ্রতিনিধিত্বশীল ও কার্যকর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও জনগণের ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে দেশের বিদ্যমান সংবিধান পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করে সংবিধান সংস্কারের লক্ষ্যে ৭ অক্টোবর ২০২৪ এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সংবিধান সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়। ৭ অক্টোবরের প্রজ্ঞাপনে কমিশনের অন্য সদস্যদের নাম ঘোষণা করা হয়। কমিশনের সদস্যরা হচ্ছেন—রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির রাজনীতি ও সরকার বিভাগের ডিস্টিংগুইশড অধ্যাপক আলী রীয়াজ (কমিশনপ্রধান), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের, ব্যারিস্টার ইমরান সিদ্দিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক মুহাম্মদ ইকরামুল হক, সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র অ্যাডভোকেট ড. শরীফ ভূঁইয়া, ব্যারিস্টার এম মঈন আলম ফিরোজী, লেখক ফিরোজ আহমেদ, লেখক ও মানবাধিকারকর্মী মো. মুসতাইন বিল্লাহ এবং শিক্ষার্থী প্রতিনিধি মো. মাহফুজ আলম। মো. মাহফুজ আলম ১০ নভেম্বর ২০২৪ উপদেষ্টা হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ৯ ডিসেম্বর থেকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষার্থী ছালেহ উদ্দিন সিফাত।

কমিশন ১৩ অক্টোবর ২০২৪ একটি ভার্চ্যুয়াল সভার মাধ্যমে তার কাজ শুরু করে এবং ১৪ জানুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে এই প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছে। এই প্রতিবেদন পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে মূল প্রতিবেদন তিন অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে; এগুলো হচ্ছে বিদ্যমান সংবিধানের পর্যালোচনা, সুপারিশসমূহ এবং সুপারিশের যৌক্তিকতা। কমিশন সংবিধানের সেই সব বিষয় এবং অনুচ্ছেদের ব্যাপারে তাঁদের সুপারিশ উপস্থাপন করেছে, যেগুলো কমিশনের ওপর অর্পিত দায়িত্ব এবং কমিশনের লক্ষ্যসমূহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং সংস্কার করা প্রয়োজন বলে মনে করেছে। প্রতিবেদনের অন্যান্য চারটি খণ্ডে সংযোজনী হিসেবে কমিশনের সংগৃহীত তথ্যাদি, কমিশনের অনুরোধে দেওয়া রাজনৈতিক দলগুলোর প্রস্তাব এবং তার সারাংশ, অংশীজনদের দেওয়া লিখিত মতামতের সারাংশ এবং কমিশনের আহ্বানে মতবিনিময় সভায় উপস্থিত হয়ে দেওয়া বক্তব্যের রেকর্ডকৃত বক্তব্যের অনুলিখন সংযুক্ত করা হয়েছে।

সংবিধান সংস্কার সুপারিশের পরিধি এবং লক্ষ্য

৭ অক্টোবরের প্রজ্ঞাপনের আলোকে কমিশন তার ওপরে অর্পিত দায়িত্বকে দুইভাগে ভাগ করে। এর প্রথমটি হচ্ছে বর্তমান সংবিধানের পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে সংবিধানকে গণতান্ত্রিক করে তুলে দেশ পরিচালনায় জনগণের অংশীদারত্ব প্রতিষ্ঠার

লক্ষ্যে সংবিধানের সংস্কারবিষয়ক সুনির্দিষ্ট সুপারিশ তৈরি করা। এই লক্ষ্যে কমিশন মোট ৬৪টি সভা করে, যার মধ্যে ২৩টি সভায় অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময় করা হয়।

২৬ অক্টোবর অনুষ্ঠিত কমিশনের ৫ম সভায় আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে ঐকমত্যের মাধ্যমে সংস্কারের পরিধি এবং সংস্কারের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয় । গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয় যে, "সংস্কার'-এর অন্তর্ভুক্ত হবে বর্তমান সংবিধান পর্যালোচনাসহ জন-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলনের লক্ষ্যে সংবিধানের সামগ্রিক সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন, পরিমার্জন, পুনর্বিন্যাস এবং পুনর্লিখন।"

সংস্কারের পরিধিতে সম্ভাব্য সকল ধরনের সংস্কারের সুযোগ রাখা হয় এই বিবেচনায় যে ইতিমধ্যে নাগরিকদের ভেতরে বাংলাদেশের জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তি হিসেবে সংবিধানকে দেখতে এবং ভবিষ্যতে বাংলাদেশে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ফ্যাসিবাদের উত্থানরোধের উপায় হিসেবে বিভিন্ন ধরনের প্রস্তাব উত্থাপিত হতে শুরু করে। জুলাই ২০২৪ গণঅভ্যুত্থানের নেতৃত্বদানকারী 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন' এবং তাদের সহযোগী সংগঠন জাতীয় নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে সংবিধান পুনর্লিখনের বা নতুন সংবিধান প্রণয়নের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করা হয়, যার প্রতি সমাজের বিভিন্ন অংশের সমর্থনও প্রতিভাত হয়; গত প্রায় এক দশক ধরে যেসব সামাজিক-রাজনৈতিক শক্তি ও চিন্তাবিদ ফ্যাসিবাদী শক্তির উত্থানের কারণ হিসেবে সাংবিধানিক ব্যবস্থার কথা বলে আসছিলেন, তাঁরাও বড় ধরনের পরিবর্তন ও পরিমার্জনার তাগিদ দেন। অন্যদিকে কিছু রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন এবং ব্যক্তি এই মর্মে অবস্থান গ্রহণ করেন যে, বিরাজমান সংবিধানের কতিপয় অনুচ্ছেদের সংশোধনের মাধ্যমেই সংবিধানের অন্তর্নিহিত বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা এবং ক্ষমতাকাঠামোয় অগণতান্ত্রিক প্রবণতা অবসান সম্ভব। এ ধরনের ভিন্ন ভিন্ন মতকে গুরুত্ব দেওয়া এবং কমিশনের কোনো ধরনের পূর্বাবস্থান নেই, তা সুস্পষ্ট করার জন্য কমিশন সংস্কারের পরিধিকে ব্যাপক রাখার সিদ্ধান্ত নেয়।

কমিশন সাংবিধানিক সংস্কারের সাতটি উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে। এই উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে:

১। দীর্ঘ সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রতিশ্রুত উদ্দেশ্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার এবং ২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের আলোকে বৈষম্যহীন জনতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা।

২। ২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত অংশগ্রহণমূলক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটানো।

৩। রাজনীতি এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় সর্বস্তরে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থা।

৪। ভবিষ্যতে যেকোনো ধরনের ফ্যাসিবাদী শাসনব্যবস্থার উত্থান রোধ।

৫। রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গ—নির্বাহী বিভাগ, আইনসভা এবং বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ ও ক্ষমতার ভারসাম্য আনয়ন।

৬। রাষ্ট্রক্ষমতা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের বিকেন্দ্রীকরণ ও পর্যাপ্ত ক্ষমতায়ন।

৭। রাষ্ট্রীয়, সাংবিধানিক এবং আইন দ্বারা সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকর স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা।

এই উদ্দেশ্যসমূহ নির্ধারণে কমিশন ১০ এপ্রিল ১৯৭১-এ জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে রাজনৈতিক অঙ্গীকার অর্থাৎ সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার এবং ২০২৪ সালের ফ্যাসিবাদবিরোধী গণঅভ্যুত্থানের জন-আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ একটি বৈষম্যহীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনকে ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করেছে। একই সময়ে কমিশন ১৯৭১ সালের স্বাধীনতাযুদ্ধকে বাংলাদেশের মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং বৈষম্যবিরোধী সংগ্রামের দীর্ঘ ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করেছে। এই সব আকাঙ্ক্ষা এবং সংগ্রামের মর্মবস্তুকে সাংবিধানিক-প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার লক্ষ্যেই সংবিধানের সংস্কার প্রস্তাব তৈরি করতে কমিশন সচেষ্ট হয়। ৩ নভেম্বর এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে কমিশন সংস্কারের পরিধি এবং উদ্দেশ্যসমূহ নাগরিকদের কাছে তুলে ধরে।

সংবিধানের পর্যালোচনা

কমিশন বিদ্যমান সংবিধানকে দুটি দিক থেকে পর্যালোচনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে—রাজনৈতিক এবং আইনগত। কমিশন বিবেচনা করে যে সংবিধানের পর্যালোচনায় বাংলাদেশ নামের ভূখণ্ডের মানুষের রাজনৈতিকভাবে গঠিত হওয়ার প্রক্রিয়া এবং একটি সংঘবদ্ধ জনগোষ্ঠী হিসেবে তাঁর রাজনৈতিক সংকল্প ও সামষ্টিক রূপকল্পের অভিপ্রায় কীভাবে গড়ে উঠেছে, তার প্রেক্ষাপট বিবেচনা করা জরুরি। এটা সুস্পষ্ট যে, ঔপনিবেশিক যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত এই অঞ্চলে 'জনগণ'-এর উদ্ভব একটি দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছে। গাঠনিক কর্তা হওয়ার আকাঙ্ক্ষা এবং রাষ্ট্র গঠনে জনগণের সার্বভৌম অভিপ্রায় প্রকাশের প্রচেষ্টা দীর্ঘদিন ধরে ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক রাষ্ট্রের সাথে দ্বন্দ্বের সম্পর্কে জড়িয়ে আছে। এই দ্বন্দ্বের ধারাবাহিকতায় রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক রূপান্তর আজও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এই ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় ১৯৭২ সালের সংবিধান প্রণীত হয়েছিল। স্বল্প সময়ের মধ্যে সংবিধান প্রণয়নের সাফল্য নিঃসন্দেহে ইতিবাচক। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর সংবিধান প্রণয়নে দীর্ঘসূত্রিতা এবং তার বিরূপ প্রতিক্রিয়ার অভিজ্ঞতা এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে আকাঙ্ক্ষা ও এক ধরনের চাপ সৃষ্টি হয়েছিলো

তাই এই সংবিধান প্রণয়নকে ত্বরান্বিত করেছিলো। সংবিধান প্রণয়নের প্রক্রিয়া এবং এই বিষয়ে বিভিন্ন বিশ্লেষকের আলোচনার সারসংকলন করে এই সংবিধানের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এবং কীভাবে তা জনগণের গণতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে কেবল সংগতিহীনই হয়নি বরং নাগরিকদের অধিকার সংকুচিত করেছে, স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতাকাঠামো তৈরি করেছে, তা চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়া ওই সময়েই গণপরিষদের সংবিধান প্রণয়নের এখতিয়ার নিয়ে প্রশ্ন ছিল।

সংবিধানের পর্যালোচনার দ্বিতীয় অংশে সংবিধানের আইনি কাঠামো পর্যালোচনা করা হয়েছে। বিদ্যমান সংবিধান যা ইতিমধ্যেই ১৭ বার সংশোধিত হয়েছে, তাতে এমন ধরনের অন্তর্নিহিত ত্রুটি রয়েছে, যা জবাবদিহিমূলক এবং গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সাথে সাংঘর্ষিক, যেমন অনুচ্ছেদ ৪৮(৩) এবং ৫৫-এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে রাষ্ট্রপতিকে আলংকারিক ব্যক্তিত্বে পরিণত করা হয়েছে। সংবিধান সংশোধনের প্রক্রিয়া ক্ষমতাসীন দলকে সংবিধানের মূলনীতি ক্ষুণ্ন করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সংশোধন করার সুযোগ দিয়েছে। এর ফলে জরুরি অবস্থা এবং নিবর্তনমূলক আটকের মতো কঠোর বিধান সংবিধানে সন্নিবেশিত হয়েছে, যা ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করেছে এবং কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থা উৎসাহিত করেছে। সংবিধানের এই ত্রুটিগুলো গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করেছে। তদুপরি সাংবিধানিক বিধিবিধানগুলো গণতন্ত্রের একটি অন্যতম উপাদান নাগরিকের মৌলিক অধিকারকে বিভিন্ন শর্তসাপেক্ষ করে সেগুলোকে অনেকাংশে অকার্যকর করে ফেলেছে। সংবিধানে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি থাকলেও তার কার্যকারিতার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা অনুপস্থিত থেকেছে, যা বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগে অধীনস্থ করে রেখেছে। স্থানীয় সরকারব্যবস্থা কার্যত অর্থহীন এবং দলীয় লেজুড়বৃত্তি ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় আবদ্ধ।

সংবিধানের বিস্তারিত রাজনৈতিক এবং আইনি পর্যালোচনা এই প্রতিবেদনের প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে। এর পাশাপাশি কমিশন সকল বিষয়ে বিভিন্ন দেশের সংবিধান পর্যালোচনা করে, যাতে বিদ্যমান সংবিধান অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশের সংবিধানের সঙ্গে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ, তা বোঝা যায়। কিছু সুনির্দিষ্ট বিষয় যেমন দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ, চিরস্থায়ী বিধান, জাতির জনক, কোনো ব্যক্তির প্রতিকৃতির বাধ্যতামূলক প্রদর্শন, রাষ্ট্রধর্ম, ধর্মনিরপেক্ষতা, সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস ইত্যাদি বিভিন্ন দেশের সংবিধানে উল্লেখ আছে কি না এবং থাকলে কীভাবে আছে, কমিশন তার বিশ্লেষণ করে।

অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময়ের রূপরেখা

কমিশন সমাজের ভেতরে বিভিন্ন ধরনের আকাঙ্ক্ষা বোঝা এবং সমাজের সম্ভাব্য সর্বাধিক অংশীজনদের অংশগ্রহণ এবং তাঁদের প্রস্তাবগুলো শোনা এবং সেগুলোকে কমিশনের সুপারিশে প্রতিফলিত করার জন্য অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনা, রাজনৈতিক দলগুলোর কাছ থেকে প্রস্তাব এবং নাগরিকদের মতামত সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নেয়।

কমিশন এই মর্মেও সিদ্ধান্ত নেয় যে, যেসব ব্যক্তি, সংগঠন, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান বা দল জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের সময় সক্রিয়ভাবে হত্যাকাণ্ডে যুক্ত থেকেছে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে হত্যাকাণ্ড ও নিপীড়নকে সমর্থন করেছে, ফ্যাসিবাদী কার্যক্রমকে বৈধতা প্রদানে সাহায্য করেছে, কমিশন সেই সব ব্যক্তি, সংগঠন, সংস্থা, প্রতিষ্ঠানকে অংশীজনদের আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করবে না।

রাজনৈতিক দলসমূহের মতামত

কমিশন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মতামত এবং সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব জানার জন্য ৩০টি রাজনৈতিক দল এবং জোটের কাছে লিখিত মতামত আহ্বান করে চিঠি পাঠায়। এই আবেদনে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যায়। এসব দল এবং জোটের মধ্যে মোট ২৫টি রাজনৈতিক দল এবং ৩টি রাজনৈতিক জোট তাদের লিখিত মতামত কমিশনের নিকট প্রেরণ করে। এর বাইরেও মোট ৬টি রাজনৈতিক দল ইমেইলের মাধ্যমে বা কমিশন কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে তাঁদের মতামত জমা দেয়। কমিশনের গবেষকেরা এসব মতামতের সারাংশ সংকলন করেন।

ওয়েবসাইটের মাধ্যমে মতামত সংগ্রহ

সংস্কারের সুপারিশ তৈরিতে অধিকসংখ্যক নাগরিকের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির জন্য কমিশনের ওয়েবসাইটে মতামত দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এ বিষয়ে জনগণের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ ও স্বতঃস্ফূর্ততা লক্ষ করা যায়। দুই সপ্তাহের বেশি সময় ধরে এ সুযোগ অব্যাহত রাখা হয় এবং ২৫ নভেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত ৫০,৫৭৩টি (পঞ্চাশ হাজার পাঁচশত তিহাত্তর) সংক্ষিপ্ত থেকে বিস্তারিত আকারে মতামত পাওয়া যায়।

অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময়

অংশীজনদের মতামত নেওয়ার উদ্দেশ্যে সংবিধান সংস্কার কমিশন ১১ নভেম্বর ২০২৪ তারিখ থেকে বিভিন্ন সংবিধান ও মানবাধিকারবিষয়ক সংগঠন, পেশাজীবী সংগঠন, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, সংবিধান বিশেষজ্ঞসহ সমাজের নানা স্তরের মানুষের

সাথে মতবিনিময় করে। এ জন্য মোট ২১টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। তিন সপ্তাহ ধরে অনুষ্ঠিত এসব অধিবেশনে ৪৩টি সংগঠনের ৯৯ জন প্রতিনিধি উপস্থিত হয়ে তাঁদের সংগঠনের পক্ষে মৌখিক এবং লিখিত প্রস্তাব দেন। এছাড়া ২৯টি সংগঠন তাদের প্রস্তাব লিখিতভাবে জানিয়েছে। নাগরিক সমাজের ৪৪ জন ব্যক্তি কমিশনের সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। তাঁদের মধ্যে ২২ জন তাঁদের প্রস্তাবগুলো লিখিতভাবে কমিশনের কাছে পেশ করেছেন। এর বাইরেও ই–মেইলের মাধ্যমে এবং কমিশন কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে ৩৪ জন তাঁদের মতামত লিখিতভাবে জানান। কমিশনের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে সাতজন সংবিধানবিশেষজ্ঞ এবং সাবেক বিচারপতি কমিশনের মতবিনিময় সভাগুলোয় উপস্থিত হয়েছেন। কমিশনের মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের মৌখিক বক্তব্য রেকর্ড এবং প্রতিলিপি (transcript) তৈরি করা হয়েছে।

দেশব্যাপী জনমত জরিপ

বিভিন্নভাবে অংশীজনদের মতামত সংগ্রহ করলেও গৃহীত ব্যবস্থাগুলো সমাজের সকল স্তরের মানুষের মতামতের প্রতিফলনের নিশ্চয়তা বিধান করে না বলে কমিশনের পক্ষ থেকে সারা দেশে জরিপ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর মাধ্যমে দেশব্যাপী জাতীয় জনমত জরিপ পরিচালনা করা হয়। এই জরিপ ৫ ডিসেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত চালানো হয় এবং সারা দেশের ৬৪ জেলা থেকে সরাসরি সাক্ষাৎকার পদ্ধতিতে ৪৫,৯২৫টি খানার (হাউসহোল্ড) ১৮ থেকে ৭৫ বছর বয়সীদের কাছ থেকে জনসংখ্যা অনুপাতে মতামত পাওয়া যায়।

অন্যান্য কমিশনের সঙ্গে সমন্বয়

কমিশন ওয়াকিবহাল যে, রাষ্ট্র সংস্কারের অনেক বিষয় নিয়ে একাধিক কমিশন নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, যা সংবিধান-সংশ্লিষ্ট। সময়স্বল্পতার বিবেচনায় কমিশন সব কমিশনের সঙ্গে কাজের সমন্বয় করতে না পারলেও গুরুত্বপূর্ণ এবং সরাসরি সংশ্লিষ্ট দুটি কমিশন-নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার এবং বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশনের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে বৈঠক করে এবং ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগ রক্ষা করে। এর বাইরে ১৮ নভেম্বর প্রতিষ্ঠিত স্থানীয় সংস্কার কমিশনের প্রধানের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করে।

কমিশনের কতিপয় পর্যবেক্ষণ

বিদ্যমান সংবিধানের পর্যালোচনা, অংশীজনদের মতামত এবং কমিশন সদস্যদের অভিজ্ঞতা ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের ভিত্তিতে কমিশন সংবিধানের বিভিন্ন দিকের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করেছে; এর বাইরে অংশীজনেরা দুটি বিষয়ের দিকে কমিশনের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যা কমিশন তার পর্যবেক্ষণ হিসেবে উপস্থিত করছে। এগুলো হচ্ছে:

১। সংবিধানের বিভিন্ন অধ্যায়ের ধারাক্রম পরিবর্তন করে প্রস্তাবনা, নাগরিকতন্ত্র, মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতার পর আইনসভা, নির্বাহী বিভাগ এবং বিচার বিভাগকে সন্নিবেশিত করা;

২। সংবিধানের ভাষা সহজ করা;

৩। সংবিধানের আকার ছোট করা।

কমিশন মনে করে যে, অংশীজনদের এসব মতামত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা দাবি করে এবং আশা করে ভবিষ্যতে এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বিবেচনা করবেন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

যে বীরদের আত্মদানের ফলে বাংলাদেশ স্বৈরাচারী শাসনমুক্ত হয়েছে, যাঁরা এখনো আহত অবস্থায় আছেন, তাঁদের কাছে কমিশন গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। তাঁদের প্রতি কমিশন আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছে।

কমিশন এই প্রতিবেদন প্রস্তুতিতে নাগরিকদের কাছ থেকে যে সহযোগিতা পেয়েছে এবং তাঁরা যেভাবে অকুণ্ঠচিত্তে অংশগ্রহণ করেছেন, সে জন্য সকলের কাছেই কৃতজ্ঞ। রাজনৈতিক দল, সামাজিক ও পেশাজীবী সংগঠন, সিভিল সোসাইটির সদস্যরা তাঁদের মতামত প্রদান করে এই প্রক্রিয়াকে অংশগ্রহণমূলক করে তুলেছেন এবং তাঁদের মতামতের মাধ্যমে এই প্রতিবেদনকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁদেরকে কমিশন আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। এই প্রতিবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা সম্পাদন, মতামত ও তথ্য বিন্যস্তকরণ, অনুবাদ এবং সম্পাদনার কাজে যুক্ত গবেষকদের অবদান ছিল অসামান্য। তাঁদেরকে কমিশন আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। কমিশনের সাচিবিক সহায়তা প্রদানের জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের যে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিরলসভাবে পরিশ্রম করেছেন, কমিশন তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড (ইউপিএল) বিনামূল্যে এই প্রতিবেদনের টাইপ সেটিং এবং পৃষ্ঠাসজ্জা করে দিয়ে কমিশনকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছে।

পরিশিষ্ট ১৬

রাজনৈতিক দলগুলোর মতামতের সারাংশ

সংবিধান সংস্কার কমিশন সংবিধান সংস্কার বিষয়ে রাজনৈতিক দল/জোটের লিখিত মতামত এবং সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব গ্রহণের লক্ষ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করে। কমিশন মোট ২৭টি রাজনৈতিক দল এবং ৩টি জোটের নিকট লিখিত মতামত চেয়ে পত্র প্রেরণ করে। ২৯ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত মোট ২৫টি রাজনৈতিক দল এবং ৩টি জোট নিকট লিখিত মতামত প্রদান করে। তবে কমিশন রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সরাসরি কোনো আলোচনায় অংশগ্রহণ করেনি। কিন্তু তাঁদের দেয়া প্রতিটি লিখিত প্রস্তাব ও মতামত কমিশন নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করবে এবং কমিশনের সুপারিশে তার যথাসাধ্য প্রতিফলন ঘটাতে সচেষ্ট থাকবে।

উল্লেখ্য, যেসব রাজনৈতিক দল/জোট জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুথানের সময় সক্রিয়ভাবে হত্যাকাণ্ডে যুক্ত থেকেছে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে হত্যাকাণ্ড ও নিপীড়নকে সমর্থন করেছে, ফ্যাসিবাদী কার্যক্রমকে বৈধতা প্রদানে সাহায্য করেছে কমিশন সেইসব দল/জোটকে সংস্কার প্রস্তাবের সুপারিশ তৈরিতে যুক্ত করেনি।

	প্রস্তাবনা		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান	জনগণতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন

শুরু	১[বিস্‌মিল্লাহির-রহ্‌মানির রহিম (দয়াময়, পরম দয়ালু, আল্লাহের নামে)/ পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তার নামে।]	১৯৭২ সালের মূল সংবিধানমতে কোন কিছু না লিখা	বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল- বাংলাদেশ জাসদ
		পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম এর বাংলা অনুবাদ এর পাশাপাশি একটি অতিরিক্ত বাংলা পাঠ (পরম করুনাময় সৃষ্টিকর্তার নামে) সংযোজিত হয়েছে।--- **সংযোজিত অতিরিক্ত বাংলা পাঠ অপরিবর্তিত রাখা যেতে পারে।**	১. বিএনপি ২. রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন
		সংবিধানে "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম" এর অর্থ "পরম করুনাময় আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি" সংযোজন করতে হবে।	বাংলাদেশ লেবার পার্টি

প্রস্তাবনা (Preamble)'র সূচনা	আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া ২[জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের] মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি; ৩[আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল -জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে ;] আমরা আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা- যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে; আমরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা যাহাতে স্বাধীন সত্তায় সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারি এবং মানবজাতির প্রগতিশীল আশা-আকাঙ্খার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে পূর্ণ ভূমিকা পালন করিতে পারি, সেইজন্য বাংলাদেশের জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তিস্বরূপ এই সংবিধানের প্রাধান্য অক্ষুণ্ন রাখা এবং ইহার রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান আমাদের পবিত্র কর্তব্য; এতদ্বারা আমাদের এই গণপরিষদে, অদ্য তের শত উনআশী বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসের আঠারো তারিখ, মোতাবেক উনিশ শত বাহাত্তর খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের চার তারিখে, আমরা এই সংবিধান রচনা ও বিধিবদ্ধ করিয়া সমবেতভাবে গ্রহণ করিলাম।	সংবিধান গ্রন্থের সূচনায় "উপক্রমণিকা"টি সম্পূর্ণরূপে বাদ দিতে হবে।	১২ দলীয় জোট
		প্রস্তাবনায় জুলাই বিপ্লবের স্বীকৃতি থাকতে হবে।	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
		আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া [**জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের**] মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি; ----- **পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত উক্ত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে। এবং পঞ্চদশ সংশোধনী পূর্ব অবস্থায় বহাল করতে হবে।**	বিএনপি
		[আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে (জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে) আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল-(জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার) সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে]- **পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত উক্ত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে। এবং পঞ্চদশ সংশোধনী পূর্ব অবস্থায় বহাল করতে হবে।**	বিএনপি
		১৯৭১ সালের বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘোষণাপত্র এবং দীর্ঘ ফ্যাসিবাদ ও স্বৈরশাসন বিরোধী লড়াই ও ২০২৪ সালের ছাত্র-শ্রমিক-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মধ্যে প্রকাশিত জন-আকাঙ্ক্ষাই হবে গণতান্ত্রিক সংবিধানের প্রস্তাবনার ভিত্তি।	গণসংহতি আন্দোলন
		আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া (জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি;এবং ২০২৪ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই বিপ্লবসহ অন্যান্য গণতান্ত্রিক আন্দোলনসমূহের মাধ্যমে দেশে গণতন্ত্র কায়েম রাখার সর্বাত্মক সংগ্রাম করিয়া যাইতেছি।	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
		আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল - জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার, সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস এবং বহুসংস্কৃতিমূলক সমাজের সেই সকল আদর্শ হবে এই সংবিধানের মূলনীতি।	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
		পঞ্চম প্যারায় 'এতদ্বারা শব্দের পর ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল তারিখের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে গঠিত" শব্দসমূহ যুক্ত করতে হবে	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি
		মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণাপত্রকে প্রথম রিপাবলিকের প্রস্তাবনা হিসেবে গ্রহণ করে তা সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। দ্বিতীয় রিপাবলিকের প্রোক্লেমেশন জারি করে তা নতুন সংবিধানের প্রস্তাবনা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	জাতীয় নাগরিক কমিটি
		সংবিধানের প্রস্তাবনায় জনগণের বৈধ রায়ই সরকার গঠনের ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃতি থাকতে হবে।	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
		আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া [জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের] মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম **গণজনতান্ত্রিক** বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি; **আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, ২০২৪ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই-আগষ্ট মাসে ছাত্র-জনতার অভুত্থানের মাধ্যমে ৫ আগষ্ট সরকারের পতন ঘটাইয়া [বৈষম্যহীন সমাজ-রাষ্ট্র গঠনের জন্য ঐতিহাসিক অভুত্থানের মাধ্যমে] গণজনতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি;** [আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল -আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস, জনগণের অংশীদারিত্ব ও প্রতিনিধিত্ব এবং শোষণ-জুলুম ও বৈষম্যমুক্ত আদর্শ- সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে;] আমরা আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম লক্ষ্য হবে এমন এক শোষণ-জুলুম-বৈষম্যমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা-যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার, মানবিক মর্যাদা এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হবে।	

	প্রস্তাবনা		
অনুচ্ছেদ/অংশ	**বর্তমান সংবিধান**	**সুপারিশ**	**প্রস্তাবক দলের নাম**
		আমরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা যাহাতে স্বাধীন সত্তায় সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারি এবং মানবজাতির ন্যায়ঙ্গত আশা-আকাঙ্খার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে পূর্ণ ভূমিকা পালন করিতে পারি, সেইজন্য বাংলাদেশের জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তিস্বরূপ এই সংবিধানের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখা এবং ইহার রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান আমাদের পবিত্র কর্তব্য;	খেলাফত মজলিস
		আমরা, বাংলাদেশের জনগণ আমাদের স্বাধীনতা অর্জন, রাষ্ট্র গঠন এবং স্বৈরাচার দূরীকরণের জনআকাঙ্ক্ষার দ্বারা সংকল্পবদ্ধ হইয়া, সূদূর অতীতকাল হইতে স্বাধীনতা যুদ্ধ পর্যন্ত এবং স্বাধীনতার পর হইতে জুলাই গণঅভুত্থান পর্যন্ত এই ভূখন্ডের মুক্তির জন্য সকল প্রজন্মের শহীদের প্রতি আনুগত্য রাখিয়া, অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে- গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজের প্রতিষ্ঠা, যেখানে সকল নাগরিকের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত হইবে; আমরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা যাহাতে স্বাধীন সত্তায় সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারি এবং মানবজাতির প্রগতিশীল আশা-আকাঙ্ক্ষার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে পূর্ণ ভূমিকা পালন করিতে পারি, সেই জন্য বাংলাদেশের জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তিস্বরূপ এই সংবিধানের প্রাধান্য অক্ষুণ্ন রাখা এবং ইহার রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান আমাদের পবিত্র কর্তব্য; এতদ্বারা আমাদের এই গণপরিষদে, অদ্য চৌদ্দশ একত্তিরিশ বঙ্গাব্দের----------- মাসের ---------- তারিখ, আমরা এই সংবিধান এর দ্বিতীয় পাঠ রচনা ও বিধিবদ্ধ করিয়া সমবেতভাবে গ্রহণ করিলাম।	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন
		"যেহেতু, বঙ্গীয় জনপদের বাসিন্দাদের শত শত বছরের লড়াই এর গৌরবময় ইতিহাস যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে আন্দোলন ও সংগ্রামের ধারাবাহিকতা। বখতিয়ার খিলজির বাংলা বিজয়ের পর থেকে সোনার বাংলা গড়বার যে পথচলা আমরা দেখেছি যেটি পূর্ণতা পেয়েছিল ইলিয়াস শাহী আমলে যা তখনকার দুনিয়ায় বাংলা সবচেয়ে ধনাঢ্য অঞ্চলে পরিনত হয়। শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ বঙ্গীয় অঞ্চলকে প্রথমবারের মত একত্রিত করে বাংলা ভাষাকে রাজদরবারের পৃষ্ঠপোষকতায় অনন্য মাত্রায় নিয়ে যায়, যা ছিল সোনার বাংলার ভিত্তিমুল, আজকার স্বাধীন বঙ্গীয় রাষ্ট্রের সূতিকাগার। ফলস্বরূপ, ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঔপনিবেশিকদের শ্যেন দৃষ্টি পড়েছিল মোঘল সাম্রাজ্যের সবচেয়ে সমৃদ্যশালী অঞ্চল বাংলার ওপর; যেহেতু, ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর আম্রকাননে দেশীয় বেঈমান ও বিদেশী দখলদারদের যৌথ ষরযন্ত্রে কয়েকশত বছরের সকল অর্জন পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে যায়; যেহেতু, ১৭৭৬ সালের দূর্ভিক্ষ ও ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বা জমিদারি প্রথা চালুর মধ্য দিয়ে দুই স্তরের ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই ছিল নিরন্তর; যেহেতু, বীর চট্টলার শহীদ হাবিলদার রজব আলী খাঁর নেতৃত্বে শুরু হওয়া ১৮৫৭ সালের প্রথম আজাদীর আন্দোলন পুরো জাতির চৈতন্যকে জাগরিত করে, যা ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে শাসকগোষ্ঠীকে প্রশাসনিক ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠায় বাধ্য করে, যদিও তা দীর্ঘায়িত করা যায়নি; যেহেতু, ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়, ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে ঔপনিবেশিক শাসন ও জমিদারী শোষণের অবসানের প্রত্যয়ে পাকিস্তান আন্দোলনের মাধ্যমে ১৯৪৭ সালে একটি নতুন রাষ্ট্র গঠিত হয়, যেখানে প্রজাস্বত্ত বাতিল আইন করে জমিদারি প্রথা বাতিল করাও ছিল চলমান ১৯০ বছরের লড়াইয়ের একটি অনন্য অধ্যায়; যেহেতু, স্বাধীনতার দীর্ঘদিনের আন্দোলনের ফলস্বরুপ ১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট পাকিস্তান নামক রাষ্ট প্রতিষ্ঠা হলেও জন্মের অব্যবহিত পর থেকেই পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠির বৈষম্যমূলক আচরন, গনতন্ত্রহীনতা ও পূর্বপাকিস্তানের জনগনের প্রত্যাশা পুরনে ব্যর্থ হওয়ায় বৈষম্যহীন একটা জনগনের রাষ্ট্র বানানোর আকাঙ্খা থেকে ১৯৭১ সালে আবারো মুক্তির লড়াই এ অবতীর্ন হতে হয় এই জনপদের বাসিন্দাদেরকে; যেহেতু, স্বাধীনতার দীর্ঘদিন পরেও স্বাধীনতার ঘোষনাপত্রের তিন মূলনীতি সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার' এর ভিত্তিতে জনগনের রাষ্ট্র (রিপাবলিক) গঠনে পুরানো ব্যবস্থা ব্যর্থ ও অকার্যকর হয়ে রাষ্ট্রকাঠামো নিজেই জনগনের অধিকার রক্ষায় প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়িয়েছে এবং এজন্য রাষ্ট্রের সাথে নাগরিকের যে বন্দোবস্ত তা নতুন করে নবায়ন করা জরুরী হয়ে পড়েছে; যেহেতু, বারবার জনগনকে একদলীয়, সামরিক-বেসামরিক ও বংশীয় স্বৈরশাসকদের শৃঙ্খলে পৃষ্ট করা হয়েছে, মুক্তির আকাঙ্খাকে ৫৩ বছর ধরে বিভিন্নভাবে ধুলিস্যাত করে দেয়া হয়েছে। বৈষম্য, গণতন্ত্রহীনতা আর জুলুমের আষ্টেপিষ্টে কোটি কোটি বনী আদমকে বন্দী করে রাখা হয়েছে এবং ২০২৪ এর জুলাই-আগষ্টে ছাত্র-জনতার এক যৌথ গনঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে চলা ফ্যাসিবাদী শোষনের অবসান হবার মধ্য দিয়ে প্রথম প্রজাতন্ত্রের পতন হয়েছে;	আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)

প্রস্তাবনা

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
		যেহেতু, দেশের কোটি কোটি তরুন, ফ্যাসিবাদ বিরোধী রাজনৈতিক দল, এবং নাগরিক সমাজ প্রায় দুই হাজার শহীদের আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দেশের দেয়ালে দেয়ালে, মিছিলে আর শ্লোগানে নতুন বাংলাদেশ গড়বার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে; তাই পুরাতন আমলের বন্দোবস্ত পরিবর্তন করে নতুন সামাজিক চুক্তি প্রণয়ন জরুরী হয়ে পড়েছে; যেহেতু, প্রথম রিপাবলিক ব্যর্থ হয়েছে এবং স্বাধীনতার ঘোষনাপত্রের আলোকে বাংলাদেশ-২.০ গড়বার লক্ষ্যে দ্বিতীয় জনতান্ত্রিক রাষ্ট্র (Second Republic), প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। সেহেতু, ১৯৪৭ এ কৃষক-প্রজার রাষ্ট্র বিনির্মান, ১৯৭১ এ বৈষম্যহীন ইনসাফভিত্তিক সমাজ গঠনের রক্তাক্ত লড়াই সহ ২০২৪ এর গনঅভ্যুত্থানের প্রত্যাশা পুরনে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচারের ভিত্তিতে, বাংলাদেশের মানুষের শত শত বছরের যাপিত জীবনের মুল্যবোধ, অভিজ্ঞতা ও ঐতিহ্যের আলোকে একটি কল্যানরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে যার মালিকানা বাংলাদেশের জনগনের উপর ন্যাস্ত করা হলো।--- প্রস্তাবনায় যুক্ত করতে হবে"	
নতুন প্রস্তাব		৭২ সালের সংবিধান বাতিল ও বিলোপ চাই। নতুন সংবিধানের জন্য জাতীয় পরিষদের নির্বাচন নয়- সংবিধান সভার নির্বাচিন দিতে হবে। যে সংবিধান সভা উপরোক্ত আলোকে সংবিধান রচনা, প্রস্তুত ও পাশ করবে। সংবিধান রচনা ও প্রস্তুত করার পর এই সংবিধান সভা পার্লামেন্ট (আইন পরিষদ) হিসাবে কাজ করবে।	জাতীয় গণফ্রন্ট
		তৎকালীন পাকিস্তানে আন্তর্জাতিক শত্রু হিসেবে চিহ্নিত ছিলো ভারতীয় আধিপত্যবাদ, মার্কিন, রুশ ও চীনসহ সকল সামাজ্যবাদী শোষণ ও নিপীড়ন উচ্ছেদ দ্বিতীয়ত: অভ্যন্তরীণভাবে জনগণের শোষক হচ্ছে আমলা-দালাল লুটের পুঁজি ও সামন্ত অবশেষ শ্রেণীর অবসান। সংবিধানে এটা স্পষ্টভাবে লিখিত থাকা প্রয়োজন।	জাতীয় গণফ্রন্ট
		আমরা রাষ্ট্রের ক্ষমতা কাঠামোর মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ পরিবর্তন আনার প্রয়োজনীয় ধারা এবং বিধিমালা সংবিধানে সংযোজিত দেখতে চাই । যা মুক্তিযুদ্ধের তিনটি মূলনীতিকে ধারণ করবে, ২৪ এর গণঅভ্যুত্থানের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করবে এবং ফ্যাসিবাদকে চিরতরে রুখে দিবে .	এনডিএম
		নতুন বাংলাদেশের মেগনাকার্টা - বাংলা বসন্ত, Monsoon Revolution', এর সনদ নতুন করে লিখবার পক্ষে মত দিচ্ছে যা জনগণের অধিকারসমূহ এবং স্বাধীনতার উজ্জ্বল প্রত্যাশাকে প্রতিফলিত করবে। এটা আকারে ছোট, সাধারনভাবে বোধগম্য চলিত ভাষায় লিখিত হওয়াটা জরুরী, যেখানে শুধু রাষ্ট্রের কাঠামো ও মূলনীতি বিবৃত থাকবে, কোন পদ্ধতিগত ধারা নয়।	এবি পার্টি
		বাংলা এর সঠিক বানান বাঙলা পুনলিখন করতে হবে	বাংলাদেশ কল্যাণ রাষ্ট্র
		দেশের নাম বাংলাদেশ পুনলিখন	বাংলাদেশ কল্যাণ রাষ্ট্র
		সরকারের নাম বাংলাদেশ সরকার	বাংলাদেশ কল্যাণ রাষ্ট্র

প্রথম ভাগ : প্রজাতন্ত্র

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম	যৌক্তিকতা/কারণ
অনুচ্ছেদ ১ (প্রজাতন্ত্র)	১। বাংলাদেশ একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র, যাহা "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ" নামে পরিচিত হইবে।	বাংলাদেশ একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র, যাহা "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ" নামে পরিচিত হইবে। 'একক' শব্দটি বাদ দেয়া হোক	বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল- বাংলাদেশ জাসদ	একটি বিকেন্দ্রীকৃত ফেডারেল পদ্ধতি চালুর বিষয়টি উন্মুক্ত রাখা
		গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ হবে। গণপ্রজাতন্ত্রী শব্দটি বাদ দিতে হবে	গণঅধিকার পরিষদ (নুর)	
		বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র হবে যাহা "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ" নামে পরিচিত হইবে।	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	
		প্রজাতন্ত্র ও গণপ্রজাতন্ত্রী শব্দদ্বয় সংশোধন করে যথাক্রমে জনতন্ত্র ও মানবিক জনতন্ত্র বা মানবিক গণতান্ত্রিক শব্দে প্রতিস্থাপিত করা হোক	ইনসানিয়াত বিপ্লব,বাংলাদেশ	
		রাষ্ট্র কাঠামো: এককেন্দ্রীক, তবে সেবা ও রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্তে শক্তিশালী স্থানীয় প্রশাসন কায়েম করা হবে।	এবি পার্টি	

	প্রথম ভাগ : প্রজাতন্ত্র			
অনুচ্ছেদ/অংশ	**বর্তমান সংবিধান**	**সুপারিশ**	**প্রস্তাবক দলের নাম**	**যৌক্তিকতা/কারণ**
		বাংলাদেশের নাম হবে বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার স্টেট (Bangladesh Welfare state) বা কল্যাণ রাষ্ট্র	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	
		'জনগণতন্ত্র' লেখা হোক	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন	
		জনতন্ত্র দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে/ বাংলাদেশ একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র, যাহা গণজনতান্ত্রিক বাংলাদেশ নামে পরিচিত হইবে।	খেলাফত আন্দোলন	
		বাংলাদেশ একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র, যাহা "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ" নামে পরিচিত হইবে। তবে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রশাসনিক ব্যবস্থা দেশের অন্যান্য অঞ্চল হইতে ভিন্নতর হইবে এবং তা বিশেষ আইনের মাধ্যমে তা পরিচালিত হইবে । অথবা বাংলাদেশ একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র, যাহা "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ" নামে পরিচিত হইবে। তবে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রশাসনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না ।	ইউনাইটেড পিপল্স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)	
অনুচ্ছেদ ২ (প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানা)	২। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানার অন্তর্ভুক্ত হইবে (ক) ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা-ঘোষণার অব্যবহিত পূর্বে যে সকল এলাকা লইয়া পূর্ব পাকিস্তান গঠিত ছিল4[এবং সংবিধান (তৃতীয় সংশোধন) আইন, ১৯৭৪-এ অন্তর্ভুক্ত এলাকা বলিয়া উল্লিখিত এলাকা, কিন্তু উক্ত আইনে বহির্ভূত এলাকা বলিয়া উল্লিখিত এলাকা তদ্বহির্ভূত; এবং] (খ) যে সকল এলাকা পরবর্তীকালে বাংলাদেশের সীমানাভুক্ত হইতে পারে।	জনগণতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানা	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন	
অনুচ্ছেদ ২ক (রাষ্ট্রধর্ম)	৫[২ক। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করিবেন]	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদ সংশোধন করে বলা হয়েছে; প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করিবেন। --- সংশোধিত অনুচ্ছেদটি অপরিবর্তিত রাখা যেতে পারে। (পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন)।	১. বিএনপি ২. রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন	
		বাংলাদেশে অবস্থিত সকল ধর্মের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা এবং সম অধিকার থাকবে এবং ধর্মকে রাজনীতিতে ব্যবহার করা যাবে না।	জাতীয় গণফ্রন্ট	
		২ ক. এই ক্ষেত্রে সংবিধানের আদিপাঠ অনুসরণ করতে হবে, অর্থাৎ তা বাতিল হবে	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি	
		রাষ্ট্রধর্ম বিলুপ্ত করতে হবে বা বাদ দিতে হবে	১. বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল- বাংলাদেশ জাসদ ২. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি)	সংবিধানকে ধর্মের বাইরে রাখা

প্রথম ভাগ : প্রজাতন্ত্র

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম	যৌক্তিকতা/কারণ
		রাষ্ট্রধর্ম অনুচ্ছেদ বাতিল করতে হবে	১. বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল- বাংলাদেশ জাসদ ২. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি)	
		২এর ক এবং ৪ এর ক সহ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র (Proclamation of Independence) অনুযায়ী এমনভাবে পুনর্বিন্যস্ত ও পুনর্লিখন করা দরকার যাতে তা ঘোষণাপত্রের স্পিরিটকে ধারণ করে।	বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি	
		১. জনতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র স্বীয় মর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করিবে] ২. সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী এবং রাসুল হযরত মুহাম্মদ সা. এর মর্যাদা রক্ষায় রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। [সংবিধানে সংযুক্ত করতে হবে]	খেলাফত মজলিস	
		মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি শ্রদ্ধা রাষ্ট্রের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভিত্তির অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাঁর প্রতি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অবমাননা বা নিন্দা কোনো অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে এবং জনশৃঙ্খলা ও ধর্মীয় অনুভূতির সুরক্ষার জন্য আইনের অধীনে শাস্তিযোগ্য হবে। এ ধরনের অপরাধের জন্য নির্ধারিত বিধান ন্যায়বিচারের নীতি এবং সকল নাগরিকের মর্যাদা রক্ষার নিশ্চয়তা দেবে, যা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।---যুক্ত করতে হবে	বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি)	
অনুচ্ছেদ ৩ (রাষ্ট্রভাষা)	৩। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা।	প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা হবে বাংলা, তবে রাষ্ট্রীয় পরিসীমায় বিদ্যমান অন্যান্য ভাষার নিরাপত্তা প্রদান রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে।	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	
		অপরিবর্তিত	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন	
		“প্রজাতন্ত্রের ভাষা বাংলা। তবে বাংলা ব্যতীত দেশের ভিন্ন ভিন্ন জাতিসত্তাসমূহের ভাষার পরিপোষণ ও উন্নয়নে রাষ্ট্র সমভাবে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করিবেন।”	ইউনাইটেড পিপল্স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)	
অনুচ্ছেদ ৪(জাতীয় সংগীত,পতাকা,প্রতীক)	"৪। (১) প্রজাতন্ত্রের জাতীয় সঙ্গীত “আমার সোনার বাংলা”র প্রথম দশ চরণ। (২) প্রজাতন্ত্রের জাতীয় পতাকা হইতেছে সবুজ ক্ষেত্রের উপর স্থাপিত রক্তবর্ণের একটি ভরাট বৃত্ত। (৩) প্রজাতন্ত্রের জাতীয় প্রতীক হইতেছে উভয় পার্শ্বে ধান্যশীর্ষবেষ্টিত, পানিতে ভাসমান জাতীয় পুষ্প শাপলা, তাহার শীর্ষদেশে পাটগাছের তিনটি পরস্পরসংযুক্ত পত্র, তাহার উভয় পার্শ্বে দুইটি করিয়া তারকা। (৪) উপরি-উক্ত দফাসমূহ-সাপেক্ষে জাতীয় সঙ্গীত, পতাকা ও প্রতীক সম্পর্কিত বিধানাবলী আইনের দ্বারা নির্ধারিত হইবে।"	জাতীয় সঙ্গীত, পতাকা ও প্রতীক এই অনুচ্ছেদ ও এই অনুচ্ছেদের (১) (২) (৩) (৪) দফা সমূহ থেকে "জাতীয়" শব্দের পরিবর্তে "রাষ্ট্রীয়" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হোক।	ইনসানিয়াত বিপ্লব,বাংলাদেশ	

প্রথম ভাগ : প্রজাতন্ত্র				
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম	যৌক্তিকতা/কারণ
		সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহে কেবলমাত্র জাতীয় প্রতীক প্রদর্শিত হবে	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	
		অপরিবর্তিত	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন	
অনুচ্ছেদ ৪ক (জাতির পিতার প্রতিকৃতি)	৬[৪ক। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পীকার ও প্রধান বিচারপতির কার্যালয় এবং সকল সরকারী ও আধা-সরকারী অফিস, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষের প্রধান ও শাখা কার্যালয়, সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাস ও মিশনসমূহে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করিতে হইবে।]	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে জাতির পিতার প্রতিকৃতি সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে।-- পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংযোজিত অত্র অনুচ্ছেদ বাতিল করতে হবে।	১. বিএনপি ২. এনডিএম ৩.রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন ৪. খেলাফত মজলিস	
		সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহে কেবলমাত্র জাতীয় প্রতীক প্রদর্শিত হবে	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	
		শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি প্রদর্শন ও পরিবারের নিরাপত্তা আইন, ৭ই মার্চ, ১৭ই মার্চ, ৫ই আগস্ট, ৮ আগস্ট, ১৫ই আগস্ট, ১৮ অক্টোবর, ৪ নভেম্বর, ১২ই ডিসেম্বরের ছুটি বাতিল করতে হবে। সংবিধানে উল্লেখিত ৭ই মার্চের শেখ মুজিবের ভাষণ অপসারণ করতে হবে।	বাংলাদেশ লেবার পার্টি	
		৪ ক এই অনুচ্ছেদের ক্ষেত্রে সংবিধানের আদি পাঠ অনুসরণ করতে হবে, অর্থাৎ তা বাতিল হবে	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি	
		জাতির পিতার প্রতিকৃতি প্রদর্শনের ধারাটি ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানের ছিল না। এটি বাদ দিতে হবে।	১২ দলীয় জোট	
		অনুচ্ছেদটি বাদ দিতে বা বিলুপ্ত করতে হবে	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	এসব তুচ্ছ ব্যাপার সংবিধানে থাকা অপ্রয়োজনীয়
		জাতির পিতার প্রতিকৃতি এই অনুচ্ছেদটি সম্পূর্ণ বাতিল করা হোক।	ইনসানিয়াত বিপ্লব,বাংলাদেশ	
		বিদ্যমান সংবিধানের ৪(ক) -এর ন্যায় কোনো অনুচ্ছেদ থাকবে না। সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহে কেবলমাত্র জাতীয় প্রতীক প্রদর্শিত হবে।	জাতীয় নাগরিক কমিটি	
		মহান স্বাধীনতা অর্জনে মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, শেরে বাংলা একে ফজলুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান ও জিয়াউর রহমান তাদের অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি দিয়ে 'ফোর ফাদার ন্যাশন' প্রতিষ্ঠা করতে হবে। জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে মহান মুক্তিযুদ্ধে যে সকল সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তিবর্গ ঐতিহাসিক ভূমিকা রেখেছেন তাদেরকে সংবিধানে উপযুক্ত মর্যাদায় অভিসিক্ত করতে হবে।	জাতীয় পার্টি (কাজী জাফর)	

	প্রথম ভাগ : প্রজাতন্ত্র			
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম	যৌক্তিকতা/কারণ
অনুচ্ছেদ ৬ (নাগরিকত্ব)	৭ [৬। (১) বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে। (২) বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসাবে বাঙালী এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন।]	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণকে জাতি হিসাবে বাঙ্গালী বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।--- পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে। পঞ্চদশ সংশোধনীর পূর্বের বিধান বহাল করতে হবে।	বিএনপি	
		সংবিধানের ৬(২) অনুচ্ছেদ সংশোধন করে নাগরিকদের ” বাংলাদেশী” হিসেবে ঘোষণা করতে হবে।	১. এনডিএম ২. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ৩. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ৪. জাতীয় নাগরিক ঐক্য	বাঙালি শব্দটির জাতিগত অর্থ রয়েছে যা বাংলাদেশের সকল জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করতে ব্যর্থ হয়। তাই এটিএড়ানো উচিত। (বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী)
		প্রত্যেক জাতিসত্তার স্বীকৃতি থাকতে হবে।	১. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ২. জাতীয় নাগরিক কমিটি	
		বাংলাদেশে শুধু বাঙ্গালী নয়-বাঙ্গালীসহ সকল ভাষাভাষী ও সকল জাতি সত্ত্বা বিকাশের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে লিখিত থাকতে হবে।	বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ	
		সংবিধানের ৬ অনুচ্ছেদ বাতিল করতে হবে। পৃথিবীর কোন দেশে ভাষা দিয়ে জাতিসত্তা নির্ধারণ করা হয় না। বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাঙালি নয় বাংলাদেশি হিসেবেই পরিচিত হবে।	১২ দলীয় জোট	
		জনগণ জাতি হিসেবে বাঙালী ধারা বিলুপ্ত করতে হবে।	বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল- বাংলাদেশ জাসদ	বাংলাদেশে শুধুমাত্র বাঙালী জাতি-ই নয়, আরো অন্যান্য জাতি ও জাতিসত্ত্বা রয়েছে
		প্রত্যেক নাগরিক তাহার জাতিসত্তা পরিচয়ে পরিচিত হইবেন। তাহাদের নাগরিকত্ব হইবে বাংলাদেশী	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন	
		পাহাড়ি জাতিগোষ্ঠীসহ অন্যান্য জাতিসত্ত্বার সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করা। একইসাথে সংবিধানের ৬ ও ৯ অনুচ্ছেদ সংস্কার করা।	১. বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) ২. বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ	
		জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গীয় পরিচয় নির্বিশেষে নিজ নিজ পরিচয়ের পাশাপাশি বাংলাদেশের সকল নাগরিক বাংলাদেশী বলে পরিচিত হবেন।	গণসংহতি আন্দোলন	
		২০১১ সালে সংবিধানে সংযোজিত উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি নামের দফার পরিবর্তন এনে তাঁদের মতামতকে প্রতিফলিত করতে হবে।	এনডিএম	
		অনুচ্ছেদ ৬(১)---বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে- এখানে “আইনের দ্বারা” বাতিল করে এ রাষ্ট্রের সীমানায় জন্মগ্রহণকারী সকলের জন্মগত ও বংশগত ও আইনের উর্ধে স্রষ্টা প্রদত্ত ও রহিতের অযোগ্য প্রাকৃতিক চিরন্তন হিসেবে থাকিবে বলিয়া প্রতিস্থাপিত হোক।	ইনসানিয়াত বিপ্লব,বাংলাদেশ	

প্রথম ভাগ : প্রজাতন্ত্র				
অনুচ্ছেদ/অংশ	**বর্তমান সংবিধান**	**সুপারিশ**	**প্রস্তাবক দলের নাম**	**যৌক্তিকতা/কারণ**
		অনুচ্ছেদ ৬(২)--- বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসেবে বাঙালী ও নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন - এই অনুচ্ছেদে বাংঙ্গালী শব্দটি বাতিল করিয়া - বাংলাদেশের জনগণ প্রত্যেকের যার যার বিশ্বাস ধর্ম-দর্শন মোতাবেক যার যার জাতীয়তা নিয়ে চলতে লিখতে বলতে পারবেন এবং কোন বিশেষ জাতীয়তাবাদ কারো উপর চাপিয়ে দেয়া হবে না-লিখা হোক। বাংলাদেশের সকল নাগরিকের রাষ্ট্রীয় নাগরিকত্ব বাংলাদেশী- এটা লিখা ও প্রতিস্থাপিত হোক।		
		(২) বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলে পরিচিত হবেন। তারা বাংলা ভাষাভিত্তিক বাঙালি জনগোষ্ঠী ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীসমূহ এবং বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাসরত অন্য ভাষাভাষি জনগোষ্ঠি নিয়ে গঠিত হবে।	খেলাফত মজলিস	
		৬ (২) এই উপঅনুচ্ছেদটি নিম্নোক্তভাবে পুনরায় লিখতে হবে ‘‘বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে জাতি হিসেবে রহিয়াছে বাঙালি এবং আদিবাসীসহ অপরাপর জাতিগোষ্ঠি এবং সকলের সমমর্যাদাসম্পন্ন এবং রাষ্ট্রের সম্মুখে তাহারা সকলেই সমসত্ত্বাসম্পন্ন নাগরিক হিসাবে গণ হইবেন’’	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি	
		বাংলাদেশি (সংখ্যালঘু ও উপজাতিসহ বাংলাদেশের সব নাগরিকরাই একত্ব মনস্তাত্বিক চেতনায় মোটিভেট)	বাংলাদেশ কল্যাণ রাষ্ট্র	
		অনুচ্ছেদ ৬ (২) ‘‘বাংলাদেশের জনগণ নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন’’	ইউনাইটেড পিপল্স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)	
অনুচ্ছেদ ৭ (সংবিধানের প্রাধান্য)	৭। (১) প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ; এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে। (২) জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসমঞ্জস হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে।	’সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ’ এর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বাধ্য থাকবে। এক্ষেত্রে কোনো অসঙ্গতি দেখা দিলে অঙ্গতিপূর্ণ কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তাদের অপসারণ নিশ্চিত করার বিধান যুক্ত করতে হবে।	গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টি	
		(৩) ‘দেশের ৯২ শতাংশ মানুষের ধর্মীয় আদর্শের ভিত্তি কুরআন সুন্নাহর অকাট্য বিধান বিরোধী কোনো আইন করা যাবে না’।- এ দফাটি যোগ করতে হবে।	খেলাফত মজলিস	

	প্রথম ভাগ : প্রজাতন্ত্র			
অনুচ্ছেদ/অংশ	**বর্তমান সংবিধান**	**সুপারিশ**	**প্রস্তাবক দলের নাম**	**যৌক্তিকতা/কারণ**
অনুচ্ছেদ ৭ক (সংবিধান বাতিল, স্থগিতকরণ, ইত্যাদি অপরাধ)	৪[৭ক। (১) কোন ব্যক্তি শক্তি প্রদর্শন বা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বা অন্য কোন অসাংবিধানিক পন্থায় - (ক) এই সংবিধান বা ইহার কোন অনুচ্ছেদ রদ, রহিত বা বাতিল বা স্থগিত করিলে কিংবা উহা করিবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ বা ষড়যন্ত্র করিলে ; কিংবা (খ) এই সংবিধান বা ইহার কোন বিধানের প্রতি নাগরিকের আস্থা, বিশ্বাস বা প্রত্যয় পরাহত করিলে কিংবা উহা করিবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ বা ষড়যন্ত্র করিলে- তাহার এই কার্য রাষ্ট্রদ্রোহিতা হইবে এবং ঐ ব্যক্তি রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে দোষী হইবে। (২) কোন ব্যক্তি (১) দফায় বর্ণিত- (ক) কোন কার্য করিতে সহযোগিতা বা উস্কানি প্রদান করিলে; কিংবা (খ) কার্য অনুমোদন, মার্জনা, সমর্থন বা অনুসমর্থন করিলে- তাহার এইরূপ কার্যও একই অপরাধ হইবে। (৩) এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত অপরাধে দোষী ব্যক্তি প্রচলিত আইনে অন্যান্য অপরাধের জন্য নির্ধারিত দণ্ডের মধ্যে সর্বোচ্চ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংযোজিত অত্র বিধানমতে সংবিধান বাতিল, স্থগিতকরণ, ইত্যাদিকে রাষ্ট্রদ্রোহিতা হিসেবে ঘোষণা করে সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান করা হয়েছে।--- পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংযোজিত অত্র অনুচ্ছেদ বাতিল করতে হবে।	১. বিএনপি ২. এনডিএম ৩. রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন ৪. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ৫. খেলাফত মজলিস	
		সংবিধান প্রণয়ন, সংশোধন ও স্থগিতকরণের প্রশ্নে জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তি রূপে সংবিধান এই নীতির সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ কোন বিধান থাকবে না।	গণসংহতি আন্দোলন	
		যে সকল বিষয়সমূহ সংশোধন অযোগ্য বলা হয়েছে, সেগুলোর প্রয়োজনীয় সংশোধনের বিধান রেখে উক্ত অনুচ্ছেদ সংশোধন করতে হবে	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি)	
		এ অনুচ্ছেদ ও দফাগুলো মৌলিক অধিকার ও নাগরিক অধিকারের সম্পূর্ণ বিপরীত ও রুদ্ধকর বিধায় সম্পূর্ণ বাতিল করা হোক এবং কোন এলাকা সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে রাষ্ট্র বিভক্ত বা অন্য রাষ্ট্রের কাছে রাষ্ট্র তুলে দেয়া ছাড়া কোন কিছুই রাষ্ট্রদ্রোহীতা বলে গণ্য হবে না বলে প্রতিস্থাপিত হোক।	ইনসানিয়াত বিপ্লব,বাংলাদেশ	
অনুচ্ছেদ ৭খ (সংবিধানের মৌলিক বিধানাবলী সংশোধন অযোগ্য)	৭খ।সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সংবিধানের প্রস্তাবনা, প্রথম ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, দ্বিতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, নবম-ক ভাগে বর্ণিত অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলী সাপেক্ষে তৃতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ এবং একাদশ ভাগের ১৫০ অনুচ্ছেদসহ সংবিধানের অন্যান্য মৌলিক কাঠামো সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমুহের বিধানাবলী সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন, রহিতকরণ কিংবা অন্য কোন পন্থায় সংশোধনের অযোগ্য হইবে।]	অনুচ্ছেদটি বিলুপ্ত করা হোক	১. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ২.রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন ৩. বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি ৪. খেলাফত মজলিস	ধারা ৭এ অধিগ্রহণ সামরিক প্রতিরোধে অকার্যকর। ৫ আগস্ট তার একটি উদাহরণ। এছাড়া এই ধারা গণের ইচ্ছা যা সাংবিধানিক প্রাধান্যের মূল ভিত্তি, তাকে অবদমিত করে। ধারা ৭এ একটি নতুন সংবিধান প্রণয়নের একটি ভাল কারণ। ৭বি বাতিল করা উচিত কারণ আপনি ভবিষ্যত পার্লামেন্টকে বাধ্য করতে পারেন না। এবং শুধুমাত্র আদালতই সিদ্ধান্ত নিতে পারে কী কী মৌলিক গঠন এবং কী নয়।

	প্রথম ভাগ : প্রজাতন্ত্র			
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম	যৌক্তিকতা/কারণ
		৭ক। ৭খ। সংবিধান বাতিল, স্থগিতকরণ, ইত্যাদি অপরাধ। এই ধারাটি সম্পূর্ণরূপে বাদ দিতে হবে। তবে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭খ তে বলা হয়ছে সংবিধানের ১৪২ নং অনুচ্ছেদে যাই থাকুক না কেন, সংবিধানের প্রস্তাবনা, প্রথম ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, দ্বিতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, নবম-ক ভাগে বর্ণিত অনুচ্ছেদের বিধানবলী সাপেক্ষে তৃতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ এবং একাদশ ভাগের ১৫০ অনুচ্ছেদসহ সংবিধানের অন্যান্য মৌলিক কাঠামো সংক্রান্ত অনুচ্ছেদের বিধানাবলী সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন, রহিতকরণ কিংবা অন্য কোন পন্থায় সংশোধনের অযোগ্য হবে। ৭ ক ও খ অনুচ্ছেদ গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার জন্য করা হয়েছে। অসৎ উদ্দেশ্যে স্বৈরশাসনকে দীর্ঘায়িত করার জন্য করা হয়েছে। এটা আইনের শাসনের পরিপন্থী ।	১২ দলীয় জোট	
		পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংযোজিত অত্র বিধানমতে সংবিধানের একটি বিরাট অংশকে সংশোধন-অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে---পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংযোজিত অত্র অনুচ্ছেদ বাতিল করতে হবে।	১. বিএনপি	
		সংবিধানের মৌলিক বিধানাবলী সংশোধনে অযোগ্য হইবে- মর্মে এই অনুচ্ছেদ সংশোধন করে জনগণের সম্মিলিত মালিকানা ভিত্তিক রাষ্ট্র ও সংবিধানের মৌলিক মানবিক চরিত্র চিরঅক্ষুন্ন রেখে সংবিধানের যে কোন অনুচ্ছেদ জনগণের সম্মিলিত প্রমাণিত অভিসারে জনগণের প্রয়োজনে সংশোধন করা যাবে মর্মে প্রতিস্থাপিত হোক।	ইনসানিয়াত বিপ্লব,বাংলাদেশ	
		সরকারি বা জাতীয় সম্পদের অপব্যবহার, পাচার বা অবৈধ স্থানান্তর অর্থনৈতিক রাষ্ট্রদ্রোহ হিসেবে বিবেচিত হবে। এই ধরনের কর্মকাণ্ডকে সাংবিধানিক অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবে। পাচারকৃত সম্পদ পুনরুদ্ধার ও প্রত্যর্পণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে	জাতীয় নাগরিক কমিট	প্রতিরোধে
নতুন প্রস্তাব		সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে লিখিত থাকতে হবে বাংলাদেশে অবস্থিত শ্রমিক, কৃষক, খেত মুজুর, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও জাতীয় ধনিক শ্রেণীর রাষ্ট্র। বাংলাদেশে অবস্থিত আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ অন্যান্য শ্রেণীর শোষণ ও আধিপত্য বিলোপ ও অবসান করতে হবে।	জাতীয় গণফ্রন্ট	অকার্যকর। ৫ আগস্ট

	দ্বিতীয় ভাগ : রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি			
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম	যৌক্তিকতা/কারণ
অনুচ্ছেদ ৮ (মূলনীতিসমূহ)	৮। ৯[(১) জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা- এই নীতিসমূহ এবং তৎসহ এই নীতিসমূহ হইতে উদ্ভূত এই ভাগে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলিয়া পরিগণিত হইবে।] (২) এই ভাগে বর্ণিত নীতিসমূহ বাংলাদেশ-পরিচালনার মূলসূত্র হইবে, আইন-প্রণয়নকালে রাষ্ট্র তাহা প্রয়োগ করিবেন, এই সংবিধান ও বাংলাদেশের অন্যান্য আইনের ব্যাখ্যাদানের ক্ষেত্রে তাহা নির্দেশক হইবে এবং তাহা রাষ্ট্র ও নাগরিকদের কার্যের ভিত্তি হইবে, তবে এই সকল নীতি আদালতের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য হইবে না।	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি সমূহ সংশোধন করা হয়েছে----পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংযোজিত অত্র অনুচ্ছেদ বাতিল করতে হবে।	বিএনপি	
		সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হবে রাষ্ট্র পরিচালনার সকল কাজের ভিত্তি।	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	
		সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার এই তিনটি নীতিকে রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে	১. গণঅধিকার পরিষদ (নুর) ২. ভাসানী অনুসারী পরিষদ	
		সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক ন্যায় বিচার, সরকারের জবাবদিহিতা, ফ্যাসিবাদ ও আধিপত্যবাদ রহিতকরণ, অপশক্তি ও অপসংস্কৃতির বিলোপ, আদর্শ নাগরিক গড়া ও মনুষত্ববোধ জাগ্রত করার লক্ষ্যে সুশিক্ষা প্রভৃতি বিষয় সংবিধানের মূলনীতিতে যুক্ত হবে।	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	
		সংবিধানের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৮(১) অনুচ্ছেদে বর্ণিত রাষ্ট্রের যে চরিত্র বা মূলনীতি ঘোষিত হয়েছে তা আদালতের মাধ্যমে “ বলবৎযোগ্য” নয় বলে ৮(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে “ মূলনীতি” পরিণত হয়েছে সরকারের বা নির্বাহী বিভাগের ইচ্ছাধীন বিষয় । এই ধারায় পরিবর্তন আনতে হবে।	এনডিএম	
		সংবিধানের মূলনীতিতে চারটি স্তম্ভের মধ্যে সমাজতন্ত্রের পরিবর্তে সামাজিক ন্যায়বিচার ও সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করা এবং ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবর্তে সব মানুষের জন্য ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করার কথাটি উল্লেখ করতে হবে।	১২ দলীয় জোট	
		অনুচ্ছেদ ৮ (১) আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস, জনগণের সক্রিয় অংশীদারিত্ব ও রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণ এবং শোষণ-জুলুম-বৈষম্যমুক্ত সমাজ নির্মাণে- এই নীতিসমূহ এবং তৎসহ এই নীতিসমূহ হইতে উদ্ভূত এই ভাগে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলিয়া পরিগণিত হইবে’	খেলাফত মজলিস	
		জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার, সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস এবং বহুসংস্কৃতিমূলক সমাজের সেই সকল আদর্শ হবে এই সংবিধানের মূলনীতি।	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	
		১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘোষণাপত্রে বর্ণিত ‘বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা'র লক্ষ্যের আলোকে ২০২৪ সালের ছাত্র-শ্রমিক-জনতার গণঅভ্যুত্থানের জন-আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে একটি বৈষম্যহীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হবে বাংলাদেশের সংবিধান ও রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি।	গণসংহতি আন্দোলন	
		দেশ পরিচালনার মূলনীতি: সাম্য, মানবিক মর্যাদা এবং ইনসাফ।	এবি পার্টি	

দ্বিতীয় ভাগ : রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম	যৌক্তিকতা/কারণ
		মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও '২৪ এর গণ অভ্যুত্থানের আকাঙ্খা অনুযায়ী বৈষম্যহীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা এবং ফ্যাসিবাদী দুঃশাসন পুনরুত্থান রোধে বর্তমান সংবিধানে লিপিবদ্ধ মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণায় বলা সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজি সুবিচারের অঙ্গীকার এবং রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসাবে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সাম্রাজ্যবাদের কবল মুক্ত স্বাধীন জাতীয় বিকাশের অর্থে জাতীয়তাবাদ অক্ষুন্ন রাখার প্রস্তাব করছি।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল- বাসদ	
		মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচারের এবং '৭২ এর সংবিধানের উল্লেখিত রাষ্ট্রীয় ৪ মূলনীতি তথা সংবিধানের মৌলিক ভিত্তি অক্ষুণ্ণ রেখে '২৪ এর গণ অভ্যুত্থানের বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের চেতনাকে ধারণ করতে হবে।		
		সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক ন্যায়বিচার, নাগরিক অধিকার, গণতন্ত্র	জাতীয় নাগরিক কমিটি	
		মূলনীতির ক্ষেত্রে আদিবিধানের ৪-নীতি বহাল রাখা	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি	
		সংবিধানে গণসার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি থাকতে হবে	জাতীয় নাগরিক কমিটি	
		জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্র এই দুই শব্দ বাতিল করে যথাক্রমে ধর্মের মৌলিক সত্য ও মানবিক মূল্যবোধ, জনগণের রাষ্ট্রীয় মালিকানা, জীবনের স্বাধীনতা ও বৈষম্যমুক্ত মানবধিকার নীতিমালা ও শব্দে প্রতিস্থাপিত হোক। উপরোক্ত সংশোধনীয় আলোকে অনুচ্ছেদ-৯ ও অনুচ্ছেদ-১০ রহিত ও অনুচ্ছেদ-১২ সংশোধিত হোক।	ইনসানিয়াত বিপ্লব,বাংলাদেশ	
		(১) সাম্য, মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার- এই নীতিসমূহ এবং তৎসহ এই নীতিসমূহ হইতে উদ্ভূত এই ভাগে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূল নির্দেশনা বলিয়া পরিগণিত হইবে। (২) এই ভাগে বর্ণিত নীতিসমূহ বাংলাদেশ পরিচালনার মূলসূত্র হইবে, আইন প্রণয়নকালে রাষ্ট্র তাহা প্রয়োগ করিবেন, এই সংবিধান ও বাংলাদেশের অন্যান্য আইনের ব্যাখ্যাদানের ক্ষেত্রে তাহা নির্দেশক হইবে এবং তাহা রাষ্ট্র ও নাগরিকদের কার্যের ভিত্তি হইবে।	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন	
		'সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায় বিচার' রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ঘোষণা করতে হবে	জাতীয় পার্টি (কাজী জাফর)	
অনুচ্ছেদ ৯ (জাতীয়তাবাদ)	১০[৯। ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাঙালী জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করিয়া জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করিয়াছেন, সেই বাঙালী জাতির ঐক্য ও সংহতি হইবে বাঙালী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।]	ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাঙালী জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করিয়া জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করিয়াছেন, সেই বাঙালী জাতির ঐক্য ও সংহতি হইবে বাঙালী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি। পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদটি সংশোধন করা হয়েছে।---পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে।	১. বিএনপি	
		'বাঙালি জাতি' প্রথম বাক্যের এই শব্দগুলোর পর যুক্ত হবে 'ও অন্যান্য জাতি গোষ্ঠি' এবং ''সেই বাঙালি'' শব্দগুলোর পর ''... ও অপরাপর জাতি গোষ্ঠির'' শব্দগুলো যুক্ত হবে।	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি	
		জাতীয়তাবাদ। ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করিয়া জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করিয়াছেন, সেই বাঙালি জাতির ঐক্য ও সংহতি হইবে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি। এই ৯ অনুচ্ছেদ সম্পূর্ণ বাদ দিতে হবে।	১২ দলীয় জোট	

	দ্বিতীয় ভাগ : রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি			
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম	যৌক্তিকতা/কারণ
		স্বাধীনতা-সর্বভৌমত্ব ও রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা রক্ষায় জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে।	১. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ২. জাতীয় নাগরিক ঐক্য	
		জাতীয়তাবাদ। ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করিয়া জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করিয়াছেন, সেই বাঙালি জাতির ঐক্য ও সংহতি হইবে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।-- 'একক' শব্দের পরিবর্তে 'প্রধান' লিখতে হবে। 'যে বাঙালি জাতি' এর স্থলে 'বাংলাদেশের ভূখন্ডে বসবাসরত অন্যান্য জাতিস্বত্ত্বাসমূহ' লিখতে হবে এবং 'বাঙালির' পরিবর্তে 'সকল জাতির ঐক্য' লিখতে হবে	বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল- বাংলাদেশ জাসদ	
		সংবিধানের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত ''জাতীয়তাবাদ'' এর ব্যাখ্যা পরিবর্তন করে '' বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ'' অন্তর্ভূক্ত করতে হবে	এনডিএম	
		অনুচ্ছেদ ৯ বাতিল করা হোক	১. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ২. রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন	
		পরিচয়: বাংলাদেশ রাষ্ট্রে বসবাসরত সকল নাগরিক বাংলাদেশী হিসেবে পরিচিত হবেন। তবে সকল নৃতাত্ত্বিক জাতিগোষ্ঠী তাদের ভাষা, ধর্ম ও জীবনাচরনকে লালন এবং সংরক্ষনের পূর্ন স্বাধীনতা ভোগ করবেন।	এবি পার্টি	
অনুচ্ছেদ ১০ (সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্তি)	১১[১০।মানুষের উপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজলাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে।]	মানুষের উপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজলাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে। পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদটি সংশোধন করা হয়েছে।---পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে।	১. বিএনপি	
		জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, লিঙ্গীয় পরিচয়, জীবনচর্চা ও শ্রেণী নির্বিশেষে সকল নাগরিকের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মর্যাদা, অধিকার ও সুযোগের সমতার সাংবিধানিক নিশ্চয়তা। দেশের সমস্ত অর্থনৈতিক ও ব্যবস্থাপনাগত আয়োজনে প্রাণ প্রকৃতির সুরক্ষার নিশ্চয়তা।	গণসংহতি আন্দোলন	
		ধর্ম-বর্ণ, লিঙ্গ, জাতিসত্তার মধ্যে বৈষম্য করা চলবে না।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ	
		অনুচ্ছেদ ১০ বাতিল করা হোক	১. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ২. রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন	
		'শোষণ-জুলুম-বৈষম্যমুক্ত সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কায়েমের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে'	খেলাফত মজলিস	
		[১০। মানুষের উপর হইতে মানুষের শোষণ বিলোপ করা হইবে এবং শোষণ ও বৈষম্যমুক্ত ন্যায়নুগ ও সাম্যপূর্ণ মানবিক সমাজলাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্য ভারসাম্যপূর্ণ ও ইনসাফ ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে। ইসলামী অর্থনীতি হবে এই অর্থ ব্যবস্থার অন্যতম ভিত্তি]	খেলাফত মজলিস	
		বাংলাদেশ হচ্ছে মানুষের এক অনন্য সমন্বয়, যেখানে বিভিন্ন পরিবার, অঞ্চল, ভাষা, সংস্কৃতি ও ধর্ম-বর্ণের মানুষের মিলন ঘটেছে। এই বৈচিত্র্যময় সমাজে, বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ও মতবাদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আদর্শই হচ্ছে একটি অধিকার ও ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্রের নিশ্চয়তা। কাজেই, রাষ্ট্রকে তত্ত্ব ও মতাদর্শিক বিভাজনের উর্ধ্বে উঠে উদার গণতন্ত্র ও অধিকারভিত্তিক হতে হবে।	এবি পার্টি	

	দ্বিতীয় ভাগ : রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি			
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম	যৌক্তিকতা/কারণ
		সাম্য: রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিক জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক বা অন্যান্য মতামত, সম্পত্তি, জন্ম বা সামাজিক পদমর্যাদা নির্বিশেষে রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যবহারের এবং রাষ্ট্রীয় সেবা ও সহায়তা পাইবার সমান অধিকার উপভোগ করিবেন	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন	
অনুচ্ছেদ ১১ (গণতন্ত্র ও মানবাধিকার)	১১। প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে ১২[* * *] ১৩[এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে]।	রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্র কর্তৃক জাতিসংঘ ঘোষিত সকল মানবাধিকার ও সামাজিক-অর্থনৈতিক অধিকার বাস্তবায়ন রাষ্ট্র কর্তৃক বাধ্যতামূলক করা, বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতা, নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে নিয়ে সামাজিক-অর্থনৈতিকসহ সকল বৈষম্য বিলোপ করা, কাজ অনুযায়ী মজুরীর প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা।	বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ	
		রাষ্ট্রের সকল অঙ্গ মানবাধিকার রক্ষায় সক্রিয় দায়িত্ব পালন করা, মানবাধিকার কমিশনকে শক্তিশালী করা, একে বিচার বিভাগের অংশ বিবেচনা করে নির্বাহী বিভাগ থেকে স্বাধীন করা	বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ	
		আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী মৌলিক অধিকারের সুরক্ষা জোরদার করতে হবে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে কার্যকরভাবে ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে।	জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট	
		জনগণতন্ত্র হইবে একটি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে পরিচলিত রাষ্ট্র, যাহার সল কার্যক্রম আইনের দ্বারা সুসংহত ও পরিচালিত সর্বজনীন মানবাধিকার এবং ব্যক্তি ও বাকস্বাধীনতা রক্ষায় সচেষ্ট, মানবসত্তার মর্যাদা ও মানব জীবনের মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদে মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ দ্বারা পরিচালিত।	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন	
		মানবিক মর্যাদা: প্রতিটি মানুষ মর্যাদাপূর্ণ আচরণ পাইবার অলঙ্ঘনীয় অধিকার লইয়া জন্মগ্রহণ করেন। এই মূলনীতিকে প্রতিটি আইন ও কার্যবিধিতে, প্রশাসনিক কর্মে জারি রাখা রাষ্ট্রের একটি মৌলিক দায়িত্ব। কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যাতে নাগরিকের এই মৌলিক অধিকারকে খর্ব করতে না পারে সেটা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের পবিত্র দায়িত্ব।	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন	
অনুচ্ছেদ ১২ (ধর্ম নিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা)	১৪[১২। ধর্ম নিরপেক্ষতা নীতি বাস্তবায়নের জন্য (ক) সর্ব প্রকার সাম্প্রদায়িকতা, (খ) রাষ্ট্র কর্তৃক কোন ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান, (গ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মীয় অপব্যবহার, (ঘ) কোন বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তাহার উপর নিপীড়ন, বিলোপ করা হইবে।]	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদটি সংশোধন করা হয়েছে।---পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে।	১. বিএনপি	
		সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের ১২ (গ) অনুচ্ছেদ সংগঠন করার স্বাধীনতার পথে প্রতিবন্ধকতা বিধায় বাতিল করতে হবে।	এনডিএম	
		অনুচ্ছেদ ১২ বাতিল করতে হবে	১. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ২. রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন	
		সংবিধানের মুলনীতি থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র বাদ দিয়ে ধর্মীয় মূল্যবোধ সংযোজন করতে হবে ।	বাংলাদেশ লেবার পার্টি	
		ক. রাষ্ট্রের সকল ধর্মাবলম্বীর স্বাধীনভাবে স্ব স্ব ধর্ম পালনের অধিকার থাকবে। খ. ধর্মীয়, ভাষাগত ও বর্ণগত যাবতীয় বিদ্বেষ ও ঘৃণা এবং বৈষম্য পরিহার করতে হবে। গ. কোন বিশেষ ধর্মপালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তার উপর নিপীড়ন বিলোপ করা হবে।” এই অনুচ্ছেদটি প্রতিস্থাপিত হবে ।	খেলাফত মজলিস	

দ্বিতীয় ভাগ : রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি				
অনুচ্ছেদ/অংশ	**বর্তমান সংবিধান**	**সুপারিশ**	**প্রস্তাবক দলের নাম**	**যৌক্তিকতা/কারণ**
		রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি	
		সামাজিক ন্যায়বিচার: সকল ব্যক্তি স্বার্থ, বিশেষ করিয়া প্রান্তিকগোষ্ঠির সদস্যদের ব্যক্তিস্বার্থ বিষয়ে যে সব সিদ্ধান্ত তাহাদের জীবনকে প্রভাবিত করে, বিশেষকরে সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াতে তাহাদের মতামত রাখিবার ব্যবস্থা নিশ্চিত করিবে। শাসন ব্যবস্থা, অবকাঠামো এবং প্রশাসনিক কাঠামো পরিকল্পনা, পুনর্গঠন ও বাস্তবায়নের সময় গোষ্ঠি স্বার্থের বৈচিত্রের বিষয়টি বিবেচনায় রাখিবে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ঘোষণাপত্রে বর্ণিত প্রতিটি ব্যক্তির অন্তর্নিহিত মর্যাদা এবং অধিকারকে সমুন্নত রাখিবে। নাগরিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার সুরক্ষা করিবে এবং সেই বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে সচেষ্ট থাকিবে। কোনো নাগরিক বা গোষ্ঠীর অধিকার লঙ্ঘিত হইলে প্রতিকার প্রক্রিয়ার তদারকি ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করিবে। রাষ্ট্র স্বীকার করিবে যে বিভিন্ন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সামাজিক ন্যায্যতা অর্জনের জন্য বিভিন্ন স্তরের সহায়তা প্রয়োজন। সরকার, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা যাতে কোনো ব্যক্তির সহিত বৈষম্যমূলক কার্যকলাপ হইতে বিরত থাকে সেটি নিশ্চিত করিবে।	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন	
অনুচ্ছেদ ১৩ (মালিকানার নীতি)	১৩। উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদনব্যবস্থা ও বন্টনপ্রণালীসমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক হইবেন জনগণ এবং এই উদ্দেশ্যে মালিকানা-ব্যবস্থা নিম্নরূপ হইবে: (ক) রাষ্ট্রীয় মালিকানা, অর্থাৎ অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান প্রধান ক্ষেত্র লইয়া সুষ্ঠু ও গতিশীল রাষ্ট্রায়ত্ত সরকারী খাত সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রের মালিকানা; (খ) সমবায়ী মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে সমবায়সমূহের সদস্যদের পক্ষে সমবায়সমূহের মালিকানা; এবং (গ) ব্যক্তিগত মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ব্যক্তির মালিকানা।	সংবিধানের ১৩ অনুচ্ছেদে লেখা আছে (ক) রাষ্ট্রীয় মালিকানা (খ) সমবায়ী মালিকানা (গ) ব্যক্তিগত মালিকানা। কিন্তু বর্তমানে চলছে উলটো; ব্যক্তি মালিকানা প্রধান খাত, সমবায়ী মালিকানা নাই, রাষ্ট্রীয়খাত ব্যক্তিখাতে হস্তান্তর করা হয়েছে ।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ	
		অনুপস্থিত ভূমি মালিকদের জামি ও খাস জমি ভূমিহীন ও গরীব কৃষকদের মধ্যে বিলি-বন্টন করে সমবায়ের মাধ্যমে চাষাবাদ করতে হবে। মহাজনী ও এনজিও সুদের কারবার নিষিদ্ধ বা বিলোপ করতে হবে। যা জাতীয় পুঁজি বিকাশের জন্য অপরিহার্য। তাই সাম্রাজ্যবাদ, আমলা পুঁজি ও সামন্ত অবশেষ উচ্ছেদ ও অবসানের বিষয়টি সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।	জাতীয় গণফ্রন্ট	

	দ্বিতীয় ভাগ : রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি			
অনুচ্ছেদ/অংশ	**বর্তমান সংবিধান**	**সুপারিশ**	**প্রস্তাবক দলের নাম**	**যৌক্তিকতা/কারণ**
		উৎপাদন যন্ত্র, উৎপাদন ব্যবস্থা ও বন্টন প্রণালীসমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক হইবেন জনগণ এবং এই উদ্দেশ্যে মালিকানা-ব্যবস্থা নিম্নরূপ হইবে- (ক) রাষ্ট্রীয় মালিকানা, অর্থাৎ অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান প্রধান ক্ষেত্র লইয়া সুষ্ঠু ও গতিশীল রাষ্ট্রায়ত্ত সরকারি খাত সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রের মালিকানা; (খ) সমবায়ী মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে সমবায়সমূহের সদস্যদের পক্ষে সমবায়সমূহের মালিকানা; এবং (গ) ব্যক্তিগত মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ব্যক্তির মালিকানা। (ঘ) সামাজিক মালিকানা, অর্থাৎ কোনো জাতি-গোষ্ঠি যাদের সংস্কৃতিতে সমাজের সদস্যরা কোনো ব্যক্তি মালিকানা ছাড়াই সমাজের ব্যবস্থাপনায় উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে তাদের জমির মালিকানা, সামাজিক মালিকানার বলিয়া চিহ্নিত হইবে।	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন	
		"১৩(ঘ) সমষ্টিগত মালিকানা, অর্থাৎ গ্রাম, মৌজা, সার্কেল ও অন্যান্য পর্যায়ে বংশপরম্পরাগতভাবে প্রচলিত প্রথা ও রীতিনীতি ভিত্তিক পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জাতিসত্তাসহ সংখ্যালঘু জাতি বা জনগোষ্ঠীসমূহের সামষ্টিক মালিকানা।"	ইউনাইটেড পিপল্স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)	
অনুচ্ছেদ ১৪ (কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি)	১৪। রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতী মানুষকে-কৃষক ও শ্রমিককে-এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা।	অপরিবর্তিত	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন	
		"রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতী মানুষকে - কৃষক, শ্রমিক, পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জাতিসত্তাসহ সংখ্যালঘু জাতি বা জনগোষ্ঠীসমূহকে - এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা।"	ইউনাইটেড পিপল্স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)	
অনুচ্ছেদ ১৫ (মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা)	১৫। রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনশক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতিসাধন, যাহাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায়: (ক) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা; (খ) কর্মের অধিকার, অর্থাৎ কর্মের গুণ ও পরিমাণ বিবেচনা করিয়া যুক্তিসঙ্গত মজুরীর বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার; (গ) যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার; এবং (ঘ) সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতাপিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্যলাভের অধিকার।	কাজের অধিকার ও মৌলিক আধিকার হিসেবে স্বীকৃতি	বাংলাদেশ বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ	

	দ্বিতীয় ভাগ : রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি			
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম	যৌক্তিকতা/কারণ
		পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের লক্ষ্যে সুপারিশ ক. উৎপাদন শক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন করে জনগণের জীবন মান উন্নয়ন নিশ্চিত করা। খ. প্রত্যেক নাগরিকের জন্য অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা এবং চিকিৎসা নিশ্চিত ও বাধ্যতামূলক করা। গ. নগর ও গ্রামের জীবন যাত্রার মানসহ সকল ক্ষেত্রে ক্রমাগত মানুষে মানুষে বৈষম্য দূর করা। ঘ. রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হবে কৃষক শ্রমিক ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে সকল প্রকার শোষণ থেকে মুক্তি নিশ্চিত করা। ঙ. সকল ট্রেড ইউনিয়ন এবং কর্ম-পেশার এসোসিয়েশন-এর প্রতিনিধি নিয়ে ৯০০ (নয়শো) সদস্য বিশিষ্ট 'জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিল-NEC গঠন করতে হবে। চ. 'জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিল'-এর বার্ষিক বাজেট প্রণয়নে জাতীয় সংসদে সুপারিশ পাঠাবে। ছ. জাতীয় পর্যায়ের যে কোনো আর্থিক পলিসি বিষয়ে NEC জাতীয় সংসদে সুপারিশ পাঠাতে পারবে। জ. যে কোনো বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের সম্ভাব্যতা ও যৌক্তিকতার বিষয় NEC-তে আলোচনা করতে হবে।	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি	
		ক) রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি সমূহ ও তৎসহ অন্যান্য নীতিসমূহকে আদালতের মাধ্যমে বলবৎ যোগ্য বলিয়া গণ্য করিবে। খ) নাগরিকের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার কাজে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইবে । গ) সকল প্রকার বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার অবসানকল্পে নাগরিকের পাশে সশ্রদ্ধ চিত্তে দাঁড়াইবে । ঘ) সকল প্রকার শোষণমূলক ব্যবস্থা ও সহায়ক রীতি নীতির অবসান ঘটাইয়া শোষণমুক্ত ইনসাফ জনকল্যাণ মূলক রাস্ট্র ব্যবস্থা প্রবর্তন ও উহার সুরক্ষা প্রদানকে সার্বক্ষণিক কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবে। ঙ) সকল রাজনৈতিক দলসমূহকে সুস্থধারার রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিতে সর্বপ্রকারের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করিবে । চ) বিভিন্ন পেশাজীবী গোষ্ঠী ও নাগরিক সংগঠণকে নিরপেক্ষতা ও পেশাদারিত্ব বজায় রেখে নির্বাহী বিভাগ এর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার সহায়ক সব পরিবেশ সৃষ্টি ও বজায় রাখিতে সহযোগিতা করিবে।	বাংলাদেশ লেবার পার্টি	
		মৌলিক চাহিদা রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি হিসাবে থাকার কোন প্রয়োজন নেই। যেহেতু এটার প্রয়োগযোগ্যতা নেই তাই সংবিধানে এগুলার অবস্থান অপ্রয়োজনীয়।	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	এটার প্রয়োজনীয়তা নেই। তাই সংবিধানে এগুলোর অবস্থান অপ্রয়োজনীয়।
		অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান ও কর্মসংস্থানকে মৌলিক মানবাধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে রাষ্ট্র কর্তৃক তা বাস্তবায়নে বাধ্যবাধকতার আইনী কাঠামো প্রণয়ন করা দরকার।	বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি	
		জীবন ধারনের মৌলিক উপকরণের নিশ্চয়তা প্রদানকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকার করে নিয়ে তার দায়িত্ব রাষ্ট্রের নেওয়া	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি	
		সংবিধানের ১৫ অনুচ্ছেদে এখনও লেখা আছে দেশের অর্থনীতি হবে পরিকল্পিত অর্থনীতি, কিন্তু চলছে মুক্তবাজারী উদারনীতিবাদী অর্থনীতি	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ	

	দ্বিতীয় ভাগ : রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি			
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম	যৌক্তিকতা/কারণ
		বাংলাদেশের সংবিধানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার আরও শক্তিশালী করতে অনুচ্ছেদ ১৫ এবং ২৮(১)-এ বিশেষ বিধান সংযোজন করা হবে। এসব ব্যক্তির শিক্ষা, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্যসেবা এবং সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এছাড়া, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য উন্নত সামাজিক পরিবেশ ও আইনগত সুরক্ষা প্রদান করতে নতুন নীতিমালা প্রবর্তন করা হবে।	বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি)	
		রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনশক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতিসাধন, যাহাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চি করা যায়: (ক) সকলের জন্য বিনা খরচে শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা; (খ) কর্মের অধিকার, অর্থাৎ কর্মের গুণ ও পরিমাণ বিবেচনা করিয়া মর্যাদাপূর্ণ মজুরির বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার; (গ) যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম বিনোদন ও অবকাশের অধিকার এবং (ঘ) সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতৃপিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের সরকারি সাহায্যলাভের অধিকার।	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন	
অনুচ্ছেদ ১৬ (গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব)	১৬। নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবন যাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করিবার উদ্দেশ্যে কৃষিবিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতীকরণের ব্যবস্থা, কুটিরশিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ-ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তরসাধনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।	কৃষকরা যাতে উৎপাদিত পণ্যের যথাযথ মূল্য পায় তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে	গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টি	
		শিল্পায়নের ক্ষেত্রে সস্তা শ্রম ও বিদেশি বাজারের উপর নির্ভরশীল শিল্পের বিকাশের উপর নির্ভর হলে চলবে না। অর্থনীতির শক্তিশালী ভিত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য দেশে যন্ত্রশিল্পের বিকাশের প্রশ্নে মনোযোগী হতে হবে, যা দেশীয় অভ্যন্তরীণ বাজারকে সম্প্রসারিত করবে।	গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টি	
		কৃষক ও শ্রমিককে উৎপাদক শ্রেণী হিসেবে নির্ধারণ করে তাদের সাংবিধানিকভাবে সামাজি অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।	গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টি	
		পরিবেশ উপযোগী কৃষি ব্যবস্থা প্রণয়ন করতে হবে। আমুল ভূমি সংস্কারের বিধান সাংবিধানিকভাবে নিশ্চিত করতে হবে।	গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টি	
অনুচ্ছেদ ১৭ (অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা)	১৭। রাষ্ট্র (ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য; (খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য; (গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।	(ক) (খ) ও (গ) দফার সাথে আরো দফা সংযুক্ত করত: রাষ্ট্র কর্তৃক বিনামূল্যে বিজ্ঞানভিত্তিক একমূখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে এবং শিক্ষা বাণিজ্য নিষিদ্ধ করতে হবে, মর্মে সংবিধান যুক্ত করতে হবে।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি)	

দ্বিতীয় ভাগ : রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম	যৌক্তিকতা/কারণ
		১৭(ক) অনুচ্ছেদে লেখা আছে আইনের দ্বারা একটি নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত সর্বজনীন, বৈষম্যহীন, একমুখী অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা এবং একই পদ্ধতির শিক্ষা ব্যবস্থা থাকবে। কিন্তু মানা হচ্ছে না। বাস্তবে বর্তমানে প্রধানত ৩ ধারার যথা-সাধারণ শিক্ষা, কিন্ডার গার্ডেন (ইংলিশ মিডিয়াম, ইংলিশ ভার্সন) মাদ্রাসা শিক্ষা এবং প্রাথমিকে ১৩ ধারার শিক্ষা চালু আছে।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ	
		রাষ্ট্র (ক) গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য শিক্ষাজীবনের প্রথম বারো বৎসর পর্যন্ত সকল বালক-বাণিজার জন্য অবৈধতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করিবে। (খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন	
		১৭| রাষ্ট্র (ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক ধর্মীয় ও নৈতিকতাবোধ সম্পন্ন যোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার শিক্ষাদানের জন্য; (খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য; (গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য (ঘ) সকল নাগরিককে দেশাত্নবোধ ও সুনীতিবান হিসেবে গড়িয়া তুলিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।	খেলাফত মজলিস	
অনুচ্ছেদ ১৮ (জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা)	১৮। (১) জনগণের পুষ্টির স্তর-উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনকে রাষ্ট্র অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবেন এবং বিশেষতঃ আরোগ্যের প্রয়োজন কিংবা আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট অন্যবিধ প্রয়োজন ব্যতীত মদ্য ও অন্যান্য মাদক পানীয় এবং স্বাস্থ্যহানিকর ভেষজের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। (২) গণিকাবৃত্তি ও জুয়াখেলা নিরোধের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।	(১) ও (২) দফার সাথে আরো দফা সংযুক্ত করত: রাষ্ট্র কর্তৃক বিনামূল্যে সকল নাগরিকের জন্য আধুনিক চিকিৎসা নিশ্চিত করতে হবে এবং চিকিৎসা নিশ্চিত করতে হবে এবং চিকিৎসা বাণিজ্য নিষিদ্ধ করতে হবে, মর্মে সংবিধানে বিধান যুক্ত করতে হবে।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি)	
		নৈতিক শিক্ষা ও ধর্মীয় অনুশাসন বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের আত্মিক পরিশুদ্ধিসহ চিন্তা-বিশ্বাস ও কর্মের পরিশুদ্ধি ঘটানোর জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া হবে।	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	
		জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা শিরোনামে বিভক্ত করে জনস্বাস্থ্য পৃথকভাবে উল্লেখ করা: রাষ্ট্র তার ভূখন্ডে বসবাসরত সকল মানুষকে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রদান করিবে। স্বাস্থ্যসেবা বলিতে স্বাস্থ্যের সকল উপাদান, যেমন- রোগ প্রতিরোধ, স্বাস্থ্য উন্নয়ন, রোগের চিকিৎসা, স্বাস্থ্য পুনর্বাসন ও উপশমমূলক স্বাস্থ্য সেবা বুঝাইবে। সারা দেশে সমমানের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করিবে। টাকার অভাবে কোনো মানুষের স্বাস্থ্যসেবা যেন বিঘ্নিত না হয় রাষ্ট্র সে বিষয়ে সুরক্ষা প্রদান করিবে	বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ	

দ্বিতীয় ভাগ : রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম	যৌক্তিকতা/কারণ
		সংবিধানের ১৮ অনুচ্ছেদে পতিতালয়-জুয়া বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার কথা আছে। কিন্তু পতিতাবৃত্তি আইনসঙ্গত ও জুয়াকে আইনি বৈধতা দেয়া হচ্ছে।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ	
		সংবিধানে মাদকদ্রব্যের অননুমোদিত উৎপাদন, বণ্টন ও অপব্যবহার নিষিদ্ধ করা হবে, তবে চিকিৎসা, গবেষণা ও শিল্পক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের অনুমতি থাকবে। রাষ্ট্রকে: ১. মাদক নিয়ন্ত্রণকে মৌলিক দায়িত্ব হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। ২. আসক্তি নিরাময় এবং পুনর্বাসনের জন্য সহজলভ্য চিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। ৩. সীমান্ত পেরিয়ে মাদক পাচার রোধে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা নিশ্চিত করতে হবে।	বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি)	
		অপরিবর্তিত থাকবে	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন	
অনুচ্ছেদ ১৮ক (পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন)	১৫ [১৮ক। রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণির সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করিবেন।]	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংযোজিত অত্র অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে: রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণির সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করিবেন----সংযোজিত অনুচ্ছেদটি অপরিবর্তিত রাখা যেতে পারে। (পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন)	বিএনপি	
		জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ এবং টেকসই উন্নয়ন সম্পর্কিত সুস্পষ্ট বিধান করতে হবে।	জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট	
		দেশের সকল সম্পদের উপর দেশের জনগণের শতভাগ মালিকানা নিশ্চিত করার নীতিমালা প্রতিপালন করার ভিত্তি হিসেবে গণ্য করতে হবে ।	১. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি) ২. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)	
		প্রাকৃতিক পরিবেশ নিশ্চিতে সাংবিধানিক নির্দেশনা দিতে হবে। সবুজ গাছপালার হেফাজত নিশ্চিত করতে হবে। নদী নালার পানি প্রবাহ যাতে বিঘ্নিত না হয় করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা অপসারণের জন্য জাতিসংঘ ওয়াটার কোর্স কনভেনশনে অনুস্বাক্ষর করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।	গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টি	
		দেশের সমস্ত অর্থনৈতিক ও ব্যবস্থাপনাগত আয়োজনে প্রাণ প্রকৃতির সুরক্ষার নিশ্চয়তা	গণসংহতি আন্দোলন	
		বাংলাদেশের সংবিধানে সুস্থ, দূষণমুক্ত পরিবেশের অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। রাষ্ট্রকে: ১. সব শিক্ষাস্তরে পরিবেশ শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। ২. সবুজ ও দূষণমুক্ত পরিবেশ তৈরির জন্য একটি কমিশন গঠন করতে হবে। ৩. টেকসই উন্নয়ন, নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে। ৪. সমস্ত অর্থনৈতিক কার্যক্রম কঠোর পরিবেশগত মান মেনে চলতে হবে, যাতে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পরিবেশ রক্ষা করা যায়।	বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি)	
		রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র্য, নদী, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণির সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান কোরিয়া সেগুলি ইজারা দেয়া থেকে বিরত থাকিবে এবং সেই সব সম্পদ ব্যক্তিগত সম্পত্তির আওতা থেকে মুক্ত রাখিবে।	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন	

	দ্বিতীয় ভাগ : রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি			
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম	যৌক্তিকতা/কারণ
অনুচ্ছেদ ১৯ (সুযোগের সমতা)	১৯। (১) সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন। (২) মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধাদান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। ১৬ [(৩) জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন।]	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদে নতুনভাবে সংযোজিত দফা (৩) এ বলা হয়েছে; "জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন"। ----পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে। [উল্লেখ্য যে, পঞ্চদশ সংশোধনীপূর্ব অনুচ্ছেদ ১০ পূর্ব অবস্থায় পুনর্বহাল করতে হবে। তাহলে অত্র অনুচ্ছেদ ১৯(৩) অপ্রয়োজনীয় বিবেচিত হবে]	বিএনপি	
		'মহিলা' শব্দের স্থলে 'নারী' যুক্ত করা	বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ	
		অপরিবর্তিত	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন	
অনুচ্ছেদ ২০ (অধিকার ও কর্তব্যরূপে কর্ম)	২০। (১) কর্ম হইতেছে কর্মক্ষম প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে অধিকার, কর্তব্য ও সম্মানের বিষয়, এবং "প্রত্যেকের নিকট হইতে যোগ্যতানুসারে ও প্রত্যেককে কর্মানুযায়ী"-এই নীতির ভিত্তিতে প্রত্যেকে স্বীয় কর্মের জন্য পারিশ্রমিক লাভ করিবেন। (২) রাষ্ট্র এমন অবস্থাসৃষ্টির চেষ্টা করিবেন, যেখানে সাধারণ নীতি হিসাবে কোন ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না এবং যেখানে বুদ্ধিবৃত্তিমূলক ও কায়িক-সকল প্রকার শ্রম সৃষ্টিধর্মী প্রয়াসের ও মানবিক ব্যক্তিত্বের পূর্ণতর অভিব্যক্তিতে পরিণত হইবে।	রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা করবে যেখানে সাধারণ নীতি হিসেবে কোন ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করতে সমর্থ হবে না, কিন্তু মানা হচ্ছে না ।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল- বাসদ	
		যদি রাষ্ট্রে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে ধর্ম বা বর্ণ নির্বিশেষে কারোর কোনো বিতর্ক বা আক্ষেপ থাকবে না। রাষ্ট্র যদি ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকে এবং জনগণের কল্যাণকে তার প্রধান লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করে, তবে জনগণ আর ভীতি বা স্বার্থ ক্ষুণ্ন হওয়ার শঙ্কায় থাকবে না। রাষ্ট্র যদি সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচারের নীতিকে কর্মপন্থা হিসেবে গ্রহণ করে তাহলে সেই রাষ্ট্র সকল ধর্ম ও মতের নাগরিকের স্বার্থ সমুন্নত করতে সক্ষম হয়। এভাবেই সরকার ও রাজনৈতিক দল একত্রিত হয়ে সকলকে ঐক্যবদ্ধ করে ক্রমাগত একটি কল্যাণরাষ্ট্রের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। সাম্য, মানবিক মর্যাদা, এবং সামাজিক সুবিচারের নীতি কোন ধর্মীয় আদর্শের বিরোধী নয়, বরং এগুলো সকল মানবিক গুণাবলীর প্রতি একটি নিবেদন। শেষপর্যন্ত, রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এমন একটি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে যেখানে প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার সুরক্ষিত থাকবে, যা সামাজিক সাম্য, মানবিক মর্যাদা, এবং রাজনৈতিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে। এই লক্ষ্যে কাজ করলে বাংলাদেশ সত্যিকার অর্থেই একটি সমৃদ্ধিশালী ও কল্যাণময় রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হবে।	এবি পার্টি	
		অপরিবর্তিত	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন	
অনুচ্ছেদ ২১ (নাগরিক ও সরকারী কর্মচারীদের কর্তব্য)	২১। (১) সংবিধান ও আইন মান্য করা, শৃঙ্খলা রক্ষা করা, নাগরিকদায়িত্ব পালন করা এবং জাতীয় সম্পত্তি রক্ষা করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য। (২) সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য।	(২) দফায় 'সেবা করিবার চেষ্টা করা' শব্দসমূহের পরিবর্তে 'সেবা নিশ্চিত করা' শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত করতে হবে।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি)	
		অপরিবর্তিত	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন	

	দ্বিতীয় ভাগ : রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি			
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম	যৌক্তিকতা/কারণ
অনুচ্ছেদ ২২ (নির্বাহী বিভাগ হইতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ)	২২। রাষ্ট্রের নির্বাহী অঙ্গসমূহ হইতে বিচারবিভাগের পৃথকীকরণ রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন।	"প্রশাসন থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ ক. বিচার বিভাগের জন্য আলাদা সচিবালয় স্থাপন করা। খ. বিচার বিভাগকে প্রশাসন থেকে সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ করা। গ. স্বাধীন দেশের উপযোগী আইন প্রণয়ন করে ঔপনিবেশিক সকল আইন রহিতকরণ।"	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি	
		নিম্ন আদালতসহ বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বাধীন করা।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ	
		অপরিবর্তিত	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন	
		মাজদার হোসেন রায় বাস্তবায়নের মাধ্যমে নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচারবিভাগকে আলাদা করনের প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে।	১২ দলীয় জোট	
অনুচ্ছেদ ২৩ (জাতীয় সংস্কৃতি)	২৩। রাষ্ট্র জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার রক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং জাতীয় ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলাসমূহের এমন পরিপোষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন, যাহাতে সর্বস্তরের জনগণ জাতীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে অবদান রাখিবার ও অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারেন।	(১) রাষ্ট্র জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার রক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং রাষ্ট্রের সকল ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলাসমূহের এমন পরিপোষণ ও এমন পরিপোষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন, যাহাতে সর্বস্তরের জনগণ সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের সমৃদ্ধিতে অবদান রাখিবার ও অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারেন। (২) রাষ্ট্র বিভিন্ন জাতিসত্তা ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং প্রতিটি শিশুর নিজ মাতৃভাষায় আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত শিক্ষাগ্রহণ নিশ্চিত করিবেন।	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন	
		“২৩। রাষ্ট্র জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার রক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং জাতীয় ভাষাসহ দেশের সকল জাতিসত্তাসমূহের ভাষা, সাহিত্য, শিল্পকলাসমূহের এমন পরিপোষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন, যাহাতে সর্বস্তরের জনগণ জাতীয় সংস্কৃতির এবং স্ব স্ব জাতিসত্তার সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে অবদান রাখিবার ও অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারেন।”	ইউনাইটেড পিপল্স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)	
অনুচ্ছেদ ২৩ক (উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠি ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি)	১৭ [২৩ক। রাষ্ট্র বিভিন্ন উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।]	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংযোজিত অত্র অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে; রাষ্ট্র বিভিন্ন উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠি ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। ----সংযোজিত অনুচ্ছেদটি অপরিবর্তিত রাখা যেতে পারে। (পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন)	বিএনপি	
		পাহাড়ি জাতিগোষ্ঠীসহ অন্যান্য জাতিসত্তার সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করা। একইসাথে সংবিধানের ৬ ও ৯ নং ধারা সংস্কার করা।	বাংলাদেশ বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ	
		উপজাতি শব্দটি বিলুপ্ত করে ‘বাঙালী ব্যতীত অন্যান জাতি ও জাতিস্বত্ত্বা’ কিংবা আরো কোনো উপযুক্ত শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপন করা।	বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল- বাংলাদেশ জাসদ	
		গণতান্ত্রিক ও জবাবদিহিমূলক শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলতে সংবিধানের অগণতান্ত্রিক, সাম্প্রদায়িক, বৈষম্যমূলক ও ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বাবিদ্বেষী ধারাসমূহ বাতিল করা দরকার।	বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি	
		বাতিল	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন	

	দ্বিতীয় ভাগ : রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি			
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম	যৌক্তিকতা/কারণ
		"২৩ (ক) এই অনুচ্ছেদটি নিম্নোক্তভাবে পুনঃলিখিত হবে রাষ্ট্র বাঙালির পাশাপাশি আদিবাসী ও অপরাপর সকল ভাষাভাষী জাতিগোষ্ঠির অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সংস্কৃতি ও ঐতিহত্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন"	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি	
		"২৩ক। সংখ্যালঘু জাতির সংস্কৃতি: রাষ্ট্র পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জাতিসত্তাসহ সকল সংখ্যালঘু জাতির অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং প্রথা সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।"	ইউনাইটেড পিপল্স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)	
অনুচ্ছেদ ২৪ (জাতীয় স্মৃতিনির্দশন, প্রভৃতি)	২৪। বিশেষ শৈল্পিক কিংবা ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন বা তাৎপর্যমন্ডিত স্মৃতিনিদর্শন, বস্তু বা স্থান-সমূহকে বিকৃতি, বিনাশ বা অপসারণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য রাষ্ট্র ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।	অপরিবর্তিত	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন	
অনুচ্ছেদ ২৫ (আন্তর্জাতিক শান্তি নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন)	২৫। ১৮[***] জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সমতার প্রতি শ্রদ্ধা, অন্যান্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং আন্তর্জাতিক আইনের ও জাতিসংঘের সনদে বর্ণিত নীতিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা-এই সকল নীতি হইবে রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি এবং এই সকল নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র (ক) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তিপ্রয়োগ পরিহার এবং সাধারণ ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের জন্য চেষ্টা করিবেন; (খ) প্রত্যেক জাতির স্বাধীন অভিপ্রায় অনুযায়ী পথ ও পন্থার মাধ্যমে অবাধে নিজস্ব সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্ধারণ ও গঠনের অধিকার সমর্থন করিবেন; এবং (গ) সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ বা বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে সমর্থন করিবেন। ১৯ [***]	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদের দফা (২) বিলুপ্ত করা হয়েছে। উক্ত দফায় মুসলিম দেশসমূহের সাথে সম্পর্ক সংক্রান্ত বিশেষ দিকনির্দেশনা ছিল। ----পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে।	বিএনপি	
		পররাষ্ট্র নীতিতে সমমর্যাদা ও জাতীয় স্বার্থ রক্ষার প্রাধান্য। গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও দুনিয়ার সমস্ত নিপীড়িত মানুষের পক্ষে থাকার ঘোষণা থাকতে হবে।	গণসংহতি আন্দোলন	
		পররাষ্ট্রনীতি সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদ মুক্ত রাখতে হবে।	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	
		পররাষ্ট্র নীতির সাথে সম্পর্কিত সংবিধানের অনুচ্ছেদে সংশোধন এনে বিশ্ব মানবাধিকার রক্ষায় বাংলাদেশ নামক ন্যায় এবং সত্যের পক্ষে সোচ্চার থাকবে এই ঘোষণা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	এনডিএম	
		সংবিধানে ২৫ অনুচ্ছেদে লেখা আছে রাষ্ট্র সাম্রাজ্যবাদ-ঔপনিবেশিকতাবাদ ও বর্ণ বৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সংগত সংগ্রামকে সমর্থন দেবে; কোন দেশ অন্য কোন দেশের উপর আগ্রাসন চালালে বাংলাদেশ তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে এবং দেশে দেশে স্বাধীনতার সংগ্রাম সমর্থন যোগাবে। কিন্তু ইরাক যুদ্ধসহ বিভিন্ন দেশে আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র, সরকার ও সংসদ কোন পদক্ষেপ নেয়নি।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ	
		যেকোনো ধরনের আপোসকামিতা ও আধিপত্য প্রত্যাখান করতে হবে।	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	
		সকল দিক থেকে স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ও ভৌগলিক অখণ্ডত্বের হেফাজত, সকল মজলুম জাতির প্রতি সমর্থন জানাতে হবে।	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	
		অপরিবর্তিত	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন	

দ্বিতীয় ভাগ : রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম	যৌক্তিকতা/কারণ
		বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী দেশদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতক এবং নাশকতাকারী হিসেবে প্রমাণিত না হলে কোন বিদেশী রাজনৈতিক আশ্রয় চাইলে সরকার তাকে আশ্রয় দিতে পারবে ।	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	
		দেশের প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক সম্পদ, সংস্কৃতি, সশস্ত্র বাহিনী ও অন্যান্য ক্ষেত্রের ওপর যেকোনে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার কারণ হতে পারে এমন যেকোনো ধরনের চুক্তি না করা।	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	
		আধিপত্যবাদী শক্তি সমূহের সাথে চুক্তিবদ্ধ বা জোটবদ্ধ না হওয়া ।	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	
		২৫. এর ক, খ, গ এর সাথে এই দফাটি সংযোজন করা হবে। (ঘ) মুসলিম উম্মাহর অংশ হিসাবে মুসলিম দেশসমুহের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন ও উম্মাহর ঐক্যের উপর জোর দেয়া হবে ।	খেলাফত মজলিস	
		যেসব দেশ শত্রুতার নীতি অবলম্বন করে না তাদের সাথে পারস্পরিক শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন ।	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	
		বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা এবং অন্যান্য মানবাধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলোর স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, এবং এই ঘোষণা ও চুক্তিতে উল্লেখিত অধিকারগুলো রাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতা হিসেবে গণ্য হবে। নাগরিক ও মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করতে, রাষ্ট্রকে কার্যকরী এবং সুসংগঠিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। অধিকারসমূহের সুরক্ষায় রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা শুধুমাত্র প্রতিশ্রুতি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, আইন, ও নীতি প্রণয়ন ও কার্যকর করা অপরিহার্য। এই প্রক্রিয়ায়, সামঞ্জস্যহীন আইন বা চুক্তিসমূহকে বাতিল করা হবে, যা মানুষের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ন করে । নির্বাহী বিভাগ	এবি পার্টি	
অন্যান্য প্রস্তাব		শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সকল প্রতিষ্ঠানে/সেক্টরে লেজুরভিত্তিক দলীয় চর্চা বন্ধ করতে হবে।	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	

	তৃতীয় ভাগ : মৌলিক অধিকার			
অনুচ্ছেদ/অংশ	**বর্তমান সংবিধান**	**সুপারিশ**	**প্রস্তাবক দলের নাম**	**যৌক্তিকতা/কারণ**
অনুচ্ছেদ ২৬ (মৌলিক অধিকারের সহিত অসামঞ্জস্য আইন বাতিল)	২৬। (১) এই ভাগের বিধানাবলীর সহিত অসমঞ্জস সকল প্রচলিত আইন যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, এই সংবিধান-প্রবর্তন হইতে সেই সকল আইনের ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে। (২) রাষ্ট্র এই ভাগের কোন বিধানের সহিত অসমঞ্জস কোন আইন প্রণয়ন করিবেন না এবং অনুরূপ কোন আইন প্রণীত হইলে তাহা এই ভাগের কোন বিধানের সহিত যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে। 20 [(৩) সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত সংশোধনের ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।]	বিদ্যমান সংবিধান মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা দেয় না, হরণ করে মাত্র। শর্ত সাপেক্ষে যৌক্তিক বাধা নিষেধ ইত্যাদি উঠিয়ে মৌলিক অধিকারকে নিরঙ্কুশ করতে হবে	জাতীয় নাগরিক কমিটি	
		শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	গণঅধিকার পরিষদ (নুর)	
		সংবিধানের তৃতীয় ভাগে বর্ণিত মৌলিক অধিকারসমূহকে শর্তের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করা।	বাংলাদেশ বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ	
		মৌলিক অধিকার খর্ব হলে যে কোনো নাগরিক আইনের আশ্রয় নিতে পারবে	বাংলাদেশ বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ	
		অনুচ্ছেদ ২৬ হিসাবে সংযোজন হবেঃ প্রস্তাবনা, মৌলিক আদর্শ ও লক্ষ্য, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি সংশোধন করতে হলে প্রথমে সংসদের দু-তৃতীয়াংশ ভোটে পাস হতে হবে এবং তারপর সংশোধনীটি রেফারেন্ডামের মাধ্যমে গৃহীত হতে হবে। নতুন অনুচ্ছেদ সংযোজন করতে হবে- "জনগণের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রেফারেন্ডাম, রিকল ইত্যাদি ব্যবস্থা থাকবে।"	খেলাফত মজলিস	
		নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা দিতে হবে	জাতীয় পার্টি (কাজী জাফর)	
অনুচ্ছেদ ২৮ (ধর্ম, প্রভৃতি কারণে বৈষম্য)	"২৮। (১) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না। (২) রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারীপুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন। (৩) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না। (৪) নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান-প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।"	জাতিগত, ধর্মীয় ও ভাষাগত সংখ্যালঘুদের সাংবিধানিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে ।	জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট	
		ক) রাষ্ট্র প্রত্যেক নাগরিকের ও অস্থায়ীভাবে বসবাসরত ভিন্ন দেশের নাগরিকদের মানবাধিকার সুরক্ষাকল্পে- আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদ ও জাতিসংঘ ঘোষিত মানবাধিকার বিষয়ক সিদ্ধান্তসমূহ এবং এ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত প্রথা, রীতিনীতি বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকিবে। খ) মানবসত্তার মর্যাদা, বিশ্বাস, সামাজিক প্রথা, রীতিনীতি ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে শ্রদ্ধা করিবে। গ) সকল প্রকার জবরদস্তি মূলক প্রচেষ্টা হইতে নাগরিকদের নিরাপত্তা বিধান করিবে। ঘ) বিভিন্ন প্রান্তিক নৃ গোষ্ঠীর মানুষের প্রথাগত ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও লালনে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করিবে । ঙ) নারী, শিশু, তৃতীয়লিঙ্গ, প্রতিবন্ধিসহ সমাজের সকল অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর উৎকর্ষ সাধনে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে ।	বাংলাদেশ লেবার পার্টি	

তৃতীয় ভাগ : মৌলিক অধিকার

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম	যৌক্তিকতা/কারণ
		সংবিধানের মৌলিক অধিকার অনুচ্ছেদ সংশোধনে এই মূল প্রতিপাদ্যটি পরিস্কার উল্লেখ থাকা দরকার যে, ' রাষ্ট্র নাগরিকদের ধর্মীয়, রাজনৈতিক বিশ্বাস বা শ্রেণি,বর্ণ, গোত্র বা লিংগীয়' পরিচয়ের কারণে তাদের গণতান্ত্রিক ও মানবিক অধিকারের ক্ষেত্রে কোনরূপ বৈষম্য করবে না।	বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি	
		কোনো নাগরিকের রাজনৈতিক পরিচয় বা মতামতের ভিত্তিতে বৈষম্য বা অধিকার হরণ করা যাবে না। রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে যে, কোনো সরকারি বা বেসরকারি সংস্থা বৈধ রাজনৈতিক মতামতের কারণে অধিকার প্রত্যাখ্যান, লাইসেন্স বাতিল, বা সুযোগ প্রত্যাহার করতে পারবে না। সরকারি কর্মচারী এবং নাগরিকরা বৈধ রাজনৈতিক মতামত বা কার্যক্রমের জন্য প্রতিশোধমূলক আচরণ থেকে সুরক্ষা পাবেন।	বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি)	
		(১) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না। (২) রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী ও পুরুষ সমঅধিকার ভোগ করিবেন। (৩) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোনো বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোনো শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোনো নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না। (৪) নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যেকোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান-প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোনকিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না ।	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন	
		২৮ অনুচ্ছেদের পরে অথবা উপযুক্ত অন্য কোনো স্থানে নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটি যুক্ত হবে- "প্রতিটি নাগরিকের জন্য অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরনের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের ওপর ন্যাস্ত থাকিবে"	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি	
		অনুচ্ছেদ ৮ (৪) "নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি ও দেশের অন্যান্য সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসহ নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।"	ইউনাইটেড পিপল্স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)	
অনুচ্ছেদ ২৯ (সরকারি নিয়োগলাভে সুযোগের সমতা)	২৯। (১) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে। (২) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না। (৩) এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই- (ক) নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশ যাহাতে প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে তাঁহাদের অনুকূলে বিশেষ বিধান-প্রণয়ন করা হইতে, (খ) কোন ধর্মীয় বা উপ-সম্প্রদায়ভুক্ত প্রতিষ্ঠানে উক্ত ধর্মাবলম্বী বা উপ-সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের জন্য নিয়োগ সংরক্ষণের বিধান-সংবলিত যে কোন আইন কার্যকর করা হইতে, (গ) যে শ্রেণীর কর্মের বিশেষ প্রকৃতির জন্য তাহা নারী বা পুরুষের পক্ষে অনুপযোগী বিবেচিত হয়, সেইরূপ যে কোন শ্রেণীর নিয়োগ বা পদ যথাক্রমে পুরুষ বা নারীর জন্য সংরক্ষণ করা হইতে রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।	(১) জনগণতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে। (২) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক জনগণতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না। (৩) এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই- (ক) নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশ যাহাতে জনগণতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে তাঁহাদের অনুকূলে বিশেষ বিধান প্রণয়ন করা হইতে রাষ্ট্রকে নিবৃত্য করিবে না। (খ) কোন ধর্মীয় বা উপ-সম্প্রদায়ভুক্ত প্রতিষ্ঠানে উক্ত ধর্মাবলম্বী বা উপ-সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের জন্য নিয়োগ সংরক্ষণের বিধান-সংবলিত যে কোন আইন কার্যকর করা হইতে, (গ) যে শ্রেণীর কর্মের বিশেষ প্রকৃতির জন্য তাহা নারী বা পুরুষের পক্ষে অনুপযোগী বিবেচিত হয়, সেইরূপ যে কোন শ্রেণীর নিয়োগ বা পদ যথাক্রমে পুরুষ বা নারীর জন্য সংরক্ষণ করা হইতে রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন	

অনুচ্ছেদ/অংশ	তৃতীয় ভাগ : মৌলিক অধিকার বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম	যৌক্তিকতা/কারণ
		অনুচ্ছেদ ২৯ (৩) বাতিল করত হবে	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ	
		অনুচ্ছেদ ২৯ (৩) (ক) "পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি এবং দেশের সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসহ নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশ যাহাতে প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে তাঁহাদের অনুকূলে বিশেষ বিধান-প্রণয়ন করা হইতে,"।	ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)	
অনুচ্ছেদ ৩০ (বিদেশী, খেতাব, প্রভৃতি গ্রহণ নিষিদ্ধকরণ)	২১ [৩০। রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোন নাগরিক কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নিকট হইতে কোন খেতাব, সম্মান, পুরস্কার বা ভূষণ গ্রহণ করিবেন না।]	বিলুপ্ত করতে হবে	১. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ২. বাংলাদেশ মুসলিম লীগ	উপাধি/সম্মান/পুরস্কার গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপতির পূর্ব অনুমোদন চাওয়ার কোনো যৌক্তিকতা নেই। এছাড়া, ধারা ৩০ একটি নিষ্প্রভ বিধান কারণ এর মধ্যে কোনো শাস্তির বিধান নেই, যদিও অনেকবার এই বিধান লঙ্ঘন হয়েছে। বহু নাগরিক এমবিই, ওবিই এবং এমনকি নাইটহুড অর্জন করেছেন। ধারা ৩০ বাতিল করা যেতে পারে।
অনুচ্ছেদ ৩২ (জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকার রক্ষণ	৩২। আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতা হইতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না।	জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা হইতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন	
অনুচ্ছেদ ৩৩ (গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ)	৩৩।২২[(১) গ্রেপ্তারকৃত কোন ব্যক্তিকে যথাসম্ভব শীঘ্র গ্রেপ্তারের কারণ জ্ঞাপন না করিয়া প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না এবং উক্ত ব্যক্তিকে তাঁহার মনোনীত আইনজীবীর সহিত পরামর্শের ও তাঁহার দ্বারা আত্মপক্ষ-সমর্থনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না। (২) গ্রেপ্তারকৃত ও প্রহরায় আটক প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে গ্রেপ্তারের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে (গ্রেপ্তারের স্থান হইতে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আনয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ব্যতিরেকে) হাজির করা হইবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত তাঁহাকে তদতিরিক্তকাল প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না। (৩) এই অনুচ্ছেদের (১) ও (২) দফার কোন কিছুই সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, (ক) যিনি বর্তমান সময়ের জন্য বিদেশী শত্রু; অথবা (খ) যাঁহাকে নিবর্তনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোন আইনের অধীন গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বা আটক করা হইয়াছে। (৪) নিবর্তনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোন আইন কোন ব্যক্তিকে ছয় মাসের অধিক কাল আটক রাখিবার ক্ষমতা প্রদান করিবে না যদি সুপ্রীম কোর্টের বিচারক রহিয়াছেন বা ছিলেন কিংবা সুপ্রীম কোর্টের বিচারকপদে নিয়োগলাভের যোগ্যতা রাখেন, এইরূপ দুইজন এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত একজন প্রবীণ কর্মচারীর সমন্বয়ে গঠিত কোন উপদেষ্টা-পর্ষদ্ উক্ত ছয় মাস অতিবাহিত হইবার পূর্বে তাঁহাকে উপস্থিত হইয়া বক্তব্য পেশ করিবার সুযোগদানের পর রিপোর্ট প্রদান না করিয়া থাকেন যে, পর্ষদের মতে উক্ত ব্যক্তিকে তদতিরিক্ত কাল আটক রাখিবার পর্যাপ্ত কারণ রহিয়াছে।	নিবর্তনমূলক আটক সংবলিত বিধানাবলি বিলুপ্ত বা পরিবর্তন করা।	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	

	তৃতীয় ভাগ : মৌলিক অধিকার			
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম	যৌক্তিকতা/কারণ
	(৫) নিবর্তনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোন আইনের অধীন প্রদত্ত আদেশ অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে আটক করা হইলে আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে যথাসম্ভব শীঘ্র আদেশদানের কারণ জ্ঞাপন করিবেন এবং উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে বক্তব্য-প্রকাশের জন্য তাঁহাকে যত সত্বর সম্ভব সুযোগদান করিবেন: তবে শর্ত থাকে যে, আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় তথ্যাদি-প্রকাশ জনস্বার্থবিরোধী বলিয়া মনে হইলে অনুরূপ কর্তৃপক্ষ তাহা প্রকাশে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিতে পারিবেন। (৬) উপদেষ্টা-পর্ষদ কর্তৃক এই অনুচ্ছেদের (৪) দফার অধীন তদন্তের জন্য অনুসরণীয় পদ্ধতি সংসদ আইনের দ্বারা নির্ধারণ করিতে পারিবেন।]			
		সকল নিবর্তনমূলক আইন বাতিলের পাশাপাশি সংবিধানের যেসব সংশোধনীর মাধ্যমে জনগণের মৌলিক অধিকার হরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে, সেগুলো বাতিলের প্রস্তাব করেছে।	নাগরিক ঐক্য	
		পুলিশ বাহিনীর উপর প্রশাসন বা সরকারের অন্যায় প্রভাব বন্ধ ও স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ তৈরিতে সংবিধানের ৩৩ অনুচ্ছেদ সংস্কার করা।	"১. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) ২. বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ"	এছাড়া, ধারা ৩০ একটি নিষ্প্রভ বিধান কারণ এর মধ্যে কোনো শাস্তির বিধান নেই, যদিও অনেকবার এই বিধান লঙ্ঘন হয়েছে। বহু নাগরিক এমবিই, ওবিই এবং এমনকি নাইটহুড অর্জন করেছেন। ধারা ৩০ বাতিল করা যেতে পারে।
		মিথ্যা মামলা প্রমাণিত হলে কঠোর শাস্তি পেতে হবে এই মর্মে আইন প্রণয়ন করা হবে	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	
		সংবিধানে প্রতিরোধমূলক আটক এবং গুমের ঘটনা কঠোরভাবে। নিষিদ্ধ করতে হবে। সকল আটক ব্যক্তিদের আইনি সুরক্ষা প্রদান করা হবে এবং রাষ্ট্র এ ধরনের লঙ্ঘনের তদন্ত ও বিচার নিশ্চিত করবে।	বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি)	
		কেউ অপরাধী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত কারাগারে অন্তরীণ রাখা যাবে না।	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ	
		"গ্রেপ্তারকৃত কোন ব্যক্তিকে যথাসম্ভব শীঘ্র গ্রেপ্তারের কারণ জ্ঞাপন না করিয়া প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না এবং উক্ত ব্যক্তিকে তাঁহার মনোনীত আইনজীবীর সহিত পরামর্শের ও তাঁহার দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না। (২) গ্রেপ্তারকৃত ও প্রহরায় আটক প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে গ্রেপ্তারের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে (গ্রেপ্তারের স্থান হইতে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আনয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ব্যতিরেকে) হাজির করা হইবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত তাঁহাকে তদতিরিক্তকাল প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না। (৩) এই অনুচ্ছেদের (১) ও (২) দফার কোন কিছুই সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, (ক) যিনি বর্তমান সময়ের জন্য বিদেশী শত্রু, অথবা (খ) যাঁহাকে নিবর্তনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোন আইনের অধীন গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বা আটক করা হইয়াছে।	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন	
		(৪) নিবর্তনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোন আইন কোন ব্যক্তিকে ছয় মাসের অধিক কাল আটক রাখিবার ক্ষমতা প্রদান করিবে না যদি সুপ্রীম কোর্টের বিচারক রহিয়াছেন বা ছিলেন কিংবা সুপ্রীম কোর্টের বিচারক পদে নিয়োগলাভের যোগ্যতা রাখেন, এইরূপ দুইজন এবং জনগণতন্ত্রের কর্ম নিযুক্ত একজন প্রবীণ কর্মচারীর সমন্বয়ে গঠিত কোন উপদেষ্টা পর্ষদ উক্ত ছয় মাস অতিবাহিত হইবার পূর্বে তাহাকে উপস্থিত হইয়া বক্তব্য পেশ করিবার সুযোগদানের পর রিপোর্ট প্রদান না করিয়া থাকেন যে, পর্ষদের মতে উক্ত ব্যক্তিকে তদতিরিক্ত কাল আটক রাখিবার পর্যাপ্ত কারণ রহিয়াছে।		

তৃতীয় ভাগ : মৌলিক অধিকার

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম	যৌক্তিকতা/কারণ
		(৫) নিবর্তনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোন আইনের অধীন প্রদত্ত আদেশ অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে আটক করা হইলে আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে যথাসম্ভব শীঘ্র আদেশদানের কারণ জ্ঞাপন করিবেন এবং উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে বক্তব্য প্রকাশের জন্য তাঁহাকে যত সত্বর সম্ভব সুযোগদান করিবেন: তবে শর্ত থাকে যে, আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় তথ্যাদি প্রকাশ জনস্বার্থবিরোধী বলিয়া মনে হইলে অনুরূপ কর্তৃপক্ষ সাত দিনের ভেতর তাহা উপদেষ্টা পর্ষদের কাছে প্রকাশ করিতে বাধ্য থাকিবে। (৬) উপদেষ্টা-পর্ষদ কর্তৃক এই অনুচ্ছেদের (৪) দফার অধীন তদন্তের জন্য অনুসরণীয় পদ্ধতি সংসদ আইনের দ্বারা নির্ধারণ করিতে পারিবেন। (৭) রাষ্ট্র প্রত্যেক মামলার রায় প্রদানের জন্য সর্বোচ্চ এক বছর নিতে পারিবে। এক বছরের অধিককাল অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কারাগারে অন্তরীণ রাখা যাইবে না।		
		৩৩ এই অনুঞ্ছেদের (৩), (৪), (৫) এমনভাবে সংশোধন করে পনঃলিখন করা হবে যাতে করে নিবর্তনমূলক আইনে আটক করার বিধানের কোন প্রকার অপব্যবহার না হতে পারে এবং তা যেন একটি নিবর্তনমূলক কালো কানুনে পরিগণিত না হয়।	বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি	
		অনুচ্ছেদ ৩৩ (৩) (খ) (৪) (৫) (৬) বাতিল করতে হবে	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ	
অনুচ্ছেদ ৩৫ (বিচার ও দন্ড সম্পর্কে রক্ষণ)	৩৫। (১) অপরাধের দায়যুক্ত কার্যসংঘটনকালে বলবৎ ছিল, এইরূপ আইন ভঙ্গ করিবার অপরাধ ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করা যাইবে না এবং অপরাধ-সংঘটনকালে বলবৎ সেই আইনবলে যে দণ্ড দেওয়া যাইতে পারিত, তাঁহাকে তাহার অধিক বা তাহা হইতে ভিন্ন দণ্ড দেওয়া যাইবে না। (২) এক অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তিকে একাধিকবার ফৌজদারীতে সোপর্দ ও দণ্ডিত করা যাইবে না। (৩) ফৌজদারী অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালত বা ট্রাইব্যুনালে দ্রুত ও প্রকাশ্য বিচারলাভের অধিকারী হইবেন। (৪) কোন অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যাইবে না। (৫) কোন ব্যক্তিকে যন্ত্রণা দেওয়া যাইবে না কিংবা নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা লাঞ্ছনাকর দণ্ড দেওয়া যাইবে না কিংবা কাহারও সহিত অনুরূপ ব্যবহার করা যাইবে না। (৬) প্রচলিত আইনে নির্দিষ্ট কোন দণ্ড বা বিচারপদ্ধতি সম্পর্কিত কোন বিধানের প্রয়োগকে এই অনুচ্ছেদের (৩) বা (৫) দফার কোন কিছুই প্রভাবিত করিবে না।	৩৫ অনুচ্ছেদের (ক) ধারায়, প্রত্যেক ব্যক্তির অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড প্রকাশ্য আদালতে দ্রুত বিচারের অধিকার থাকবে। কিন্তু র্যাব, চিতা, কোবরাসহ বিভিন্ন বাহিনীর ক্রসফায়ার, এনকাউন্টারে বিনা বিচারে মানুষ খুন করা হয়েছে ।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ	
		পুলিশ বাহিনীর উপর প্রশাসন বা সরকারের অন্যায় প্রভাব বন্ধ ও স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ তৈরিতে সংবিধানের ৩৫ অনুচ্ছেদ সংস্কার করা।	"১. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) ২. বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ"	
		রিমান্ড এবং পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদকালে আসামীর মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘনকে “গুরুতর অপরাধ" হিসেবে সংবিধানে ঘোষণা দিতে হবে।	এনডিএম	

	তৃতীয় ভাগ : মৌলিক অধিকার			
অনুচ্ছেদ/অংশ	**বর্তমান সংবিধান**	**সুপারিশ**	**প্রস্তাবক দলের নাম**	**যৌক্তিকতা/কারণ**
		(১) অপরাধের দায়যুক্ত কার্যসংঘটনকালে বলবৎ ছিল, এইরূপ আইন ভঙ্গ করিবার অপরাধ ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করা যাইবে না এবং অপরাধ সংঘটনকালে বলবৎ সেই আইনবলে যে দণ্ড দেওয়া যাইতে পারিত, তাঁহাকে তাহার অধিক বা তাহা হইতে ভিন্ন দণ্ড দেওয়া যাইবে না। (২) এক অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তিকে একাধিকবার ফৌজদারীতে সোপর্দ ও দণ্ডিত করা যাইবে না। (৩) ফৌজদারী অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালত বা ট্রাইব্যুনালে দ্রুত ও প্রকাশ্য বিচারলাভের অধিকারী হইবেন। (৪) কোন অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যাইবে না। (৫) কোন ব্যক্তিকে যন্ত্রণা দেওয়া যাইবে না কিংবা নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা লাঞ্ছনাকর দণ্ড দেওয়া যাইবে না কিংবা কাহারও সহিত অনুরূপ ব্যবহার করা যাইবে না।	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন	
অনুচ্ছেদ ৩৬		Every citizen shall have the right to move freely throughout Bangladesh, to reside and settle in any place therein and to leave and renter Bangladesh.	Bangladesh Muslim Legue	
		অনুচ্ছেদ ৩৬ এ "জনস্বার্থে" শব্দের পূর্বে উপ-অনুচ্ছেদ (১) সংযোজন করা। অতপর " প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।"- এর পর নিম্নোক্ত নতুন একটি উপ-অনুচ্ছেদ সংযোজিত হইবে। "(২) পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জাতিসত্তা ও অন্যান্য সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহের পরিচয়, স্বকীয়তা ও অধিকার সুরক্ষার্থে বিশেষ বিধান প্রণয়নে উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না ।	ইউনাইটেড পিপল্স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)	
অনুচ্ছেদ ৩৭ (সমাবেশের অধিকার)	৩৭। জনশৃঙ্খলা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে শান্তিপূর্ণভাবে ও নিরস্ত্র অবস্থায় সমবেত হইবার এবং জনসভা ও শোভাযাত্রায় যোগদান করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।	জননিরাপত্তা, সহিংসতা বা জনস্বাস্থ্য রক্ষা ব্যাতিত অন্য যে কোনো কারণে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের শান্তিপূর্ণভাবে ও নিরস্ত্র অবস্থায় সমবেত হইবার এবং জনসভা ও শোভাযাত্রায় যোগদান করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে। প্রত্যেক নগর, পৌরসভা ও উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত সমাবেশের | প্রয়োজনীয় সভাস্থল ব্যবস্থা করিবে।	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন	
		Every person shall have the right to assemble and to participate in public meetings and processions peacefully and without arms. Provided however the party concerned shall inform the Police Commissioner in Metropolitan Areas and the Deputy Commissioners and Superintendent of Police of the district concerned at least 10 days prior to the event of their intention to assemble, hold public meeting or take out a procession so that the Police could make security arrangements and provide alternative routes for traffic. Further provided that such political events shall take place only on weekends and holidays so that the lives of other citizens is not disrupted.	Bangladesh Muslim Legue	

	তৃতীয় ভাগ : মৌলিক অধিকার			
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম	যৌক্তিকতা/কারণ
অনুচ্ছেদ ৩৮ (সংগঠনের স্বাধীনতা)	২৩ [৩৮।জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবেঃ তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তির উক্তরূপ সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার কিংবা উহার সদস্য হইবার অধিকার থাকিবে না, যদি- (ক) উহা নাগরিকদের মধ্যে ধর্মীয়, সামাজিক এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়; (খ) উহা ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ, জন্মস্থান বা ভাষার ক্ষেত্রে নাগরিকদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়; (গ) উহা রাষ্ট্র বা নাগরিকদের বিরুদ্ধে কিংবা অন্য কোন দেশের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী বা জঙ্গী কার্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়; বা (ঘ) উহার গঠন ও উদ্দেশ্য এই সংবিধানের পরিপন্থী হয়।]	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংগঠনের স্বাধীনতা সংক্রান্ত মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে নতুন করে কিছু বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে।---পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে।	বিএনপি, ১২ দলীয় জোট	
		অনুচ্ছেদ ৩৮ থেকে অযৌক্তিক শর্তগুলো বাদ দিতে হবে। এগুলো মৌলিক অধিকারকে সীমাবদ্ধ করে দেয়।	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	
		জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থ আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	অযৌক্তিক শর্তাবলী বিলুপ্ত ঘোষণা। এগুলো মৌলিক অধিকারকে সীমাবদ্ধ করে দেয়।
		সংবিধানে ফ্যাসিজম, বিদ্বেষমূলক বক্তব্য বা অগণতান্ত্রিক কার্যক্রম প্রচারকারী রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠা, নিবন্ধন এবং কার্যক্রম স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করা হবে। নিষেধাজ্ঞা আইনসঙ্গত এবং স্বেচ্ছাচারিতামুক্ত রাখতে বিচারিক নজরদারি নিশ্চিত করা হবে। রাষ্ট্রকে সাংবিধানিক কাঠামো ও গণতান্ত্রিক নীতিমালা ক্ষুণ্ণকারী সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি)	
		৩৮. এই অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় প্যারাতে সংবিধানের আদি পাঠে যা ছিলো এইখানে হুবহু তা নিম্মোক্ত রূপে পুনঃস্থাপিত হবে- “তবে শর্ত থাকে যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সম্পন্ন বা লক্ষ্যানুসারী কোন সাম্প্রদায়িক সমিতি বা সঙ্ঘ কিম্বা অনরূপ উদ্দেশ্য সম্পন্ন বা লক্ষ্যানযায়ী ধর্মীয় নামযুক্ত বা ধর্মভিত্তিক অন্য কোনো সমিতি বা সংঘ গঠন করবার বা তার সদস্য হইবার অন্য বা কোনো প্রকারে তার তৎপরতায় অংশগ্রহণ করিবার কোনো অধিকার কোনো ব্যাক্তির থাকিবে না”	বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি	
		"সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবেঃ তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তির উক্তরূপ সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার কিংবা উহার সদস্য হইবার অধিকার থাকিবে না, যদি- (ক) উহা নাগরিকদের মধ্যে ধর্মীয়, সামাজিক এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়, (খ) উহা ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ, জন্মস্থান বা ভাষার ক্ষেত্রে নাগরিকদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়; (গ) উহা রাষ্ট্র বা নাগরিকদের বিরুদ্ধে কিংবা অন্য কোন দেশের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী বা জঙ্গী কার্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়;	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন	

	তৃতীয় ভাগ : মৌলিক অধিকার			
অনুচ্ছেদ/অংশ	**বর্তমান সংবিধান**	**সুপারিশ**	**প্রস্তাবক দলের নাম**	**যৌক্তিকতা/কারণ**
অনুচ্ছেদ ৩৯ (চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক্-স্বাধীনতা)	"৩৯। (১) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তাদান করা হইল। (২) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা ও নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত-অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ-সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে (ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক্ ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের, এবং (খ) সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল।"	৩৯ খ. 'নিশ্চয়তা' শব্দের পরে 'দান করা হইল' স্থলে লেখা হবে "থাকিবে"।	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি	
		বাকস্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, ও সমাবেশের স্বাধীনতা নিশ্চয়তা প্রদানের ক্ষেত্রে ডিজিটাল আইনের মতো আইনের বিভিন্ন আইনের অপব্যবহার রোধ করতে হবে।	"জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ"	
		জনগণের বাকস্বাধীনতা, সংগঠিত ও সংগঠন করার স্বাধীনতা এবং আন্দোলন করার স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে।	গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টি	
		জন-জীবনে যাতে কোনো বিঘ্ন না ঘটে এজন্য প্রতিবাদ সমাবেশের জন্য উপজেলা, জেলা ও বড় শহরগুলোতে 'প্রতিবাদী উদ্যান' তৈরি করতে হবে। প্রতিবাদকারীদের বক্তব্য সরকারের কাছে যথাযথভাবে পৌছে দিতে হবে।	গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টি	
		অনুচ্ছেদ ৩৯ থেকে অযৌক্তিক শর্তগুলো বাদ দিতে হবে। এগুলো মৌলিক অধিকারকে সীমাবদ্ধ করে দেয়।	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	
		"(১) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তাদান করা হইল। (২) (ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক্ ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের, এবং (খ) সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল।"	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	বাধানিষেধ বিলুপ্ত। এগুলো মৌলিক অধিকারকে সীমাবদ্ধ করে দেয়।
		গণমাধ্যমের পূর্ণ স্বাধীনতার নিশ্চিয়তার বিধান।	গণসংহতি আন্দোলন	
		রাষ্ট্র বক্তৃতা, প্রেস, সৃজনশীলতা, একাডেমিক গবেষণা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং চিন্তার স্বাধীনতা নিশ্চিত করবে। প্রতি জেলায় জনসমাবেশের জন্য নিরাপদ এলাকা প্রতিষ্ঠা করা হবে, যেখানে সুযোগ-সুবিধা, শৃঙ্খলা এবং আইনি নির্দেশনা মেনে চলা বাধ্যতামূলক হবে।	বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি)	
		(১) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল। (২) ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক্ ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের, এবং (খ) সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল।	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন	
		রাজনৈতিক/অরাজনৈতিক সভা-সমাবেশকে পুলিশ বা প্রশাসনের " অনুমতি ব্যতীত" পালন করার অধিকার প্রদান করতে হবে ।	এনডিএম	
		অনুচ্ছেদ ৩৯ (২) বাতিল করতে হবে	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ	
অনুচ্ছেদ ৪১ (ধর্মীয় স্বাধীনতা)	৪১। (১) আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা-সাপেক্ষে (ক) প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার রহিয়াছে; (খ) প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় ও উপ-সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের স্থাপন, রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অধিকার রহিয়াছে। (২) কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে যোগদানকারী কোন ব্যক্তির নিজস্ব ধর্ম-সংক্রান্ত না হইলে তাঁহাকে কোন ধর্মীয় শিক্ষাগ্রহণ কিংবা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উপাসনায় অংশগ্রহণ বা যোগদান করিতে হইবে না।	১) (ক) প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার রহিয়াছে; (খ) প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় ও উপ-সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের স্থাপন, রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অধিকার রহিয়াছে। (২) কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে যোগদানকারী কোন ব্যক্তির নিজস্ব ধর্ম-সংক্রান্ত না হইলে তাঁহাকে কোন ধর্মীয় শিক্ষাগ্রহণ কিংবা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উপাসনায় অংশগ্রহণ বা যোগদান করিতে হইবে না।	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন	
		অনুচ্ছেদ ৪১ (২) বাতিল করতে হবে	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ	

তৃতীয় ভাগ : মৌলিক অধিকার

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম	যৌক্তিকতা/কারণ
অনুচ্ছেদ ৪২ (সম্পত্তির অধিকার)	৪২। (১) আইনের দ্বারা আরোপিত বাধা নিষেধ-সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর বা অন্যভাবে বিলি-ব্যবস্থা করিবার অধিকার থাকিবে এবং আইনের কর্তৃত্ব ব্যতীত কোন সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্ত বা দখল করা যাইবে না। ২৪র[(২) এই অনুচ্ছেদের (১) দফার অধীন প্রণীত আইনে ক্ষতিপূরণসহ বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্তকরণ বা দখলের বিধান করা হইবে এবং ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ কিংবা ক্ষতিপূরণ নির্ণয় ও প্রদানের নীতি ও পদ্ধতি নির্দিষ্ট করা হইবে; তবে অনুরূপ কোন আইনে ক্ষতিপূরণের বিধান অপর্যাপ্ত হইয়াছে বলিয়া সেই আইন সম্পর্কে কোন আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।]	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সম্পত্তির অধিকার সংক্রান্ত মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ (৩) বিলুপ্ত করা হয়েছে। উক্ত দফায় Proclamatiosn (amendment) order, 1977 জারির পূর্বে কোন আইনের আওতায় ক্ষতিপূরণ ব্যতিরেখে সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও রাষ্ট্রায়ত্বকরণের ক্ষেত্রে উক্ত আইনকে বৈধতা দেয়া হয়েছে।---পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে।	বিএনপি	
		নারীরা এখনও উত্তরাধিকার আইনে বৈষম্যের শিকার। সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার আইনে সমতা নিশ্চিত করা আবশ্যক।	নাগরিক ঐক্য	
		অধিকারের ক্ষেত্রে 'নারী পুরুষের বাইরে অন্যান্য লিঙ্গীয় পরিচয়' আলাদা ভাবে উল্লেখ থাকা দরকার।	গণসংহতি আন্দোলন	
		কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবেনা রহিত হোক এবং কোন নাগরিকের অর্জিত বা প্রাপ্ত ব্যাক্তি ও পারিবারিক কোন সম্পত্তির জন্য কোন সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের কাছে জবাবদিহি করিতে হবেনা এবং রাষ্ট্র বা সারকার অন্যায় অবৈধভাবে অর্জিত প্রমাণ না করা পর্যন্ত কোন সম্পদ বাজেয়াপ্ত করতে পারবেনা বলে বিশেষ অনুচ্ছেদ যুক্ত হোক।	ইনসানিয়াত বিপ্লব,বাংলাদেশ	
অনুচ্ছেদ ৪৩ (গৃহ ও যোগাযোগের রক্ষণ)	৪৩। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা, জনসাধারণের নৈতিকতা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা নিষেধ-সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের (ক) প্রবেশ, তল্লাশী ও আটক হইতে স্বীয় গৃহে নিরাপত্তালাভের অধিকার থাকিবে; এবং (খ) চিঠিপত্রের ও যোগাযোগের অন্যান্য উপায়ের গোপনতারক্ষার অধিকার থাকিবে।	রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি নাগরিক (ক) প্রবেশ, তল্লাশী ও আটক হইতে স্বীয় গৃহে নিরাপত্তালাভের অধিকার থাকিবে; এবং (খ) যোগাযোগের সকল উপায়ের গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার থাকিবে। এই অধিকার রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বাহিনী খর্ব করিতে পারিবে যদি ক) আদালত তাকে গ্রেফতার বা আলামত সংগ্রহের জন্য অনুমতি দেয়, (খ) জননিরাপত্তায় হানি ঘটিতে পারে এমন সন্ত্রাসী ও জঙ্গী কর্মকাণ্ডের আশংকা থাকে। প্রতিটা খর্বের ঘটনার যৌক্তিকতা ও বৈধতা আদালতে প্রমান করতে হবে। অবৈধ ভাবে এই স্বাধীনতা খর্ব হইলে সেই আলামত বিচার কাজে ব্যবহার করা যাইবে না।	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন	
		Article 43 delete "subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interests of the security of the State, public order, public morality or public health". Add (c) subject to any restriction by a Court or a warrant issued by a Court.	Bangladesh Muslim Legue	
অনুচ্ছেদ ৪৪ (মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ)	"৪৪। (১) এই ভাগে প্রদত্ত অধিকারসমূহ বলবৎ করিবার জন্য এই সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুযায়ী হাইকোর্ট বিভাগের নিকট মামলা রুজু করিবার অধিকারের নিশ্চয়তা দান করা হইল। (২) এই সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের অধীন হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতার হানি না ঘটাইয়া সংসদ আইনের দ্বারা অন্য কোন আদালতকে তাহার এখতিয়ারের স্থানীয় সীমার মধ্যে ঐ সকল বা উহার যে কোন ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষমতা দান করিতে পারিবেন।"	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদটি প্রতিস্থাপিত হলেও আদতে পূর্বের বিধানই অপরিবর্তিত রয়েছে। ----প্রতিস্থাপিত অনুচ্ছেদটি বহাল রাখতে হবে। (পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন)।	বিএনপি	
		এই ভাগে প্রদত্ত অধিকারসমূহ বলবৎ করিবার জন্য প্রতি জেলায় নাগরিক অধিকার আদালত গঠন করা হইবে। নাগরিক অধিকার আদালতে মৌলিক অধিকার লংঘিত হইলে নাগরিকের মামলা রুজু করিবার অধিকারের এবং ক্ষতিপূরণ চাইবার অধিকারের নিশ্চয়তা দান করা হইল।	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন	

	তৃতীয় ভাগ : মৌলিক অধিকার			
অনুচ্ছেদ/অংশ	**বর্তমান সংবিধান**	**সুপারিশ**	**প্রস্তাবক দলের নাম**	**যৌক্তিকতা/কারণ**
		অন্যের অধিকার হরণকারী ও ফৌজদারি অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড ব্যতিরেকে চিন্তা, বিবেক ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, নাগরিকের স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার ও জীবিকার জন্য কাজের অধিকার কোন আইন দ্বারা সীমাবদ্ধ করা যাবে না।	গণসংহতি আন্দোলন	
অনুচ্ছেদ ৪৫ (শৃংখলামূক আইনের ক্ষেত্রে অধিকারের পরিবর্তন	৪৫। কোন শৃঙ্খলা-বাহিনীর সদস্য-সম্পর্কিত কোন শৃঙ্খলামূলক আইনের যে কোন বিধান উক্ত সদস্যদের যথাযথ কর্তব্যপালন বা উক্ত বাহিনীতে শৃঙ্খলারক্ষা নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে প্রণীত বিধান বলিয়া অনুরূপ বিধানের ক্ষেত্রে এই ভাগের কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।	বাতিল	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন	
অনুচ্ছেদ ৪৬ (দায়মুক্তি-বিধানের ক্ষমতা)	এই ভাগের পূর্ববর্ণিত বিধানাবলীতে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি বা অন্য কোন ব্যক্তি জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের প্রয়োজনে কিংবা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে যে কোন অঞ্চলে শৃঙ্খলা-রক্ষা বা পুনর্বহালের প্রয়োজনে কোন কার্য করিয়া থাকিলে সংসদ আইনের দ্বারা সেই ব্যক্তিকে দায়মুক্ত করিতে পারিবেন কিংবা ঐ অঞ্চলে প্রদত্ত কোন দণ্ডাদেশ, দণ্ড বা বাজেয়াপ্তির আদেশকে কিংবা অন্য কোন কার্যকে বৈধ করিয়া লইতে পারিবেন।	অনুচ্ছেদ ৪৬ বিলুপ্ত ঘোষণা করতে হবে।	১. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ২. রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন	
		জাতীয় স্বার্থ ও জনগণের মৌলিক অধিকার হরণের কোনো ক্ষেত্রে দায়মুক্তির বিধান কার্যকর হবে না।	গণসংহতি আন্দোলন	
অনুচ্ছেদ ৪৭ (কতিপয় আইনের হেফাজত	"৪৭। (১) নিম্নলিখিত যে কোন বিষয়ের বিধান-সংবলিত কোন আইনে (প্রচলিত আইনের ক্ষেত্রে সংশোধনীর মাধ্যমে) সংসদ যদি স্পষ্টরূপে ঘোষণা করেন যে, এই সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে বর্ণিত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহের কোন একটিকে কার্যকর করিবার জন্য অনুরূপ বিধান করা হইল, তাহা হইলে অনুরূপ আইন এই ভাগে নিশ্চয়কৃত কোন অধিকারের সহিত অসমঞ্জস কিংবা অনুরূপ অধিকার হরণ বা খর্ব করিতেছে, এই কারণে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে নাঃ (ক) কোন সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্তকরণ বা দখল কিংবা সাময়িকভাবে বা স্থায়ীভাবে কোন সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ বা ব্যবস্থাপনা; (খ) বাণিজ্যিক বা অন্যবিধ উদ্যোগসম্পন্ন একাধিক প্রতিষ্ঠানের বাধ্যতামূলক সংযুক্তকরণ; (গ) অনুরূপ যে কোন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক, ব্যবস্থাপক, এজেন্ট ও কর্মচারীদের অধিকার এবং (যে কোন প্রকারের) শেয়ার ও স্টকের মালিকদের ভোটাধিকার বিলোপ, পরিবর্তন, সীমিতকরণ বা নিয়ন্ত্রণ; (ঘ) খনিজদ্রব্য বা খনিজ তৈল-অনুসন্ধান বা লাভের অধিকার বিলোপ, পরিবর্তন, সীমিতকরণ বা নিয়ন্ত্রণ; (ঙ) অন্যান্য ব্যক্তিকে অংশতঃ বা সম্পূর্ণতঃ পরিহার করিয়া সরকার কর্তৃক বা সরকারের নিজস্ব, নিয়ন্ত্রণাধীন বা ব্যবস্থাপনাধীন কোন সংস্থা কর্তৃক যে কোন কারবার, ব্যবসায়, শিল্প বা কর্মবিভাগ-চালনা; অথবা (চ) যে কোন সম্পত্তির স্বত্ব কিংবা পেশা, বৃত্তি, কারবার বা ব্যবসায়-সংক্রান্ত যে কোন অধিকার কিংবা কোন সংবিধিবদ্ধ সরকারী প্রতিষ্ঠান বা কোন বাণিজ্যিক বা শিল্পগত উদ্যোগের মালিক বা কর্মচারীদের অধিকার বিলোপ, পরিবর্তন, সীমিতকরণ বা নিয়ন্ত্রণ। (২) এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও প্রথম তফসিলে বর্ণিত আইনসমূহ (অনুরূপ আইনের কোন সংশোধনীসহ) পূর্ণভাবে বলবৎ ও কার্যকর হইতে থাকিবে এবং অনুরূপ যে কোন আইনের কোন বিধান কিংবা অনুরূপ কোন আইনের কর্তৃত্বে যাহা করা হইয়াছে বা করা হয় নাই, তাহা এই সংবিধানের কোন বিধানের সহিত অসমঞ্জস বা তাহার পরিপন্থী, এই কারণে বাতিল বা বেআইনী বলিয়া গণ্য হইবে না;	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে-- দফা (২) এ একটি ব্যাখ্যা সংযোজনের মাধ্যমে উক্ত দফাকে স্পষ্টীকরণ করা হয়েছে; এবং দফা (৩) সংশোধনের মাধ্যমে গণহত্যাজনিত অপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ বা যুদ্ধাপরাধ এবং আন্তর্জাতিক আইনের অধীন অন্যান্য অপরাধের জন্য অসামরিক ব্যক্তি ও সংগঠনের বিচারের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। --- জুলাই গণহত্যা, ২০২৪ এর বিচারের স্বার্থে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বহাল রাখতে হবে।	বিএনপি	

তৃতীয় ভাগ : মৌলিক অধিকার

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম	যৌক্তিকতা/কারণ
	২৬[তবে শর্ত থাকে যে, এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই অনুরূপ কোন আইনকে সংশোধন, পরিবর্তন বা বাতিল করা হইতে নিবৃত্ত করিবে না।] ২৭ [(৩) এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও গণহত্যাজনিত অপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ বা যুদ্ধাপরাধ এবং আন্তর্জাতিক আইনের অধীন অন্যান্য অপরাধের জন্য কোন সশস্ত্র বাহিনী বা প্রতিরক্ষা বাহিনী বা সহায়ক বাহিনীর সদস্য ২৮ [বা অন্য কোন ব্যক্তি, ব্যক্তি সমষ্টি বা সংগঠন] কিংবা যুদ্ধবন্দীকে আটক, ফৌজদারীতে সোপর্দ কিংবা দণ্ডদান করিবার বিধান-সংবলিত কোন আইন বা আইনের বিধান এই সংবিধানের কোন বিধানের সহিত অসমঞ্জস বা তাহার পরিপন্থী, এই কারণে বাতিল বা বেআইনী বলিয়া গণ্য হইবে না কিংবা কখনও বাতিল বা বেআইনী হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না ।]"			
		গুম, বিনা বিচারে হত্যা এবং হয়রানীমূলক গ্রেফতা ও হেফাজতে নির্যাতন বিষয়ে সংবিধানে সুস্পষ্ট বিধান থাকতে হবে।	গণসংহতি আন্দোলন	
		অনুচ্ছেদ ৪৭(৩) বিলুপ্ত করতে হবে	"১. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ২. রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন"	
অনুচ্ছেদ ৪৭ক (সংবিধানের কতিপয় বিধানের অপ্রযোজ্যতা)	"২৯ [৪৭ক। (১) যে ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদের (৩) দফায় বর্ণিত কোন আইন প্রযোজ্য হয়, সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই সংবিধানের ৩১ অনুচ্ছেদ, ৩৫ অনুচ্ছেদের (১) ও (৩) দফা এবং ৪৪ অনুচ্ছেদের অধীন নিশ্চয়কৃত অধিকারসমূহ প্রযোজ্য হইবে না। (২) এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও যে ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদের (৩) দফায় বর্ণিত কোন আইন প্রযোজ্য হয়, এই সংবিধানের অধীন কোন প্রতিকারের জন্য সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করিবার কোন অধিকার সেই ব্যক্তির থাকিবে না।]"			
		৪৭ক বিলুপ্ত ঘোষণা	১. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ২. রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন ৩. বাংলাদেশে মুসলিম লীগ	
অন্যান্য প্রস্তাব		“ বাধাহীনভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ, নিজ ধর্মের বাণী প্রচার, তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার এবং উচ্চশিক্ষার অধিকার”-কে মৌলিক মানবাধিকার হিসাবে সংবিধানে স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে। “ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন”-কে একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান ঘোষণা করে এর ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।	এনডিএম	
		অনুচ্ছেদসমূহের সাথে আরো অনুচ্ছেদ সংযুক্ত করত: মানুষের বেঁচে থাকার মূল উপাদান- অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ কাজের অধিকারকে মৌলিক হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান এবং মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ন হলে দেশের যে কোন নাগরিক আইনের আশ্রয় নিতে পারবে মর্মে সংবিধান বিধান যুক্ত করতে হবে।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি)	
		বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর স্বীকৃতি, পারিবারিক আইনের ক্ষেত্রে মুসলিম শরিয়া আইন এবং হিন্দু আইন দ্বারা পরিচালিত হওয়ার কথা থাকায় সম্পত্তির উত্তরাধিকারে নারী-পুরুষের সমানাধিকারের স্বীকৃতি এবং অন্ন-বস্ত্র, শিক্ষা-চিকিৎসা, বাসস্থান ও কাজকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি এবং মৌলিক অধিকার ভাগে বর্ণিত অধিকারসমূহের আইনি সুরক্ষার বিষয়টি সংবিধানে লিপিবদ্ধ ছিল না এবং এখনও নাই। এটা সংবিধানের অসম্পূর্ণতা।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ	
		নাগরিকের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা দিতে হবে	১) ভাসানী অনুসারী পরিষদ ২) বাংলাদেশ বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ	

	তৃতীয় ভাগ : মৌলিক অধিকার			
অনুচ্ছেদ/অংশ	**বর্তমান সংবিধান**	**সুপারিশ**	**প্রস্তাবক দলের নাম**	**যৌক্তিকতা/কারণ**
		শ্রমিক, কৃষক, পেশাজীবীসহ কর্মক্ষেত্রে সকল মানুষের সংগঠিত হওয়ার অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান।	গণসংহতি আন্দোলন	
		তথ্য জানার অধিকার (রাইট টু ইনফরমেশন) মৌলিক অধিকার হিসেবে সংযুক্ত করতে হবে।	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী	
		অন্ন-বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান ও কাজকে মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতিসহ বর্তমান সংবিধানের তৃতীয় ভাগে উল্লেখিত ২৬ অনুচ্ছেদ থেকে ৪৭(ক) অনুচ্ছেদ পর্যন্ত মৌলিক অধিকার ভাগের আইনি সুরক্ষা অর্থাৎ নাগরিকের মৌলিক অধিকার ব্যক্তি গোষ্ঠী, রাষ্ট্র কর্তৃক খর্ব বা হরণ করা হলে আইন বলে আদালত কতৃক বলবৎ করা যাবে এ ধরনের বিধান করতে হবে।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ	
		অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও কাজের অধিকার মৌলিক অধিকার হিসেবে সংবিধানে স্বীকৃতি দেয়া। সংবিধানের তৃতীয়ভাগে বর্ণিত মৌলিক অধিকারসমূহকে শর্তের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করা। মৌলিক অধিকার পূরণে রাষ্ট্রের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করা। মৌলিক অধিকার খর্ব হলে যে কোনো নাগরিক আইনের আশ্রয় নিতে পারবে- এমন বিধান সংবিধানে যুক্ত করা।	১. বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) ২. বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ	

চতুর্থ ভাগ : নির্বাহী বিভাগ

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
অনুচ্ছেদ ৪৮ (রাষ্ট্রপতি)	"৪৮। (১) বাংলাদেশের একজন রাষ্ট্রপতি থাকিবেন, যিনি আইন অনুযায়ী সংসদ-সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন। (২) রাষ্ট্রপ্রধানরূপে রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের অন্য সকল ব্যক্তির উর্ধ্বে স্থান লাভ করিবেন এবং এই সংবিধান ও অন্য কোন আইনের দ্বারা তাঁহাকে প্রদত্ত ও তাঁহার উপর অর্পিত সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কর্তব্য পালন করিবেন। (৩) এই সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের (৩) দফা অনুসারে কেবল প্রধানমন্ত্রী ও ৯৫ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুসারে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্র ব্যতীত রাষ্ট্রপতি তাঁহার অন্য সকল দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিবেন: তবে শর্ত থাকে যে, প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে আদৌ কোন পরামর্শদান করিয়াছেন কি না এবং করিয়া থাকিলে কি পরামর্শ দান করিয়াছেন, কোন আদালত সেই সম্পর্কে কোন প্রশ্নের তদন্ত করিতে পারিবেন না। (৪) কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন না, যদি তিনি- (ক) পঁয়ত্রিশ বৎসরের কম বয়স্ক হন; অথবা (খ) সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য না হন; অথবা (গ) কখনও এই সংবিধানের অধীন অভিশংসন দ্বারা রাষ্ট্রপতির পদ হইতে অপসারিত হইয়া থাকেন। (৫) প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় ও পররাষ্ট্রীয় নীতি সংক্রান্ত বিষয়াদি সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত রাখিবেন এবং রাষ্ট্রপতি অনুরোধ করিলে যে-কোন বিষয় মন্ত্রিসভায় বিবেচনার জন্য পেশ করিবেন।"	রাষ্ট্রপতিকে অবশ্যই নির্দলীয় বা অদলীয় ব্যক্তি হতে হবে।	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি
		রাষ্ট্রপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে নিম্নকক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে নাম প্রস্তাব করবে এবং উচ্চকক্ষে ৩/৪ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে অনুমোদন করবে।	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
		রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে নির্দলীয় বা অদলীয় ব্যক্তিদেরকে রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনয়ন প্রদান করতে হবে।	গণঅধিকার পরিষদ (নুর)
		রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে 'নিম্নকক্ষ', 'উচ্চকক্ষ' এবং 'প্রাদেশিক পরিষদ'এর সদস্যগণ ভোট দিবেন।	গণঅধিকার পরিষদ (নুর)
		উপ-রাষ্ট্রপতি উচ্চকক্ষের অধ্যক্ষ থাকবেন।	১. গণঅধিকার পরিষদ (নুর) ২. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি
		জাতীয় সংসদের 'উভয় কক্ষ' এর ঐক্যমতে ভিত্তিতে উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন	গণঅধিকার পরিষদ (নুর)
		উপরাষ্ট্রপতি পদ সৃষ্টি করতে হবে	গণঅধিকার পরিষদ (নুর)
		একই সাথে দলীয় প্রধান বা সরকার প্রধান বা রাষ্ট্রীয় প্রধান থাকা যাবে না	১. গণঅধিকার পরিষদ (নুর) ২. ভাসানী অনুসারী পরিষদ ৩. গণঅধিকার পরিষদ (ফারুক) ৪. জাতীয় পার্টি (কাজী জাফর)
		রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বাড়াতে হবে	১. ভাসানী অনুসারী পরিষদ ২. গণঅধিকার পরিষদ (ফারুক) ৩. জাতীয় পার্টি (কাজী জাফর)
		যেকোনো বিষয়ে আলোচনার জন্য রাষ্ট্রপতি সংসদে প্রস্তাব পাঠাতে পারবেন।	১. জাতীয় নাগরিক কমিটি ২. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
		৪৮ (রাষ্ট্রপতির নিয়োগ) বিধানাবলী সংস্কার করতে হবে	১. বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) ২. বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ
		সংসদ নির্বাচনের মধ্যবর্তী সময়ে অর্থাৎ আড়াই বছর পর পর রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হবে	গণঅধিকার পরিষদ (ফারুক)

চতুর্থ ভাগ : নির্বাহী বিভাগ

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
		৪৮ (৩) এই অনুচ্ছেদের এই ধারায় "...বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাতিত" শব্দগুলোর পরে যুক্ত হবে-"এবং ৮০(৩) দফা অনসারে অর্থবিল ব্যাতিত অন্য কোন বিলের ক্ষেত্রে নিজস্ব বিবেচনা হইতে তাহা বা তাহার কোন সংশোধনী পুনর্বিবেচনার জন্য সংসদের কাছে ফেরত দেওয়া" শব্দগুলো যুক্ত করা হবে।	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি
		(১) বাংলাদেশের একজন রাষ্ট্রপতি থাকিবেন, যিনি আইন অনুযায়ী সংসদ সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন। রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইবার পরবর্তী বৈঠকে রাষ্ট্রপতি নর্বাচন করিবে। বিরোধী দল রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থীর নাম প্রস্তাব করিবেন। সংসদ যাচাই, বাছাই এবং মুক্ত শুনানির মাধ্যমে রাষ্ট্রপতিকে নিয়োগ প্রদান করিবে। (২) রাষ্ট্রপ্রধানরূপে রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের অন্য সকল ব্যক্তির উর্ধ্বে স্থান লাভ করিবেন এবং এই সংবিধান ও অন্য কোন আইনের দ্বারা তাঁহাকে প্রদত্ত ও তাঁহার উপর অর্পিত সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কর্তব্য পালন করিবেন। (৪) কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন না, যদি তিনি- (ক) পঁয়ত্রিশ বৎসরের কম বয়স্ক হন, অথবা (খ) সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য না হন, অথবা (গ) কখনও এই সংবিধানের অধীন অভিশংসন দ্বারা রাষ্ট্রপতির পদ হইতে অপসারিত হইয়া থাকেন। (৫) প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় ও পররাষ্ট্রীয় নীতি সংক্রান্ত বিষয়াদি সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত রাখিবেন এবং রাষ্ট্রপতি অনুরোধ করিলে যে-কোন বিষয় মন্ত্রিসভায় বিবেচনার জন্য পেশ করিবেন।"	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন
		ইলেকটোরাল কলেজ বা নির্ধারিত নির্বাচকমন্ডলী দ্বারা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বিধান সংযোজন করতে হবে।	এনডিএম
		রাষ্ট্রপতি সংসদ সদস্যগণ-এর পরিবর্তে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন বলে প্রতিস্থাপিত হোক।	১. গণঅধিকার পরিষদ (নুর) ২. ইনসানিয়াত বিপ্লব,বাংলাদেশ ৩. জাতীয় নাগরিক কমিটি ৪. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
		রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সংসদ সদস্য ছাড়াও বিভিন্ন পোশাজীবি প্রতিনিধিদের ভোটার করার নীতিমালা এবং গোপন ব্যালেটের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সুস্পষ্ট নির্দেশনা সংবিধানে যুক্ত করতে হবে	জাতীয় পার্টি (কাজী জাফর)
		অন্য সকল ব্যাক্তির উর্ধে স্থান লাভ করিবেন- রহিত করে- তাঁর পদের মর্যাদা ও দায়িত্ব হিসেবে স্থান লাভ করিবেন প্রতিস্থাপিত হোক।	ইনসানিয়াত বিপ্লব,বাংলাদেশ
		প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্র ব্যতীত-এর স্থলে নির্বাচন কমিশনের সদস্য, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য, ন্যায়পাল+++++ যুক্ত করতে হবে	বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ
		প্রেসিডেন্টের কিছু নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে (প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ছাড়া) পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়ার ক্ষমতা থাকা উচিত।	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
		সকল সাংবিধানিক পদ ও মন্ত্রীসভা সদস্য নিয়োগের পূর্বে তাকে জাতীয় পরিষদের শুনানিতে বাধ্যতামূলক উপস্থিত হতে হবে। ফলাফল অসন্তোষজনক হলে তাঁকে নিয়োগ করা যাবে না।	জাতীয় নাগরিক কমিটি
		কোনো সাংবিধানিক পদের নিয়োগে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দিতে পারবেন; তবে তা পালন করা রাষ্ট্রপতির জন্য আবশ্যকীয় হবে না (Non-binding Effect)। সাংবিধানিক পদে নিয়োগ ও অপসারণ আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে। সাংবিধানিক পদে আসীন কাউকে অপসারণ করার ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর থাকবে না।	১. জাতীয় নাগরিক কমিটি ২. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
		রাষ্ট্রপতি নিজ বিবেচনায় স্বাধীনভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন এবং সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণে রাষ্ট্রপতি রাজনৈতিক দল সমূহের পরামর্শ গ্রহণ করিবেন, রাষ্ট্রপতি মন্ত্রী পরিষদকে ও জাতীয় সংসদকে যেরূপ পরামর্শ প্রদান করিবেন, সেরুপ পরামর্শের মান্যতা প্রদান করা নির্বাহী বিভাগ ও আইন বিভাগের কর্তব্য।	বাংলাদেশ লেবার পার্টি
		রাষ্ট্রপতি রিপাবলিকের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হবেন। রিপাবলিকের সকল কর্ম তাঁর নামেই সম্পাদিত হবে।	"১. জাতীয় নাগরিক কমিটি ২. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ"
		দফা (৩) অনুসারে: এই সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের (৩)দফা অনুসারে কেবল প্রধানমন্ত্রী ও ৯৫ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুসারে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্র ব্যতীত রাষ্ট্রপতি তাঁহার অন্য সকল দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিবেন। --- **রাষ্ট্রপতির পদকে অধিকর ক্ষমতায়িত করার লক্ষ্যে- দফা (৩) এর পর এরূপভাবে দফা ৩ (ক) সংযোজন করা যেতে পারে: 'সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন আইনে যদি বিশেষভাবে উল্লেখ থাকে যে, প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ব্যতিরেকে রাষ্ট্রপতি উক্ত আইনে তাঁহার উপর ন্যস্ত কোন দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন, সেক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের (৩) দফায় বর্ণিত কোন কিছুই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিবে না।'**	বিএনপি
		অনুচ্ছেদ ৪৮(৩) ধারা বাতিল করা হোক	গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টি

চতুর্থ ভাগ : নির্বাহী বিভাগ

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
		সংবিধানের ৪৮(৩) অনুচ্ছেদ সংস্কার করে রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগের উপর প্রধানমন্ত্রীর অন্যায় হস্তক্ষেপের সুযোগ বন্ধ করা।	১. বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) ২. বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ
		৪৮: রাষ্ট্রপতি (নিম্নোক্ত দফা যোগ হবে)ঃ (১) দেশের কোন প্রথিতযশা (আইন অনুসারে যোগ্য) নাগরিক জাতীয় সংসদের উভয়কক্ষের ভোটে নির্বাচিত হবেন। তার মেয়াদ হবে পাঁচ বছর। তবে তিনি দু'মেয়াদের বেশী সময়ের জন্য নির্বাচিত হবেন না। (৩) রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদের অধিকাংশ সদস্যের সমর্থনপুষ্ট কোন ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রি হিসাবে নিয়োগ দেবেন। তাছাড়া তিনি আইন অনুযায়ী প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতিদের নিয়োগ দেবেন। তিনি আইন অনুযায়ী মহা হিসাব নিরীক্ষক, দুর্নীতি দমন কমিশন, পাবলিক সার্ভিস কমিশন, নির্বাচন কমিশন, ন্যায়পাল ইত্যাদি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমুহের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণকে নিয়োগ দিবেন। তিনি আইন অনুযায়ী তিন বাহিনীর প্রধানকে নিয়োগ দেবেন । এছাড়া তিনি অন্যান্য দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রির পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করবেন। (৪) রাষ্ট্রপতি তার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের সুবিধার্থে রাষ্ট্রপতির একটি সচিবালয় থাকবে।	খেলাফত মজলিস
		রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতির অধীনে শপথ গ্রহণ করবেন এই বিধান সংযুক্ত করতে হবে।	এনডিএম
		নির্বাচন কমিশনসহ সব সাংবিধানিক কমিশনের প্রধানকে নিয়োগের ক্ষমতা সম্পূর্ণ রাষ্ট্রপতির অধীনে থাকবে।	গণঅধিকার পরিষদ (ফারুক)
		রাষ্ট্রপতির অধীনে প্রতিরক্ষা, আইন প্রভৃতি মন্ত্রণালয় রাখতে হবে	গণঅধিকার পরিষদ (ফারুক)
অনুচ্ছেদ ৪৯ (ক্ষমা প্রদর্শনের অধিকার)	৪৯। কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যে-কোন দণ্ডের মার্জনা, বিলম্বন ও বিরাম মঞ্জুর করিবার এবং যে-কোন দণ্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকিবে।	সংবিধানের ৪৯ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে রাষ্ট্রপতি কোন দণ্ডিত ব্যক্তিকে ক্ষমা করতে চাইলে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের মতামত গ্রহণকে বাধ্যতামূলক করতে হবে তবে রাষ্ট্রপতি নিজ বিবেচনা বলেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন বলে বিধান রাখতে হবে।	এনডিএম
		মৃত্যুদণ্ড ছাড়া যেকোনো দণ্ড রাষ্ট্রপতি মওকুফ বা ক্ষমা ঘোষণা করতে পারবেন। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিকে কেবলমাত্র বাদীপক্ষ মাফ করতে পারেন। বাদীপক্ষ মাফ না করলে আসামির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হবে।	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
		রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ক্ষমা প্রদর্শনের বিষয়টি অনুচ্ছেদ ৪৯ অনুযায়ী, একটি বিশেষ কমিটি দ্বারা সম্পন্ন হবে, যা Parole Board এর আদলে গঠিত হবে। এই কমিটিতে কমিশন, প্রধান বিচারপতি, এটর্নী জেনারেল, এবং সরকার ও বিরোধী দলের মনোনীত প্রতিনিধিরা অন্তর্ভুক্ত থাকবেন। এই পদ্ধতিতে, ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতা নিশ্চিত করা হবে।	এবি পার্টি
		রাষ্ট্রপতি দণ্ড মওকুফ বা ক্ষমা ঘোষণা করতে পারবেন। তবে এক্ষেত্রে সংসদের উচ্চ কক্ষের প্রস্তাব/পরামর্শ লাগবে।	১. জাতীয় নাগরিক কমিটি ২. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
		৪৯ । কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন দণ্ডের মার্জনা, বিলম্বন ও বিরাম মঞ্জুর করিবার এবং যে কোন দণ্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকিবে। তবে এই অধিকার কেবল ঐ সব ক্ষেত্রে কার্যকর হইবে যে সব ক্ষেত্রে রাষ্ট্র বনাম নাগরিক মামলায় রাষ্ট্র জয়লাভ করিবে। তবে কোন নাগরিককে হত্যার দায়ে উপযুক্ত নাগরিক কর্তৃক দায়েরকৃত মামলায় আদালত কর্তৃক কেউ দণ্ডিত হইলে ন্যায়ের দাবি পূরণার্থে রাষ্ট্রপতি এই অধিকার প্রয়োগ করিয়া নাগরিক অধিকার খর্ব করিবেন না। তবে তিনি নিয়মতান্ত্রিকভাবে বাদী কর্তৃক মার্জনার জন্য অনুরুদ্ধ হইলে কেবল সেই ক্ষেত্রেই তাহার মার্জনার অধিকার প্রয়োগ করিতে পারিবেন ।	খেলাফত মজলিস
		নির্বাহী আদেশে কোন মামলা প্রত্যাহার করা যাইবে না এবং রাষ্ট্রপতি কারো সাজা মওকুফ করিতে পারিবেন না ।	বাংলাদেশ লেবার পার্টি

	চতুর্থ ভাগ : নির্বাহী বিভাগ		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
অনুচ্ছেদ ৫০ (রাষ্ট্রপতি-পদের মেয়াদ)	৫০। (১) এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি কার্যভার গ্রহণের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসরের মেয়াদে তাঁহার পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন: তবে শর্ত থাকে যে, রাষ্ট্রপতির পদের মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার উত্তরাধিকারী-কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত তিনি স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন। (২) একাদিক্রমে হউক বা না হউক-দুই মেয়াদের অধিক রাষ্ট্রপতির পদে কোন ব্যক্তি অধিষ্ঠিত থাকিবেন না। (৩) স্পীকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে রাষ্ট্রপতি স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন। (৪) রাষ্ট্রপতি তাঁহার কার্যভারকালে সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন না, এবং কোন সংসদ-সদস্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইলে রাষ্ট্রপতিরূপে তাঁহার কার্যভার গ্রহণের দিনে সংসদে তাঁহার আসন শূন্য হইবে।	রাষ্ট্রপতির মেয়াদ হবে ৪ বছর	গণঅধিকার পরিষদ (নুর)
		রাষ্ট্রপতি এবং উপ-রাষ্ট্রপতি পদের মেয়াদ হবে ৪ বছর।	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি
		রাষ্ট্রপতি/ উপ-রাষ্ট্রপতি পদে দুই মেয়াদের বেশি রাষ্ট্রপতি থাকা যাবে না।	১. গণঅধিকার পরিষদ (নুর) ২. গণঅধিকার পরিষদ (ফারুক) ৩. জাতীয় পার্টি (কাজী জাফর)
		দুইবারের বেশি কেউ রাষ্ট্রপতি হতে পারবেন না। একজন রাষ্ট্রপতি পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী পদে নির্বাচন করতে পারবে না ।	১. জাতীয় নাগরিক কমিটি ২. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
অনুচ্ছেদ ৫২ (রাষ্ট্রপতির অভিশংসন)		এই সংবিধান লংঘন বা গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগে রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসিত করা যাইতে পারিবে; ইহার জন্য সংসদের মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের স্বাক্ষরে অনুরূপ অভিযোগের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া একটি প্রস্তাবের নোটিশ স্পীকারের নিকট প্রদান করিতে হইবে; স্পীকারের নিকট অনুরূপ নোটিশ প্রদানের দিন হইতে চৌদ্দ দিনের পূর্বে বা ত্রিশ দিনের পর এই প্রস্তাব আলোচিত হইতে পারিবে। না; এবং সংসদ অধিবেশনরত না থাকিলে স্পীকার অবিলম্বে সংসদ আহবান করিবেন।...	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
অনুচ্ছেদ ৫৩ (ক) (উপ-রাষ্ট্রপতি)] (নতুনভাবে প্রস্তাবিত		"নতুন একটি অনুচ্ছেদ (অনুচ্ছেদ ৫৩ (ক) সংযোজনের মাধ্যমে উপ-রাষ্ট্রপতির পদ সৃষ্টি করা যেতে পারে। সম্ভাব্য রূপরেখা ১. যোগ্যতা, নির্বাচন, পদের মেয়াদ ও অভিশংসন; রাষ্ট্রপতি পদের অনুরুপ ২. ক্ষমতা: (১) রাষ্ট্রপতির পদ শূণ্য হইলে কিংবা রাষ্ট্রপতি দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে; (২) সংসদের উচ্চ কক্ষের স্পীকার হিসেবে দায়িত্ব পালন। (ক্রমিক নং ২৮ এ উচ্চ কক্ষ প্রতিষ্ঠার বিধঅন প্রস্তাব করা হয়েছে।)"	বিএনপি
অনুচ্ছেদ ৫৪ (অনুপস্থিতি প্রভৃতির-কালে রাষ্ট্রপতি পদে স্পীকার)	৫৪। রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে রাষ্ট্রপতি দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে ক্ষেত্রমত রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত কিংবা রাষ্ট্রপতি পুনরায় স্বীয় কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত স্পীকার রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করিবেন।	বিদ্যমান ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতির পদ শূণ্য হইলে কিংবা রাষ্ট্রপতি দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, স্পীকার রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।-- অত্র অনুচ্ছেদে স্পীকারকে প্রদত্ত ক্ষমতা উপ-রাষ্ট্রপতির উপর ন্যাস্ত হবে	বিএনপি
		রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতিতে উপ-রাষ্ট্রপতি বা প্রধান বিচারপতি বা ন্যায়পাল তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে বিবেচিত হবেন।	গণঅধিকার পরিষদ (নুর)
	"২য় পরিচ্ছেদ: প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা"		

চতুর্থ ভাগ : নির্বাহী বিভাগ

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
অনুচ্ছেদ ৫৫ (মন্ত্রীসভা)	৫৫। (১) প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের একটি মন্ত্রিসভা থাকিবে এবং প্রধানমন্ত্রী ও সময়ে সময়ে তিনি যেরূপ স্থির করিবেন, সেইরূপ অন্যান্য মন্ত্রী লইয়া এই মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে। (২) প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বা তাঁহার কর্তৃত্বে এই সংবিধান-অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রযুক্ত হইবে। (৩) মন্ত্রিসভা যৌথভাবে সংসদের নিকট দায়ী থাকিবেন। (৪) সরকারের সকল নির্বাহী ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতির নামে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করা হইবে। (৫) রাষ্ট্রপতির নামে প্রণীত আদেশসমূহ ও অন্যান্য চুক্তিপত্র কিরূপে সত্যায়িত বা প্রমাণীকৃত হইবে, রাষ্ট্রপতি তাহা বিধিসমূহ-দ্বারা নির্ধারণ করিবেন এবং অনুরূপভাবে সত্যায়িত বা প্রমাণীকৃত কোন আদেশ বা চুক্তিপত্র যথাযথভাবে প্রণীত বা সম্পাদিত হয় নাই বলিয়া তাহার বৈধতা সম্পর্কে কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না। (৬) রাষ্ট্রপতি সরকারী কার্যাবলী বন্টন ও পরিচালনার জন্য বিধিসমূহ প্রণয়ন করিবেন।	রাষ্ট্রপতি সংসদের উভয়কক্ষের যৌথসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের আস্থাভাজনকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেবেন। এছাড়া আইনের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে মনোনীত ব্যক্তিকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ দেবেন। অন্যান্য সাংবিধানিক পদেও আইনের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিয়োগ দেবেন।	১. জাতীয় নাগরিক কমিটি ২. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
		সংবিধানের ৫৫ (১) (২) (৫) ক্ষমতার ভারসাম্য বিনষ্ট হয়েছে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার জন্য সংস্কার করিতে হইবে	গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য
		প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা কমাতে হবে	গণঅধিকার পরিষদ (ফারুক)
		সংবিধানের ৫৫ (২) অনুচ্ছেদ সংশোধন করে প্রধানমন্ত্রীর নির্বাহী ক্ষমতা নির্দিষ্ট করতে হবে।	এনডিএম
		রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতার ভারসাম্য তৈরি করতে হবে/রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার বিধান যুক্ত করা। /রাষ্ট্রপ্রধান, সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভার ক্ষমতার ভারসাম্য আনয়ন।	১. গণসংহতি আন্দোলন ২. বাংলাদেশ বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ ৩. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি ৪. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) ৫. জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট ৬. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ ৭. গণঅধিকার পরিষদ (নুর) ৮. জাতীয় পার্টি (কাজী জাফর) ৯. প্রগতিশীল গ্রিন পার্টি
		জাতীয় সংসদের স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার একই দলের হইতে পারিবেন না। সংসদের পাবলিক একাউন্টস সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির প্রধানের পদ জাতীয় সংসদের বিরোধী দলের নেতার জন্য সংরক্ষিত থাকিবে ।	বাংলাদেশ লেবার পার্টি
		"(১) প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের একটি মন্ত্রিসভা থাকিবে এবং প্রধানমন্ত্রী ও সময়ে সময়ে তিনি যেরূপ স্থির করিবেন, সেইরূপ অন্যান্য মন্ত্রী লইয়া এই মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে। (২) প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বা তাঁহার কর্তৃত্বে এই সংবিধান অনুযায়ী জনগণতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রযুক্ত হইবে। (৩) মন্ত্রিসভা যৌথভাবে সংসদের নিকট দায়ী থাকিবেন। (৪) সরকারের সকল নির্বাহী ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতির নামে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করা হইবে।"	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন
		"প্রধানমন্ত্রি ও তার মন্ত্রিসভা বিষয়ে বর্তমান অনুচ্ছেদসমূহ নিম্নোক্তরূপে পুনর্লিখিত হবেঃ অনুচ্ছেদ ৫৫. প্রধানমন্ত্রিঃ জাতীয় সংসদের অধিকাংশ সদস্যের আস্থাভাজন ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রি হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্ত হবেন । ৫৬.কার্যকালঃ তিনি পরপর দু'মেয়াদের বেশী প্রধানমন্ত্রি থাকবেন না । ৫৭. প্রধানমন্ত্রি রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন। তার কাজের জন্য জাতীয় সংসদে দায়ী থাকবেন । ৫৮. তিনি তার দায়িত্ব পালনের সুবিধার্থে একটি মন্ত্রিসভা নিয়োগ দেবেন । নির্বাচিত সংসদ সদস্যেও বাইর থেকে মন্ত্রিসভার এক পঞ্চমাংশ সংখ্যক মন্ত্রি নিয়োগ দিতে পারবেন। তবে মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহনের পূর্বে জাতীয় সংসদে মন্ত্রিসভার প্রতি ব্যক্তিগতভাবে ও সমষ্টিগতভাবে আস্থাভোট লাভ করতে হবে। কোন মন্ত্রির দায়িত্বপালন সম্পর্কে যদি জাতীয় সংসদে প্রশ্ন বা আপত্তি উঠে তাহলে তিনি স্বল্পতম সময়ের মধ্যে তার ব্যাখ্যা দান করবেন। সংসদ যদি তার ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট না হয় তাহলে তিনি তার পদ থেকে পদত্যাগ করবেন।	খেলাফত মজলিস

চতুর্থ ভাগ : নির্বাহী বিভাগ

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
অনুচ্ছেদ ৫৬ (মন্ত্রীগণ)	৫৬। (১) একজন প্রধানমন্ত্রী থাকিবেন এবং প্রধানমন্ত্রী যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, সেইরূপ অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রী থাকিবেন। (২) প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রীদিগকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দান করিবেন: তবে শর্ত থাকে যে, তাঁহাদের সংখ্যার অন্যূন নয়-দশমাংশ সংসদ-সদস্যগণের মধ্য হইতে নিযুক্ত হইবেন এবং অনধিক এক-দশমাংশ সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে মনোনীত হইতে পারিবেন। (৩) যে সংসদ-সদস্য সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন বলিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতীয়মান হইবেন, রাষ্ট্রপতি তাঁহাকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করিবেন। (৪) সংসদ ভাংগিয়া যাওয়া এবং সংসদ-সদস্যদের অব্যবহিত পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মধ্যবর্তীকালে এই অনুচ্ছেদের (২) বা (৩) দফার অধীন নিয়োগ দানের প্রয়োজন দেখা দিলে সংসদ ভাংগিয়া যাইবার অব্যবহিত পূর্বে যাঁহারা সংসদ-সদস্য ছিলেন, এই দফার উদ্দেশ্যসাধনকল্পে তাঁহারা সদস্যরূপে বহাল রহিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।	সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের (৩) দফা অনুসারে কেবল প্রধানমন্ত্রী ও ৯৫ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুসারে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্র ব্যতীত রাষ্টপতি তাঁহার অন্য সকল দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিবেন: তবে শর্ত থাকে যে, প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে আদৌ কোন পরামর্শদান করিয়াছেন কি না এবং করিয়া থাকিলে কি পরামর্শ দান করিয়াছেন, কোন আদালত সেই সম্পর্কে কোন প্রশ্নের তদন্ত করিতে পারিবেন না।-- এ অনুচ্ছেদের সংস্কার জরুরি	গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য
		(১) একজন প্রধানমন্ত্রী থাকিবেন এবং প্রধানমন্ত্রী যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, সেইরূপ অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রী থাকিবেন। (২) প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রীদিগকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দান করিবেন: তবে শর্ত থাকে যে, তাঁহাদের সংখ্যার অন্যূন নয়-দশমাংশ সংসদ সদস্যগণের মধ্য হইতে নিযুক্ত হইবেন এবং অনধিক এক দশমাংশ সংসদ সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে মনোনীত হইতে পারিবেন। (৩) যে সংসদ সদস্য সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন বলিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতীয়মান হইবেন, রাষ্ট্রপতি তাঁহাকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করিবেন।	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন
		উপ-প্রধানমন্ত্রী পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে অনুচ্ছেদ ৫৬ এর দফা (১) ও (২)-এ তে প্রযোজ্য স্থানে ‘মন্ত্রী’ শব্দের পূর্বে ‘উপ-প্রধানমন্ত্রী’ শব্দ সংযোজিত হইবে।	বিএনপি
		অত্র অনুচ্ছেদের দফা (৩) এ এরূপ শর্তাংশ সংযোজন করা যেতে পারে: ‘তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তি পর পর দুইবারের অধিক প্রধামন্ত্রী পদে নিয়াগ লাভের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না’	বিএনপি
		প্রধানমন্ত্রী হবেন সংসদ নেতা এবং উপপ্রধানমন্ত্রী হবেন সংসদ উপনেতা। তাদের দায়িত্ব, কার্যাবলি, যোগ্যতা, অপসারণ, অভিশংসনসহ অন্যান্য বিধানাবলি আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।	গণঅধিকার পরিষদ (নুর)
		৫৬. (৩ক) হিসাবে নিম্নোক্ত নতুন ধারাটি যুক্ত হবে-“তবে শর্ত থাকে যে তিনি ইতোপূর্বে দুই মেয়াদকাল প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন নাই।”	বাংলাদেশের কমিনিউস্ট পার্টি
অনুচ্ছেদ ৫৭ (প্রধানমন্ত্রীর পদের মেয়াদ)	৫৭। (১) প্রধানমন্ত্রীর পদ শূন্য হইবে, যদি- (ক) তিনি কোন সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট পদত্যাগপত্র প্রদান করেন; অথবা (খ) তিনি সংসদ-সদস্য না থাকেন। (২) সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন হারাইলে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করিবেন কিংবা সংসদ ভাংগিয়া দিবার জন্য লিখিতভাবে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শদান করিবেন এবং তিনি অনুরূপ পরামর্শদান করিলে রাষ্ট্রপতি, অন্য কোন সংসদ-সদস্য সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন নহেন এই মর্মে সন্তুষ্ট হইলে, সংসদ ভাংগিয়া দিবেন। (৩) প্রধানমন্ত্রীর উত্তরাধিকারী কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীকে স্বীয় পদে বহাল থাকিতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই অযোগ্য করিবে না।	প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ হবে ৪ বছর	১. গণঅধিকার পরিষদ (নুর) ২. প্রগতিশীল গ্রিন পার্টি
		২য় পরিচ্ছেদ- প্রধানমন্ত্রী, ও মন্ত্রী সভা. অনুচ্ছেদ: ৫৭ এর (১) (২) ও (৩) দফার সাথে আরো দফা সংযুক্ত করত: ১ (এক) জন ব্যক্তি ২ (দুই) বারের বেশি প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না, মর্মে সংবিধানে বিধান যুক্ত করতে হবে।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি)

চতুর্থ ভাগ : নির্বাহী বিভাগ

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
		রাষ্ট্রপতি/ প্রধানমন্ত্রী/ সংসদ সদস্য পদে একই ব্যক্তি পর পর দুই মেয়াদের বেশী দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন না । অথবা রাষ্ট্রপতি/ প্রধানমন্ত্রী/ মন্ত্রী/ এমপি কেউই দুইবারের বেশি নির্বাচিত হতে পারবে না এমন বিধান যুক্ত করা।	১. গণসংহতি আন্দোলন ২. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি ৩. জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট ৪. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ ৫. বাংলাদেশ লেবার পার্টি ৬.গণঅধিকার পরিষদ (ফারুক) ৭. জাতীয় পার্টি (কাজী জাফর) ৮. প্রগতিশীল গ্রিন পার্টি
		দলীয় প্রধান ও সংসদ নেতা এক ব্যক্তি হতে পারবেন না এই মর্মে বিধান যুক্ত করতে হবে/ প্রধানমন্ত্রী, সংসদ নেতা ও রাজনৈতিক দলের প্রধান ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি হবেন	১. গণসংহতি আন্দোলন ২. জাতীয় নাগরিক কমিটি ৩. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ৪. বাংলাদেশ লেবার পার্টি ৫. জাতীয় পার্টি (কাজী জাফর)
		প্রধানমন্ত্রী দলীয় কোন পদে থাকতে পারবেন না। দলীয় যেকোন স্তরে সদস্য থাকতে পারবেন। মন্ত্রী পরিষদের কোন সদস্য দলের কোন স্থরে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক বা মহাসচিব পদে থাকতে পারবেন না ।	নাগরিক ঐক্য
		জীবনে দুইবারের বেশি কেউ প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না এবং প্রধানমন্ত্রী হবার পর রাষ্ট্রের আর কোনো পদেই তিনি আসীন হবেন না। কোম্পানি বা ব্যবসায়ী উদ্যোগের ক্ষেত্রেও বিধি-নিষেধ থাকবে। প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় সকল সম্পদ এবং সম্পত্তি স্টেট ব্যাংকের অধীনে চলে যাবে।	১. জাতীয় নাগরিক কমিটি ২. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
		কোনো আদালতই প্রধানমন্ত্রীকে অপসারণে রায় ঘোষণা করতে পারবেন না। কেবল সংসদ কর্তৃক আস্থাভোটই হবে তাকে অপসারণের বৈধ উপায় ।	১. জাতীয় নাগরিক কমিটি ২. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
		প্রধানমন্ত্রীকে অপসারন বা ইমপিচমেন্টের ব্যবস্থা রেখে সংবিধানের ৫৭ অনুচ্ছেদ সংস্কার করা	"১. বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) ২. বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ"
		"(১) প্রধানমন্ত্রীর পদ শূন্য হইবে, যদি (ক) তিনি কোনো সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট পদত্যাগপত্র প্রদান করেন; অথবা (খ) তিনি সংসদ সদস্য না থাকেন। (২) সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন হারাইলে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করিবেন। পদত্যাগকারী সংসদ সদস্য বাদে যে সংসদ সদস্য সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন বলিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতীয়মান হইবেন, রাষ্ট্রপতি তাঁহাকে নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করিবেন। রাষ্ট্রপতি, অন্য কোনো সংসদ সদস্য সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন নহেন এই মর্মে সন্তুষ্ট হইলে, সংসদ ভাঙ্গিয়া দিবেন। (৩) প্রধানমন্ত্রীর উত্তরাধিকারী কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীকে স্বীয় পদে বহাল থাকিতে | এই অনুচ্ছেদের কোনকিছুই অযোগ্য করিবে না।"	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
"[অনুচ্ছেদ ৫৮ক (পরিচ্ছেদের প্রয়োগ)] (বর্তমানে বিলুপ্ত অনুচ্ছেদ) ২ক পরিচ্ছেদ-- নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার: অনুচ্ছেদ ৫৮খ হইতে ৫৮ঙ (বর্তমানে বিলুপ্ত পরিচ্ছেদ)"		ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যম সংযোজিত অত্র অনুচ্ছেদটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্বরত অবস্থায় সংবিধানে বর্ণিত প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভা সংক্রান্ত বিধানসমূহের কার্যকারিতা স্থগিত করেছে।---পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধমে অত্র অনুচ্ছেদটি বিলুপ্ত করা হয়েছে। অত্র অনুচ্ছেদটি পুনর্বহাল করতে হবে	বিএনপি
		জাতীয় নির্বাচন পরিচালনার জন্য একটি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। প্রেসিডেন্টকে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার জন্য রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় (যেমন, জাতিসংঘ) থেকে সহায়তা চাওয়ার ক্ষমতা দেওয়ার জন্য একটি প্রস্তাব থাকা উচিত।	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

চতুর্থ ভাগ : নির্বাহী বিভাগ

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
		নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান করতে হবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে স্বাধীন, ন্যায্য ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচনের জন্য একটি সুস্পষ্ট ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।	জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট
		তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ হবে দুই বছর	বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ
		"ত্রয়োদশ সংশোধনীতে সংযোজিত অত্র পরিচ্ছেদটির মাধ্যমে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। পরবর্তীকালে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র পরিচ্ছেদটি বিলুপ্ত করা হয়েছে।--- অত্র পরিচ্ছেদটি (অনুচ্ছেদ ৫৮খ হইতে ৫৮ঙ পুনর্বহাল করতে হবে। / অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ, অংশগ্রহণমূলক এবং গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত করতে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিল করে নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে।	"১. বিএনপি। ২. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) ৩. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি) ৪. বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ ৫. জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট ৬. বাংলাদেশ লেবার পার্টি ৭. গণঅধিকার পরিষদ (নুর) ৮. গণঅধিকার পরিষদ (ফারুক) ৯. নাগরিক ঐক্য ১০. জাতীয় পার্টি (কাজী জাফর)"
		জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলসমূহের ঐক্যমতের ভিত্তিতে নির্বাচন কালীন সরকার গঠন হবে।	গণঅধিকার পরিষদ (নুর)
		বাংলাদেশের বিগত দিনে অনুষ্ঠিত ১২টি নির্বাচনের অভিজ্ঞতার আলোকে একটি অবাধ, সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য, অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের স্বার্থে নির্বাচনকালীন তদারকি সরকার বা তত্ত্বাবধায়ক সকরারের ব্যবস্থা এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার ৩ মাসের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করবে এমন বিধান সংবিধানে যুক্ত করা।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল- বাসদ
		সরকারের মেয়াদ শেষ হলে একটি নিরপেক্ষ অ- দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা হবে যাতে সুষ্ঠ ও মুক্ত নির্বাচন নিশ্চিত করা যায়। রাষ্ট্রপতি প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে পরামর্শ করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করবেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ক্ষমতা সীমিত থাকবে, যা শুধুমাত্র নির্বাচন সম্পর্কিত কার্যক্রম এবং জনশৃঙ্খলা রক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে, যাতে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় কোনো প্রকার প্রভাব বা পক্ষপাতিত্ব না হয়।	বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি)
		বাংলাদেশে ভোটাধিকার ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় এবং নির্বাচন প্রক্রিয়াকে অংশগ্রহণমূলক, স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য করার লক্ষ্যে 'নির্বাচনকালীন অর্ন্তবর্তী সরকারে'র সাংবিধানিক কাঠামো প্রবর্তন। এক্ষেত্রে সংসদের উচ্চকক্ষ থেকে 'নির্বাচনকালীন অন্তবর্তী সরকার' গঠনের প্রস্তাব বিবেচনা করা যেতে পারে।	গণসংহতি আন্দোলন
		রাষ্ট্রকে সরকারের নির্বাহী বিভাগের হস্তক্ষেপের বাইরে আনা গেলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার আর প্রয়োজন হয় না। তবে আগামী দুই নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হতে পারে	জাতীয় নাগরিক কমিটি
		সংসদ নির্বাচনের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করিতে নির্বাচনকালীন সময়ে একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পালন করিবেন। নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার এক সপ্তাহের মধ্যে সংসদ ভাঙিয়া যাইবে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করিবেন। নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার পূর্বে সরকার দলীয় প্রধান, বিরোধী দলীয় প্রধান ও প্রধান বিচারপ্রতি এই তিনজন মিলিত হইয়া একজন তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান নির্বাচিত করিবেন। যদি এই তিনজনের কমিটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান বিষয়ে ঐক্যমত্যে পৌঁছাইতে ব্যর্থ হয় তখন সেই সময়ের অব্যবহিত পূর্বে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হইবেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিপরিষদকে নিয়োগ প্রদান করিবেন, এবং তাহাদের সহযোগিতায় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার পরিচালনা করিবেন এবং নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচন। পরিচালনায় সহায়তা করিবেন। নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার এক দিনের মধ্যে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী শপথ গ্রহণ করিবেন এবং সরকারের দায়িত্বভার গ্রহণ করিবেন।	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন
		ভোটাধিকার নিশ্চিত অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির গুণগত উত্তরণ না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচনকালীন দল নিরপেক্ষ তদারকি সরকার ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে।	বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি
		জাতীয় সংসদের "উচ্চকক্ষ" থেকে নির্বাচিত নির্দলীয় বা অদলীয় সদস্যের মধ্য থেকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকালীন সরকার গঠন করবেন।	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি
		নির্বাচনকালীন সরকারের মেয়াদ হবে ৪ মাস।	গণঅধিকার পরিষদ (নুর)

	চতুর্থ ভাগ : নির্বাহী বিভাগ		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
		নির্বাচনকালীন সরকার'-এর অধীনে জাতীয় সংসদ, প্রাদেশিক পরিষদ, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি করপোরেশনসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি
		২ক পরিষদ হিসাবে ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধমে যে অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত হয়েছিল এর স্থলে নির্বাচনকালীন নির্দলীয় তদারকি সরকার লেখা ও তার কাজ সনির্দিষ্ট করা সংশোধনীসহ পুনরায় স্থাপিত হইবে।	বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি
		৫৮(১): নির্বাচনকালীন সরকারঃ অবসান বা অন্য কোন কারণে সংসদ ভেঙ্গে গেলে পরবর্তী ৯০ দিনের জন্য একটি নির্দলীয় সরকার গঠিত হবে। নির্দলীয় সরকারের প্রধান হবেন একজন জাতীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি সরকারী দল ও বিরোধী দলের ঐক্যমতে নিয়োগ প্রাপ্ত হবেন । তিনি প্রধান উপদেষ্টা নামে পরিচিত হবেন । তিনি একটি ছোট উপদেষ্টা পরিষদের মাধ্যমে রাষ্ট্রের রুটিন কাজ করবেন এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানের সার্বিক সহযোগিত করবেন।	খেলাফত মজলিস
		তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ
	"৩য় পরিচ্ছেদ স্থানীয় শাসন"		
অনুচ্ছেদ ৫৯ (স্থানীয় শাসন)	"৫৯। (১) আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক এককাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে। (২) এই সংবিধান ও অন্য কোন আইন-সাপেক্ষে সংসদ আইনের দ্বারা যেরূপ নির্দিষ্ট করিবেন, এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় উল্লিখিত অনুরূপ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান যথোপযুক্ত প্রশাসনিক এককাংশের মধ্যে সেইরূপ দায়িত্ব পালন করিবেন এবং অনুরূপ আইনে নিম্নলিখিত বিষয় সংক্রান্ত দায়িত্ব অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবে: (ক) প্রশাসন ও সরকারী কর্মচারীদের কার্য; (খ) জনশৃংখলা রক্ষা; (গ) জনসাধারণের কার্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন-সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।"	উক্ত অনুচ্ছেদ সমূহের কিছু সংশোধনী/সংযোজনী পরবর্তীতে প্রস্তাব করা হবে।	বিএনপি
		বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৯ এবং ৬০ অনুচ্ছেদে স্থানীয় সরকার কিভাবে গঠিত হবে এবং স্থানীয় সরকারের কাজের পরিধি সম্পর্কে বলা হয়েছে, কিন্তু কোথাও বলা নাই যে, জন-সেবা এবং জন-প্রশাসন সম্পর্কিত সমস্ত কর্মকান্ড একমাত্র স্থানীয় সরকার দ্বারাই পরিচালিত হবে এবং (একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে) স্থানীয় সরকারের হাতে সমস্ত ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে।	নাগরিক ঐক্য
		৫৯ ১. "... স্থানীয় শাসনের" পরে 'পরিপূর্ণ' শব্দটি যুক্ত হবে। 'স্থানীয় সরকার' হতে পারে।	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি
		স্বশাসিত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি
		উপজেলা ব্যবস্থাকে' নির্বাচিত ও কার্যকর 'স্ব-শাসিত স্থানীয় সরকার' ব্যবস্থায় রূপ দিতে হবে।	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি
		উচ্চকক্ষে উপজেলা ও মেট্রোপলিটন গভর্নমেন্টের প্রতিনিধিত্ব থাকবে।	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি
		মহানগর 'মেট্রোপলিটন গভর্নমেন্ট' ব্যবস্থা থাকবে। 'মেট্রোপলিটন গভর্নমেন্ট' কেন্দ্রীয় ফেডারেল সরকারের অধীনে থাকবে।	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি
		নির্বাচিত উপজেলা পরিষদ এবং মহানগর 'মেট্রোপলিটন গভর্নমেন্টে' শ্রম-কর্ম-পেশার জনগণের প্রতিনিধিত্ব থাকবে।	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি
		সংবিধানে ঘোষিত স্থানীয় শাসনকে স্থানীয় সরকার হিসাবে অভিহিত করা। স্থানীয় সরকার যেন স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে সেজন্য সংবিধানের ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদে সংশোধন করা। সংসদ সদস্যদের স্থানীয় সরকারের কর্মকাণ্ডের উপর সকল ধরনের হস্তক্ষেপ বন্ধ করার বিধান যুক্ত করা।	"১. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) ২. বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ"
		কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ দ্বারা স্থানীয় সরকারকে আরও বেশি ক্ষমতা, সম্পদ এবং দায়িত্ব প্রদান করতে হবে।	জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট
		স্থানীয় সরকার নির্বাচনে দলীয় প্রতীক না থাকার বিধান রাখতে হবে	জাতীয় পার্টি (কাজী জাফর)
		কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই সুনির্দিষ্ট আর্থিক সীমা পর্যন্ত জনহিতকর কর্মপরিধি সম্পাদনে স্থানীয় সরকারকে ক্ষমতা প্রদান করতে হবে।	এনডিএম

চতুর্থ ভাগ : নির্বাহী বিভাগ

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
		স্থানীয় শাসনের বদলে শক্তিশালী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠা। স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিকে নাগরিকরা ৩০% অনাস্থায় ভোটে প্রত্যাহার করতে পারবে। পুলিশ বা অন্যান্য নিরাপত্তা রক্ষীর দায়িত্ব স্থানীয় সরকারের কাছে থাকবে। উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের দায়িত্ব ও ক্ষমতা স্থানীয় সরকারের হাতে থাকবে। উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দায়িত্ব স্থানীয় সরকারের উপর একক বা সমন্বিতভাবে থাকবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নাগরিক সেবা এবং বাজেট প্রণয়ন, কর সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ক্ষমতা স্থানীয় সরকারের হাতে নিশ্চিত করতে হবে। উত্তোলিত কর স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় সরকারের ভেতরে বন্টনের সুনির্দিষ্ট আইন তৈরি করতে হবে।	গণসংহতি আন্দোলন
		"স্থানীয় সরকার: (১) রাষ্ট্রের সেবা এবং জবাবদিহিতা জনমানুষের কাছাকাছি লইয়া আসিবার জন্যে স্বশাসিত এবং | স্বচ্ছল স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করিতে হইবে। স্থানীয় সরকারই হইবে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। কেন্দ্রের কোনরকম হস্তক্ষেপ ব্যতীত স্বাধীনভাবে স্থানীয় সরকার তার কর্মকাণ্ড পরিচালনা করিবে। (২) প্রতিটি জেলাতে জেলা সরকার হইবে স্থানীয় সরকারের সর্বোচ্চ অংশ কেন্দ্রের সাথে যাহার কোনো জবাবদিহিতার বন্দোবস্ত থাকিবে না। জেলা সরকার ছাড়াও জেলাতে উপজেলা পরিষদ এবং ইউনিয়ন পরিষদ থাকিবে। (৩) জেলা সরকার, উপজেলা পরিষদ এবং ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত হইবে। রাষ্ট্রীয় কাজ সম্পাদনের ক্ষমতা এবং দায়িত্ব এই তিন স্তরের ভিতর ভাগ করিয়া দেয়া হইবে। নির্বাচিত সরকার জেলার সার্বিক কার্যক্রম পরিকল্পনা, পরিচালনা এবং তদারকি করিবে। (৪) স্থানীয় সরকারের প্রতিটি ধাপের প্রশাসনিক কার্য সম্পাদনের জন্য জেলাভিত্তিক প্রশাসনিক ক্যাডার গড়ে তোলা হইবে। প্রাথমিক পর্যায়ে কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ক্যাডারদের পুনর্নিয়োগ দিয়ে জেলা ক্যাডার গঠন করা হইবে। (৫) প্রতিবছর কেন্দ্রীয় বাজেট প্রক্রিয়ার শুরুতে রাষ্ট্রীয় আয়ের হিসাব নিয়ে ন্যূনতম তিরিশ ভাগ হইতে পঞ্চাশ ভাগ পর্যন্ত আয় স্থানীয় সরকারের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হইবে। এই বন্টন এর হিসাব নির্ভর করিবে জেলার জনসংখ্যা, সামাজিক ন্যায়বিচারের ভাবনা ও জেলার বাজেট ব্যবহারের দক্ষতার মাপকাঠিতে। (৬) পুলিশ প্রশাসন স্থানীয় সরকারের কাছেই কেবল জবাবদিহি করবে। (৭) প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র, অর্থ, পরিকল্পনা ও বৃহৎ অবকাঠামো ব্যতিত সকল মন্ত্রণালয় স্থানীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত হইবে।"	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন
		৫৯ঃ স্থানীয় শাসন— ২) কার্যাবলী ও দায়িত্ব ক) স্থানীয় প্রশাসন পরিচালনা খ) জনশৃঙ্খলা রক্ষা; গ) অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ঘ) জনগণের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় তত্ত্বাবধান ঙ) প্রাথমিক শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষার তত্ত্বাবধান চ) বাজেট প্রণয়ন ও স্থানীয় কর ধার্যকরন। ছ) পরিবেশ সংরক্ষণ	খেলাফত আন্দোলন
		স্থানীয় শাসন নয়, আইনসভার প্রভাবমুক্ত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রয়োজন। দলীয় প্রতীকে নির্বাচন আয়োজন বন্ধ করতে হবে। সংসদ সদস্যরা স্রেফ আইন প্রণয়ন করবেন। স্থানীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ড স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা করবেন। সকল স্থানীয় নির্বাচনে অনূর্ধ্ব ৩০ বছর বয়সীদের জন্য নতুন পদ সৃষ্টি করে তাদেরকে নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করার ব্যবস্থা করে দিতে হবে।	জাতীয় নাগরিক কমিটি
অনুচ্ছেদ ৬০ (স্থানীয় শাসন-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা)	"৬০। এই সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদের বিধানাবলীকে পূর্ণ কার্যকরতাদানের উদ্দেশ্যে সংসদ আইনের দ্বারা উক্ত অনুচ্ছেদে উল্লিখিত স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় প্রয়োজনে কর আরোপ করিবার ক্ষমতাসহ বাজেট প্রস্তুতকরণ ও নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রদান করিবেন।] "	"৬০. অনুচ্ছেদে “স্থানীয় প্রয়োজনে” শব্দগুলোর পর “জাতীয় বাজেটের সংবিধিবদ্ধভাবে নির্দিষ্টকৃত একটি অংশ বরাদ্দ করিবে এবং এই সব সংস্থাকে স্থানীয়ভাবে অবস্থা অনযায়ী”-এই শব্দগুলো যুক্ত হবে। "	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি
		"স্থানীয় সরকার-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা: এই সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদের বিধানাবলীকে পূর্ণ কার্যকারিতা দানের উদ্দেশ্যে সংসদ আইনের দ্বারা উক্ত অনুচ্ছেদে উল্লিখিত স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় প্রয়োজনে কর আরোপ করিবার ক্ষমতাসহ বাজেট প্রস্তুতকরণ ও নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রদান করিবেন।"	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন
	"৪র্থ পরিচ্ছেদ প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগ"		

	চতুর্থ ভাগ : নির্বাহী বিভাগ		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
অনুচ্ছেদ ৬১ (সর্বাধিনায়কতা)	৩২ [৬১। বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহের সর্বাধিনায়কতা রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত হইবে এবং আইনের দ্বারা তাহার প্রয়োগ নিয়ন্ত্রিত হইবে]	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদটি সংশোধন করা হয়েছে।--পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতেহবে। (তত্ত্বাবধায়ক সরকার পূনর্বহাল এর সাথে সম্পর্কিত)।	বিএনপি
		সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিল করতে হবে। পঞ্চদশ সংশোধনী রাখা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, ৯০ এর গণঅভ্যুত্থান ও ২৪ শে জুলাই-আগস্টের বিপ্লবের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিলে বাংলাদেশের মানুষের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়েছে। মৌলিক অধিকার ধ্বংস করা হয়েছে। পঞ্চদশ সংশোধনী অসাংবিধানিক ঘোষণা করতে হবে।	১২ দলীয় জোট
অনুচ্ছেদ ৬২	৬২। (১) সংসদ আইনের দ্বারা নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ নিয়ন্ত্রণ করিবেন: (ক) বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহ ও উক্ত কর্মবিভাগসমূহের সংরক্ষিত অংশসমূহ গঠন ও রক্ষণাবেক্ষণ; (খ) উক্ত কর্মবিভাগসমূহে কমিশন মঞ্জুরী; (গ) প্রতিরক্ষা-বাহিনীসমূহের প্রধানদের নিয়োগদান ও তাঁহাদের বেতন ও ভাতা-নির্ধারণ; এবং (ঘ) উক্ত কর্মবিভাগসমূহ ও সংরক্ষিত অংশসমূহ-সংক্রান্ত শৃঙ্খলামূলক ও অন্যান্য বিষয়। (২) সংসদ আইনের দ্বারা এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় বর্ণিত বিষয়সমূহের জন্য বিধান না করা পর্যন্ত অনুরূপ যে সকল বিষয় প্রচলিত আইনের অধীন নহে, রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা সেই সকল বিষয়ের জন্য বিধান করিতে পারিবেন।	প্রধানমন্ত্রী প্রতিরক্ষা ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত বাহিনীগুলার রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের প্রধান হবেন। কোনো বাহিনীই সরাসরি তার অধীন থাকবে না। প্রতিরক্ষা বা স্বরাষ্ট্র কোন মন্ত্রণালয়ই প্রধানমন্ত্রী নিজে প্রধান হিসেবে থাকতে পারবে না। বাহিনীর 'চেইন অব কমান্ড' আইন ও বিধি দ্বারা সঙ্গত থাকবে। চেইন অব কমান্ডে হস্তক্ষেপ হবে অবৈধ। তবে যেকোনো কার্যের সঠিকতা সম্পর্কে জবাবদিহি থাকবে।	১. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ২. জাতীয় নাগরিক কমিটি"
		৬২(১) '(ঙ) দেশের সকল সক্ষম নাগরিকদের কপক্ষে এক মেয়াদী সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে।' এ দফাটি সংযোজন করতে হবে।	খেলাফত মজলিস
	"৫ম পরিচ্ছেদ অ্যাটর্নি-জেনারেল"		
অনুচ্ছেদ ৬৪ (এটর্নি জেনারেলের নিয়োগ)	৬৪। (১) সুপ্রীম কোর্টের বিচারক হইবার যোগ্য কোন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের অ্যাটর্নি-জেনারেল পদে নিয়োগদান করিবেন। (২) অ্যাটর্নি-জেনারেল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত সকল দায়িত্ব পালন করিবেন। (৩) অ্যাটর্নি-জেনারেলের দায়িত্বপালনের জন্য বাংলাদেশের সকল আদালতে তাঁহার বক্তব্য পেশ করিবার অধিকার থাকিবে। (৪) রাষ্ট্রপতির সন্তোষানুযায়ী সময়সীমা পর্যন্ত অ্যাটর্নি-জেনারেল স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত পারিশ্রমিক লাভ করিবেন।	সাংবিধানিক পদ ও প্রতিষ্ঠানগুলো যেন স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে সে জন্য সংবিধানের ৬৪ (এটর্নি জেনারেলের নিয়োগ) সংশ্লিষ্ট অংশ সংস্কার করা।	বাংলাদেশ বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ
		এটর্নি জেনারেল নিয়োগের বিষয়াবলী সংস্কার প্রয়োজন	১. বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) ২. বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ
		স্থায়ী এটর্নি সার্ভিস: Crown Procecution Service এর আদলে স্থায়ী এটর্নী সার্ভিস করতে হবে।	এবি পার্টি
		"(১) সুপ্রীম কোর্টের বিচারক হইবার যোগ্য কোনো ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেল পদে প্রস্তাব করিবেন। সংসদ গণশুনানির অনুষ্ঠান করিবেন এবং সংসদ তাহার উপর সন্তুষ্ট হইলে অ্যাটর্নি জেনারেল নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন। (২) অ্যাটর্নি জেনারেল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত সকল দায়িত্ব পালন করিবেন। (৩) অ্যাটর্নি জেনারেলের দায়িত্ব পালনের জন্য বাংলাদেশের সকল আদালতে তাঁহার বক্তব্য পেশ করিবার অধিকার থাকিবে। (৪) রাষ্ট্রপতির সন্তোষানুযায়ী সময়সীমা পর্যন্ত অ্যাটর্নি জেনারেল স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত পারিশ্রমিক লাভ করিবেন।"	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন

চতুর্থ ভাগ : নির্বাহী বিভাগ

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
অন্যান্য প্রস্তাব		প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার জবাবদিহিতা ও অভিসংশনের বিধান ।	গণসংহতি আন্দোলন
	জাতীয় সরকার গঠন	"জাতীয় সংসদের সকল দলের সংসদ সদস্য নিয়ে একটি জাতীয় ঐকমত্য/ জাতীয় সরকার গঠন করতে হবে। ক. প্রধান নির্বাহী হবেন প্রধানমন্ত্রী, সংখ্যাগরিষ্ঠ দল থেকে। খ. উপ-প্রধানমন্ত্রী হবেন নিকটতম সংখ্যাগরিষ্ঠ দল থেকে। গ. উপ-নির্বাচন (by-election)-এর পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট দলের মনোনীত প্রার্থী দ্বারা তা পূরণ করতে হবে।"	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি
	সরকার ব্যবস্থা	"এক কেন্দ্রীক নয়, ফেডারেল পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা গঠন করতে হবে। ক. রাষ্ট্রপতি থাকবেন রাষ্ট্রপ্রধান। খ. একজন উপ-রাষ্ট্রপতি থাকবেন। গ. সংসদীয় ব্যবস্থা থাকবে। ঘ. প্রধানমন্ত্রী সরকার প্রধান এবং নির্বাহী প্রধান থাকবেন । ঙ. বাংলাদেশ কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত হবে । চ. জাতীয় প্রতিরক্ষা বিভাগ রাষ্ট্রপতির ওপর নাস্ত থাকবে।"	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি
		বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী শাসিত সরকার পদ্ধতি কার্যকর থাকবে, যা ওয়েস্ট মিনিস্টার গণতন্ত্র মডেলের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে।	এবি পার্টি
		নির্বাহী বিভাগ জাতীয় সংসদের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে জনগণের নিকট জবাবদিহিতা প্রদান করিবে এবং সরকারের সকল প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন কাজে, জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ, মতামত সংগ্রহ এবং মতমতের যথাযথ গুরুত্ব প্রদানের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাহী বিভাগ, জনগণের নিকট দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করিবে। নির্বাহী বিভাগ বিচার বিভাগের প্রত্যাশা অনুসারে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানকে একান্ত কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবে।	বাংলাদেশ লেবার পার্টি
		"রাষ্ট্রপতির কাছে যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে চলতি সংসদ জনগণের উপর নিপীড়ন চালাচ্ছে, রাষ্ট্রদ্রোহী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত রয়েছে বা জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে তাহলে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ছাড়াই সংসদ ভেঙ্গে দিতে পারবে এমন বিধান সংবিধানে সংযোজিত করতে হবে। তবে রাষ্ট্রপতির এই সিদ্ধান্তের প্রতি জনসমর্থন আছে কিনা সেটা যাচাই করার জন্য সংসদ ভেঙ্গে দেবার পূর্বে "" গণভোট" আয়োজনের বিধান রাখতে হবে।	এনডিএম
	জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল গঠন	জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল গঠন করতে হবে। ক. রাষ্ট্রপতির অধীনে 'জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল' (NSC) গঠিত হবে। খ. প্রধানমন্ত্রী, এবং বিরোধীদলীয় নেতা সদস্য থাকবেন । গ. প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সদস্য থাকবেন। ঘ. তিন বাহিনী প্রধান (সেনা, নৌ ও বিমান) সদস্য থাকবেন । ঙ. পুলিশ ও বিজিবি এবং আনসার ও ভিডিপি প্রধানগণ সদস্য থাকবেন। চ. জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের প্রধানগণ সদস্য থাকবেন । ছ. একজন সংবিধান বিশেষজ্ঞ সদস্য থাকবেন। জ. একজন আইন বিশেষজ্ঞ সদস্য থাকবেন। ঝ. আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সদস্য থাকবেন । ঞ. রাজনৈতিক প্রযুক্তিতে (Political Technology) দক্ষ/বিশেষজ্ঞ একজন সদস্য থাকবেন।	"১. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ২. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি"
	সাংবিধানিক কমিশন গঠন	সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পুলিশ কমিশন গঠন করতে হবে।	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি
		সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে শিক্ষা কমিশন গঠন করতে হবে।	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি
		সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্থানীয় সরকার কমিশন গঠন করতে হবে।	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি
		সংঘাত ও বৈরিতা নিরসনে 'জাতীয় সমঝোতা ও জবাবদিহিতা কমিশন' (National Reconciliation and Accountibility Commission) গঠন করতে হবে।	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি
		সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্বাধীনভাবে অর্থাৎ নির্বাহী কর্তৃত্বের কর্তৃত্বমুক্ত থেকে তার কাযক্রম পরিচালনার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।	গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টি
		সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্বাহী বিভাগের কর্তৃত্বের কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করার মাধ্যমে নির্বাহী কর্তৃত্বের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষমতা দিতে হবে।	গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টি
		নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, পাবলিক সার্ভিস কমিশন, মানবাধিকার কমিশন ইত্যাদিকে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করা এবং সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়া, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সদস্যদেরও যোগ্যতার মানদণ্ড উপরোক্তভাবে নির্ধারণ এবং সুনির্দিষ্ট আইন ও তার বিধানাবলে সাংবিধানিক কমিশন গঠন করে ঐ কমিশনের মাধ্যমে নিয়োগ দান করা।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ

	চতুর্থ ভাগ: নির্বাহী বিভাগ		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
		নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশনসহ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে সাংবিধানিক কমিশনের মাধ্যমে নিয়োগ। একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলীয় নেতা ও প্রধান বিচারপতি অথবা তাদের প্রতিনিধিদের দ্বারা এই কমিশন গঠিত হবে।	গণসংহতি আন্দোলন
		সাংবিধানিক পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী যেন একক কর্তৃত্ব ভোগ না করেন, সেই ব্যবস্থা করতে হবে।	১. জাতীয় নাগরিক কমিটি ২. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
	রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক কমিশন	কমিশন গঠনের উদ্দেশ্য : ক. রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ । খ. ক্ষমতাসীন দলের ইশতেহার পর্যালোচনা । গ. নির্বাচন কমিশনের সামগ্রিম নির্বাচনী কার্যক্রম প্রক্রিয়া নিরীক্ষণ । কমিশন যেভাবে গঠিত হবে : সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত একজন সাবেক প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে ৫ সদস্য বিশিষ্ট রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক কমিটি গঠন করা হবে। কমিশন গঠনে সদস্য মনোনয়নের ক্ষেত্রে সততা, যোগ্যতা ও নিরপেক্ষতার মাপকাঠি বিবেচনা করা হবে । কমিশনের কার্যক্রম নিম্নরূপ: ক. প্রত্যেক দলের গঠনতন্ত্র ও নেতা-কর্মীদের সামগ্রিক কার্যক্রম পর্যালোচনা করা। দলের মধ্যে যাতে দুর্নীতিবাজ, সন্ত্রাসী এবং সমাজবিরোধী লোক কোন পদ-পদবী না পায়, সেদিকে লক্ষ রাখা। প্রাথমিক পর্যায়ে দলকে সতর্ক করে দেওয়া। দল এ ব্যাপারে ব্যবস্থা না নিলে দলের নিবন্ধন বাতিলের জন্য নির্বাচন কমিশনে সুপারিশ করা । খ. নির্বাচিত সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার যাতে ফাঁকা বুলি ও বাস্তবতাবিবর্জিত না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা । ঘোষিত ইশতেহারে বর্ণিত ওয়াদা-অঙ্গীকার ও কর্মসূচি কতটুকু বাস্তবায়ন হচ্ছে; প্রতি ছয় মাস পর পর রিপোর্ট পেশ করা। যৌক্তিক সময়ের মধ্যে ইশতেহারে বর্ণিত কর্মসূচি বাস্তবায়নের সমন্বয় হচ্ছে কিনা তা পর্যালোচনা করা। যৌক্তিক সময়ে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হলে প্রাথমিক পর্যায়ে সরকারকে সতর্ক করা। সতর্ক করার পরেও যদি ওয়াদা-অঙ্গীকার এবং কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে না পারে, তবে সরকার ব্যর্থ বলে প্রেসিডেন্টের নিকট রিপোর্ট পেশ করবেন।	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
		প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রীসভার যাবতীয় সিদ্ধান্ত রদ করা বা চ্যালেঞ্জ করার ক্ষমতা সংসদীয় দলের থাকবে। প্রধানমন্ত্রী হবেন সম ব্যক্তিদের মাঝে প্রথম তথা প্রধানমন্ত্রী ক্রমবিচারে প্রথম হবেন; ক্ষমতা বিচারে নয় (the first among the equals)। মন্ত্রীসভার সদস্যদের প্রধানমন্ত্রী চয়ন করবেন। তবে সংসদের তাতে অনুমোদন নিতে হবে। প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রীদের দপ্তর বন্টন করবেন এবং রদবদল করতে পারবেন। তবে অপসারণ করতে হলে সংসদের অনুমোদন নিতে হবে।	১. জাতীয় নাগরিক কমিটি ২. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
		প্রধানমন্ত্রী পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন করতে পারবেন। প্রধানমন্ত্রী নিম্নকক্ষের প্রধান থাকবেন এবং যে কোনো পলিসি তৈরির মাধ্যমে জনগণের কল্যাণে রাষ্ট্রের কাজ করবেন। নির্বাহী বিভাগ পরিচালনা করবেন প্রধানমন্ত্রী। তবে নিয়োগের ক্ষমতা থাকবে না প্রধানমন্ত্রীর হাতে। যেকোনো নিয়োগ প্রদান করবে উচ্চকক্ষ। নিম্নকক্ষ বা প্রধানমন্ত্রীর কোনো অনুমতি লাগবে না।	১. জাতীয় নাগরিক কমিটি ২. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
		নির্বাহী বিভাগকে বিকেন্দ্রীকরণ, ফেডারেল পদ্ধতির রাষ্ট্র কাঠামো গড়ে তোলা, কোনো একটি একক ক্যাডারের নিয়ন্ত্রণ থেকে কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত নির্বাহী বিভাগকে মুক্ত করা ও কৃত্য-পেশাভিত্তিক নির্বাহী বিভাগ গড়ে তোলা, নির্বাহী বিভাগের প্রতিটি অংশ জনপ্রতিনিধির নেতৃত্বে পরিচালিত করা এবং পারস্পরিক জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থা করা	বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ
		সংসদের জরুরি বৈঠক আহ্বানে প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও সংসদ নেতা পরামর্শদানের অধিকারী হবেন। সংসদীয় দলের বৈঠকে তিনি সভাপতিত্ব করবেন। নির্বাচনী মেনিফেস্টো লঙ্ঘন হলে তিনি তা সংসদে উত্থাপন করবেন। সংসদীয় কমিটি গঠনে নিজ সংসদীয় দলের পক্ষে তিনি প্রস্তাব আনবেন এবং সংসদ তা চূড়ান্ত করবে	১. জাতীয় নাগরিক কমিটি ২. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
		বিরোধী দলীয় নেতা ছায়া-মন্ত্রীসভা গঠনের অধিকারী হবেন। সংসদীয় কমিটিগুলোকে সরকারের নীতির সমালোচনা প্রেরণ করবেন	১. জাতীয় নাগরিক কমিটি ২. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
	পুলিশ ও বিচার বিভাগের সমন্বয়	দেশ ও জনগণের স্বার্থে সকল ধরনের দুর্নীতি, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, দখলবাজি বন্ধে জিরো টলারেন্স কার্যকর করতে পুলিশ ও বিচার বিভাগের সমন্বয় সাধন। একাজে ব্যর্থ হলে পুলিশ ও বিচার বিভাগকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা হবে।	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
	অর্থনৈতিক নীতি	ব্যাংকসমূহে সংরক্ষিত জনগণের আমানত যারা বিদেশে পাচার বা লুট করেছে তাদেরকে ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট সাংবিধানিকভাবে নিশ্চিত করতে হবে।	গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টি
		দেশের সম্পদ দেশে সংরক্ষণ ও তার উৎপাদনশীল ব্যবহারের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে	গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টি

	পঞ্চম ভাগ: আইনসভা		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
	১ম পরিচ্ছেদ সংসদ		
অনুচ্ছেদ ৬৫ (সংসদ-প্রতিষ্ঠা)	"৬৫। (১) "জাতীয় সংসদ" নামে বাংলাদেশের একটি সংসদ থাকিবে এবং এই সংবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে প্রজাতন্ত্রের আইনপ্রণয়ন-ক্ষমতা সংসদের উপর ন্যস্ত হইবে: তবে শর্ত থাকে যে, সংসদের আইন-দ্বারা যে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে আদেশ, বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন বা আইনগত কার্যকরতাসম্পন্ন অন্যান্য চুক্তিপত্র প্রণয়নের ক্ষমতার্পণ হইতে এই দফার কোন কিছুই সংসদকে নিবৃত্ত করিবে না। (২) একক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকাসমূহ হইতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে আইনানুযায়ী নির্বাচিত তিন শত সদস্য লইয়া এবং এই অনুচ্ছেদের (৩) দফার কার্যকরতাকালে উক্ত দফায় বর্ণিত সদস্যদিগকে লইয়া সংসদ গঠিত হইবে; সদস্যগণ সংসদ-সদস্য বলিয়া অভিহিত হইবেন। ৩৪ [(৩) সংবিধান (সপ্তদশ সংশোধন) আইন, ২০১৮ প্রবর্তনকালে বিদ্যমান সংসদের অব্যবহিত পরবর্তী সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে শুরু করিয়া পঁচিশ বৎসরকাল অতিবাহিত হইবার অব্যবহিত পরবর্তীকালে সংসদ ভাংগিয়া না যাওয়া পর্যন্ত পঞ্চাশটি আসন কেবল মহিলা-সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে এবং তাঁহারা আইনানুযায়ী পূর্বোক্ত সদস্যদের দ্বারা সংসদে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির ভিত্তিতে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হইবেন: তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার কোন কিছুই এই অনুচ্ছেদের (২) দফার অধীন কোন আসনে কোন মহিলার নির্বাচন নিবৃত্ত করিবে না।] ৩৫ [(৩ক) সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ প্রবর্তনকালে বিদ্যমান সংসদের অবশিষ্ট মেয়াদে এই অনুচ্ছেদের (২) দফায় বর্ণিত প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত তিন শত সদস্য এবং (৩) দফায় বর্ণিত পঞ্চাশ মহিলা-সদস্য লইয়া সংসদ গঠিত হইবে।] (৪) রাজধানীতে সংসদের আসন থাকিবে।"	জাতীয় সংসদের মেয়াদ ৪ বছর	১. গণঅধিকার পরিষদ (নুর) ২. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি, ৩. বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি ৪. বাংলাদেশ মুসলিম লীগ
		আইনসভা। আইনসভার মেয়াদ ৫ বছর আছে এটাই থাকবে। ৪ বছরে হওয়ার ব্যাপারে যে প্রস্তাব বা আলোচনা চলছে সেটা আমরা সমর্থন করি না। ঘন ঘন সরকার পরিবর্তন হলে উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়।	১২ দলীয় জোট
		আইনসভা হবে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট	"১. গণঅধিকার পরিষদ (নুর) ২. ভাসানী অনুসারী পরিষদ ৩. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি, ৪. এনডিএম ৫. বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি ৬. জাতীয় পার্টি (কাজী জাফর) ৭. বাংলাদেশ মুসলিম লীগ ৮. প্রগতিশীল গ্রিন পার্টি"
		দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদের জন্য উচ্চকক্ষ যুক্ত করা। নতুন সংযুক্তি: জাতীয় সংসদে বিদ্যমান ৩০০ আসনের সাথে সংখ্যানুপাতে নির্বাচিত ১০০টি আসন যুক্ত করা। নারী আসনে সরাসরি নির্বাচন করা যা সংখ্যানুপাতে নির্ধারিত হবে	বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ
		সংবিধানের সংশোধনীর জন্য দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা থাকবে এবং গণভোটের ব্যবস্থা থাকতে হবে। একটি উচ্চ কক্ষ হবে, যার মধ্যে অবসরপ্রাপ্ত বিচারকরা, শীর্ষ আদালতের বিচারকরা, বুরোক্র্যাটরা, সামরিক কর্মকর্তারা এবং শান্তি ও কৌশল, শ্রম, শিল্প, বৈদেশিক নীতি, বিনিয়োগ, বাজার অর্থনীতি, সাইবার নিরাপত্তা, অপরাধ, ধর্ম, নদী ও পানি সম্পদ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্য থাকবে। উচ্চ কক্ষে ১৫১টি আসন থাকতে পারে। মনোনয়ন প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

	পঞ্চম ভাগ: আইনসভা		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
		৬৫ ২. সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে। এই বিষয়ে বিস্তারিত ধারা-উপধারা প্রস্তুত করতে হবে।	১. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি
		উচ্চকক্ষের স্পিকার অথবা সকল অংশীজনের কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির, যিনি সংসদ সদস্য হবার যোগ্যতা সম্পন্ন, নেতৃত্বে নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার	বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ
		দুই কক্ষ বিশিষ্ট সংসদ প্রতিষ্ঠা এবং উচ্চ ও নিম্ন কক্ষের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য প্রণয়ন। রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রীর অভিশংসন দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার মাধ্যমে উভয় কক্ষ দ্বারা গৃহীত হতে হবে।	গণসংহতি আন্দোলন
		দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন করা। উচ্চ কক্ষের সদস্য হবে ১৫০ । প্রত্যক্ষ নির্বাচনের পাশাপাশি সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতি চালু করা। নিম্নকক্ষের ১০০ শত আর উচ্চকক্ষের ১৫০ জন দলসমূহের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যানুপাতিক হারে নির্বাচিত হবেন।	বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি
		পার্লামেন্টে সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা ৫০ থেকে ১০০ এ উন্নীত করা হবে, যা পুরুষ ও নারীদের জন্য উভয়ের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করবে। এই সংরক্ষিত আসনগুলো রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংখ্যানুপাতিক ভিত্তিতে (Proportionate Representation) বণ্টিত হবে, যাতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমান সুযোগ নিশ্চিত হয় এবং সমাজের সব স্তরের মানুষের প্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।	এবি পার্টি
		সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতিতে নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদের আসনবিন্যাস করতে হবে	গণঅধিকার পরিষদ (ফারুক)
		সংসদের আসন ন্যূনতম ৪০০ করা।	বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি
		নিম্নকক্ষ হবে ৩০০ সদস্য বিশিষ্ট।	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি
		উচ্চকক্ষ হবে ২০০ সদস্য বিশিষ্ট	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি
		নিম্নকক্ষে রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত এলাকা ভিত্তিক নির্বাচিত প্রতিনিধি থাকবেন।	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি
		সংবিধানে সংসদীয় নির্বাচনে প্রোপোরশনাল এবং ফার্স্ট পাস্ট দ্য পোস্ট পদ্ধতির একটি মিশ্রণ রাখা উচিত, যাতে পূর্ণাঙ্গ এবং একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা এড়ানো যায় এবং কোন দল যেনো স্বৈরশাসক হয়ে উঠতে না পারে।	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
		"সংসদ (পার্লামেন্ট) হবে জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতার রক্ষক। এটি দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট হবে। উচ্চকক্ষ জাতীয় পরিষদ এবং নিম্নকক্ষ আইনসভা নামে পরিচিত হবে। উচ্চকক্ষ রাষ্ট্রপতির অধীনে; নিম্নকক্ষ প্রধানমন্ত্রীর অধীনে থাকবে। উচ্চকক্ষের সদস্যদের নিয়ে কিছু সংসদীয় কমিটি হবে, এই কমিটি নিম্নকক্ষের কাজ তদারকি করবে এবং গণশুনানি করতে পারবে। উচ্চকক্ষ পরপর তিনবার কোনো আইন পাশ না করলে তা গণভোটে যাবে। উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষ উভয়ের মেয়াদ ৪ বছর হবে। জাতীয় পরিষদের ১০০ আসনের মধ্যে কমপক্ষে ৩৩ টি আসনে পেশাজীবী-কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র-আইনজীবী-চিকিৎসক-প্রকৌশলী-কৃষিবিদ-সাংবাদিকসহ আইনদ্বারা তফসিলভুক্ত পেশা এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মানুষকে মনোনয়ন দিতে হবে । আইনসভায় ৩০০ আসনে সরাসরি প্রার্থিরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। সংরক্ষিত আসন রাখা যেতে পারে।	জাতীয় নাগরিক কমিটি
		রাজনৈতিক দলের ঐক্যমতের ভিত্তিতে আগামী দুই মেয়াদের জন্য মিশ্র পদ্ধতিতে আসন বণ্টন করতে হবে	"গণঅধিকার পরিষদ (ফারুক)
		রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনে দুই কক্ষের সভা একসঙ্গে বসবে।	জাতীয় নাগরিক কমিটি
		উভয়কক্ষে পৃথকভাবে পাশ হবার পরই কেবল আইন প্রণয়ন হবে।	জাতীয় নাগরিক কমিটি
		বর্তমান নির্বাচনী ব্যবস্থা পরিবর্তন করে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করা, যেন সত্যিকার অর্থেই সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মতামতের ভিত্তিতে সরকার গঠিত হয় এবং জনগণের বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা যায়। এজন্য সংবিধানে প্রয়োজনীয় অনুচ্ছেদ যুক্ত এবং এর সাথে অসংগতিপূর্ণ অনুচ্ছেদ সমূহ বাতিল করা।	১. বাংলাদেশ বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ ২. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)
		জাতীয় পরিষদে ১০০ আসন থাকবে। নির্বাচন হবে সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতিতে। আইনসভায় ৩০০ টি আসন থাকবে।	গণঅধিকার পরিষদ (নুর)
		বর্তমান নির্বাচনী ব্যবস্থা পরিবর্তন করে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে নির্বাচনব্যবস্থা চালু করা, যেন সত্যিকার অর্থেই সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মতামতের ভিত্তিতে সরকার গঠিত হয় এবং জনগণের বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা যায়। এজন্য সংবিধানে প্রয়োজনীয় অনুচ্ছেদ যুক্ত করা এর সাথে অসংগতিপূর্ণ অনুচ্ছেদসমূহ বাতিল করা।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)
		১ম পরিচ্ছেদ সংসদ, অনুচ্ছেদসমূহের সাথে আরো অনুচ্ছেদ সংযুক্ত করত: সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পদ্ধতি হবে- সংখ্যানুপাতি তথা পার্টির প্রাপ্ত ভোট ও মোট ভোট সংখ্যার সংখ্যানুপাতিক হারে একেকটি পার্টি থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হবে।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি)

	পঞ্চম ভাগ: আইনসভা		
অনুচ্ছেদ/অংশ	**বর্তমান সংবিধান**	**সুপারিশ**	**প্রস্তাবক দলের নাম**
		উচ্চকক্ষের সদস্য হওয়ার যোগ্যতা (১) শ্রম-কর্ম-পেশায় নিয়োজিত (শ্রমজীবী, কর্মজীবী, পেশাজীবী) সমাজশক্তি দ্বারা নির্দলীয় বা অদলীয়ভাবে নির্বাচিত সদস্য । (২) প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের দ্বারা নির্দলীয় বা অদলীয়ভাবে নির্বাচিত নারী সদস্য। (৩) ক্ষুদ্র জাতিসত্তা'র নাগরিকদের দ্বারা নির্দলীয় বা অদলীয়ভাবে নির্বাচিত সদস্য। (৪) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত সদস্য (মূলত প্রতিরক্ষা বাহিনী এবং আমলা-কর্মকর্তা ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মধ্য থেকে)। (৫) প্রাদেশিক পরিষদের প্রতিনিধি।	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি
		সংখ্যালঘুদের বিশেষ বিধানের মাধ্যমে সরকারে প্রতিনিধিত্ব এবং অংশগ্রহণের জন্য সুযোগ রাখতে হবে।	জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট
		প্রবাসীদের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে	গণঅধিকার পরিষদ (ফারুক)
		জাতীয় সংসদের উচ্চকক্ষে প্রবাসী বাংলাদেশের নাগরিকদের ১০ (দশ) জন নির্বাচিত সদস্য থাকবে।	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি
		৬৫. বাংলাদেশে একটি জাতীয় সংসদ থাকবে। এই সংসদ দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট হবে। নিম্নকক্ষে ৫০০ জন সদস্য থাকবেন (নিম্নকক্ষে প্রতি দু'লক্ষ ভোটার অনুপাতে একজন সংসদ সদস্য থাকবেন।) ৬৭. উচ্চকক্ষে ১০০ জন সদস্য থাকবেন। তাদের কার্যকাল হবে তিন বছর। তারা নিম্নকক্ষে দল কর্তৃক প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে নির্বাচিত হবেন। ৬৮. সরকারী দলের পক্ষ থেকে স্পিকার ও বিরোধী দলের পক্ষ থেকে ডিপুটি স্পিকার নির্বাচিত হবেন।	খেলাফত মজলিস
		(১) “জাতীয় সংসদ” নামে জনগণতন্ত্রের একটি সংসদ থাকিবে এবং এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে রাষ্ট্রের আইনপ্রণয়ন ক্ষমতা সংসদের উপর ন্যস্ত হইবে। (২) একক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকাসমূহ হইতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে আইনানুযায়ী নির্বাচিত তিনশত সদস্য এবং দলীয়ভাবে প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে দুইশত সদস্য লইয়া সংসদ গঠিত হইবে, সদস্যগণ সংসদসদস্য বলিয়া অভিহিত হইবেন। (৩) রাজধানীতে সংসদের আসন থাকিবে।	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন
		সংখ্যা আনুপাতিক ভোট চাই না। কারণ এতে উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন হবে না। বার বার উন্নয়ন কর্মসূচি বদলে যাবে। কোনো কোয়ালিশন সরকার বেশি দিন স্থায়ী হয় না।	বাংলাদেশ কল্যাণ রাষ্ট্র
		কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার সময়ের দাবি। জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা দূর ও সব বিভাগে সমান উন্নয়ন ও সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির জন্য প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণ খুব দরকার	বাংলাদেশ কল্যাণ রাষ্ট্র
		পুরো দেশকে ৭টি প্রদেশে বিভক্ত করতে হবে	প্রগতিশীল গ্রিন পার্টি
		৫০০ আসন বিশিষ্ট সংসদ করা হবে	প্রগতিশীল গ্রিন পার্টি
		৬৫ (৩ক) এর পর (৩খ) নামে নিম্নোক্ত নতুন উপ-অনুচ্ছেদ সংযোজন করা: “পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলায় পাহাড়ি জাতিসমূহের জন্য ১টি মহিলা আসনসহ ৪টি আসন সংরক্ষিত থাকিবে এবং উক্ত আসনসমূহের সংসদ সদস্যগণ কেবলমাত্র পাহাড়ি ভোটারদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হইবেন। তাহারা অন্য সংসদ সদস্যদের অনুরূপ সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার ভোগ করিবেন।”	ইউনাইটেড পিপল্স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)

অনুচ্ছেদ ৬৫ (সংসদ-প্রতিষ্ঠা)		পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংরক্ষিত মাহিলা-সদস্যদের সংখ্যা ৫০ এ উন্নীত করা হয় এবং সপ্তদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থা ২৫ বছরের জন্য বর্ধিত করা হয়-- এই বিষয়ে কয়েকদিন পরে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পেশ করা হবে।	বিএনপি
		সংসদকে অধিকর কার্যকর করার লক্ষ্যে সংসদের উচ্চকক্ষ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হচ্ছে। উচ্চক্ষ প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে অত্র অনুচ্ছেদে নিম্নলিখিত রূপরেখা অনুযায়ী সংশোধনী আনয়ন করা যেতে পারে। সম্ভাব্য রূপরেখা: ১. নাম: উচ্চকক্ষের নাম হবে ‘সিনেট’। নিম্নকক্ষের নাম থাকতে পারে ‘সংসদ’। ২. আসন সংখ্যা: সিনেটের আসন সংখ্যা হইবে অনুন্য ৫০ (পঞ্চাশ)। ৩. নির্বাচন পদ্ধতি: সংরক্ষিত মহিলা-সদস্যদের নির্বাচনে অনুসৃত বর্তমান পদ্ধতি অনুযায়ী সিনেট সদস্যগণ নির্বাচিত হইবেন। ৪. কার্যাবলী: সংসদে পাস হওয়া বিল সিনেটে সুপারিশ/পুনর্বিবেচনার জন্য সিনেটে প্রেরিত হইবে। সিনেট এরূপ বিল সুপরিশ সহ/সুপারিশ ব্যতিরেকে পুনর্বিবেচনার জন্য সংসদে ফেরত প্রেরণ করিতে পারিবে। উক্ত বিল সংসদে পাস হইলে, সিনেটে অনুমোদিত হইয়াছে মর্মে বিবেচিত হইবে। ৫. একজন ব্যক্তি সিনেট সদস্য হিসেবে কেবল এক মেয়অদে দায়িত্ব পালন করিবেন।	বিএনপি
		মহিলাদের জন্য কোনও সংরক্ষিত আসন বর্তমান পরিস্থিতিতে কোনও গুরুত্বপূর্ণ অর্থ বহন করে না। বরং, উচ্চ কক্ষে মহিলাদের জন্য ২০টি আসন সংরক্ষণ করা যেতে পারে, যাতে মহিলা উদ্যোক্তা, নারী অধিকার বিশেষজ্ঞ, আরএমজি, শ্রম বাজার, জাতিগত সংখ্যালঘু গোষ্ঠী ইত্যাদি থেকে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা যায়।	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

	পঞ্চম ভাগ: আইনসভা		
অনুচ্ছেদ/অংশ	**বর্তমান সংবিধান**	**সুপারিশ**	**প্রস্তাবক দলের নাম**
		সংরক্ষিত নারী আসনের বিধান বাতিল করে ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে ১০০ নারী আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা।	বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি
		সংরক্ষিত নারী আসন সংস্কার করতে হবে	গণঅধিকার পরিষদ (ফারুক)
		জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। মনোনয়নের ক্ষেত্রে নারীদের গুরুত্ব দেয়া এবং স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারীর প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর উদ্যোগ নিতে হবে	বাংলাদেশ লেবার পার্টি
		না ভোটের বিধান এবং প্রতিনিধি প্রত্যাহার (Right to Recall), নির্বাচনে টাকার খেলা, পেশি শক্তি, সাম্প্রদায়িকতা, আঞ্চলিকতা দূর, নির্বাচনী ব্যয় (যথা পোস্টার, লিফলেট, জনসভা, মাইক প্রচার ইত্যাদি) কমিশন কর্তৃক বহন করাসহ নির্বাচন ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করে সাংবিধানিক বাধ্য বাধকতা কঠোরভাবে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা ।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল- বাসদ
		নারীদের জন্য প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়ে আসার বিধান। অন্তত ৫০টি আসনে আবর্তন পদ্ধতিতে নারীদের নির্বাচনের ব্যবস্থা।	গণসংহতি আন্দোলন
		কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আনুপাতিক হারে নির্বাচন করতে হবে।	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
		"জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার পর সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা।	
		৬৫ ৩. নারী আসনে প্রত্যক্ষ ভোটে ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে এবং সে বিষয়ে বিস্তারিত ধারা-উপধারা রচনা করে তা সন্নিবেশিত করতে হবে।	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি
		সংসদে নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন নারী সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে, যা বিভিন্ন পেশাগত খাতে বিভক্ত করা হবে যাতে প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ খাত থেকে নারীদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হয়। সংসদ এই আসনগুলির শর্তাবলী এবং পূরণের পদ্ধতি নির্ধারণ করবে, যা সরাসরি নির্বাচন অথবা মনোনয়ন পদ্ধতিতে পূর্ণ হবে আইন অনুসারে। এই পেশাগত খাতগুলির মধ্যে থাকবে: ১. শিক্ষা খাত ২. স্বাস্থ্য খাত ৩. আইন ও বিচার খাত ৪. ব্যবসা ও উদ্যোক্তা খাত ৫. এনজিও ও সামাজিক কাজ ৬. বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ ৭. শিল্প ও সংস্কৃতি ৮. গার্মেন্টস ও শ্রম খাত ৯. সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যম এই পরিবর্তনের মাধ্যমে নারীদের বিভিন্ন পেশাগত খাত থেকে, বিশেষত সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যম ক্ষেত্র থেকেও, সংসদে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে। এটি নারীদের বিভিন্ন সামাজিক এবং পেশাগত দৃষ্টিকোণ থেকে সংসদে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ প্রদান করবে এবং গণমাধ্যমের ভূমিকা উন্নয়নেও সাহায্য করবে।	বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি)
অনুচ্ছেদ ৬৬ (সংসদে নির্বাচিত হইবার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা)	"৬৬। (১) কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক হইলে এবং তাঁহার বয়স পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হইলে এই অনুচ্ছেদের (২) দফায় বর্ণিত বিধান-সাপেক্ষে তিনি সংসদের সদস্য নির্বাচিত হইবার এবং সংসদ-সদস্য থাকিবার যোগ্য হইবেন। (২) কোন ব্যক্তি সংসদের সদস্য নির্বাচিত হইবার এবং সংসদ-সদস্য থাকিবার যোগ্য হইবেন না, যদি (ক) কোন উপযুক্ত আদালত তাঁহাকে অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষণা করেন; (খ) তিনি দেউলিয়া ঘোষিত হইবার পর দায় হইতে অব্যাহতি লাভ না করিয়া থাকেন; (গ) তিনি কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করেন কিংবা কোন বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা বা স্বীকার করেন; (ঘ) তিনি নৈতিক স্খলনজনিত কোন ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া অন্যূন দুই বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং তাঁহার মুক্তিলাভের পর পাঁচ বৎসরকাল অতিবাহিত না হইয়া থাকে; ৩৬ [***] ৩৭ [(ঙ) তিনি ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগসাজশকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশের অধীন কোন অপরাধের জন্য দণ্ডিত হইয়া থাকেন; (চ) আইনের দ্বারা পদাধিকারীকে অযোগ্য ঘোষণা করিতেছে না, এমন পদ ব্যতীত তিনি প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন; অথবা]	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদ সদস্যদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা সংক্রান্ত বেশ কিছু বিধান সংযোজন ও বিয়োজন করা হয়েছে।সার্বিক বিচারে উক্ত সংশোধনীর মাধ্যমে পূর্বতন বিধানস্মূহ স্পষ্টীকরণ করা হয়েছে।---সংশোধিত অনুচ্ছেদটি অপরিবর্তিত রাখা যেতে পারে। (পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন)	বিএনপি

	পঞ্চম ভাগ: আইনসভা		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
	(ছ) তিনি কোন আইনের দ্বারা বা অধীন অনুরূপ নির্বাচনের জন্য অযোগ্য হন। ৩৮ [(২ক) এই অনুচ্ছেদের (২) দফার (গ) উপ-দফা তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তি জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক হইয়া কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করিলে এবং পরবর্তীতে উক্ত ব্যক্তি- (ক) দ্বৈত নাগরিকত্ব গ্রহণের ক্ষেত্রে, বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ত্যাগ করিলে; কিংবা (খ) অন্য ক্ষেত্রে, পুনরায় বাংলাদেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করিলে- এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে তিনি বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন না।] ৩৯ [(৩) এই অনুচেছদের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে কোন ব্যক্তি কেবল রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপ-মন্ত্রী হইবার কারণে প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত বলিয়া গণ্য হইবেন না।] (৪) কোন সংসদ-সদস্য তাঁহার নির্বাচনের পর এই অনুচ্ছেদের (২) দফায় বর্ণিত অযোগ্যতার অধীন হইয়াছেন কি না কিংবা এই সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ অনুসারে কোন সংসদ-সদস্যের আসন শূন্য হইবে কি না, সে সম্পর্কে কোন বিতর্ক দেখা দিলে শুনানী ও নিষ্পত্তির জন্য প্রশ্নটি নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রেরিত হইবে এবং অনুরূপ ক্ষেত্রে কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে। (৫) এই অনুচ্ছেদের (৪) দফার বিধানাবলী যাহাতে পূর্ণ কার্যকরতা লাভ করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশনকে ক্ষমতাদানের জন্য সংসদ যেরূপ প্রয়োজন বোধ করিবেন, আইনের দ্বারা সেইরূপ বিধান করিতে পারিবেন।		
		দ্বৈত নাগরিক কেউ রাষ্ট্রপতি, এমপি, মন্ত্রী, মেয়র, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হতে পারবে না এমন বিধান রাখা।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ
		এমপি, মন্ত্রীদের যোগ্যতার মানদণ্ড সুনির্দিষ্ট করা। যেমন: চারিত্রিক ও নৈতিক স্খলনকারী, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় যে বা যারা বিশ্বাস করে না, স্বাধীনতা বিরোধী, যুদ্ধাপরাধী, যারা সাম্প্রদায়িক ধ্যানধারণা পোষণ করেন, ঋণখেলাপি, অর্থ পাচারকারী, ফৌজদারী মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত হলে এবং সাজা ভোগের পর ৫ বছর পূর্ণ না হলে, সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের চাকুরিজীবীদের অবসর প্রাপ্তির ৩ বছর পূর্ণ না হলে, দলের সদস্য হওয়ার ২ বছর পূর্ণ না হলে ও দুর্নীতিবাজ কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি, এমপি, মন্ত্রী, মেয়র, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হতে পারবে না এমন বিধান রাখা।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ
		প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রতিনিধিত্ব অনুচ্ছেদ ৬৬(২) (গ) এবং ৬৬(২) (ক) সংশোধন করে দ্বৈত নাগরিকত্বধারীদের যদি তারা জন্মসূত্রে বাংলাদেশি হন এবং রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত ন্যূনতম পরিমাণ রেমিট্যান্স পাঠানোর শর্তে নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে। কোটা সংস্কার অনুচ্ছেদ ৬৫(৩)-এ নারীদের জন্য ৫০টি আসন সংরক্ষণ করতে হবে, যা শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, আইন, গার্মেন্টসসহ বিভিন্ন পেশাগত ক্ষেত্র অনুযায়ী বণ্টিত হবে। এছাড়াও, গার্মেন্টস ও শিল্প খাতের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে কয়েকটি আসন সংরক্ষণ করতে হবে।	বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি)
		অনুচ্ছেদ ৬৬(২) (ঘ) (নির্বাচনে অংশগ্রহণের বিধিনিষেধ) । নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। "নৈতিক স্খলন" শব্দটি অস্পষ্ট এবং এর অপব্যবহার হওয়ার ঝুঁকি থাকে। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে মিথ্যা মামলার মাধ্যমে বিরোধী পক্ষকে নির্বাচন থেকে দূরে রাখার সুযোগ তৈরি হয়।	নাগরিক ঐক্য
		স্থানীয় সরকার ও জাতীয় নির্বাচনে ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতার বিধান যুক্ত করা যেতে পারে।	গণঅধিকার পরিষদ (নুর)
		সংসদ সদস্য প্রার্থী নুন্যতম ২৩ বছর হতে হবে।	গণঅধিকার পরিষদ (নুর)
		একই ব্যক্তি একই সাথে দুটি আসনের প্রার্থী হতে পারবেন না।	গণঅধিকার পরিষদ (নুর)
		সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের অবসরের ৫ বছরের মধ্যে নির্বাচনের অংশ গ্রহণ বেআইনী ঘোষণা করতে হবে।	বাংলাদেশ লেবার পার্টি

	পঞ্চম ভাগ: আইনসভা		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
		সংসদ সদস্যগণ জনগণের স্বার্থে কাজ করবেন, স্বচ্ছতা বজায় রাখবেন, কার্যকর আইন প্রণয়ন করবেন, অধিবেশনে উপস্থিত থাকবেন, নৈতিক আচারণ বজায় রাখবেন, সংবিধান রক্ষা করবেন, ঐক্য প্রচার করবেন, সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করবেন, পরিবেশ রক্ষা করবেন এবং নিয়মিত জনসাধারণকে প্রতিবেদন প্রদান করবেন। ব্যর্থ হলে সাংবিধানিক পর্যালোচনা ও শাস্তির মুখোমুখি হবেন।	বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি-বিজেপি
		(১) কোনো ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক হইলে এবং তাঁহার বয়স পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হইলে এই অনুচ্ছেদের (২) দফায় বর্ণিত বিধান সাপেক্ষে তিনি সংসদের সদস্য নির্বাচিত হইবার এবং সংসদ সদস্য থাকিবার যোগ্য হইবেন। (২) কোনো ব্যক্তি সংসদের সদস্য নির্বাচিত হইবার এবং সংসদ সদস্য থাকিবার যোগ্য হইবেন না, যদি (ক) কোনো উপযুক্ত আদালত তাঁহাকে অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষণা করেন, (খ) তিনি দেউলিয়া ঘোষিত হইবার পর দায় হইতে অব্যাহতি লাভ না করিয়া থাকেন (গ) তিনি কোনো বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করেন কিংবা কোনো বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা বা স্বীকার করেন। (ঘ) তিনি নৈতিক স্খলনজনিত কোনো ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া অন্যূন দুই বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং তাঁহার মুক্তিলাভের পর পাঁচ বৎসরকাল অতিবাহিত না হইয়া থাকে, (ঙ) আইনের দ্বারা পদাধিকারীকে অযোগ্য ঘোষণা করিতেছে না, এমন পদ ব্যতীত তিনি জনগণতন্ত্রের কর্মে কোনো লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন, অথবা (চ) তিনি কোনো আইনের দ্বারা বা অধীন অনুরূপ নির্বাচনের জন্য অযোগ্য হন। (৩) এই অনুচ্ছেদের (২) দফার (গ) উপ-দফাতে যাহাকিছুই থাকুক না কেন, কোনো ব্যক্তি জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক হইয়া কোনো বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করিলে এবং পরবর্তীতে উক্ত ব্যক্তি-(ক) দ্বৈত নাগরিকত্ব গ্রহণের ক্ষেত্রে বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ত্যাগ করিলে, কিংবা (খ) অন্য ক্ষেত্রে, পুনরায় বাংলাদেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করিলে এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে তিনি বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন না।] (৪) এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে কোনো ব্যক্তি কেবল রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী হইবার কারণে জনগণতন্ত্রের কর্মে কোনো লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত বলিয়া গণ্য হইবেন না। (৫) কোনো সংসদ সদস্য তাঁহার নির্বাচনের পর এই অনুচ্ছেদের (২) দফায় বর্ণিত অযোগ্যতার অধীন হইয়াছেন কি না কিংবা এই সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ অনুসারে কোনো সংসদ সদস্যের আসন শূন্য হইবে কি না, সে সম্পর্কে কোনো বিতর্ক দেখা দিলে শুনানী ও নিষ্পত্তির জন্য প্রশ্নটি নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রেরিত হইবে এবং অনুরূপ ক্ষেত্রে কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে। (৬) এই অনুচ্ছেদের (৫) দফার বিধানাবলী যাহাতে পূর্ণ কার্যকারিতা লাভ করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশনকে ক্ষমতাদানের জন্য সংসদ যেরূপ প্রয়োজন বোধ করিবেন, আইনের দ্বারা সেইরূপ বিধান করিতে পারিবেন।	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন
		৬৬. ৬৭. এই অনুচ্ছেদে বা অন্য কোনো উপযুক্ত স্থানে "সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতি ব্যবস্থা প্রবর্তন" না হওয়া পর্যন্ত 'না' ভোট প্রদানের এবং ভোটারগণ কতৃক সংসদে তাদের প্রতিনিধিত্বকারী সদস্যকে প্রত্যাহার করার অধিকার (Right to Recall) প্রদান এবং তার প্রয়োগের বিধানসমূহ সন্নিবেশিত করতে হবে।	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি
অনুচ্ছেদ ৬৮ (সংসদ সদস্যদের পারিশ্রমিক প্রভৃতি)	৬৮। সংসদের আইন-দ্বারা কিংবা অনুরূপভাবে নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক আদেশের দ্বারা যেরূপ নির্ধারিত হইবে, সংসদ-সদস্যগণ সেইরূপ 41[পারিশ্রমিক], ভাতা ও বিশেষ-অধিকার লাভ করিবেন।	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদ সদস্যদের বেতনকে 'পারিশ্রমিক' শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।---সংশোধিত অনুচ্ছেদটি অপরিবর্তিত রাখা যেতে পারে। (পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন)।	বিএনপি
			গণঅধিকার পরিষদ (ফারুক)
অনুচ্ছেদ ৭০ (রাজনৈতিক দল হইতে পদত্যাগ বা দলের বিপক্ষে ভোটদানের কারণে আসন শূন্য হওয়া)	"৪২ [৭০। কোন নির্বাচনে কোন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরূপে মনোনীত হইয়া কোন ব্যক্তি সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইলে তিনি যদি- (ক) উক্ত দল হইতে পদত্যাগ করেন, অথবা (খ) সংসদে উক্ত দলের বিপক্ষে ভোটদান করেন, তাহা হইলে সংসদে তাঁহার আসন শূন্য হইবে, তবে তিনি সেই কারণে পরবর্তী কোন নির্বাচনে সংসদ-সদস্য হইবার অযোগ্য হইবেন না।]"	৭০ নং অনুচ্ছেদ বর্ণিত ফ্লোর ক্রসিং পদ্ধতির যৌক্তিক সংস্কার করতে হবে।	গণঅধিকার পরিষদ (নুর)

	পঞ্চম ভাগ: আইনসভা		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
		৭০ নং অনুচ্ছেদ বাতিল করতে হবে	"১. ভাসানী অনুসারী পরিষদ ২. বাংলাদেশ বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ ৩. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) ৪. এনডিএম ৫. গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টি ৬. বাংলাদেশ মুসলিম লীগ ৭. ইউনাইটেড পিপল্স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)"
		অনুচ্ছেদ ৬৭ এবং ৭০: ফ্লোর ক্রসিং বর্তমানে বন্ধ করা উচিত নয়, এটি সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা স্থিতিশীল করতে যুক্ত করা হয়েছিল, আমরা এটি আরও দুইটি মেয়াদ পর্যন্ত রাখতে চাই, এদিকে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২, রাজনৈতিক দল আইনের মতো বিষয়গুলোতে রাজনৈতিক দলগুলোর সংস্কারের জন্য প্রস্তাবনা যুক্ত করা উচিত; যদি রাজনৈতিক দলগুলির সংস্কার হয়, তাহলে এমপিদের বিক্রি হওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে, তখন অনুচ্ছেদ ৭০ পুনর্বিবেচনা করা যেতে পারে।	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
		৭০ : কোন দল হতে নির্বাচিত সংসদ সদস্য যদি আস্থা ভোটের সময় দলের বিপক্ষে ভোট দেয় তাহলে তার সংসদ পদ বিলুপ্ত হবে এবং ঐ আসনটি শূন্য বলে ঘোষিত হবে। এবং ঐ সদস্যের ভোট গণনায় ধরা হবে না ।	খেলাফত মজলিস
		সাংবিধানিক স্বৈরতন্ত্রের উৎস সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংস্কার সরকার গঠনে আস্থাভোট ও অর্থবিল ব্যতিরেকে সংসদ সদস্যরা সকল বিলে স্বাধীন মতামত প্রদান ও জনগণের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার নিশ্চিত করা প্রয়োজন	"১. বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি, ২. গণসংহতি আন্দোলন ৩. গণতান্ত্রিক বাম ঐক্য ৪. নাগরিক ঐক্য"
		প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে ক্ষমতাসীন দলের সমালোচনার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।	জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট
		সংসদকে অধিকতর কার্যকর করিবার লক্ষ্যে ৭০ অনুচ্ছেদে Floor Crossing সংক্রান্ত বিধিনেষেধ শিথিল করা যাইতে পারে। সেই লক্ষ্যে নিম্নলিখিতভাবে (খ) অনুচ্ছেদ সংশোধন করা যাইতে পারে: (খ) 'সংসদে আস্থাভোট, অর্থবিল, সংবিধান সংশোধনী বিল এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত এমন সব বিষয়ে উক্ত দলের বিপক্ষে ভোটদান করেন', তাহা হইলে সংসদে তাঁহার আসন শূন্য হইবে, তবে তিনি সেই কারণে পরবর্তী কোনো নির্বাচনে সংসদ-সদস্য হইবার অযোগ্য হইবেন না।	বিএনপি
		৭০ অনুচ্ছেদের কঠোরতা খর্ব করতে হবে। সংসদ সদস্যগণ দল বদল করলে তথা অন্য কোনো রাজনৈতিক দলে যোগ দিলে বা দলের প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করলে বা অব্যাহতি দেয়া হলে তার সাংসদ পদ শুন্য হবে। আস্থা ভোটে দলের বিপরীতে ভোট দেয়া যাবে না। অন্য যেকোনো বিষয়ে তিনি স্বাধীন থাকবেন, দলের বিরুদ্ধে ভোট দিতে পারবেন ।	"১. জাতীয় নাগরিক কমিটি ২. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ"
		"কোনো নির্বাচনে কোনো রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরূপে মনোনীত হইয়া কোনো ব্যক্তি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হইলে তিনি যদি- (ক) অন্যকোন দলে যোগ দেন, অথবা (খ) অর্থ বিলে দলীয় অবস্থানের বিপরীতে ভোট দেন, তাহা হইলে সংসদে তাঁহার আসন শূন্য হইবে, তবে তিনি সেই কারণে পরবর্তী কোনো নির্বাচনে সংসদ সদস্য হইবার অযোগ্য হইবেন না।"	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন
		শুধু সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা ও বার্ষিক বাজেট ক্ষেত্রদ্বয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে, মর্মে সংশোধন করতে হবে	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি)
		৩টি বিষয় অর্থাৎ (১) আলোচনা-মতামতের পর বাজেট (অর্থবিল) পাশ করার সময় (২) জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত যথা বহিঃশত্রুর আক্রমণ তথা যুদ্ধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে (৩) সরকারের প্রতি অনাস্থা ভোটের সময় দলীয় হুইপ যাতে কার্যকর থাকে এটা রেখে ৭০ অনুচ্ছেদের সংশোধন করা প্রয়োজন	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল- বাসদ
		সংসদ সদস্যগণ অনাস্থা ভোট ছাড়া বাকি সব প্রস্তাবে স্বাধীনভাবে পক্ষ অবলম্বন করিতে পারিবেন। নির্দলীয় ভাবে নির্বাচিত হয়ে কোন সংসদ সদস্য কোন রাজনৈতিক দলে যোগদান করলে তার সদস্য পদ বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।	বাংলাদেশ লেবার পার্টি
		সংসদে [সংযুক্তিঃ অনাস্থা প্রস্তাব] উক্ত দলের বিপক্ষে ...	বাংলাদেশের জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল- বাংলাদেশ জাসদ
		বিদেশি চুক্তির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে সংসদ সদস্যদের ভোট দেয়ার সুযোগ তৈরি করতে হবে।	জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট

	পঞ্চম ভাগ: আইনসভা		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
		জাতীয় সংসদে যেকোন বিল পাস করিতে সংসদের দুইতৃতীয়াংশ সংসদ সদস্যের সমর্থন লাগবে এবং সংবিধান সংশোধন করিতে জাতীয় সংসদের তিনচতুর্থাংশ সংসদ সদস্যের সমর্থন লাগবে তবে সকল প্রকার সংবিধান সংশোধন বিলে সংসদে গৃহীত হবার পর গণভোট গ্রহণ ছাড়া কার্যকর করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরণ করা যাইবে না,	বাংলাদেশ লেবার পার্টি
		"স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ও দলের অস্তিত্বের প্রশ্নে ফ্লোর ক্রস করা যাবে না। তবে ছোটখাটো দ্বিমত বা যৌক্তিক কারণে স্বাধীন অভিমত প্রকাশ করা যাবে, এটা গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা ও মূল্যবোধ হিসেবে বিবেচিত হবে।	১২ দলীয় জোট
		"ক. জাতীয় সংসদে আস্থা/অনাস্থা (confidence / no-confidence) ভোট ব্যবস্থা থাকবে। খ. আস্থা/অনাস্থা ভোট ব্যতীত সংসদ সদস্যদের স্বাধীনভাবে মতামত প্রদানের সুযোগ নিশ্চিত করা।"	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি
		সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে সংসদ সদস্যদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে।	বাংলাদেশ লেবার পার্টি
		৭০ (খ) 'সংসদে' শব্দের পর "আস্থা ভোটের ক্ষেত্রে" শব্দগুলো যুক্ত হবে।	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি
		অর্থবিল, বাজেট ছাড়া সকল বিলে অনাস্থার বিধান রেখে সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংস্কার করতে হবে	জাতীয় পার্টি (কাজী জাফর)
অনুচ্ছেদ ৭২ (সংসদের অধিবেশন)	"৭২। (১) সরকারী বিজ্ঞপ্তি-দ্বারা রাষ্ট্রপতি সংসদ আহবান , স্থগিত ও ভঙ্গ করিবেন এবং সংসদ আহবানকালে রাষ্ট্রপতি প্রথম বৈঠকের সময় ও স্থান নির্ধারণ করিবেন: ৪৩[তবে শর্ত থাকে যে,৪৪ [১২৩ অনুচ্ছেদের (৩) দফার (ক) উপ-দফায় উল্লিখিত নব্বই দিন সময় ব্যতীত অন্য সময়ে] সংসদের এক অধিবেশনের সমাপ্তি ও পরবর্তী অধিবেশনের প্রথম বৈঠকের মধ্যে ষাট দিনের অতিরিক্ত বিরতি থাকিবে না: তবে আরও শর্ত থাকে যে, এই দফার অধীন তাঁহার দায়িত্ব পালনে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক লিখিতভাবে প্রদত্ত পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিবেন।] (২) এই অনুচ্ছেদের (১) দফার বিধানাবলী সত্ত্বেও সংসদ-সদস্যদের যে কোন সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হইবার ত্রিশ দিনের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠানের জন্য সংসদ আহবান করা হইবে। (৩) রাষ্ট্রপতি পূর্বে ভাঙ্গিয়া না দিয়া থাকিলে প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইলে সংসদ ভাঙ্গিয়া যাইবে: তবে শর্ত থাকে যে, প্রজাতন্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত থাকিবার কালে সংসদের আইন-দ্বারা অনুরূপ মেয়াদ এককালে অনধিক এক বৎসর বর্ধিত করা যাইতে পারিবে, তবে যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে বর্ধিত মেয়াদ কোনক্রমে ছয় মাসের অধিক হইবে না। (৪) সংসদ ভঙ্গ হইবার পর এবং সংসদের পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্বে রাষ্ট্রপতির নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, প্রজাতন্ত্র যে যুদ্ধে লিপ্ত রহিয়াছেন, সেই যুদ্ধাবস্থার বিদ্যমানতার জন্য সংসদ পুনরাহবান করা প্রয়োজন, তাহা হইলে যে সংসদ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছিল, রাষ্ট্রপতি তাহা আহবান করিবেন। ৪৫[* * *] (৫) এই অনুচ্ছেদের (১) দফার বিধানাবলী-সাপেক্ষে কার্যপ্রণালী-বিধি-দ্বারা বা অন্যভাবে সংসদ যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, সংসদের বৈঠকসমূহ সেইরূপ সময়ে ও স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে।"	প্রেসিডেন্ট কিছু নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে (প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ছাড়াই) পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দেওয়ার ক্ষমতা থাকা উচিত	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
		পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদে বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে।---পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে।	বিএনপি
		সরকারের মেয়াদ হবে ৪ বছর।	"জাতীয় নাগরিক কমিটি ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ"

পঞ্চম ভাগ: আইনসভা

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
		কেবল সংসদ নেতার পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি সময়ের আগে সংসদ ভেঙে দিতে পারবেন	"জাতীয় নাগরিক কমিটি ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ"
		৭২ ১. এই উপধারার শেষ প্যারা "তবে আরও শর্ত থাকে যে, ... কার্য করবেন" বাদ যাবে (কারণ এটি সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, তা অন্যত্র ৪৮ ৩. ধারায় সাধারণভাবে বর্ণিত আছে।)	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি
		"৭২। (১) সরকারি বিজ্ঞপ্তি দ্বারা রাষ্ট্রপতি সংসদ আহবান করিবেন এবং সংসদ আহবানকালে রাষ্ট্রপতি প্রথম বৈঠকের সময় ও স্থান নির্ধারণ করিবেন, তবে শর্ত থাকে যে, [১২৩ অনুচ্ছেদের (৩) দফার (ক) উপ-দফায় উল্লিখিত নব্বই দিন সময় ব্যতীত অন্য সময়ে] সংসদের এক অধিবেশনের সমাপ্তি ও পরবর্তী অধিবেশনের প্রথম বৈঠকের মধ্যে ষাট দিনের অতিরিক্ত বিরতি থাকিবে না, তবে আরও শর্ত থাকে যে, এই দফার অধীন তাঁহার দায়িত্ব পালনে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক লিখিতভাবে প্রদত্ত পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিবেন। (২) এই অনুচ্ছেদের (১) দফার বিধানাবলী সত্ত্বেও সংসদ সদস্যদের যেকোন সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হইবার ত্রিশ দিনের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠানের জন্য সংসদ আহবান করা হইবে। (৩) রাষ্ট্রপতি পূর্বে ভাঙ্গিয়া না দিয়া থাকিলে প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইলে সংসদ ভাঙ্গিয়া যাইবে; তবে শর্ত থাকে যে, জনগণতন্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত থাকিবার কালে সংসদের আইন দ্বারা অনুরূপ মেয়াদ এককালে অনধিক এক বৎসর বর্ধিত করা যাইতে পারিবে, তবে যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে বর্ধিত মেয়াদ কোনক্রমে ছয় মাসের অধিক হইবে না। (৪) সংসদ ভঙ্গ হইবার পর এবং সংসদের পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্বে রাষ্ট্রপতির নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, জনগণতন্ত্র যে যুদ্ধে লিপ্ত রহিয়াছেন, সেই যুদ্ধাবস্থার বিদ্যমানতার জন্য সংসদ পুনরাহবান করা প্রয়োজন, তাহা হইলে যে সংসদ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছিল রাষ্ট্রপতি তাহা আহবান করিবেন। (৫) এই অনুচ্ছেদের (১) দফার বিধানাবলী সাপেক্ষে কার্যপ্রণালী বিধি দ্বারা বা অন্যভাবে সংসদ যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, সংসদের বৈঠকসমূহ সেইরূপ সময়ে ও স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে।"	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন
অনুচ্ছেদ ৭৫	"৭৫। (১) এই সংবিধান-সাপেক্ষে (ক) সংসদ কর্তৃক প্রণীত কার্যপ্রণালী-বিধি-দ্বারা এবং অনুরূপ বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত কার্যপ্রণালী-বিধি-দ্বারা সংসদের কার্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রিত হইবে; (খ) উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সংসদে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে, তবে সমসংখ্যক ভোটের ক্ষেত্র ব্যতীত সভাপতি ভোটদান করিবেন না এবং অনুরূপ ক্ষেত্রে তিনি নির্ণায়ক ভোট প্রদান করিবেন; (গ) সংসদের কোন সদস্যপদ শূন্য রহিয়াছে, কেবল এই কারণে কিংবা সংসদে উপস্থিত হইবার বা ভোটদানের বা অন্য কোন উপায়ে কার্যধারায় অংশগ্রহণের অধিকার না থাকা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি অনুরূপ কার্য করিয়াছেন, কেবল এই কারণে সংসদের কোন কার্যধারা অবৈধ হইবে না। (২) সংসদের বৈঠক চলাকালে কোন সময়ে উপস্থিত সদস্য-সংখ্যা ষাটের কম বলিয়া যদি সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, তাহা হইলে তিনি অন্যূন ষাট জন সদস্য উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত বৈঠক স্থগিত রাখিবেন কিংবা মুলতবী করিবেন।"	৭৫ ২. "ষাটের"এর স্থলে "একশত জন" প্রতিস্থাপিত হবে।	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি

	পঞ্চম ভাগ: আইনসভা		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
অনুচ্ছেদ ৭৬ (সংসদের স্থায়ী কমিটিসমূহ)	"৭৬। (১) ৫০[* * *] সংসদ-সদস্যদের মধ্য হইতে সদস্য লইয়া সংসদ নিম্নলিখিত স্থায়ী কমিটিসমূহ নিয়োগ করিবেন: (ক) সরকারী হিসাব কমিটি; (খ) বিশেষ-অধিকার কমিটি; এবং (গ) সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধিতে নির্দিষ্ট অন্যান্য স্থায়ী কমিটি। (২) সংসদ এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় উল্লিখিত কমিটিসমূহের অতিরিক্ত অন্যান্য স্থায়ী কমিটি নিয়োগ করিবেন এবং অনুরূপভাবে নিযুক্ত কোন কমিটি এই সংবিধান ও অন্য কোন আইন-সাপেক্ষে (ক) খসড়া বিল ও অন্যান্য আইনগত প্রস্তাব পরীক্ষা করিতে পারিবেন; (খ) আইনের বলবৎকরণ পর্যালোচনা এবং অনুরূপ বলবৎকরণের জন্য ব্যবস্থাদি গ্রহণের প্রস্তাব করিতে পারিবেন; (গ) জনগুরুত্বসম্পন্ন বলিয়া সংসদ কোন বিষয় সম্পর্কে কমিটিকে অবহিত করিলে সেই বিষয়ে কোন মন্ত্রণালয়ের কার্য বা প্রশাসন সম্বন্ধে অনুসন্ধান বা তদন্ত করিতে পারিবেন এবং কোন মন্ত্রণালয়ের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংগ্রহের এবং প্রশ্নাদির মৌখিক বা লিখিত উত্তরলাভের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন; (ঘ) সংসদ কর্তৃক অর্পিত যে কোন দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন। (৩) সংসদ আইনের দ্বারা এই অনুচ্ছেদের অধীন নিযুক্ত কমিটিসমূহকে (ক) সাক্ষীদের হাজিরা বলবৎ করিবার এবং শপথ, ঘোষণা বা অন্য কোন উপায়ের অধীন করিয়া তাঁহাদের সাক্ষ্যগ্রহণের, (খ) দলিলপত্র দাখিল করিতে বাধ্য করিবার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।"	সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোর প্রধান বিরোধী দল থেকে নির্বাচিত বা স্বতন্ত্র এমপিদের হওয়া উচিত। ১৯৭২ সালের সংবিধান আশা করেছিল যে, এই কমিটিগুলি আইনপ্রণয়ন এবং নীতিমালা নির্ধারণে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করবে। সংসদীয় কার্যবিধির বিধি ২৪০ অনুযায়ী, প্রতিটি কমিটির সদস্য সংখ্যা ১০ নির্ধারিত হয়েছে। এটি ৯/১১/১৩ হওয়া উচিত, একটি বিজোড় সংখ্যা, এবং স্থায়ী কমিটির মতামত উর্ধ্বতন কক্ষে তাদের যাচাইয়ের জন্য প্রেরণ করা উচিত। আজকাল, সংসদীয় কমিটিগুলিকে। সমালোচক/বিশেষজ্ঞদের একটি অংশ "ঘুমন্ত কমিটি" বলে অভিহিত করছেন, কারণ তারা তাদের প্রত্যাশিত ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে (দক্ষতার অভাবে বা ফ্যাসিবাদী প্রবণতার কারণে)।	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
		সংসদীয় কমিটির ক্ষমতা বাড়াতে হবে। মন্ত্রীসভার যাবতীয় সিদ্ধান্ত সংসদীয় কমিটি চ্যালেঞ্জ করতে পারবে। শুনানি এবং সুপারিশের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত আইনসভায় পাঠাবে মন্ত্রীসভা। সুপারিশ আইনসভায় ভোটাভুটির মুখোমুখি হবে।	"১. জাতীয় নাগরিক কমিটি ২. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ"
		উভয় কক্ষের সমন্বয়ে সর্বদলীয় সংসদীয় কমিটি গঠন করা হবে। সংসদীয় কমিটি মন্ত্রণালয়ের যেকোনো সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করে তা সংসদের বিবেচনায় পেশ করতে পারবে।	জাতীয় নাগরিক কমিটি
		এই কমিটি সমস্ত এথিক্যাল ইস্যুগুলি নিয়ে কাজ করবে, কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্ট বিষয়গুলি দেখবে। যেমন এই কমিটি খেয়াল রাখবে যে বিমান ব্যবসা বা ট্রেভেল এজেন্সি ব্যবসা আছে এমন কোনো সাংসদ যেন বিমান-পর্যটন মন্ত্রনালয় বা এই সংসদীয় কমিটির সদস্য হতে না পারেন। একইভাবে ব্যঙ্ক বা আর্থিক লেনদেন সংশ্লিষ্ট ব্যবসার সাথে জড়িত কেউ অর্থ মন্ত্রনালয় বা এই সংসদীয় কমিটির সদস্য হতে না পারেন। এই কমিটি এটাও দেখবে যে, কোন সাংসদ আইন ভঙ্গ বা অপরাধ বা তথ্য গোপন করে সাংসদ হয়েছেন কি না। যেমন লন্ডনে বাড়ি বা ব্যবসা আছে এই তথ্য কোনো সাংসদ গোপন করেছেন কিনা, কিম্বা ২৫ লাখ টাকার উপর নির্বাচনী খরচ করে কেউ সাংসদ মনোনীত হয়েছেন বা হতে চেয়েছেন কি না। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, জার্মান ভারতে "পার্লামেন্টারী এথিকস্ কমিটি" আছে।	নাগরিক ঐক্য
		"উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষ থেকে সদস্য নিয়ে সংসদীয় কমিটি গঠন করতে হবে। ক. 'সংসদীয় কমিটি' জাতীয় সংসদের ক্ষুদ্র আকার হিসেবে পরিগণিত হবে। খ. বিদেশে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতগণের মনোনয়ন 'সংসদীয় কমিটি' কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। গ. নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, সচিবগণ, পাবলিক সার্ভিস কমিশন, ন্যাশনাল অডিট কমিটি, সেনা-নৌ-বিমান বাহিনীর প্রধানদের নিয়াগে 'সংসদীয় কমিটি' কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।"	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
		"৭৬। (১) সংসদ সদস্যদের মধ্য হইতে সদস্য লইয়া সংসদ নিম্নলিখিত স্থায়ী কমিটিসমূহ নিয়োগ করিবেন: (ক) সরকারি হিসাব কমিটি; (খ) বিশেষ অধিকার কমিটি, এবং (গ) সংসদের কার্যপ্রণালী বিধিতে নির্দিষ্ট অন্যান্য স্থায়ী কমিটি। (২) স্থায়ী কমিটির প্রধান হিসাবে কেবল বিরোধী দলের সদস্যরাই বিবেচিত হইবেন। (৩) সংসদ এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় উল্লিখিত কমিটিসমূহের অতিরিক্ত অন্যান্য স্থায়ী কমিটি নিয়োগ করিবেন এবং অনুরূপভাবে নিযুক্ত কোনো কমিটি এই সংবিধান ও অন্যকোন আইন সাপেক্ষে (ক) খসড়া বিল ও অন্যান্য আইনগত প্রস্তাব পরীক্ষা করিতে পারিবেন, (খ) আইনের বলবৎকরণ পর্যালোচনা এবং অনুরূপ বলবৎকরণের জন্য ব্যবস্থাদি গ্রহণের প্রস্তাব করিতে পারিবেন, (গ) জনগুরুত্বসম্পন্ন বলিয়া সংসদ কোনো বিষয় সম্পর্কে কমিটিকে অবহিত করিলে সেই বিষয়ে কোনো মন্ত্রণালয়ের কার্য বা প্রশাসন সম্বন্ধে অনুসন্ধান বা তদন্ত করিতে পারিবেন এবং কোনো মন্ত্রণালয়ের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংগ্রহের এবং প্রমাদির মৌখিক বা লিখিত উত্তরলাভের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন; (ঘ) সংসদ কর্তৃক অর্পিত যেকোন দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন। (৪) সংসদ আইনের দ্বারা এই অনুচ্ছেদের অধীন নিযুক্ত কমিটিসমূহকে (ক) সাক্ষীদের হাজিরা বলবৎ করিবার এবং শপথ, ঘোষণা বা অন্যকোন উপায়ের অধীন করিয়া তাঁহাদের সাক্ষ্য গ্রহণের (খ) দলিলপত্র দাখিল করিতে বাধ্য করিবার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।"	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন
		(৪) স্থায়ীকমিটির চেয়ারম্যানগণ ও সদস্যগণ সংসদ নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে নির্বাচিতহবেন ।	খেলাফত মজলিস
অনুচ্ছেদ ৭৭ (ন্যায়পাল)	"৭৭। (১) সংসদ আইনের দ্বারা ন্যায়পালের পদ-প্রতিষ্ঠার জন্য বিধান করিতে পারিবেন। (২) সংসদ আইনের দ্বারা ন্যায়পালকে কোন মন্ত্রণালয়, সরকারী কর্মচারী বা সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষের যে কোন কার্য সম্পর্কে তদন্ত পরিচালনার ক্ষমতাসহ যেরূপ ক্ষমতা কিংবা যেরূপ দায়িত্ব প্রদান করিবেন, ন্যায়পাল সেইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবেন। (৩) ন্যায়পাল তাঁহার দায়িত্বপালন সম্পর্কে বাৎসরিক রিপোর্ট প্রণয়ন করিবেন এবং অনুরূপ রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপিত হইবে।"	সংবিধানে ক্ষমতার পরিষ্কার পৃথকীকরণ নিশ্চিত করা হবে এবং দুই বছরের মধ্যে স্বাধীন ওমবাডসম্যান অফিস স্থাপন বাধ্যতামূলক করা হবে। ওমবাডসম্যান সরকারি জবাবদিহিতা পর্যবেক্ষণ করবেন, অভিযোগ তদন্ত করবেন, সরকারি রেকর্ড সংগ্রহ করবেন এবং সংশোধনী পদক্ষেপ সুপারিশ করবেন।	বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি)
		যেকোনো ব্যক্তি, সংস্থা, কর্মবিভাগ সম্পর্কে তদন্ত/নিরীক্ষার জন্য ন্যায়পালকে নির্দেশ দিতে পারবেন।	"১. জাতীয় নাগরিক কমিটি ২. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ"
		রাষ্ট্রের একজন প্রধান ন্যায়পাল এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত আরও সংখ্যক ন্যায়পাল থাকবেন। সরকারি ও তার অধীনে কর্মবিভাগসমূহ ছাড়াও রিপাবলিকের সীমানায় অবস্থিত সকল সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান আইনানুগ ও বিধি সম্মতভাবে কর্মপ্রক্রিয়া সম্পাদন করছেন কিনা তা ন্যায়পাল তদন্ত/নিরীক্ষণ করবেন। প্রয়োজনীয় আইন-বিধি প্রণয়নে সংসদ ও রাষ্ট্রপতির কাছে প্রস্তাব পাঠাতে পারবেন। প্রধান ন্যায়পাল কেবল জাতীয় পরিষদ ও তার অধীন কমিটিসমূহের কাছে জবাবদিহি করবেন।	"১. জাতীয় নাগরিক কমিটি ২. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ"
		ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠা করতে হবে	জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট
		প্রধান ন্যায়পাল ও ন্যায়পালের অপসারণ/অভিশংসন হবে জাতীয় পরিষদে	জাতীয় নাগরিক কমিটি
		৭৭ ১. প্রথম বাক্যের শেষে "করতে পারবেন" শব্দগুলোর স্থলে "প্রণয়ন এবং সেই পদে ১ জন ব্যক্তিকে নির্বাচন করিবেন" শব্দগুলো প্রতিস্থাপিত করা হবে।	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি
		ন্যায়পাল নিয়োগের বিধান করা।	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি
		ন্যায়পাল নিয়োগ (যা সংবিধানে থাকলেও বাস্তাবায়ন হয়নি) দিতে হবে।	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
		ন্যায়পাল ও সাংবিধানিক আদালত প্রতিষ্ঠা এবং নির্বাচন কমিশনসহ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের নিয়োগের জন্য সাংবিধানিক কমিশন গঠনের বিধান থাকা দরকার।	বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি

	পঞ্চম ভাগ: আইনসভা		
অনুচ্ছেদ/অংশ	**বর্তমান সংবিধান**	**সুপারিশ**	**প্রস্তাবক দলের নাম**
		"(১) রাষ্ট্রপতি সংসদ বরাবর ন্যায়পাল এর জন্য প্রার্থী প্রস্তাব করিবেন। সংসদ প্রকাশ্য গণশুনানির মাধ্যমে ন্যায়পাল পদে প্রস্তাবিত প্রার্থীর যোগ্যতা বিচার করিয়া প্রস্তাবিত প্রার্থীর প্রতি তাহাদের সম্মতি বা অসম্মতি জ্ঞাপন করিবেন। সম্মতিপ্রাপ্ত প্রার্থী রাষ্ট্রের ন্যায়পাল হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হইবেন। (২) যেকোন নাগরিক বা প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের কোনো কর্মচারী বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে তার মৌলিক অধিকার খর্ব হইবার কারণে অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবেন। (৩) সংসদ আইনের দ্বারা ন্যায়পালকে কোনো মন্ত্রণালয়, সরকারি কর্মচারী বা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের যেকোন কার্য সম্পর্কে তদন্ত পরিচালনার ক্ষমতাসহ যেরূপ ক্ষমতা কিংবা যেরূপ দায়িত্ব প্রদান করিবেন, ন্যায়পাল সেইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবেন। (৪) ন্যায়পাল তাঁহার দায়িত্বপালন সম্পর্কে বাৎসরিক রিপোর্ট প্রণয়ন করিবেন এবং অনুরূপ রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপিত হইবে।"	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন
অনুচ্ছেদ ৭৮ (সংসদ ও সদস্যদের বিশেষ অধিকার ও দায়মুক্তি)	"৭৮। (১) সংসদের কার্যধারার বৈধতা সম্পর্কে কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না। (২) সংসদের যে সদস্য বা কর্মচারীর উপর সংসদের কার্যপ্রণালীনিয়ন্ত্রণ, কার্যপরিচালনা বা শৃঙ্খলারক্ষার ক্ষমতা ন্যস্ত থাকিবে, তিনি এই সকল ক্ষমতাপ্রয়োগ সম্পর্কিত কোন ব্যাপারে কোন আদালতের এখতিয়ারের অধীন হইবেন না। (৩) সংসদে বা সংসদের কোন কমিটিতে কিছু বলা বা ভোটদানের জন্য কোন সংসদ-সদস্যের বিরুদ্ধে কোন আদালতে কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না। (৪) সংসদ কর্তৃক বা সংসদের কর্তৃত্বে কোন রিপোর্ট, কাগজপত্র, ভোট বা কার্যধারা প্রকাশের জন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন আদালতে কোন কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না। (৫) এই অনুচ্ছেদ-সাপেক্ষে সংসদের আইন-দ্বারা সংসদের, সংসদের কমিটিসমূহের এবং সংসদ-সদস্যদের বিশেষ-অধিকার নির্ধারণ করা যাইতে পারিবে।"	সংসদীয় পদ্ধতির সংস্কারের মাধ্যমে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি, যৌক্তিক বিতর্ক এবং সদস্যদের জবাবদিহিতার ব্যবস্থা করতে হবে।	জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট
		নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা তাদের পুরো মেয়াদজুড়ে জনগণের কাছে জবাবদিহি থাকার জন্য এবং নেতাদেরকে সততা ও কর্মদক্ষতা বজায় রাখতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য "রি-কল ব্যবস্থার প্রবর্তন" দরকার, কারণ তারা জানেন যে জনগন তাদের অপসারণ করতে পারে।	নাগরিক ঐক্য
		"প্রতি ৬ মাস পরপর সংসদ সদস্যরা যাতে তাদের ভোটারদের কাছে জবাবদিহি করেন সেই ব্যবস্থা চালু করা দরকার।"	বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি
		আইনসভা ও জাতীয় পরিষদের সদস্য এবং তাদের পরিবারের সম্পদের হিসাব বছরে দুইবার জনগণের সামনে হাজির করতে হবে। সম্পদ বৃদ্ধি বৈধ উপায়ে ও যৌক্তিকভাবে হয়েছে কি না তা দুর্নীতি দমন কমিশন নির্ধারণ করবে।	১. জাতীয় নাগরিক কমিটি ২. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
অনুচ্ছেদ ৭৯	"৭৯। (১) সংসদের নিজস্ব সচিবালয় থাকিবে। (২) সংসদের সচিবালয়ে কর্মচারীদের নিয়োগ ও কর্মের শর্তসমূহ সংসদ আইনের দ্বারা নির্ধারণ করিতে পারিবেন। (৩) সংসদ কর্তৃক বিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত স্পীকারের সহিত পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি সংসদের সচিবালয়ে কর্মচারীদের নিয়োগ ও কর্মের শর্তসমূহ নির্ধারণ করিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন এবং অনুরূপভাবে প্রণীত বিধিসমূহ যে কোন আইনের বিধান-সাপেক্ষে কার্যকর হইবে।"	সুপ্রিম কোর্টের একটি পৃথক সচিবালয় থাকবে। এছাড়াও, সুপ্রিম কোর্টের প্রয়োজনীয় ব্যয় এবং অধস্তন আদালতের ব্যয় মেটানোর জন্য যে অর্থের প্রয়োজন, তা কনসোলিডেটেড ফান্ড থেকে প্রদান করা হবে। এজন্যে, অনুচ্ছেদ ৮৮, ৯৪ এ প্রয়োজনীয় সংশোধন আনতে হবে।	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
	২য় পরিচ্ছেদ আইন প্রণয়ন ও অর্থসংক্রান্ত পদ্ধতি		

	পঞ্চম ভাগ: আইনসভা		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
অনুচ্ছেদ ৮০ (আইন প্রণয়ন পদ্ধতি)	"৮০। (১) আইনপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে সংসদে আনীত প্রত্যেকটি প্রস্তাব বিল আকারে উত্থাপিত হইবে। (২) সংসদ কর্তৃক কোন বিল গৃহীত হইলে সম্মতির জন্য তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করিতে হইবে। ৫১ [(৩) রাষ্ট্রপতির নিকট কোন বিল পেশ করিবার পর পনর দিনের মধ্যে তিনি তাহাতে সম্মতিদান করিবেন কিংবা অর্থবিল ব্যতীত অন্য কোন বিলের ক্ষেত্রে বিলটি বা তাহার কোন বিশেষ বিধান পুনর্বিবেচনার কিংবা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্দেশিত কোন সংশোধনী বিবেচনার অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া একটি বার্তাসহ তিনি বিলটি সংসদে ফেরত দিতে পারিবেন; এবং রাষ্ট্রপতি তাহা করিতে অসমর্থ হইলে উক্ত মেয়াদের অবসানে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।] (৪) রাষ্ট্রপতি যদি বিলটি অনুরূপভাবে সংসদে ফেরত পাঠান, তাহা হইলে সংসদ রাষ্ট্রপতির বার্তাসহ তাহা পুনর্বিবেচনা করিবেন; এবং সংশোধনীসহ বা সংশোধনী ব্যতিরেকে ৫২[***] সংসদ পুনরায় বিলটি গ্রহণ করিলে সম্মতির জন্য তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হইবে এবং অনুরূপ উপস্থাপনের সাত দিনের মধ্যে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিবেন; এবং রাষ্ট্রপতি তাহা করিতে অসমর্থ হইলে উক্ত মেয়াদের অবসানে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে। (৫) সংসদ কর্তৃক গৃহীত বিলটিতে রাষ্ট্রপতি সম্মতিদান করিলে বা তিনি সম্মতিদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইলে তাহা আইনে পরিণত হইবে এবং সংসদের আইন বলিয়া অভিহিত হইবে।"	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে দফা (৩) প্রতিস্থাপিত হলেও আদতে পূর্বের বিধানই অপরিবর্তিত রয়েছে।---প্রতিস্থাপিত অনুচ্ছেদটি বহাল রাখতে হবে।(পঞ্চদশ সংশধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন)।	বিএনপি
		পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে দফা (৪) সংশোধন করা হয়েছে। পূর্বতন বিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পুনর্বিবেচনার জন্য সংসদে ফেরত পাঠানো বিল মোট সংসদ-সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের দ্বারা গৃহিত হবার বাধ্যবাধকতা ছিল। পঞ্চদশ সংশোধনী এক্ষেত্রে উপস্থিত সংসদ-সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের দ্বারা এরূপ বিল গৃহিত হবার সুযোগ তৈরি করেছে।---সংশোধিত অনুচ্ছেদটি অপরিবর্তিত রাখা যেতে পারে। (পঞ্চদশ সংশধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন)।	বিএনপি
		"৮০ ৩. "তহবিল ব্যাতিত অন্য কোনো বিলের ক্ষেত্রে" এর পরে নিম্নোক্ত শব্দগুলো যুক্ত হবে-- "প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ব্যতিরেকে নিজস্ব বিবেচনা হইতেও" শব্দগুলো যুক্ত হবে।"	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি
		"(১) আইনপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে সংসদে আনীত প্রত্যেকটি প্রস্তাব বিল আকারে উত্থাপিত হইবে। (২) সংসদ কর্তৃক কোনো বিল গৃহীত হইলে সম্মতির জন্য তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করিতে হইবে। (৩) রাষ্ট্রপতির নিকট কোনো বিল পেশ করিবার পর পনের দিনের মধ্যে তিনি তাহাতে সম্মতিদান করিবেন কিংবা অর্থবিল ব্যতীত অন্যকোন বিলের ক্ষেত্রে বিলটি বা তাহার কোনো বিশেষ বিধান পুনর্বিবেচনার কিংবা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্দেশিত কোনো সংশোধনী বিবেচনার অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া একটি বার্তাসহ তিনি বিলটি সর্বোচ্চ দুই বার সংসদে ফেরত দিতে পারিবেন, এবং রাষ্ট্রপতি তাহা | করিতে অসমর্থ হইলে উক্ত মেয়াদের অবসানে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।] (৪) রাষ্ট্রপতি যদি বিলটি অনুরূপভাবে সংসদে ফেরত পাঠান তাহা হইলে সংসদ রাষ্ট্রপতির বার্তাসহ তাহা পুনর্বিবেচনা করিবেন, এবং সংশোধনীসহ বা সংশোধনী ব্যতিরেকে সংসদ পুনরায় বিলটি গ্রহণ করিলে সম্মতির জন্য তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হইবে এবং অনুরূপ উপস্থাপনের সাত দিনের মধ্যে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিবেন, এবং রাষ্ট্রপতি তাহা করিতে অসমর্থ হইলে উক্ত মেয়াদের অবসানে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে। (৫) সংসদ কর্তৃক গৃহীত বিলটিতে রাষ্ট্রপতি সম্মতিদান করিলে বা তিনি সম্মতিদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইলে তাহা আইনে পরিণত হইবে এবং সংসদের আইন বলিয়া অভিহিত হইবে।"	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন
		(২) সংসদের নিম্নকক্ষ কর্তৃক কোন বিল গৃহীত হলে তা উচ্চকক্ষে যাবে । উচ্চ কক্ষে বিলটি অনুমোদিত হলে রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করা হবে। তিনি স্বাক্ষর দান করলে তা আইনে পরিণত হবে।	খেলাফত মজলিস

	পঞ্চম ভাগ: আইনসভা		
অনুচ্ছেদ/অংশ	**বর্তমান সংবিধান**	**সুপারিশ**	**প্রস্তাবক দলের নাম**
অনুচ্ছেদ ৮২ (আর্থিক ব্যবস্থাবলীর সুপারিশ)	৮২। ৫৩[কোন অর্থ বিল, অথবা সরকারী অর্থ ব্যয়ের প্রশ্ন জড়িত রহিয়াছে এমন কোন বিল] রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত সংসদে উত্থাপন করা যাইবে না: তবে শর্ত থাকে যে,৫৪ [কোন অর্থ বিলে] কোন কর হ্রাস বা বিলোপের বিধান-সংবলিত কোন সংশোধনী উত্থাপনের জন্য এই অনুচ্ছেদের অধীন সুপারিশের প্রয়োজন হইবে না।	অত্র অনুচ্ছেদে পঞ্চদশ সংশোধনী কর্তৃক আনীত পরিবর্তনের মাধ্যমে পূর্বতন বিধান স্পষ্টীকরন করা হয়েছে।---সংশোধিত অনুচ্ছেদটি অপরিবর্তিত রাখা যেতে পারে। (পঞ্চদশ সংশধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন	বিএনপি
অনুচ্ছেদ ৮৩	সংসদের কোন আইনের দ্বারা বা কর্তৃত্ব ব্যতীত কোন কর আরোপ বা সংগ্রহ করা যাইবে না।	Will remain as it is but a proviso as under is required to be added. Provided herein that no taxation, duties, cess, of any kind or sort can be levied as or under any statutory Rules and Orders by any authority, everything which relates to financial imposition or otherwise shall have to be through a Finance Bill.	Bangladesh Muslim Legue
অনুচ্ছেদ ৮৭ (বাজেট)		৮৭(১) আর্থিক বছরঃ ইংরেজী বর্ষই (জানুয়রি- ডিসেম্বর) আর্থিক বছর হিসাবে গণ্য হবে	খেলাফত মজলিস
	৩য় পরিচ্ছেদ অধ্যাদেশপ্রণয়ন-ক্ষমতা		
অনুচ্ছেদ ৯৩ (অধ্যাদেশ প্রণয়ন ক্ষমতা)	"৯৩। (১) 57[সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থায় অথবা উহার অধিবেশনকাল ব্যতীত] কোন সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট আশু ব্যবস্থাগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইলে তিনি উক্ত পরিস্থিতিতে যেরূপ প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিবেন, সেইরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিতে পারিবেন এবং জারী হইবার সময় হইতে অনুরূপভাবে প্রণীত অধ্যাদেশ সংসদের আইনের ন্যায় ক্ষমতাসম্পন্ন হইবে: তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার অধীন কোন অধ্যাদেশে এমন কোন বিধান করা হইবে না, (ক) যাহা এই সংবিধানের অধীন সংসদের আইন-দ্বারা আইনসঙ্গতভাবে করা যায় না; (খ) যাহাতে এই সংবিধানের কোন বিধান পরিবর্তিত বা রহিত হইয়া যায়; অথবা (গ) যাহার দ্বারা পূর্বে প্রণীত কোন অধ্যাদেশের যে কোন বিধানকে অব্যাহতভাবে বলবৎ করা যায়। (২) এই অনুচ্ছেদের (১) দফার অধীন প্রণীত কোন অধ্যাদেশ জারী হইবার পর অনুষ্ঠিত সংসদের প্রথম বৈঠকে তাহা উপস্থাপিত হইবে এবং ইতঃপূর্বে বাতিল না হইয়া থাকিলে অধ্যাদেশটি অনুরূপভাবে উপস্থাপনের পর ত্রিশ দিন অতিবাহিত হইলে কিংবা অনুরূপ মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে তাহা অননুমোদন করিয়া সংসদে প্রস্তাব গৃহীত হইলে অধ্যাদেশটির কার্যকরতা লোপ পাইবে। (৩) সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থার কোন সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট ব্যবস্থা-গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইলে তিনি এমন অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিতে পারিবেন, যাহাতে সংবিধান-দ্বারা সংযুক্ত তহবিলের উপর কোন ব্যয় দায়যুক্ত হউক বা না হউক, উক্ত তহবিল হইতে সেইরূপ ব্যয়নির্বাহের কর্তৃত্ব প্রদান করা যাইবে এবং অনুরূপভাবে প্রণীত কোন অধ্যাদেশ জারী হইবার সময় হইতে তাহা সংসদের আইনের ন্যায় ক্ষমতাসম্পন্ন হইবে। (৪) এই অনুচ্ছেদের (৩) দফার অধীন জারীকৃত প্রত্যেক অধ্যাদেশ যথাশীঘ্র সংসদে উপস্থাপিত হইবে এবং সংসদ পুনর্গঠিত হইবার তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে এই সংবিধানের ৮৭, ৮৯ ও ৯০ অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলী প্রয়োজনীয় উপযোগীকরণসহ পালিত হইবে।"	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে দফা (১) প্রতিস্থাপিত হলেও আদতে পূর্বের বিধানই অপরিবর্তিত রয়েছে।--- প্রতিস্থাপিত অনুচ্ছেদটি বহাল রাখতে হবে।(পঞ্চদশ সংশধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন)।	বিএনপি

পঞ্চম ভাগ: আইনসভা			
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
অন্যান্য প্রস্তাব	বিরোধী দলের পদ প্রদান	ডেপুটি স্পিকার থাকবেন ২ জন।	গণঅধিকার পরিষদ (নুর)
		বিরোধী দল থেকে ডেপুটি স্পিকার মনোনীত করতে হবে	১. গণঅধিকার পরিষদ (নুর) ২. ভাসানী অনুসারী পরিষদ ৩. ১২ দলীয় জোট ৪. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
		বিরোধী দল থেকে ডেপুটি স্পিকার রাখার বিধান রাখতে হবে	জাতীয় পার্টি (কাজী জাফর)
		ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ দল থেকে স্পিকার, প্রধান বিরোধী দল থেকে ডেপুটি স্পিকার এবং অন্যান্য অনুপাতিক হারে বিভিন্ন কমিটির সভাপতির পদলাভ করবে।	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
		জাতীয় সংসদের সকল দলের সংসদ সদস্য নিয়ে একটি জাতীয় ঐকমত্য/জাতীয় সরকার গঠন করতে হবে	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি
		প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বিভিন্ন সংসদীয় কমিটির সভাপতিদের মন্ত্রণালয়ের কাজে সম্পৃক্ত হবার ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান করাকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করতে হবে।	এনডিএম
		আইনসভার সদস্যগণ উপজেলা প্রশাসনের কাজে সরাসরি সম্পৃক্ত হতে পারবেন না এমন বিধান সংযোজন করতে হবে	এনডিএম
		সকল সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের ক্ষেত্রে সংসদীয় কমিটির ভোটিং-এর মাধ্যম নিয়োগের বিধান প্রণয়ন। দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ ও আর্থিক স্বচ্ছতার জন্য হিসাব ও আর্থিক নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংস্কার এবং গণমুখী প্রশাসনিক সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করতে হবে।	গণসংহতি আন্দোলন
	প্রদেশে বিভক্ত করতে হবে	বাংলাদেশকে নয়টি (৯) প্রদেশে বিভক্ত করতে হবে ক. প্রত্যেক প্রদেশে নির্বাচিত 'প্রাদেশিক পরিষদ' (provincial assembly) এবং 'প্রাদেশিক সরকার' (provincial government) থাকবে। খ. প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা অনূর্ধ্ব ১৫০ (একশো পঞ্চাশ) জন থাকবে। এক তৃতীয়াংশ থাকবে শ্রেণি-পেশার প্রতিনিধি হিসেবে গ. প্রাদেশিক পরিষদে ১ (এক) জন মুখ্যমন্ত্রীসহ ৭ (সাত) সদস্যের মন্ত্রিসভা থাকবে। ঘ. 'ক্ষুদ্র জাতিসত্তা'র সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে হবে । (১) একটি প্রদেশ অবশ্যই 'ক্ষুদ্র জাতিসত্তা'র নাগরিকদের নিয়ে গঠন করতে হবে। (২) বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসরত 'ক্ষুদ্র জাতিসত্তা'র সদস্যদের জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন'-এর ব্যবস্থা থাকবে। ঙ. জাতীয় সংসদের (পার্লামেন্ট) 'উচ্চকক্ষে' সকল প্রদেশের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে।	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি
		আইনসভা ও জাতীয় পরিষদের সদস্য এবং তাদের পরিবারের সম্পদের হিসাব বছরে দুইবার জনগণের সামনে হাজির করতে হবে। সম্পদ বৃদ্ধি বৈধ উপায়ে ও যৌক্তিকভাবে হয়েছে কি না তা দুর্নীতি দমন কমিশন নির্ধারণ করবে।	১. জাতীয় নাগরিক কমিটি ২. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
		রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন প্রক্রিয়া বাতিল করতে হবে	জাতীয় পার্টি (কাজী জাফর)
		BML proposes for a semi Presidential form of Government, something like the French, where a President and a Vice President as running mate (American) will be directly elected by the people on the basis of adult franchise. The President will share power with the Parliament. We think that this power sharing mechanism will create a balance between the Parliament and the President.	Bangladesh Muslim League
		The Speaker shall be elected by a secret ballot , but the Deputy Speaker will have to be from the Opposition.	Bangladesh Muslim Legue
		দলীয়করণ ও পরিবারতন্ত্র প্রতিরোধ করতে হবে	প্রগতিশীল গ্রিন পার্টি
		ক্ষমতার বিকেন্দ্রীয়করণ করতে হবে	প্রগতিশীল গ্রিন পার্টি

	৬ষ্ঠ ভাগ : বিচার বিভাগ		
অনুচ্ছেদ/অংশ	**বর্তমান সংবিধান**	**সুপারিশ**	**প্রস্তাবক দলের নাম**
	১ম পরিচ্ছেদ সুপ্রীম কোর্ট		
অনুচ্ছেদ ৯৪ (সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠা)	৯৪। (১) "বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট" নামে বাংলাদেশের একটি সর্বোচ্চ আদালত থাকিবে এবং আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ লইয়া তাহা গঠিত হইবে। (২) প্রধান বিচারপতি (যিনি "বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি" নামে অভিহিত হইবেন) এবং প্রত্যেক বিভাগে আসনগ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপতি যেরূপ সংখ্যক বিচারক নিয়োগের প্রয়োজন বোধ করিবেন, সেইরূপ সংখ্যক অন্যান্য বিচারক লইয়া সুপ্রীম কোর্ট গঠিত হইবে। (৩) প্রধান বিচারপতি ও আপীল বিভাগে নিযুক্ত বিচারকগণ কেবল উক্ত বিভাগে এবং অন্যান্য বিচারক কেবল হাইকোর্ট বিভাগে আসন গ্রহণ করিবেন। (৪) এই সংবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারক বিচারকার্য পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবেন।		
		সুপ্রিম কোর্টের প্রয়োজনীয় ব্যয় এবং অধস্তন আদালতের ব্যয় মেটানোর জন্য যে অর্থের প্রয়োজন, তা কনসোলিডেটেড ফান্ড থেকে প্রদান করা হবে। এ জন্য অনুচ্ছেদ ৮৮ ও ৯৪ এ প্রয়োজনীয় সংশোধন আনতে হবে।	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
		বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে স্বতন্ত্র " বিচার বিভাগ সচিবালয়" প্রতিষ্ঠার বিধান সংবিধানে সংযোজন করতে হবে।	"১. এনডিএম ২. জাতীয় নাগরিক কমিটি ৩. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ৪. জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট ৫. জাতীয় নাগরিক কমিটি ৬. বাংলাদেশ লেবার পার্টি ৭. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী"
		বিচার বিভাগের পরিচালনা এবং বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণের জন্য বিচার বিভাগের জন্য পৃথক সচিবালয় গঠন করতে হবে।	গণসংহতি আন্দোলন
		বিচার বিভাগকে স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তালোর লক্ষ্যে সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে স্থায়ী 'বিচার বিভাগীয় কাউন্সিল' গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে।	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি
		বিচার বিভাগের উপর রাজনৈতিক প্রভাব কমাতে হবে।	জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট
		মাসদার হোসেন মামলার রায়ের আলোকে সুপ্রীম কোর্টের ব্যাপক সংস্কার করা হোক	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি
		বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বাড়াতে হবে।	"১. জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট ২. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ৩. প্রগতিশীল গ্রিন পার্টি"
		সুপ্রীম কোর্টের সংজ্ঞা পরিবর্তন করতে হবে। শুধুমাত্র আপীল বিভাগ সুপ্রীম কোর্ট হিসাবে গন্য হবে। হাইকোর্ট, অধস্থন আদালত ও ট্রাইবুনালসমূহ সুপ্রীম কোর্টের অধিনস্থ থাকিবে যা একটি সচিবালয়ের মাধ্যমে পরিচালিত হবে।	আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি)
		বিচার ব্যবস্থার বিকেন্দ্রিকরণ করে দেশের সকল বিভাগে হাইকোর্টের শাখা স্থাপন করতে হবে।	"১. বাংলাদেশ লেবার পার্টি ২. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি"
		মানবাধিকার বিষয়ে হাইকোর্টে বিশেষ বেঞ্চ থাকবে।	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি
		প্রতি বিভাগে হাইকোর্টের বেঞ্চ থাকবে। অ্যাপিলেট ডিভিশন বলে আলাদা কিছু থাকবে না। সুপ্রীম কোর্ট নামে একক একটি কোর্ট থাকবে, যা অ্যাপিলেট ডিভিশন হিসেবে কাজ করবে।	জাতীয় নাগরিক কমিটি

	৬ষ্ঠ ভাগ : বিচার বিভাগ		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
		৯৪: আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ, জজকোর্ট, উপজেলা কোর্ট নিয়ে বিচার বিভাগ গঠিত হবে।	খেলাফত মজলিস
অনুচ্ছেদ ৯৫ (বিচারক-নিয়োগ)	"৫৮[৯৫। (১) প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শ করিয়া রাষ্ট্রপতি অন্যান্য বিচারককে নিয়োগদান করিবেন। (২) কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক না হইলে, এবং (ক) সুপ্রীম কোর্টে অন্যূন দশ বৎসরকাল এ্যাডভোকেট না থাকিয়া থাকিলে; অথবা (খ) বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে অন্যূন দশ বৎসর কোন বিচার বিভাগীয় পদে অধিষ্ঠান না করিয়া থাকিলে; অথবা (গ) সুপ্রীমকোর্টের বিচারক পদে নিয়োগলাভের জন্য আইনের দ্বারা নির্ধারিত যোগ্যতা না থাকিয়া থাকিলে; তিনি বিচারকপদে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না। (৩) এই অনুচ্ছেদে "সুপ্রীম কোর্ট" বলিতে এই সংবিধান প্রবর্তনের পূর্বে যে কোন সময়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে যে আদালত হাইকোর্ট হিসাবে এখতিয়ার প্রয়োগ করিয়াছে, সেই আদালত অন্তর্ভুক্ত হইবে।]"	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদটি প্রতিস্থাপিত হলেও আদতে পূর্বের বিধানই অপরিবর্তিত রয়েছে।---অত্র অনুচ্ছেদ বিচারক পদের যোগ্যতা হিসেবে বা বিচার বিভাগীয় পদে দশ বৎসরের অভিজ্ঞতার বিষয় উল্লেখ করে আছে। অভিজ্ঞতার সময়কালকে ১৫ বছরে উন্নীত করা যেতে পারে। (পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন)	বিএনপি
		বিচারক নিয়োগ কার্যক্রম স্বচ্ছ এবং মেধার নিয়োগ প্রদান করতে হবে।	জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট
		বিচার বিভাগের জন্য স্বাধীন সচিবালয়ের মাধ্যমে বিচারপতি নিয়োগ করতে হবে।	জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট
		সংবিধানের ৯৫ (গ) (২) ধারা সংশোধন করে প্রধান বিচারপতি এবং আপিল বিভাগের বিচারপতিদের যোগ্যতা নির্ধারণ করে দিতে হবে ।	এনডিএম
		মাসদার হোসেন মামলার রায়ের আলোকে পূর্ণাঙ্গ স্বাধীন বিচার বিভাগীয় কমিশন এবং কার্যকর সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠন, নিম্ন আদালতকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক করে সুপ্রীম কোর্টের অধীনস্থ করা, বিচারবিভাগের জন্য সুপ্রিমকোর্টের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি পৃথক সচিবালয় স্থাপন এবং সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগের লক্ষ্যে সংবিধানের ৯৫(গ) অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা ও মানদণ্ড সম্বলিত 'বিচারপতি নিয়োগ আইন' প্রণয়ন করা।	নাগরিক ঐক্য
		"ক. বেঞ্চ গঠন এবং ভেঙে দেয়ার ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতির ক্ষমতা আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা । খ. দুই বছরের জন্য অতিরিক্ত বিচারপতি নিয়োগ বাতিল করা গ. বিচারক নিয়োগে স্বচ্ছ নীতিমালা প্রণয়ন করা।"	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি
		সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগের জন্য একটি কলিজিয়াম সিস্টেম থাকা উচিত। আপিল বিভাগের বিচারপতি এবং প্রধান বিচারপতির নিয়োগ সম্পর্কে স্বচ্ছতা থাকা উচিত। supersession (অগ্রাহ্য করে নিয়োগ) সংস্কৃতির অবসান ঘটানো উচিত। আপিল বিভাগে নিয়োগের জন্য, অত্যন্ত দক্ষ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সরাসরি বার থেকে নিয়োগের সুযোগ দেওয়া উচিত।	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
		বিচারক নিয়োগে নির্ধারিত যোগ্যতা নির্ধারণের ধারা যুক্ত করতে হবে	বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ
		সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগের ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের হাতে থাকবে। এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শের প্রয়োজন হবে না	গণঅধিকার পরিষদ (ফারুক)
		বিচারক নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য পৃথক কমিশন: উচ্চ আদালতের বিচারকদের নিয়োগ, পদোন্নতি এবং অপসারণের প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য একটি পৃথক কমিশন গঠন করা হবে। এটি বিচার বিভাগের স্বচ্ছতা এবং ন্যায্যতা নিশ্চিত করবে, পাশাপাশি রাজনৈতিক চাপ থেকে বিচারকদের সুরক্ষা প্রদান করবে।	এবি পার্টি
		স্বাধীন বিচারপতি নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হবে, যা যোগ্যতার ভিত্তিতে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ বিচারপতি নিয়োগ নিশ্চিত করবে। কমিশন বিচার বিভাগের নৈতিকতা ও পেশাগত আচরণ পর্যবেক্ষণ করবে, যা বিচার বিভাগের প্রতি জনগণের আস্থা বজায় রাখবে।	বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি)
		বিচারক নিয়োগের কার্যকর নীতিমালা প্রণয়ন করা ।	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি
		বিচার বিভাগের ক্ষেত্রেও বর্তমানের যোগ্যতা ১০ বছরের জজিয়াতি বা ১০ বছরের উকালতি করার যোগ্যতার মানদণ্ড বাতিল করে সুনির্দিষ্টভাবে যোগ্যতার মাণদণ্ড নির্ধারণের মাধ্যমে বিচার কমিশন বা জুডিশিয়াল কাউন্সিলের মাধ্যমে নিয়োগ দানের বিধান করা।	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ

৬ষ্ঠ ভাগ : বিচার বিভাগ

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
		বিচার বিভাগকে সম্পূর্ণ দুর্নীতিমুক্ত, স্বাধীন ও রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখতে হবে।	বাংলাদেশ লেবার পার্টি
		বিচারবিভাগকে সম্পুর্ণ রূপে স্বাধীন করার জন্য উচ্চ আদালতে বিচারপতি নিয়োগের সুনির্দিষ্ট সাংবিধানিক নীতিমালা ও আইন প্রণয়ন করতে হবে। উচ্চ আদালতে বিচারপতি নিয়োগ, পদোন্নতি, এবং অপসারণের সিদ্ধান্ত সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠন করে তার এখতিয়ারভুক্ত করতে হবে।	গণসংহতি আন্দোলন
		সংবিধান সংশোধন সাপেক্ষে আলাদা বিধি প্রণয়ন করে উচ্চ ও নিম্ন আদালতে পেশাগত দক্ষতা, সততা, নিষ্ঠা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে বিচারক/বিচারপতি ও আইন কর্মকর্তা নিয়োগ করতে হবে। দ্রুত বিচারকার্য সম্পাদনের স্বার্থে আদালতগুলিতে বিচারক সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।	বাংলাদেশ লেবার পার্টি
		"(১) রাষ্ট্রপতি সংসদ বরাবর প্রধান বিচারপতি পদে যোগ্যতা বিচার পূর্বক নাম প্রস্তাব করিবেন। সংসদ প্রকাশ্য গণশুনানির মাধ্যমে প্রস্তাব যাচাই করিয়া তাহাদের অনুমোদন প্রদান করিলে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হইবেন। (২) প্রধান বিচারপতি উচ্চ আদালতের বিচারক পদে প্রার্থীদের নাম প্রস্তাব করিবেন। সংসদ প্রকাশ্য গণশুনানির মাধ্যমে প্রস্তাব যাচাই বাছাই করিয়া প্রার্থীদের অনুমোদন প্রদান করিলে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক | প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হইবেন। (৩) কোনো ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক না হইলে, এবং (ক) সুপ্রীম কোর্টে অন্যূন দশ বৎসরকাল এ্যাডভোকেট না থাকিয়া থাকিলে, অথবা (খ) বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে অন্যূন দশ বৎসর কোনো বিচার বিভাগীয় পদে অধিষ্ঠান না করিয়া থাকিলে, অথবা (গ) সুপ্রীম কোর্টের বিচারক পদে নিয়োগ লাভের জন্য আইনের দ্বারা নির্ধারিত যোগ্যতা না থাকিয়া থাকিলে, (ঘ) বয়স পঁয়তাল্লিশ বছরের কম হইলে তিনি বিচারক পদে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না। (৪) এই অনুচ্ছেদে "সুপ্রীম কোর্ট বলিতে এই সংবিধান প্রবর্তনের পূর্বে যেকোন সময়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে যে আদালত হাইকোর্ট হিসাবে এখতিয়ার প্রয়োগ করিয়াছে, সেই আদালত অন্তর্ভুক্ত হইবে।"	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন
		"৯৫: সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিলঃ প্রধান বিচারপতিকে চেয়ারম্যান করে সুপ্রিম জডিসিয়াল কাউন্সিল গঠিত হবে ।নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ কাউন্সিলের সদস্য হবেনঃ ১.আইনমন্ত্রি ২.আপীল বিভাগের দুইজন জ্যেষ্ঠ বিচারক ৩.এটর্নি জেনারেল ৪.দুজন সংসদ সদস্য- একজন সরকারী দলের আর একজন বিরোধী দলের। ৫. সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবি সমিতির নির্বাচিত সভাপতি ও সেক্রেটারী ৬. দু'জন এমিকাস কিউরি যারা আপিল বিভাগের সিনিয়র আইনজীবীদের মধ্য থেকে আপিল বিভাগ কর্তৃক মনোনীত মনোনীত হবেন।"	খেলাফত মজলিস
		"Article 2) 95) which should be substituted as follows; A person shall be qualified for appointment as a Judge if he is a citizen of Bangladesh and has been in actual unbroken regular practice as an advocate of the Supreme Court for at least 15 years or has been in actual and active practice in the District and Sessions Court for at least 20 years or has been a judge for 20 years in the subordinate judiciary doing judicial work. Further, there will be no quotas, but all appointments will be made based on merit. Article 3) 95) There shall be a Judicial Commission comprising the Chief Justice, senior most puisne Judge of the Appellate Division, senior most Judge of the High Court Division, the Attorney General, the Minister for Law and the President of the Supreme Court Bar Association will compile a list of persons suitable for appointment as a Judge of the Supreme Court, shall interview all those on the list and finalize the names for appointment as Judges of the Supreme court and forward it to the President for completing the necessary process of appointment after essential verification and report by the National Security Intelligence and Special branch in separately sealed confidential covers to the President. Any adverse report against any person selected for appointment can only be overlooked or overruled by the said Judicial Commission by a majority of the Commission members."	Bangladesh Muslim Legue

	৬ষ্ঠ ভাগ : বিচার বিভাগ		
অনুচ্ছেদ/অংশ	**বর্তমান সংবিধান**	**সুপারিশ**	**প্রস্তাবক দলের নাম**
		বিচারপতি নিয়োগ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে স্থায়ী সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল গঠন করতে হবে। কাউন্সিলে সংক্ষুব্ধ আইনজীবী ও বিচার প্রার্থীরা অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন।	বাংলাদেশ লেবার পার্টি
অনুচ্ছেদ ৯৬ (বিচারকের পদের মেয়াদ)	৫৯ [৯৬। (১) এই অনুচ্ছেদের অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে কোন বিচারক সাতষট্টি বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন। ৬০ [(২) প্রমাণিত অসদাচরণ বা অসামর্থ্যের কারণে সংসদের মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতার দ্বারা সমর্থিত সংসদের প্রস্তাবক্রমে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতির আদেশ ব্যতীত কোন বিচারককে অপসারিত করা যাইবে না। (৩) এই অনুচ্ছেদের (২) দফার অধীন প্রস্তাব সম্পর্কিত পদ্ধতি এবং কোন বিচারকের অসদাচরণ বা অসামর্থ্য সম্পর্কে তদন্ত ও প্রমাণের পদ্ধতি সংসদ আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবেন। (৪) কোন বিচারক রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ করিয়া স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।]	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদটি প্রতিস্থাপিত হলেও আদতে পূর্বের বিধানই অপরিবর্তিত রয়েছে। পরবর্তীতে ষোড়শ সংশোধনীর মাধ্যমে বিচারকদের অপসারণ সংক্রান্ত সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল বিলুপ্ত করে সংসদ কর্তৃক অপসারণের বিধান করা হয়।--- ষোড়শ সংশোধনী ইতোমধ্যে সর্বোচ্চ আদালত কর্তৃক অবৈধ ঘোষিত পূর্বতন বিধান পুনঃবহাল হয়েছে।	বিএনপি
		প্রধান বিচারপতি পদটি স্থায়ীকরণ হবে না। পর্যায়ক্রমিক হবে। আপিল বিভাগের শীর্ষ জ্যেষ্ঠতা অনুসারে ৫ বিচারপতি পর্যায়ক্রমে দায়িত্ব পালন করবেন।	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
		বিচারপতিদের অপসারণের ক্ষমতা সংসদ থেকে কেড়ে নেওয়া উচিত। বিচারিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে বিচারপতিদের শৃঙ্খলার জন্য একটি অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা থাকা উচিত। তবে, ১৫তম সংশোধনের আগে যে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের মাধ্যমে বিচারপতিদের অপসারণের প্রক্রিয়া ছিল, তা সংশোধন করা উচিত। কারণ এতে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে।	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
		"১) এই অনুচ্ছেদের অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে কোনো বিচারক পঁয়ষট্টি বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন। (২) প্রমাণিত অসদাচরণ বা অসামর্থ্যের কারণে সংসদের মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতার দ্বারা সমর্থিত সংসদের প্রস্তাবক্রমে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতির আদেশ ব্যতীত কোনো বিচারককে অপসারিত করা যাইবে না। (৩) কোনো বিচারক রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করিয়া স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।"	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন
		৯৬(১) জুডিসিয়াল কাউন্সিলের দায়িত্ব: তারা হাইকোর্টের বিচারপতি নিয়োগের সুপারিশ করবেন এবং তাদের সুপারিশের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি তাদের নিয়োগ দিবেন ৯৬(২) আপীল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতিকে প্রধান বিচারপতি হিসাবে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দেবেন। ৯৬(৩) সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিল কোন বিচার পতিকে আইন অনুযায়ী অভিশংসনের সুপারিশ করতে পারবেন । কোন বিচারপতির বিরুদ্ধে অভিশংসনের সুপারিশ করলে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তিনি অপসারিত হবেন।	খেলাফত মজলিস
অনুচ্ছেদ ৯৭ (অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি নিয়োগ)		৯৭. জনগণের দোরগোড়ায় ন্যায় বিচার পৌছাবার জন্যে হাইকোর্টকে রাজধানীতে কেন্দ্রীভূত না করে প্রত্যেক প্রশাসনিক বিভাগে হাইকোর্টের একটি করে বেঞ্চ স্থাপিত হবে ।	খেলাফত মজলিস
অনুচ্ছেদ ৯৮ (সুপ্রীম কোর্টের অতিরিক্ত বিচারকগণ)	৯৮। সংবিধানের ৯৪ অনুচ্ছেদের বিধানাবলী সত্ত্বেও 61[* * *] রাষ্ট্রপতির নিকট সুপ্রীম কোর্টের কোন বিভাগের বিচারক-সংখ্যা সাময়িকভাবে বৃদ্ধি করা উচিত বলিয়া সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইলে তিনি যথাযথ যোগ্যতাসম্পন্ন এক বা একাধিক ব্যক্তিকে অনধিক দুই বৎসরের জন্য অতিরিক্ত বিচারক নিযুক্ত করিতে পারিবেন, কিংবা তিনি উপযুক্ত বিবেচনা করিলে হাইকোর্ট বিভাগের কোন বিচারককে 62[যে কোন অস্থায়ী মেয়াদের জন্য আপীল বিভাগের আসন গ্রহণের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন]: তবে শর্ত থাকে যে, অতিরিক্ত বিচারকরূপে নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে এই সংবিধানের ৯৫ অনুচ্ছেদের অধীন বিচারকরূপে নিযুক্ত হইতে কিংবা বর্তমান অনুচ্ছেদের অধীন আরও এক মেয়াদের জন্য অতিরিক্ত বিচারকরূপে নিযুক্ত হইতে বর্তমান অনুচ্ছেদের কোন কিছুই নিবৃত্ত করিবে না।	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তনটি নিতান্তই ভাষাগত। বাস্তবক্ষেত্রে এর তাৎপর্য নেই বললেই চলে।---সংশোধিত অনুচ্ছেদটি অপরিবর্তিত রাখা যেতে পারে। (পঞ্চদশ সংশধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন)	বিএনপি

	৬ষ্ঠ ভাগ : বিচার বিভাগ		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
		সুপ্রীম কোর্টের অতিরিক্ত বিচারকগণ 'যথাযথ যোগ্যতাসম্পন্ন' লিখতে হবে	বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ
		৯৮: বিচার বিভাগ সম্পূর্ণ স্বাধীন হবে এবং বিচারকগণ স্বাধীনভাবে আইনের মাধ্যমে বিচার করবেন । কোন অবস্থাতেই নির্বাহী বিভাগ কোন স্তরের আদালতের উপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করতে পারবে না। এ ধরনের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা যদি প্রমানিত হয় তাহলে আপীল বিভাগ তাকে গুরুতর অন্যায় রূপে বিবেচনা করে তার উপযুক্ত প্রতিবিধান করতে পারবে।	খেলাফত মজলিস
অনুচ্ছেদ ৯৯ (অবসর গ্রহণের পর বিচারকগণের অক্ষমতা)	"৬৩ [৯৯। (১) কোন ব্যক্তি (এই সংবিধানের ৯৮ অনুচ্ছেদের বিধানাবলী-অনুসারে অতিরিক্ত বিচারকরূপে দায়িত্ব পালন ব্যতীত) বিচারকরূপে দায়িত্ব পালন করিয়া থাকিলে উক্ত পদ হইতে অবসর গ্রহণের বা অপসারিত হইবার পর তিনি কোন আদালত বা কোন কর্তৃপক্ষের নিকট ওকালতি বা কার্য করিবেন না এবং বিচার বিভাগীয় বা আধা-বিচার বিভাগীয় পদ ব্যতীত প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোন লাভজনক পদে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না। (২) (১) দফায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তি হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক পদে বহাল থাকিলে উক্ত পদ হইতে অবসর গ্রহণের পর তিনি আপীল বিভাগে ওকালতি বা কার্য করিতে পারিবেন।]"	নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংক্রান্ত ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদে আনীত পরিবর্তনকে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে রহিত করা হয়।--- পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তনকে রহিত করতে হবে।	বিএনপি
		কোনো ব্যক্তি (এই সংবিধানের ৯৮ অনুচ্ছেদের বিধানাবলী অনুসারে অতিরিক্ত বিচারকরূপে দায়িত্ব পালন ব্যতীত) বিচারকরূপে দায়িত্ব পালন করিয়া থাকিলে উক্ত পদ হইতে অবসর গ্রহণের বা অপসারিত হইবার পর তিনি কোনো আদালত বা কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট ওকালতি বা কার্য করিবেন না এবং বিচার বিভাগীয় বা আধা বিচার বিভাগীয় পদ ব্যতীত জনগণতন্ত্রের কর্মে কোনো লাভজনক পদে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না।	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন
অনুচ্ছেদ ১০০ (সুপ্রীম কোর্টের আসন)	৬৪ [১০০। রাজধানীতে সুপ্রীম কোর্টের স্থায়ী আসন থাকিবে, তবে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লইয়া প্রধান বিচারপতি সময়ে সময়ে অন্য যে স্থান বা স্থানসমূহ নির্ধারণ করিবেন, সেই স্থান বা স্থানসমূহে হাইকোর্ট বিভাগের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে।]	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদটি প্রতিস্থাপিত হলেও আদতে পূর্বের বিধানই অপরিবর্তিত রয়েছে।--- প্রতিস্থাপিত অনুচ্ছেদটি বহাল রাখতে হবে।(পঞ্চদশ সংশধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন)।	বিএনপি
		রাজধানীতে সুপ্রীম কোর্টের স্থায়ী আসন থাকিবে, রাষ্ট্রের প্রতি বিভাগে সার্কিট বেঞ্চ গড়িয়া তোলা | হইবে। উচ্চ আদালতের সেবা নাগরিকদের নিকটতর করিবার লক্ষ্যে, প্রধান বিচারপতি সময়ে সময়ে অন্য যে স্থান বা স্থানসমূহ নির্ধারণ করিবেন, সেই স্থান বা স্থানসমূহে হাইকোর্ট বিভাগের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে।	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন
		The permanent seat of the Supreme Court shall be in the capital but such number of permanent benches of the High Court Division with registries may be appointed in such places as the Judicial Commission may determine9 and if necessaryp sessions of the High Court Division may be held in such other place or places as the Chief Justice may with the approval of President from time to time determine.	Bangladesh Muslim Legue
অনুচ্ছেদ ১০১ (হাইকোর্ট বিভাগের এখতিয়ার)	৬৫ [১০১। এই সংবিধান বা অন্য কোন আইনের দ্বারা হাইকোর্ট বিভাগের উপর যেরূপ আদি, আপীল ও অন্যপ্রকার এখতিয়ার ও ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে, উক্ত বিভাগের সেইরূপ এখতিয়ার ও ক্ষমতা থাকিবে।]	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদটি প্রতিস্থাপিত হলেও আদতে পূর্বের বিধানই অপরিবর্তিত রয়েছে।--- প্রতিস্থাপিত অনুচ্ছেদটি বহাল রাখতে হবে।(পঞ্চদশ সংশধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন)।	বিএনপি
		হাইকোর্ট বিভাগে বেঞ্চ পূনর্গঠনে শুধু বিচারক পরিবর্তন করে অধিক্ষেত্র ও কার্যতালিকা অপরিবর্তিত রাখতে হবে এবং ক্রমানুসারে মামলার শুনানী ও আদেশ প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে ।	বাংলাদেশ লেবার পার্টি
		হাইকোর্ট বেঞ্চের বিকেন্দ্রীকরণ: বিচার ব্যবস্থাকে অধিক জনগণবান্ধব করার লক্ষ্যে হাইকোর্ট বেঞ্চের বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে। বিচার ব্যবস্থাকে বিচারগ্রহিতার দোর গোড়ায় নিয়ে যেতে হবে।	এবি পার্টি

৬ষ্ঠ ভাগ : বিচার বিভাগ

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
অনুচ্ছেদ ১০২ (কতিপয় আদেশ ও নির্দেশ প্রভৃতি দানের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতা)	৬৬ [১০২।(১) কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে এই সংবিধানের তৃতীয় ভাগের দ্বারা অর্পিত অধিকারসমূহের যে কোন একটি বলবৎ করিবার জন্য প্রজাতন্ত্রের বিষয়াবলীর সহিত সম্পর্কিত কোন দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তিসহ যে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে হাইকোর্ট বিভাগ উপযুক্ত নির্দেশাবলী বা আদেশাবলী দান করিতে পারিবেন। (২) হাইকোর্ট বিভাগের নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আইনের দ্বারা অন্য কোন সমফলপ্রদ বিধান করা হয় নাই, তাহা হইলে (ক) যে কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে- (অ) প্রজাতন্ত্র বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিষয়াবলীর সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোন দায়িত্ব পালনে রত ব্যক্তিকে আইনের দ্বারা অনুমোদিত নয়, এমন কোন কার্য করা হইতে বিরত রাখিবার জন্য কিংবা আইনের দ্বারা তাঁহার করণীয় কার্য করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিয়া, অথবা (আ) প্রজাতন্ত্র বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিষয়াবলীর সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোন দায়িত্ব পালনে রত ব্যক্তির কৃত কোন কার্য বা গৃহীত কোন কার্যধারা আইনসংগত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে করা হইয়াছে বা গৃহীত হইয়াছে ও তাঁহার কোন আইনগত কার্যকরতা নাই বলিয়া ঘোষণা করিয়া উক্ত বিভাগ আদেশদান করিতে পারিবেন; অথবা (খ) যে কোন ব্যক্তির আবেদনক্রমে-(অ) আইনসংগত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে বা বেআইনী উপায়ে কোন ব্যক্তিকে প্রহরায় আটক রাখা হয় নাই বলিয়া যাহাতে উক্ত বিভাগের নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইতে পারে, সেইজন্য প্রহরায় আটক উক্ত ব্যক্তিকে উক্ত বিভাগের সম্মুখে আনয়নের নির্দেশ প্রদান করিয়া, অথবা (আ) কোন সরকারি পদে আসীন বা আসীন বলিয়া বিবেচিত কোন ব্যক্তিকে তিনি কোন্ কর্তৃত্ববলে অনুরূপ পদমর্যাদায় অধিষ্ঠানের দাবী করিতেছেন, তাহা প্রদর্শনের নির্দেশ প্রদান করিয়া উক্ত বিভাগ আদেশদান করিতে পারিবেন। (৩) উপরি-উক্ত দফাসমূহে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও এই সংবিধানের ৪৭ অনুচেছদ প্রযোজ্য হয়, এইরূপ কোন আইনের ক্ষেত্রে বর্তমান অনুচ্ছেদের অধীন অন্তর্বর্তীকালীন বা অন্য কোন আদেশ দানের ক্ষমতা হাইকোর্ট বিভাগের থাকিবে না। (৪) এই অনুচ্ছেদের (১) দফা কিংবা এই অনুচ্ছেদের (২) দফার (ক) উপ-দফার অধীন কোন আবেদনক্রমে যে ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী আদেশ প্রার্থনা করা হইয়াছে এবং অনুরূপ অর্ন্তবর্তী আদেশ (ক) যেখানে উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য কোন ব্যবস্থা কিংবা কোন উন্নয়নমূলক কার্যের প্রতিকূলতা বা বাধা সৃষ্টি করিতে পারে; অথবা (খ) যেখানে অন্য কোনভাবে জনস্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর হইতে পারে সেইখানে অ্যাটর্নি-জেনারেলকে উক্ত আবেদন সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত নোটিশদান এবং অ্যাটর্নি-জেনারেলের (কিংবা এই বিষয়ে তাহার দ্বারা ভারপ্রাপ্ত অন্য কোন এ্যাডভোকেটের) বক্তব্য শ্রবণ না করা পর্যন্ত এবং এই দফার (ক) বা (খ) উপ-দফায় উল্লিখিত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবে না বলিয়া হাইকোর্ট বিভাগের নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান না হওয়া পর্যন্ত উক্ত বিভাগ কোন অন্তর্বর্তী আদেশদান করিবেন না। (৫) প্রসংগের প্রয়োজনে অন্যরূপ না হইলে এই অনুচ্ছেদে ‘‘ব্যক্তি’’ বলিতে সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহ অথবা কোন শৃংখলা-বাহিনী সংক্রান্ত আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল ব্যতীত কিংবা এই সংবিধানের ১১৭ অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হয়, এইরূপ কোন ট্রাইব্যুনাল ব্যতীত যে কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল অন্তর্ভুক্ত হইবে।]	(৫) প্রসংগের প্রয়োজনে অন্যরূপ না হইলে এই অনুচ্ছেদে ‘‘ব্যক্তি’’ বলিতে সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহ অথবা কোন শৃংখলা-বাহিনী সংক্রান্ত আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল ব্যতীত কিংবা এই সংবিধানের ১১৭ অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হয়, এইরূপ কোন ট্রাইব্যুনাল ব্যতীত যে কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল অন্তর্ভুক্ত হইবে।---অনুচ্ছেদ ১০২(৫) বিলুপ্ত ঘোষনা।	" ১. বিএনপি ২. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী"

৬ষ্ঠ ভাগ : বিচার বিভাগ

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
		"(১) কোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে এই সংবিধানের তৃতীয় ভাগের দ্বারা অর্পিত অধিকারসমূহের যেকোন একটি বলবৎ করিবার জন্য জনগণতন্ত্রের বিষয়াবলীর সহিত সম্পর্কিত কোনো দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তিসহ যেকোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে হাইকোর্ট বিভাগ উপযুক্ত নির্দেশাবলী বা আদেশাবলী দান করিতে পারিবেন। (২) হাইকোর্ট বিভাগের নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আইনের দ্বারা অন্যকোন | সমফলপ্রদ বিধান করা হয় নাই, তাহা হইলে (ক) যেকোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে- অ) জনগণতন্ত্র বা কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিষয়াবলীর সহিত সংশ্লিষ্ট যেকোন দায়িত্ব পালনে রত ব্যক্তিকে আইনের দ্বারা অনুমোদিত নয়, এমন কোনো কার্য করা হইতে বিরত রাখিবার জন্য কিংবা আইনের দ্বারা তাঁহার করণীয় কার্য করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিয়া, অথবা (আ) জনগণতন্ত্র বা কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিষয়াবলীর সহিত সংশ্লিষ্ট যেকোন দায়িত্ব পালনে রত ব্যক্তির কৃত কোনো কার্য বা গৃহীত কোনো কার্যধারা আইনসংগত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে করা হইয়াছে বা গৃহীত হইয়াছে এবং তাঁহার কোনো আইনগত কার্যকরতা নাই বলিয়া ঘোষণা করিয়া উক্ত বিভাগ আদেশদান করিতে পারিবেন, অথবা (খ) যেকোন ব্যক্তির আবেদনক্রমে- অ) আইনসংগত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে বা বেআইনী উপায়ে কোনো ব্যক্তিকে প্রহরায় আটক রাখা হয় নাই বলিয়া যাহাতে উক্ত বিভাগের নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইতে পারে, সেইজন্য প্রহরায় আটক উক্ত ব্যক্তিকে উক্ত বিভাগের সম্মুখে আনয়নের নির্দেশ প্রদান করিয়া, অথবা আ) কোনো সরকারি পদে আসীন বা আসীন বলিয়া বিবেচিত কোনো ব্যক্তিকে তিনি কোন্ কর্তৃত্ববলে অনুরূপ পদমর্যাদায় অধিষ্ঠানের দাবী করিতেছেন, তাহা প্রদর্শনের নির্দেশ প্রদান করিয়া উক্ত বিভাগ আদেশদান করিতে পারিবেন।"	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন
		THE PERSON FILING A WRIT PETITION MUST BE PERSONALLY AGGRIEVED or Petitions can be filed by registered private Societies or Non_Government Organizations for the benefit of the people at large, save and except) the foregoing no other person can file a Writ as a Public Interest Litigation.	Bangladesh Muslim Legue
অনুচ্ছেদ ১০৩ (আপীল বিভাগের এখতিয়ার)	"১০৩। (১) হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিক্রী, আদেশ বা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল শুনানীর ও তাহা নিষ্পত্তির এখতিয়ার আপীল বিভাগের থাকিবে। (২) হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিক্রী, আদেশ বা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল বিভাগের নিকট সেই ক্ষেত্রে অধিকারবলে আপীল করা যাইবে, যে ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগ (ক) এই মর্মে সার্টিফিকেট দান করিবেন যে, মামলাটির সহিত এই সংবিধান-ব্যাখ্যার বিষয়ে আইনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত রহিয়াছে; অথবা ৬৭ [(খ) কোন মৃত্যুদণ্ড বহাল করিয়াছেন কিংবা কোন ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন ; অথবা] (গ) উক্ত বিভাগের অবমাননার জন্য কোন ব্যক্তিকে দণ্ডদান করিয়াছেন; এবং সংসদে আইন-দ্বারা যেরূপ বিধান করা হইবে, সেইরূপ অন্যান্য ক্ষেত্রে। (৩) হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিক্রী, আদেশ বা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে যে মামলায় এই অনুচ্ছেদের (২) দফা প্রযোজ্য নহে, কেবল আপীল বিভাগ আপীলের অনুমতিদান করিলে সেই মামলায় আপীল চলিবে। (৪) সংসদ আইনের দ্বারা ঘোষণা করিতে পারিবেন যে, এই অনুচ্ছেদের বিধানসমূহ হাইকোর্ট বিভাগের প্রসঙ্গে যেরূপ প্রযোজ্য, অন্য কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনালের ক্ষেত্রেও তাহা সেইরূপ প্রযোজ্য হইবে।"	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে হাইকোর্ট বিভাগের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল বিভাগে অধিকারবঅলে আপীল করার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়।---প্রতিস্থাপিত অনুচ্ছেদটি বহাল রাখতে হবে।(পঞ্চদশ সংশধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন)।	বিএনপি
		আদালতের নির্দেশনা আইনসভা কতটুকু বাধ্যতামূলকভাবে মেনে চলবে সেটা সুস্পষ্ট হতে হবে।	এনডিএম

৬ষ্ঠ ভাগ : বিচার বিভাগ

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
অনুচ্ছেদ ১০৬ (সুপ্রীম কোর্টের উপদেষ্টামূলক এখতিয়ার)	১০৬। যদি কোন সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতীয়মান হয় যে, আইনের এইরূপ কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে বা উত্থাপনের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে, যাহা এমন ধরনের ও এমন জনগুরুত্বসম্পন্ন যে, সেই সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টের মতামত গ্রহণ করা প্রয়োজন, তাহা হইলে তিনি প্রশ্নটি আপীল বিভাগের বিবেচনার জন্য প্রেরণ করিতে পারিবেন এবং উক্ত বিভাগ স্বীয় বিবেচনায় উপযুক্ত শুনানীর পর প্রশ্নটি সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে স্বীয় মতামত জ্ঞাপন করিতে পারিবেন।	অধ্যাদেশ প্রণয়নের আগে তা ক্রমানুসারে সংসদের উচ্চকক্ষ বা সংসদীয় কমিটি বা সুপ্রীম কোর্টের সংশ্লিষ্ট বিভাগের মতামত/পরামর্শ গ্রহণ করবেন।	"১. জাতীয় নাগরিক কমিটি ২. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ"
অনুচ্ছেদ ১০৭ (সুপ্রীম কোর্টের বিধি প্রণয়ন ক্ষমতা)	"১০৭। (১) সংসদ কর্তৃক প্রণীত যে কোন আইন-সাপেক্ষে সুপ্রীম কোর্ট রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লইয়া প্রত্যেক বিভাগের এবং অধঃস্তন যে কোন আদালতের রীতি ও পদ্ধতি-নিয়ন্ত্রণের জন্য বিধিসমূহ প্রণয়ন করিতে পারিবেন। ৬৮[(২) সুপ্রীম কোর্ট এই অনুচ্ছেদের (১) দফা এবং এই সংবিধানের ১১৩ ও ১১৬ অনুচ্ছেদের অধীন দায়িত্বসমূহের ভার উক্ত আদালতের কোন একটি বিভাগকে কিংবা এক বা একাধিক বিচারককে অর্পণ করিতে পারিবেন। (৩) এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত বিধিসমূহ-সাপেক্ষে কোন্ কোন্ বিচারককে লইয়া কোন্ বিভাগের কোন্ বেঞ্চ গঠিত হইবে এবং কোন্ কোন্ বিচারক কোন্ উদ্দেশ্যে আসন গ্রহণ করিবেন, তাহা প্রধান বিচারপতি নির্ধারণ করিবেন।] (৪) প্রধান বিচারপতি সুপ্রীম কোর্টের যে কোন বিভাগের কর্মে প্রবীণতম বিচারককে সেই বিভাগে এই অনুচ্ছেদের (৩) দফা কিংবা এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত বিধিসমূহ-দ্বারা অর্পিত যে কোন ক্ষমতাপ্রয়োগের ভার প্রদান করিতে পারিবেন।"	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সামান্য পরিবর্তন আনা হয়েছে । পরিবর্তিত বিধানমতে - সুপ্রীম কোর্টের কোন একটি বিভাগকে কিংবা এক বা একাধিক বিচারককে ১১৬ অনুচ্ছেদের (সুপ্রীম কোর্টের কর্মচারীগণ) অধীন দায়িত্বসমূহ অর্পণ করিতে পারিবে।---সংশোধিত অনুচ্ছেদটি অপরিবর্তিত রাখা যেতে পারে। (পঞ্চদশ সংশধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন)	বিএনপি
		"(১) বিচার বিভাগের কর্মচারীদের নিয়োগ, পদোন্নতি, কর্মস্থল নির্ধারণ, বেতন ও সুযোগ-সুবিধা কাঠামো নির্ণয়ের জন্য বিচার বিভাগের জন্য একটি সচিবালয় থাকিবে । প্রধান বিচারপতি এই সচিবালয়ের প্রধান বলিয়া বিবেচিত হইবেন। রাষ্ট্র এই সচিবালয়ের অর্থের সংকুলান করিবে। এই সচিবালয় বিচার বিভাগের প্রতিটি অংশের এবং অধঃস্তন যেকোন আদালতের রীতি ও পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণের জন্য বিধিসমূহ প্রণয়ন করিতে পারিবেন। (২) সুপ্রীম কোর্ট এই অনুচ্ছেদের (১) দফা দায়িত্বসমূহের ভার উক্ত আদালতের কোনো একটি বিভাগকে কিংবা এক বা একাধিক বিচারককে অর্পণ করিতে পারিবেন। (৩) এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত বিধিসমূহ সাপেক্ষে কোন্ কোন্ বিচারককে লইয়া কোন্ বিভাগের কোন্ বেঞ্চ গঠিত হইবে এবং কোন্ কোন্ বিচারক কোন্ উদ্দেশ্যে আসন গ্রহণ করিবেন, তাহা প্রধান বিচারপতি নির্ধারণ করিবেন। (৪) প্রধান বিচারপতি সুপ্রীম কোর্টের যেকোন বিভাগের কর্মে প্রবীণতম বিচারককে সেই বিভাগে এই অনুচ্ছেদের (৩) দফা কিংবা এই অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত বিধিসমূহ দ্বারা অর্পিত যেকোন ক্ষমতা প্রয়োগের ভার প্রদান করিতে পারিবেন।"	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন
অনুচ্ছেদ ১০৯ (আদালতসমূহের উপর তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ)	১০৯। হাইকোর্ট বিভাগের অধঃস্তন সকল ৬৯[আদালত ও ট্রাইব্যুনালের] উপর উক্ত বিভাগের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা থাকিবে।	পঞ্চদশ সংশোধনীর পূর্বে অধঃস্তন সকল আদালতের উপর হাইকোর্ট বিভাগের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রন -ক্ষমতা ছিল। সংশোধনীর মাধ্যমে অধঃস্তন আদালতের পাশাপাশি ট্রাইবুনালকেও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার অধীন করা হয়েছে।---সংশোধিত অনুচ্ছেদটি অপরিবর্তিত রাখা যেতে পারে। (পঞ্চদশ সংশধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন)	বিএনপি
অনুচ্ছেদ ১১১ (সুপ্রীম কোর্টের রায়ের বাধ্যতামূলক কার্যকরতা)	আপীল বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত আইন হাইকোর্ট বিভাগের জন্য এবং সুপ্রীম কোর্টের যে কোন বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত আইন অধস্তন সকল আদালতের জন্য অবশ্যপালনীয় হইবে।	The Law declared by the Appellate Division in an Appeal shall be binding upon the High Court Division and the law declared by either division of the Supreme Court shall be binding on all Courts subordinate to it Provlded further that any opinion given in Leave Petitions will not be Law, hence not binding upon any Court including the HCD.	Bangladesh Muslim Legue

	৬ষ্ঠ ভাগ : বিচার বিভাগ		
অনুচ্ছেদ/অংশ	**বর্তমান সংবিধান**	**সুপারিশ**	**প্রস্তাবক দলের নাম**
অনুচ্ছেদ ১১৩ (সুপ্রীম কোর্টের কর্মচারীগণ)	"১১৩। (১) প্রধান বিচারপতি কিংবা তাঁহার নির্দেশক্রমে অন্য কোন বিচারক বা কর্মচারী সুপ্রীম কোর্টের কর্মচারীদিগকে নিযুক্ত করিবেন এবং রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমোদনক্রমে সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক প্রণীত বিধিসমূহ-অনুযায়ী এই নিয়োগদান করা হইবে। (২) সংসদের যে কোন আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক প্রণীত বিধিসমূহে যেরূপ নির্ধারিত হইবে, সুপ্রীম কোর্টের কর্মচারীদের কর্মের শর্তাবলী সেইরূপ হইবে।"	"(১) প্রধান বিচারপতি কিংবা তাঁহার নির্দেশক্রমে অন্যকোন বিচারক বা কর্মচারী সুপ্রীম কোর্টের কর্মচারীদিগকে নিযুক্ত করিবেন এবং সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক প্রণীত বিধিসমূহ অনুযায়ী এই নিয়োগদান করা হইবে। (২) সংসদের যেকোন আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক প্রণীত বিধিসমূহে যেরূপ নির্ধারিত হইবে, সুপ্রীম কোর্টের কর্মচারীদের কর্মের শর্তাবলী সেইরূপ হইবে।"	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন
	"২য় পরিচ্ছেদ অধস্তন আদালত"		
অনুচ্ছেদ ১১৪ (অধস্তন আদালত-সমূহ প্রতিষ্ঠা)	১১৪। আইনের দ্বারা যেরূপ প্রতিষ্ঠিত হইবে, সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত সেইরূপ অন্যান্য অধস্তন আদালত থাকিবে।	বিচার ব্যবস্থা উপজেলা পর্যায়ে বিস্তৃত হবে।	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি
অনুচ্ছেদ ১১৫ (অধস্তন আদালতে নিয়োগ)	৭০ [১১৫। বিচারবিভাগীয় পদে বা বিচার বিভাগীয় দায়িত্বপালনকারী ম্যাজিস্ট্রেট পদে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক উক্ত উদ্দেশ্যে প্রণীত বিধিসমূহ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নিয়োগদান করিবেন।]	নিম্ন আদালতের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি সম্পূর্ণরূপে উচ্চ আদালতের ওপর ন্যস্ত করা	গণসংহতি আন্দোলন
		অধস্তন আদালতের উপর কর্তৃত্ব এবং বিচারক নিয়োগ সুপ্রীম কোর্টের তত্ত্বাবধায়নে হবে। অধস্তন আদালতের বিচারক পদায়ন বা বদলী সংক্রান্ত সকল নিয়ন্ত্রণ প্রধান বিচারপতির হাতে থাকবে। উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত আদালত স্থাপিত হতে হবে	জাতীয় নাগরিক কমিটি
		বিচার বিভাগীয় পদে বা বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব পালনকারী ম্যাজিষ্ট্রেট পদে প্রধান বিচারপতি কর্তৃক উক্ত উদ্দেশ্যে প্রণীত বিধিসমূহ অনুযায়ী প্রধান বিচারপতি বা তার নির্দেশে দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্যকোন | বিচারপতি নিয়োগদান করিবেন।	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন
অনুচ্ছেদ ১১৬ (অধঃস্তন আদালত সমূহের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা)	৭১ [১১৬। বিচার-কর্মবিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিদের এবং বিচারবিভাগীয় দায়িত্বপালনে রত ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ন্ত্রণ (কর্মস্থল- নির্ধারণ, পদোন্নতিদান ও ছুটি মঞ্জুরীসহ) ও শৃংখলাবিধান রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তাহা প্রযুক্ত হইবে।]	বিচার-কর্মবিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিদের এবং বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব পালনে রত ম্যাজিস্ট্রটদের নিয়ন্ত্রণ (কর্মস্থল-মঞ্জরীসহ) ও শৃঙখলাবিধান রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং সুপ্রীমকোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কতৃক তাহা প্রযুক্ত হইবে'। [পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদটি প্রতিস্থাপিত হলেও আদতে পূর্বের বিধানই অপরিবর্তিত রয়েছে।]---অনুচ্ছেদ ১১৬ সংশোধনের মাধ্যমে সুপ্রীম কোর্টের উপর পূর্ণ ক্ষমতা ন্যস্ত করার বিধান যুক্ত করিতে হইবে। উপরোক্ত উদ্দেশ্য পূরনকল্পে নিম্নোক্ত উপায়ে Lower Judicial Council গঠনের বিধান সংযোজন করা যেতে পারে। (১)গঠনঃ প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে আপীল বিভাগের একজন এবং হাইকোর্ট বিভাগের একজন বিচারপতির সমন্বয়ে কাউন্সিলটি গঠিত হইবে। (২) ক্ষমতাঃ অধঃস্তন আদালতসমূহের কোন বিচারকের অসদাচারণ বা অসামর্থ্য ইত্যাদি তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।	বিএনপি
		উচ্চ আদালত ও নিম্ন আদালতের উপর সরকার যেন অন্যায় হস্তক্ষেপ না করতে পারে সেজন্য সংবিধানের ৪৮, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ১১৩, ১১৪, ১১৬ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অনুচ্ছেদের সংস্কার করা।	"১. বাংলাদেশ বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ ২. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)"
		বিচার-কর্ম বিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিদের এবং বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব পালনে রত ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ন্ত্রণ (কর্মস্থল- নির্ধারণ, পদোন্নতিদান ও ছুটি মঞ্জুরিসহ) ও শৃংখলাবিধান প্রধান বিচারপতির উপর ন্যস্ত থাকিবে।	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন
	"৩য় পরিচ্ছেদ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল"		

	৬ষ্ঠ ভাগ : বিচার বিভাগ		
অনুচ্ছেদ/অংশ	**বর্তমান সংবিধান**	**সুপারিশ**	**প্রস্তাবক দলের নাম**
অনুচ্ছেদ ১১৭ (প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালসমূহ)	"১১৭। (১) ইতঃপূর্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমুহ সম্পর্কে বা ক্ষেত্রসমুহ হইতে উদ্ভূত বিষয়াদির উপর এখতিয়ার প্রয়োগের জন্য সংসদ আইনের দ্বারা এক বা একাধিক প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেনঃ (ক) নবম ভাগে বর্ণিত বিষয়াদি এবং অর্থদণ্ড বা অন্য দণ্ডসহ প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের কর্মের শর্তাবলী; (খ) যে কোন রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগ বা সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষের চালনা ও ব্যবস্থাপনা এবং অনুরূপ উদ্যোগ বা সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষে কর্মসহ কোন আইনের দ্বারা বা অধীন সরকারের উপর ন্যস্ত বা সরকারের দ্বারা পরিচালিত কোন সম্পত্তির অর্জন, প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ও বিলি-ব্যবস্থা; (গ) যে আইনের উপর এই সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের ৭৩ [(৩)] দফা প্রযোজ্য হয়, সেইরূপ কোন আইন। (২) কোন ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের অধীন কোন প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠিত হইলে অনুরূপ ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ারের অন্তর্গত কোন বিষয়ে অন্য কোন আদালত কোনরূপ কার্যধারা গ্রহণ করিবেন না বা কোন আদেশ প্রদান করিবেন না; তবে শর্ত থাকে যে, সংসদ আইনের দ্বারা কোন ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা বা অনুরূপ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীলের বিধান করিতে পারিবেন।	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনের সর্ব্বোচ্চ সংখ্যা ৪ জনে সীমিত করা হয়েছে। পূর্বে এ সংখযা অনির্দিষ্ট ছিল।---সংশোধিত অনুচ্ছেদটি অপরিবর্তিত রাখা যেতে পারে। (পঞ্চদশ সংশধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন)	বিএনপি
		"(১) ইতোপূর্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহ সম্পর্কে বা ক্ষেত্রসমূহ হইতে উদ্ভূত বিষয়াদির উপর এখতিয়ার প্রয়োগের জন্য সংসদ আইনের দ্বারা এক বা একাধিক প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন (ক) যেকোন রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগ বা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের চালনা ও ব্যবস্থাপনা এবং অনুরূপ উদ্যোগ বা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষে কর্মসহ কোনো আইনের দ্বারা বা অধীন সরকারের উপর ন্যস্ত বা সরকারের দ্বারা পরিচালিত কোনো সম্পত্তির অর্জন, প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ও বিলি-ব্যবস্থা, (২) কোনো ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের অধীন কোনো প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠিত হইলে অনুরূপ ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ারের অন্তর্গত কোনো বিষয়ে অন্যকোন আদালত কোনরূপ কার্যধারা গ্রহণ করিবেন না বা কোনো আদেশ প্রদান করিবেন না, তবে শর্ত থাকে যে, সংসদ আইনের দ্বারা কোনো ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা বা অনুরূপ| সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীলের বিধান করিতে পারিবেন।"	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন
অন্যান্য প্রস্তাব		"আইন কর্মকর্তাদের বিনামূল্যে চিকিৎসা ও আবাসন সুবিধাসহ বেতন-ভাতার বৈষম্য দূর করতে হবে । "	বাংলাদেশ লেবার পার্টি
		"আদালতে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তার জন্য কোর্ট পুলিশ ব্যবস্থা চালু করতে হবে । নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্ট এ্যাক্ট সংশোধন, সহজীকরণ ও মামলার দীর্ঘসূত্রীতা রোধ করতে হবে।"	বাংলাদেশ লেবার পার্টি
	সাংবিধানিক আদালত গঠন	"ক. সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতির অধীনে সাত (৭) সদস্য বিশিষ্ট 'সাংবিধানিক আদালত' গঠিত হবে। খ. সংবিধান বিষয়ে অভিজ্ঞ অবসরপ্রাপ্ত আরও ছয় (৬) জন বিচারপতি এই কমিটির সদস্য থাকবেন। গ. সাংবিধানিক জটিলতা বিষয়ে 'সাংবিধানিক আদালত'-এর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। ঘ. নির্বাচন সংক্রান্ত যেকোনো বিষয়ে 'সাংবিধানিক আদালত' সর্বোচ্চ সংস্থা হিসেবে গণ্য হবে।"	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি
		সকল গণবিরোধী আইন বাতিল করে একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা উপযোগী আইন তৈরি করতে হবে।	গণসংহতি আন্দোলন
	গণমুখী প্রশাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন	ঔপনিবেশিক প্রশাসন ব্যবস্থা বিলোপ করে গণমুখী প্রশাসন ব্যবস্থার প্রবর্তনের লক্ষ্যে নির্দেশনা প্রদান করা।	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি
		বিচারিক পর্যালোচনার প্রক্রিয়া স্পষ্ট করতে হবে।	জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট

	৬ষ্ঠ ভাগ : বিচার বিভাগ		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
		"সাধারণ কয়েদীদেরকে জরিমানার বিনিময়ে শর্ত সাপেক্ষে কারামুক্তি দেয়ার বিধান করতে হবে। আসামী গ্রেফতারের সময় আইন-শৃংখলা বাহিনীর সদস্যদের ছবিসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষরিত নির্ধারিত পরিচিতি ফরম নিজ হস্তে পূরণ করে আসামীর অভিভাবকের নিকট জমার বিধান করতে হবে। কোন পরিবারে সন্ত্রাসী থাকলে আইন-শৃংখলা বাহিনীকে অবগত করতে হবে, অন্যথায় সন্ত্রাসী প্রশ্রয় দেয়ার অপরাধে পরিবারের প্রধান সদস্যকে সংশ্লিষ্ট অপরাধের এক-চতুর্থাংশ সাজা প্রদানের বিধান করতে হবে।"	বাংলাদেশ লেবার পার্টি
		"সরকারী কর্মকর্তা, পুলিশ অফিসার ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের সমন্বয়ে ৩ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত টিম গঠন করে মামলার তদন্ত করতে হবে। গ্রাম আদালতের বিচার স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য করতে শিক্ষক ও ইমাম/ধর্মীয় নেতার সংশ্লিষ্টতা নশ্চিত করতে হবে । আদালতের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অর্থের বিনিময়ে অসাধু-অনৈতিক কার্যকলাপ ও লেনদেন বন্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ ও প্রমাণিত হলে শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।"	বাংলাদেশ লেবার পার্টি
		বাংলাদেশের সংবিধানে একটি ইসলামিক আদালত প্রতিষ্ঠা দেশের ইসলামী ঐতিহ্যের প্রতি প্রতিশ্রুতি শক্তিশালী করতে এবং ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে আইনি বিষয়গুলো সমাধঅন করতে সাহায্য করবে। এটি মুসলিক জনগণেল জন্য শরিয়া আইন অনুসারে পারিবারিক আইন, উত্তরাধিকার, চুক্তি ইত্যাদির মতো বিষয়গুলোর সমাধান নিশ্চিত করবে। এর মাধ্যমে মুসলিক জনগণের আইনি অধিকার সংরক্ষিত থাকবে এবং আদালতগুলোকে জাতীয় সংবিধানের অধীনে কাজ করতে হবে যাতে সকল নাগরিকের জন্য সমতা, ন্যায় এবং ধর্মীয় বৈষম্যমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা যায়।	বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি-বিজেপি
	সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল	সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠন করতে হবে। সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠিত হবে প্রধান বিচারপতি, বর্তমান আপীল বিভাগের ২ জন সর্বজ্যেষ্ঠ বিচারপতি, বর্তমান হাইকোর্ট বিভাগের ২ জন সর্বজ্যেষ্ঠ বিচারপতি। যার একজন আইনজীবী থেকে বিচারপতি হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত সর্বজ্যেষ্ঠ, অপরজন হবেন অধস্তন আদালতের বিচারক থেকে বিচারপতি হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত সর্বজ্যেষ্ঠ।	জাতীয় নাগরিক কমিটি
		বিচারক নিয়োগে রাষ্ট্রপতির কাছে পরামর্শ প্রধান বিচারপতি পাঠাবেন না। পাঠাবে সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল। বিচারক নিয়োগে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকতে হবে। আপিল বিভাগের সকল বিচারপতিকে নিয়োগের আগে পার্লামেন্টারি শুনানির মুখোমুখি হতে হবে। বেঞ্চ গঠন ক্ষমতাও সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের হাতে থাকবে।	জাতীয় নাগরিক কমিটি
		কোনো বিচারকের বিরুদ্ধে চাকরিতে থাকাবস্থায় এবং অবসরকালীন কেবল বিচার সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে কোনো ফৌজদারি অভিযোগের তদন্ত সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল করবে। অন্য কেউই নয়।	জাতীয় নাগরিক কমিটি
		শুধু আইনের শাসন নয়, ন্যায়ের শাসনও প্রতিষ্ঠা করা হবে।	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
		আইন সভার মাধ্যমে তৈরি যে কোনো আইন ন্যায়নীতির পরিপন্থী হলে বিচার বিভাগ তা বাতিল করতে পারবে ।	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
		কারাগারে ডিভিশন প্রথাসহ শ্রেণী বৈষম্য বাতিল করতে হবে	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ

	সপ্তম ভাগ : নির্বাচন		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
অনুচ্ছেদ ১১৮ (নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা)	১১৮ । ৭৪[(১) প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অনধিক চারজন নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া] বাংলাদেশের একটি নির্বাচন কমিশন থাকিবে এবং উক্ত বিষয়ে প্রণীত কোন আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়োগদান করিবেন। (২) একাধিক নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া নির্বাচন কমিশন গঠিত হইলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার তাহার সভাপতিরূপে কার্য করিবেন। (৩) এই সংবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে কোন নির্বাচন কমিশনারের পদের মেয়াদ তাঁহার কার্যভার গ্রহণের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসরকাল হইবে এবং (ক) প্রধান নির্বাচন কমিশনার-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এমন কোন ব্যক্তি প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগলাভের যোগ্য হইবেন না; (খ) অন্য কোন নির্বাচন কমিশনার অনুরূপ পদে কর্মাবসানের পর প্রধান নির্বাচন কমিশনাররূপে নিয়োগলাভের যোগ্য হইবেন, তবে অন্য কোনভাবে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগলাভের যোগ্য হইবেন না। (৪) নির্বাচন কমিশন দায়িত্বপালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবেন এবং কেবল এই সংবিধান ও আইনের অধীন হইবেন। (৫) সংসদ কর্তৃক প্রণীত যে কোন আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে নির্বাচন কমিশনারদের কর্মের শর্তাবলী রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, সেইরূপ হইবে; তবে শর্ত থাকে যে, সুপ্রীম কোর্টের বিচারক যেরূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হইতে পারেন, সেইরূপ পদ্ধতি ও কারণ ব্যতীত কোন নির্বাচন কমিশনার অপসারিত হইবেন না। (৬) কোন নির্বাচন কমিশনার রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ করিয়া স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনের সর্বোচ্চ সংখ্যা ৪ জনে সীমিত করা হয়েছে। পূর্বে এ সংখযা অনির্দিষ্ট ছিল।---সংশোধিত অনুচ্ছেদটি অপরিবর্তিত রাখা যেতে পারে। (পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন)	বিএনপি
		নির্বাচন কমিশন যেন স্বাধীনভাবে তার ভূমিকা পালন করতে পারে সে জন্য সংবিধানের ৪৮ ও ১১৮-১২৬ অনুচ্ছেদ সংস্কার করা	১. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) ২. বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ
		নির্বাচন কমিশনার এবং অন্যান্য কমিশনার নিয়োগের জন্য একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করা হবে, যা প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলের নেতা এবং প্রধান বিচারপতিকে নিয়ে গঠিত হবে	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
		নির্বাচন কমিশন যেন স্বাধীনভাবে তার ভূমিকা পালন করতে পারে সেজন্য সংবিধানের ৪৮ ও ১১৮-১২৬ অনুচ্ছেদ সংস্কার করা ।	১. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) ২. বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ
		স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন গঠন করতে হবে।	জাতীয়তাবাদী সমমনা দল প্রগতিশীল গ্রিন পার্টি

	সপ্তম ভাগ : নির্বাচন		
অনুচ্ছেদ/অংশ	**বর্তমান সংবিধান**	**সুপারিশ**	**প্রস্তাবক দলের নাম**
		(১) প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অনধিক চারজন নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া বাংলাদেশের একটি নির্বাচন কমিশন থাকিবে। (২) রাষ্ট্রপতি সংসদ বরাবর প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার পদে সম্ভাব্য প্রার্থীদের নাম প্রস্তাব করিবেন। সংসদ প্রকাশ্য গণশুনানির মাধ্যমে প্রার্থীদের যাচাই বাছাই করিয়া | প্রার্থী প্রস্তাবে সম্মতি দিলে রাষ্ট্রপতি সংসদে মনোনীত প্রার্থীকে নিয়োগদান করিবেন। (৩) একাধিক নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া নির্বাচন কমিশন গঠিত হইলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার তাহার সভাপতিরূপে কার্য করিবেন। (৪) এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে কোনো নির্বাচন কমিশনারের পদের মেয়াদ তাঁহার কার্যভার গ্রহণের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসরকাল হইবে এবং (ক) প্রধান নির্বাচন কমিশনার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এমন কোনো ব্যক্তি জনগণতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না, (খ) অন্যকোন নির্বাচন কমিশনার অনুরূপ পদে কর্মাবসানের পর প্রধান নির্বাচন কমিশনার রূপে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন, তবে অন্য কোনভাবে জনগণতন্ত্রের কর্মে নিয়োগলাভের যোগ্য হইবেন না। (৫) নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবেন এবং কেবল এই সংবিধান ও আইনের অধীন হইবেন। (৬) সংসদ কর্তৃক প্রণীত যেকোন আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে নির্বাচন কমিশনারদের কর্মের শর্তাবলী রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, সেইরূপ হইবে, তবে শর্ত থাকে যে, সুপ্রীম কোর্টের বিচারক যেরূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হইতে পারেন, সেইরূপ পদ্ধতি ও কারণ ব্যতীত কোনো নির্বাচন কমিশনার অপসারিত হইবেন না। (৭) কোনো নির্বাচন কমিশনার রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করিয়া স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন
অনুচ্ছেদ ১১৯ (নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব)	"১১৯। ৭৫[(১) রাষ্ট্রপতি পদের ও সংসদের নির্বাচনের জন্য ভোটার-তালিকা প্রস্তুতকরণের তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ এবং অনুরূপ নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং নির্বাচন কমিশন এই সংবিধান ও আইনানুযায়ী (ক) রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করিবেন; (খ) সংসদ-সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করিবেন; (গ) সংসদে নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ করিবেন; এবং (ঘ) রাষ্ট্রপতির পদের এবং সংসদের নির্বাচনের জন্য ভোটার-তালিকা প্রস্তুত করিবেন।] (২) উপরি-উক্ত দফাসমূহে নির্ধারিত দায়িত্বসমূহের অতিরিক্ত যেরূপ দায়িত্ব এই সংবিধান বা অন্য কোন আইনের দ্বারা নির্ধারিত হইবে, নির্বাচন কমিশন সেইরূপ দায়িত্ব পালন করিবেন।"	"(১) রাষ্ট্রপতি পদের ও সংসদের নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণের তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ এবং অনুরূপ নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং নির্বাচন কমিশন এই সংবিধান ও আইনানুযায়ী (ক) রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করিবেন, (খ) সংসদ সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করিবেন, (গ) স্থানীয় সরকারের নির্বাচন অনুষ্ঠান করবেন (ঘ) সংসদে নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ করিবেন, এবং (ঙ) রাষ্ট্রপতির পদের এবং সংসদের নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুত করিবেন।] (২) উপরি-উক্ত দফাসমূহে নির্ধারিত দায়িত্বসমূহের অতিরিক্ত যেরূপ দায়িত্ব এই সংবিধান বা অন্য কোন আইনের দ্বারা নির্ধারিত হইবে, নির্বাচন কমিশন সেইরূপ দায়িত্ব পালন করিবেন।"	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন
অনুচ্ছেদ ১২২ (ভোটের-তালিকায় নামভুক্তির যোগ্যতা)	"১২২। (১) প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার-ভিত্তিতে ৭৬[* * *] সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। (২) কোন ব্যক্তি সংসদের নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত কোন নির্বাচনী এলাকায় ভোটার-তালিকাভুক্ত হইবার অধিকারী হইবেন, যদি (ক) তিনি বাংলাদেশের নাগরিক হন; (খ) তাঁহার বয়স আঠার বৎসরের কম না হয়; ৭৭ [(গ) কোন যোগ্য আদালত কর্তৃক তাঁহার সম্পর্কে অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষণা বহাল না থাকিয়া থাকে; ঘ) তিনি ঐ নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী বা আইনের দ্বারা ঐ নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী বিবেচিত হন; এবং (ঙ) তিনি ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগসাজশকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশের অধীন কোন অপরাধের জন্য দণ্ডিত না হইয়া থাকেন।]"	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগসাজশকারী (বিশেষ ট্রাইবুনাল) আদেশের অধীন কোন অপরাধের জন্য দন্ডিত ব্যক্তিদিগকে ভোটার হিসেবে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে।---সংশোধিত অনুচ্ছেদটি অপরিবর্তিত রাখা যেতে পারে। (পঞ্চদশ সংশধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন)	বিএনপি
		(ঙ) তিনি ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোকসাজোসকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশের অধীন কোন অপরাধের জন্য দণ্ডিত না হইয়া থাকেন।--বিলুপ্ত করা হোক	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

	সপ্তম ভাগ : নির্বাচন		
অনুচ্ছেদ/অংশ	**বর্তমান সংবিধান**	**সুপারিশ**	**প্রস্তাবক দলের নাম**
অনুচ্ছেদ ১২৩ (নির্বাচন-অনুষ্ঠানের সময়)	১২৩। ৭৯[(১) রাষ্ট্রপতি-পদের মেয়াদ অবসানের কারণে উক্ত পদ শূন্য হইলে মেয়াদ-সমাপ্তির তারিখের পূর্ববর্তী নব্বই হইতে ষাট দিনের মধ্যে শূন্য পদ পূরণের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে: তবে শর্ত থাকে যে, যে সংসদের দ্বারা তিনি নির্বাচিত হইয়াছেন সেই সংসদের মেয়াদকালে রাষ্ট্রপতির কার্যকাল শেষ হইলে সংসদের পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত অনুরূপ শূন্য পদ পূর্ণ করিবার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে না, এবং অনুরূপ সাধারণ নির্বাচনের পর সংসদের প্রথম বৈঠকের দিন হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতির শূন্য পদ পূর্ণ করিবার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। (২) মৃত্যু, পদত্যাগ বা অপসারণের ফলে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইলে পদটি শূন্য হইবার পর নব্বই দিনের মধ্যে, তাহা পূর্ণ করিবার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।] ৮০ [(৩) সংসদ-সদস্যদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে (ক) মেয়াদ-অবসানের কারণে সংসদ ভাংগিয়া যাইবার ক্ষেত্রে ভাংগিয়া যাইবার পূর্ববর্তী নববই দিনের মধ্যে; এবং (খ) মেয়াদ-অবসান ব্যতীত অন্য কোন কারণে সংসদ ভাংগিয়া যাইবার ক্ষেত্রে ভাংগিয়া যাইবার পরবর্তী নববই দিনের মধ্যে: তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার (ক) উপ-দফা অনুযায়ী অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত ব্যক্তিগণ, উক্ত উপ-দফায় উল্লিখিত মেয়াদ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত, সংসদ সদস্যরূপে কার্যভার গ্রহণ করিবেন না।] (৪) সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া ব্যতীত অন্য কোন কারণে সংসদের কোন সদস্যপদ শূন্য হইলে পদটি শূন্য হইবার নব্বই দিনের মধ্যে উক্ত শূন্যপদ পূর্ণ করিবার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে ৮১[:তবে শর্ত থাকে যে, যদি প্রধান নির্বাচন কমিশনারের মতে, কোন দৈব-দূর্বিপাকের কারণে এই দফার নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে উক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব না হয়, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদের শেষ দিনের পরবর্তী নব্বই দিনের মধ্যে উক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।]	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদ বহাল রেখে সংসদ নির্বাচনের সুযোগ তৈরি করা হয়।---পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে।	বিএনপি
		জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার পর সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা।	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি
		একদিকে পূর্ববর্তী সংসদের মেয়াদ পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত নতুন নির্বাচিত সংসদের সদস্যগণ শপথ গ্রহণ করবেন না বলে সংবিধানের ১২৩ (৩) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে অন্যদিকে সংবিধানের ১৪৮ (২/ক) ধারায় সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল সরকারি গেজেট আকারে প্রজ্ঞাপিত হওয়ার পর থেকে পরবর্তী তিনদিনের মধ্যে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের শপথ গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আওয়ামী ফ্যাসিবাদের আমলে হওয়া সংবিধানের এই চরম সাংঘর্ষিক বিধান বাতিল করতে হবে।	এনডিএম
		(৩) সংসদ-সদস্যের সাধারন নির্বাচনের মেয়াদ অবসান অথবা অন্যকোন কারনে সংসদ ভেঙ্গে যাবার ক্ষেত্রে পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে। সাধারণ নির্বাচনকালে একটি নির্বাচনকালীন সরকার থাকবে। যে সরকার মূল দায়িত্ব হিসেবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করবে ও সরকারের দৈনন্দিন কার্য সম্পাদন করবে।	খেলাফত মজলিস

	সপ্তম ভাগ : নির্বাচন		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
অনুচ্ছেদ ১২৫ (নির্বাচনী আইন ও নির্বাচনের বৈধতা)	"১২৫। এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও (ক) এই সংবিধানের ১২৪ অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত বা প্রণীত বলিয়া বিবেচিত নির্বাচনী এলাকার সীমা নির্ধারণ, কিংবা অনুরূপ নির্বাচনী এলাকার জন্য আসন-বণ্টন সম্পর্কিত যে কোন আইনের বৈধতা সম্পর্কে আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না; (খ) সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন আইনের দ্বারা বা অধীন বিধান-অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের নিকট এবং অনুরূপভাবে নির্ধারিত প্রণালীতে নির্বাচনী দরখাস্ত ব্যতীত ৮৩ [রাষ্ট্রপতি ৮৪[* * *] পদে] নির্বাচন বা সংসদের কোন নির্বাচন সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না। ৮৫ [(গ) কোন আদালত, নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হইয়াছে এইরূপ কোন নির্বাচনের বিষয়ে, নির্বাচন কমিশনকে যুক্তিসংগত নোটিশ ও শুনানির সুযোগ প্রদান না করিয়া, অন্তর্বর্তী বা অন্য কোনরূপে কোন আদেশ বা নির্দেশ প্রদান করিবেন না।]	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে নতুনভাবে দফা (গ) সংযোজন করে বলা হয়েছে যে, কোন আদালত ,নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হইয়াছে এইরূপ কোন নির্বাচনের বিষয়ে, নির্বাচন কমিশনকে যুক্তিসংগত নোটিশ ও শুনানির সুযোগ প্রদান না করিয়া অন্তর্বর্তী বা অন্য কোনরূপে কোন আদেশ না নির্দেশ প্রদান করিবেন না।---সংশোধিত অনুচ্ছেদটি অপরিবর্তিত রাখা যেতে পারে।(পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন)।	বিএনপি
নতুন প্রস্তাব	গণভোট	গণভোটের ব্যবস্থা সংবিধানে পুর্নবহাল করতে হবে।/ যেসব বিষয়ে বড় বিভাজন বা মতবিরোধ থাকে সেসববিষয়ে জনগণকে সরাসরি সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ দেয়ার জন্য এবং প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের বাইরে গিয়ে জনগণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য ""গনভোট"" ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনা দরকার।	"১. গণঅধিকার পরিষদ (নুর) ২. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি ৩. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ৪. জাতীয় নাগরিক কমিটি ৫. নাগরিক ঐক্য ৬. প্রগতিশীল গ্রিন পার্টি"
	রাজনতিক দলের নিবন্ধন	রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন প্রক্রিয়া বাতিল করতে হবে	ভাসানী অনুসারী পরিষদ
	প্রবাসীদের ভোট	প্রবাসীদের ভোট দেয়ার বিধান চালু করতে হবে/ প্রবাসীদের ভোটাধিকারের সাংবিধানিক নিশ্চয়তা বিধান	"১. ভাসানী অনুসারী পরিষদ ২. গণঅধিকার পরিষদ (ফারুক) ৩. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি ৪. গণসংহতি আন্দোলন ৫. জাতীয় নাগরিক কমিটি ৬. জাতীয় পার্টি (কাজী জাফর)"
		সুষ্ঠু, অবাধ, গ্রহণযোগ্য, অংশগ্রহণমূলক সংসদ নির্বাচন আয়োজন করতে হবে	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
		নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রচারণায় টাকার খেলা, পেশিশক্তি, প্রশাসনিক কারসাজি, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ব্যবহার বন্ধে আইনি সংস্কার। নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রার্থীদের ভেতর নির্বাচনী বিতর্কের আয়োজন। সংখ্যানুপাতিক ব্যবস্থা বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ও রাজনৈতিক ঐক্যমত গঠনের জন্য কাজ করা।	" গণসংহতি আন্দোলন"
		রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্র থেকে চরিত্রহীন, দুর্নীতিবাজ, সন্ত্রাসী, অসৎ নেতৃত্ব ও আমলামুক্ত থাকবে।	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
		দুর্নীতিবাজ, সন্ত্রাসী, চিহ্নিত অসৎ চরিত্রসম্পন্ন লোকদেরকে রাজনৈতিক দলে স্থান দেয়া যাবে না।	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
		সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সৎ, যোগ্য নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার কার্যক্রমকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। এ লক্ষ্যে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে ধর্মীয় অনুশাসন পালনে উদ্বুদ্ধ করা, আল্লাহর ভয় অন্তরে জাগ্রত করা, আত্মশুদ্ধির প্রশিক্ষণ দান করা।	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
		জাতীয় নির্বাচনে বিজয়ী দল বা জোটকে সরকার গঠনের ক্ষেত্রে ৫১% ভোট প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে, অন্যথায় নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হবে।	বাংলাদেশ লেবার পার্টি
	উদ্যোগ (Initiative) ব্যবস্থা	আইন প্রণয়নের জন্য ১৫% ভোটারদের লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে উদ্যোগ ব্যবস্থা'র (initiative) সুযোগ থাকতে হবে।	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি
	সরকারি কর্মচারীদের নির্বাচনের সুযোগ	সরকারি কর্মকর্তাদের অবসরের পর ৫ বছরের মধ্যে নির্বাচনে অংশগ্রহণ অবৈধ ঘোষণা করতে হবে।	জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট
		সার্বিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় ধর্ম ও রাজনীতির সমন্বয় করতে হবে	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
		নির্বাচন কমিশনের স্বাধীন সচিবালয় থাকবে। এর জন্য নির্বাচনকালীন বাজেট বরাদ্দ হবে। কমিশনার নিয়োগে নীতিমালা থাকবে। কমিশনারদেরকে উচ্চকক্ষে পাবলিক হিয়ারিংয়ের মুখোমুখি হওয়ার পর নিয়োগ দেয়া হবে।	জাতীয় নাগরিক কমিটি

সপ্তম ভাগ : নির্বাচন

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
		জাতীয় নির্বাচনের সময় সরকার শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক কাজ পরিচালনা করবে, কোনো সিদ্ধান্ত ও আইন প্রণয়ন ইত্যাদি করতে পারবে না। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ নিরাপত্তাবাহিনী এবং প্রশাসন নির্বাচনের আগের তিন মাস নির্বাচন কমিশনের অধীনে চলে আসবে।	জাতীয় নাগরিক কমিটি
	পোলিং এজেন্ট	সকল পোলিং এজেন্টের উপস্থিতিতে ভোট গণনা করা হবে। ফলাফল শিটে সকল পোলিং অফিসার ও প্রার্থীর এজেন্টদের স্বাক্ষর থাকতে হবে।	জাতীয় নাগরিক কমিটি
	নির্বাচনে অংশগ্রহণ	ভোটাধিকারপ্রাপ্ত যেকোনো নাগরিক জাতীয় নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবে	জাতীয় নাগরিক কমিটি
		নির্বাচন কমিশনসহ সকল কমিশন সমূহের স্বাধীনতা, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা থাকবে।	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
		1.THE Election Commission shall be appointed by the Council for National Security. 2. There shall be a separate electorate for the Hindus and the tribals. This will give them a voice and strengthen Unity. Today, we are a country but not a nation. This separate electorate will make us a nation. 3. Immediately upon declaration of the Schedule for General Elections and Presidential Elections the entire administration will be under the Election Commission. The Election Commission shall have the power of transfers and postings. Any adverse remarks of the Election Commission against any official shall form part of that person's ACR. 4. The Armed forces shall be deployed by the order of the Election Commission in consultation with the three Chiefs and the officers deployed shall have Magisterial powers. The Armed Force shall be deployed in every General Election and Election of the President.	Bangladesh Muslim Legue

	অষ্টম ভাগ: মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
অনুচ্ছেদ ১২৭ (মহা হিসাব-নিরীক্ষক পদের প্রতিষ্ঠা)		বাংলাদেশের একজন মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (অতঃপর "মহা হিসাব নিরীক্ষক" নামে অভিহিত) থাকিবেন। রাষ্ট্রপতি হিসাব নিরীক্ষক পদে সম্ভাব্য প্রার্থীদের নাম প্রস্তাব করিবেন। সংসদ প্রকাশ্য গণশুনানিতে প্রার্থীদের যাচাই-বাছাই করিয়া প্রার্থী প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলে রাষ্ট্রপতি সংসদে মনোনীত প্রার্থীকে নিয়োগদান করিবেন। (২) এই সংবিধান ও সংসদ কর্তৃক প্রণীত যেকোনো আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে মহা হিসাব নিরীক্ষকের কর্মের শর্তাবলী রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, সেইরূপ হইবে।	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন
		১. নির্বাহী বিভাগের আর্থিক জবাবদিহি নিশ্চিত করতে মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের নিয়োগে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ রহিতকরণ। ২. সাংবিধানিক পদসমুহের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদের নাম 'মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক'। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৭-১৩২ এ মহা হিসাব নিরীক্ষকের ক্ষমতা, কার্যাবলী, কর্মের মেয়াদ ইত্যাদির বিবরণ দেয়া হয়েছে। প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর সরকারি হিসাব ইত্যাদির নিরীক্ষা এবং রিপোর্ট প্রদান তার দায়িত্ব। অনুচ্ছেদ ১২৭-এ বলা আছে রাষ্ট্রপতি একজনকে মহা হিসাব নিরীক্ষক নিয়োগ করবেন (প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে)। অর্থাৎ এ পদেও প্রধানমন্ত্রীই নিয়োগকর্তা। ফলে নির্বাহী বিভাগের আর্থিক জবাবদিহি নিশ্চিত করতে সংবিধান যাকে দায়িত্ব দিচ্ছে, তিনি নির্বাহী বিভাগের প্রভাবমুক্ত নন। বরং নির্বাহী বিভাগের প্রধান তার নিয়োগকর্তা। ৩. রাষ্ট্রপতির কার্য পরিচালনায় প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ রহিত করলে বিচারপতিদের মত মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের উপর নির্বাহী বিভাগের প্রভাব মুক্ত হবে।	নাগরিক ঐক্য
		সাংবিধানিক পদ ও প্রতিষ্ঠানগুলো যেন স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে সে জন্য সংবিধানের ১২৭-১৩২ (মহাহিসাব নিরীক্ষকের নিয়োগ, দায়িত্ব, কর্মের মেয়াদ ইত্যাদি) সংশ্লিষ্ট অংশ সংস্কার করা।	১. বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) ২. বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ
		মহা হিসাব নিরীক্ষক জাতীয় পরিষদ রিপোর্ট পেশ করবেন। হিসাব নিরীক্ষকদের যে কোনো সময় উচ্চ কক্ষের কমিটি তলব করে শুনানি করতে পারবে	জাতীয় নাগরিক কমিটি

	৯ম ভাগ: বাংলাদেশের কর্মবিভাগ		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
অনুচ্ছেদ ১৩৮ (সদস্য নিয়োগ)		প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের "দায়মুক্তি সংক্রান্ত বিধান" সংবিধান থেকে বাদ দিতে হবে ।	এনডিএম
		(১) রাষ্ট্রপতি প্রত্যেক সরকারি কর্ম-কমিশনের সভাপতি ও অন্যান্য সদস্য পদে সম্ভাব্য প্রার্থীদের নাম প্রস্তাব করিবেন। সংসদ প্রকাশ্য গণশুনানিতে প্রার্থীদের যাচাই বাছাই করিয়া প্রার্থী প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলে রাষ্ট্রপতি সংসদে মনোনীত প্রার্থীকে নিয়োগদান করিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, প্রত্যেক কমিশনের যতদূর সম্ভব অর্ধেক (তবে অর্ধেকের কম নহে) সংখ্যক সদস্য এমন ব্যক্তিগণ হইবেন, যাঁহারা কুড়ি বৎসর বা ততোধিককাল বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে যেকোন সময়ে কার্যরত কোনো সরকারের কর্মে কোনো পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন
		সাংবিধানিক পদ ও প্রতিষ্ঠানগুলো যেন স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে সে জন্য সংবিধানের ১৩৮-১৩৯ (সরকারি কর্ম কমিশনের সদস্য নিয়োগ, পদের মেয়াদ ইত্যাদি) সংশ্লিষ্ট অংশ সংস্কার করা।	১. বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) ২. বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ
		নিরপেক্ষ ও যোগ্যতাভিত্তিক সিভিল সার্ভিস সিস্টেম প্রতিষ্ঠা করতে হবে।	জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট
		সিভিল সার্ভিসকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখার বিধান করতে হবে।	জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট
		নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশনসহ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে সাংবিধানিক কমিশনের মাধ্যমে নিয়োগ। একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলীয় নেতা ও প্রধান বিচারপতি অথবা তাদের প্রতিনিধিদের দ্বারা এই কমিশন গঠিত হবে।	গণসংহতি আন্দোলন
		বিচার বিভাগ, দুর্নীতি দমন কমিশন ও নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীন সাংবিধানেক রূপ দিয়ে সকল প্রকার রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ মুক্ত রাখার বিধান রাখতে হবে	জাতীয় পার্টি (কাজী জাফর)
		যে সকল ব্যক্তি সাংবিধানিক পদে থেকে সংবিধান লংঘন ও দেশে গণতন্ত্র ও আইনের শাসনের পরিপস্থি কোনো ভূমিকা রাখবেন তাদের বিচারের আওতায় আনার বিধান রাখতে হবে	জাতীয় পার্টি (কাজী জাফর)

	নবম-ক ভাগ: জরুরি বিধান		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
অনুচ্ছেদ ১৪১ক (জরুরি-অবস্থা ঘোষণা)	"১৪১ক। (১) রাষ্ট্রপতির নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এমন জরুরী-অবস্থা বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহাতে যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগের দ্বারা বাংলাদেশ বা উহার যে কোন অংশের নিরাপত্তা বা অর্থনৈতিক জীবন বিপদের সম্মুখীন, তাহা হইলে তিনি ৮৯[অনধিক একশত কুড়ি দিনের জন্য] জরুরী-অবস্থা ঘোষণা করিতে পারিবে ৯০[: তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ ঘোষণার বৈধতার জন্য ঘোষণার পূর্বেই প্রধানমন্ত্রীর প্রতি-স্বাক্ষর প্রয়োজন হইবে।] ৯১[* * *] (২) জরুরী-অবস্থার ঘোষণা (ক) পরবর্তী কোন ঘোষণার দ্বারা প্রত্যাহার করা যাইবে; (খ) সংসদে উপস্থাপিত হইবে; (গ) একশত কুড়ি দিন৯২[***]সময়ের অবসানে কার্যকর থাকিবে না: তবে শর্ত থাকে যে, যদি সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থায় অনুরূপ কোন ঘোষণা জারী করা হয় কিংবা এই দফার (গ) উপ-দফায় বর্ণিত এক শত কুড়ি দিনের মধ্যে সংসদ ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা হইলে তাহা পুনর্গঠিত হইবার পর সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে ত্রিশ দিন অতিবাহিত হইবার পূর্বে ঘোষণাটি অনুমোদন করিয়া সংসদে প্রস্তাব গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত ত্রিশ দিনের অবসানে৯৩[অথবা একশত কুড়ি দিন সময়ের অবসানে, যাহা আগে ঘটে,] অনুরূপ ঘোষণা কার্যকর থাকিবে না। (৩) যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগের বিপদ আসন্ন বলিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইলে প্রকৃত যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগ সংঘটিত হইবার পূর্বে তিনি অনুরূপ যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগের জন্য বাংলাদেশ বা উহার যে কোন অংশের নিরাপত্তা বিপন্ন বলিয়া জরুরী-অবস্থা ঘোষণা করিতে পারিবেন।"	পঞ্চদশ সংশোধনীর পূর্বে জরুরি অবস্থার নির্ধারিত মেয়াদ (১২০ দিন) সংসদের অনুমোদন সাপেক্ষে বর্ধিত করার সুযোগ ছিল। পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে উহা রহিত করা হয়। সার্বিক বিচারে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বিভ্রান্তিকর ও রাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রশ্নে বিপজ্জনক। ---পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে।	বিএনপি
		সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে গৃহিত জরুরী অবস্থা জারি, সকল রকম মৌলিক অধিকার রহিত করার ক্ষমতা- অর্থাৎ নবম (ক) ভাগের ১৪১ এর (ক), (খ) ও (গ) ধারা বাতিল করতে হবে।	১. বাংলাদেশ বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ ২. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)
		জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত বিধানবলী বিলুপ্ত অথবা যদি রাখা হয় তবে মৌলিক অধিকার স্থগিত করার অনুমতি দেয়া যাবে না।	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
		প্রধানমন্ত্রী জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেয়ার অধিকারী হবেন। তবে তা পালন করা রাষ্ট্রপতির জন্য আবশ্যকীয় হবে না (Non-binding Effect)। আইনসভাই কেবল সিদ্ধান্ত নেবে। তবে জরুরি আইন/আদেশ সর্বোচ্চ আদালতের কাছে পাঠাতে হবে। আদালত আইনটির সাংবিধানিকতা/অসাংবিধানিকতা সম্পর্কে রায় দেবেন।	১. জাতীয় নাগরিক কমিটি ২. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
		রাষ্ট্রপতির কাস্টিং ভোট থাকবে। রাষ্ট্রপতি তিন বাহিনীর প্রধান থাকবেন এবং জরুরি অবস্থা বিষয়ে উচ্চকক্ষ সিদ্ধান্ত নেবে। জরুরি অবস্থা ঘোষণার জন্য সংসদের উভয়কক্ষের সভায় পাশ হওয়া প্রস্তাব রাষ্ট্রপতির কাছে আসতে হবে। নিম্নকক্ষের অনুপস্থিতিতে কেবল উচ্চকক্ষ প্রস্তাব পাঠাতে পারবে। জরুরি অবস্থা চলাকালীন মৌলিক অধিকার রদ করা যাবে না	১. জাতীয় নাগরিক কমিটি ২. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ

	নবম-ক ভাগ: জরুরি বিধান		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
		১৪১ঘ। (১) দেশে বসবাসরত চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, বম, মুরুং, গারো, মুনিপুরি ও সাঁওতালসহ ৫ম তফসিলে [এরপর ৫ম তফসিল নামে একটি তফসিল সংযোজিত করে সেখানে অন্যান্য সংখ্যালঘু জাতির নাম সন্নিবেশিত হবে বর্ণিত বিভিন্ন সংখ্যালঘু জাতির জনগণের সার্বিক উন্নতিকল্পে তথা তাদের নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, কৃষ্টি ও ধর্মীয় বিশ্বাস সংরক্ষণ ও বিকাশের স্বার্থে দেশের কোন বিশেষ এলাকাকে "স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল" বলিয়া ঘোষণা করা যাইবে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম হইবে এ ধরনের একটি "স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল" । (২) সরকার স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে আইনের দ্বারা পরিচালিত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা গঠন করবে, যা ঐ অঞ্চলে বসবাসরত স্থায়ী বাসিন্দাদের দ্বারা নির্বাচিত হইবে এবং এই সংবিধানের তৃতীয় ভাগে যাহাই বলা হউক না কেন, এইরূপ স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে নাগরিকদের চলাফেরা, যাতায়াত ও বসতিস্থাপন নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে। (৩) দেশে বসবাসরত সংখ্যালঘু জাতির জনগণের নিজস্ব প্রথাগত ভূমি ও অনান্য অধিকার যেমন খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ সংরক্ষিত থাকিবে; স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে বসবাসরত স্থায়ী বাসিন্দা ব্যতীত অন্য কাহারো নিকট জমি বিক্রয়, বন্দোবস্তী, ইজারা বা অন্য কোন উপায়ে হস্তান্তর কিংবা তাহাদের প্রকাশ্য সম্মতি ব্যতীত সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা যাইবে না । (৪) এই ভাগে বর্ণিত অধিকার ক্ষুণ্ণ হয় এমন কোন আইন কিংবা পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশে বসবাসরত সংখ্যালঘু জাতিসমূহের স্বার্থ সম্পর্কিত কোন আইন সংসদে উত্থাপনের পূর্বে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জনগণের মতামত, প্রয়োজনে গণভোটের মাধ্যমে, গ্রহণ করিতে হইবে। (৫) সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদে যাহা বলা হউক না কেন, এই ভাগের কোন বিধান সংশোধনের (সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন, রহিতকরণ) ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু জাতিসমূহের সম্মতির প্রয়োজন হইবে।"	ইউনাইটেড পিপল্স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)
		নবম-ক ভাগের ১৪১ক, ১৪১খ ও ১৪১গ অনুচ্ছেদ বাদ দেয়া। [জরুরী অবস্থা জারীর ক্ষমতা]	ইউনাইটেড পিপল্স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)

	দশম ভাগ: সংবিধান সংশোধন		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
অনুচ্ছেদ ১৪২ (সংবিধানের বিধান সংশোধনের ক্ষমতা)	[১৪২। এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও- (ক) সংসদের আইন-দ্বারা এই সংবিধানের কোন বিধান সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন বা রহিতকরণের দ্বারা সংশোধিত হইতে পারিবেঃ তবে শর্ত থাকে যে, (অ) অনুরূপ সংশোধনীর জন্য আনীত কোন বিলের সম্পূর্ন শিরনামায় এই সংবিধানের কোন বিধান সংশোধন করা হইবে বলিয়া স্পষ্টরূপে উল্লেখ না থাকিলে বিলটি বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা যাইবে না; (আ) সংসদের মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত না হইলে অনুরূপ কোন বিলে সম্মতিদানের জন্য তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হইবে না; (খ) উপরি-উক্ত উপায়ে কোন বিল গৃহীত হইবার পর সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট তাহা উপস্থাপিত হইলে উপস্থাপনের সাত দিনের মধ্যে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিবেন, এবং তিনি তাহা করিতে অসমর্থ হইলে উক্ত মেয়াদের অবসানে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।]	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদটি প্রতিস্থাপিত হয়েছে। বিশেষত: গণভোটের বিধান বাতিল করা হয়েছে।--পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে।	বিএনপি
		গণভোট ছাড়া কেবলমাত্র আইনসভার দুই-তৃতীয়াংশের জোরে সংবিধান সংশোধন করা যাবে না।	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ জাতীয় নাগরিক কমিটি
		গণভোটের মাধ্যমে সংবিধান সংশোধন করতে হবে	"জাতীয়তাবাদী সমমনা জোট গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টি"
		সংবিধানের সংস্কার নয়, সম্পূর্ণ নতুন সংবিধান প্রণয়ন করতে হবে	"ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ জাতীয় নাগরিক কমিটি"
		কমিশনের সুপারিশসমূহ সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য গণভোটের আয়োজন করতে হবে	১. ভাসানী অনুসারী পরিষদ ২. জাতীয় পার্টি (কাজী জাফর)
		নতুন লিগ্যাল ফ্রেম অর্ডারের অধীন গণপরিষদ এর মাধ্যমে সংবিধান প্রণয়ন করতে হবে।	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ জাতীয় নাগরিক কমিটি
		সংবিধানের সংশোধনীর জন্য উর্ধ্বতন কক্ষের ৩/৪ সংখ্যাগরিষ্ঠ অনুমোদন প্রয়োজন। যদি এটি অনুমোদিত না হয়, তবে গণভোটে নিয়ে যেতে হবে।	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
		সংবিধান সংশোধনের প্রক্রিয়া একটি গণতান্ত্রিক ও অংশীদারিত্বমূলক উপায়ে সম্পন্ন করা হবে । (১) সংসদে দুই তৃতীয়াংশ সদস্যদের সম্মতি, এবং (২) গনভোটের সমন্বয়ে সংবিধান সংশোধন করা যাবে।	এবি পার্টি
		১৪২ নং অনুচ্ছেদ বাতিল করতে হবে	গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টি
		সংবিধান সংশোধন ক্ষমতা কোনোভাবেই সংসদকে দেওয়া যাবে না।	গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টি
		"এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও- (ক) সংসদের আইন দ্বারা এই সংবিধানের কোনো বিধান সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন বা রহিতকরণের দ্বারা সংশোধিত হইতে পারিবে- তবে শর্ত থাকে যে, (ক) অনুরূপ সংশোধনীর জন্য আনীত কোনো বিলের সম্পূর্ণ শিরোনামে এই সংবিধানের কোনো বিধান সংশোধন করা হইবে বলিয়া স্পষ্টরূপে উল্লেখ না থাকিলে বিলটি বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা যাইবে না; (খ) সংসদের মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত না হইলে অনুরূপ কোনো বিলে সম্মতিদানের জন্য তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হইবে না, (গ) এই প্রক্রিয়ায় প্রস্তাবিত সংবিধান সংশোধন বিল গণভোটের মাধ্যমে জনগণের অনুমোদন লইতে হইবে।"	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন
		১৪২ঃ সংবিধান সংশোধন ঃ সাধারনভাবে সংসদের দু-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দ্বারা সংবিধান সংশোধন করা যাবে তবে রাষ্ট্র পরিচালনার আদর্শ, লক্ষ্য ও মুলনীতি এবং মৌলিক অধিকার বিষয়ক অনুচ্ছেদের ক্ষেত্রে সংসদ দ্বারা পাশ হওয়ার পর রেফারেন্ডাম দ্বারা গৃহীত হতে হবে ।	খেলাফত মজলিস

	দশম ভাগ: সংবিধান সংশোধন		
অনুচ্ছেদ/অংশ	**বর্তমান সংবিধান**	**সুপারিশ**	**প্রস্তাবক দলের নাম**
		Propose that the Constitution can be amended by four – fiths of the total membership of both houses of Parliament and that no amendment can be made until it is approved by 60 percent of the total voters in a referendum.	Bangladesh Muslim Legue
		অনুচ্ছেদ ১৪২-এর (খ) দফার পর "(গ)" দফা সংযোজনপূর্বক নিম্নরূপ বাক্য যুক্ত করা: "এই সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩, অনুচ্ছেদ ৬(২), অনুচ্ছেদ ১৩(ঘ), অনুচ্ছেদ ১৪, অনুচ্ছেদ ২৩, অনুচ্ছেদ ২৩(ক), অনুচ্ছেদ ৬৫(৩খ), এই অনুচ্ছেদের (অর্থাৎ ১৪২(গ) অনুচ্ছেদ) বিধান এবং ৮ম তফসিলের বিধান, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ, মোট চারটি পরিষদের প্রত্যেকটিতে তিন-চতুর্থাংশ সদস্যের সম্মতি ব্যতীত সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন বা রহিতকরণ করা হইবে না।" উক্তরূপে নতুন দফা সংযোজিত হলে নুতন সংযোজিত বিধানটি দাঁড়াবে নিম্নরূপ: "(গ)"এই সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩, অনুচ্ছেদ ৬(২), অনুচ্ছেদ ১৩(ঘ), অনুচ্ছেদ ১৪, অনুচ্ছেদ ২৩, অনুচ্ছেদ ২৩(ক), অনুচ্ছেদ ৬৫(৩খ), এই অনুচ্ছেদের (অর্থাৎ ১৪২(গ) অনুচ্ছেদ) বিধান এবং ৮ম তফসিলের বিধান, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ, মোট চারটি পরিষদের প্রত্যেকটিতে তিন-চতুর্থাংশ সদস্যের সম্মতি ব্যতীত সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন বা রহিতকরণ করা হইবে না।"	ইউনাইটেড পিপল্স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)
নতুন প্রস্তাব		গণঅভ্যুত্থানের সকল অংশীজনের কাছ থেকে পাওয়া প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংবিধান সংস্কার কমিশন কর্তৃক প্রণীত প্রস্তাব কেবল সরকারের কাছে নয়; বরং সকল অংশীজনের কাছেই পাঠাতে হবে এবং তাদের মতামতের ভিত্তিতে চূড়ান্ত হওয়া খসড়া গণপরিষদে উত্থাপিত হবে। এটাই হবে গণপরিষদের সংবিধান বিতর্কের মূল দলিল।	১. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ২. জাতীয় নাগরিক কমিটি
		সংবিধানের সংশোধনীসহ যেকোনো বিধান বা অনুচ্ছেদকে চ্যালেঞ্জ করে যেকোনো আইনী প্রক্রিয়া সুপ্রীম কোর্টের বৃহত্তর বেঞ্চে শুরু হবে। এই বেঞ্চ কেবল এই ধরনের শুনানির জন্যই গঠিত হবে। এতে প্রধান বিচারপতিসহ দুইয়ের অধিক বিচারপতিদের বেঞ্চ বসবে।	জাতীয় নাগরিক কমিটি
		সংশোধনীর মাধ্যমে যেসব নিবর্তনমূলক আইনের বৈধতা দেয়া হয়েছে, সেসব বাতিল করতে হবে এবং ভবিষ্যতে সাংবিধানিকভাবে জনবিরোধী আইন প্রণয়ন এবং অন্যান্য বিধান জারির পথ বন্ধ করতে হবে। মৌলিক অধিকার পরিপন্থী কোন বিধান জারির পথ সাংবিধানিকভাবে বন্ধ করতে হবে।	নাগরিক ঐক্য
		পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিল করতে হবে	বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-বাংলাদেশ জাসদ
		১৫ তম সংশোধনী বাতিল করে সংসদ বিলোপ করে সংসদ নির্বাচনী এবং জরুরী গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়ে সমগ্র জনগণের গণভোট পূণরায় বহাল করা হোক।	ইনসানিয়াত বিপ্লব,বাংলাদেশ
		২৫ জন সদস্য নিয়ে সংবিধান আদালত থাকবে	প্রগতিশীল গ্রিন পার্টি
		একটি সার্বভৌম সংসদ, একটি স্বাধীন, শক্তিশালী ও নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন এবং নির্বাহী বিভাগের নিয়ন্ত্রণমুক্ত স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠার জন্য সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ সমূহের প্রয়োজনীয় মৌলিক সংস্কার করা।	ইউনাইটেড পিপল্স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)

	একাদশ ভাগ: অন্যান্য/বিবিধ		
অনুচ্ছেদ/অংশ	**বর্তমান সংবিধান**	**সুপারিশ**	**প্রস্তাবক দলের নাম**
অনুচ্ছেদ ১৪৫ (চুক্তি ও দলিল)	১৪৫। (১) প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী কর্তত্বে প্রণীত সকল চুক্তি ও দলিল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত বলিয়া প্রকাশ করা হইবে এবং রাষ্ট্রপতি যেরূপ নির্দেশ বা ক্ষমতা প্রদান করিবেন, তাঁহার পক্ষে সেইরূপ ব্যক্তি কর্তৃক ও সেইরূপ প্রণালীতে তাহা সম্পাদিত হইবে। (২) প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্বে কোন চুক্তি বা দলিল প্রণয়ন বা সম্পাদন করা হইলে উক্ত কর্তৃত্বে অনুরূপ চুক্তি বা দলিল প্রণয়ন বা সম্পাদন করিবার জন্য রাষ্ট্রপতি কিংবা অন্য কোন ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হইবেন না, তবে এই অনুচ্ছেদ সরকারের বিরুদ্ধে যথাযথ কার্যধারা আনয়নে কোন ব্যক্তির অধিকার ক্ষুণ্ণ করিবে না।	জাতীয় সম্পদ উত্তোলন, ব্যবহার, সংরক্ষণ ও সকল প্রকার আন্তর্জাতিক চুক্তি জাতির কাছে পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করতে হবে। সকল প্রকার আন্তর্জাতিক চুক্তি বাধ্যতামূলকভাবে সংসদে উপস্থাপন ও আলোচনা সাপেক্ষে সম্পাদন করতে হবে, মর্মে সংবিধানে বিধান যুক্ত করতে হবে।	১. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টি (বিএসপি) ২. বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) ৩. বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ
		রাষ্ট্রপতি যেকোনো আইন-বিধান-বিধি-প্রবিধান-নীতি বা চুক্তি/স্মারক অনুমোদন বা স্বাক্ষরের আগে সংবিধানানুগ হয়েছে কিনা তা পরীক্ষার জন্য সুপ্রীম কোর্টের সংশ্লিষ্ট বিভাগে মতামতের জন্য পাঠাতে পারবেন।	১. জাতীয় নাগরিক কমিটি ২. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
		(সংযোজন) খসড়াগুলি কার্যকরের আগে সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটির সামনে উপস্থাপন করা হবে।	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
		অনুচ্ছেদ ১৪৫ সংশোধন করে সব আন্তর্জাতিক চুক্তি, বিশেষত জাতীয় নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব বা আঞ্চলিক অখণ্ডতার সাথে সম্পর্কিত চুক্তি, সংসদের পূর্ব অনুমোদন নিতে হবে। সংসদে গোপনীয় বিষয় ছাড়া সমস্ত চুক্তি জনগণের সামনে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা হবে যাতে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়। চুক্তি পর্যালোচনার জন্য একটি সংসদীয় কমিটি গঠন করা হবে যা চুক্তি সম্পর্কিত সুপারিশ করবে। গোপন বিষয়াদি সংক্রান্ত চুক্তির জন্য গোপন সংসদ অধিবেশন সংরক্ষণ থাকবে, তবে অপব্যবহার রোধে বিচারিক তদারকি রাখা হবে। এই সংশোধনী গণতান্ত্রিক তদারকি বাড়িয়ে জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করবে।	বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি)
অনুচ্ছেদ ১৪৫ক (আন্তর্জাতিক চুক্তি)	[১৪৫ক। বিদেশের সহিত সম্পাদিত সকল চুক্তি রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হইবে, এবং রাষ্ট্রপতি তাহা সংসদে পেশ করিবার ব্যবস্থা করিবেনঃ তবে শর্ত থাকে যে, জাতীয় নিরাপত্তার সহিত সংশ্লিষ্ট অনুরূপ কোন চুক্তি কেবলমাত্র সংসদের গোপন বৈঠকে পেশ করা হইবে।]	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদটি প্রতিস্থাপিত হলেও আদতে পূর্বের বিধানই অপরিবর্তিত রয়েছে। -- প্রতিস্থাপিত অনুচ্ছেদটি বহাল রাখতে হবে। (পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন)।	বিএনপি
		জাতীয় সম্পদ ব্যবহার ও আন্তর্জাতিক সকল চুক্তি জাতির সামনে উন্মুক্ত করা এবং এ সকল চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে সংসদে আলোচনা বাধ্যতামূলক করা।	বাংলাদেশ বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগ
		বিদেশের সাথে দেশের সবচুক্তির শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে হবে এবং যেকোনো অসম চুক্তি বাতিল হবে।	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
		সমস্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি সংসদে আলোচিত ও অনুমোদিত হতে হবে।	গণসংহতি আন্দোলন
		আন্তর্জাতিক চুক্তি খসড়া সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটি (গুলির) সামনে উপস্থাপন করা হবে, এরপর সংসদের সামনে উপস্থাপন করার পরেই তা কার্যকর করা হবে। এটি সংশ্লিষ্ট ন্যায়পালের সামনেও উপস্থাপন করা হবে।	বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
		অনুচ্ছেদ ১৪৫ক. বিদেশের সঙ্গে কোন চুক্তি সম্পাদিত হলে তা অবিলম্বে জাতীয় সংসদে পেশ করতে হবে। সেখানে তা অনুমোদিত হলেই তা বলবৎ যোগ্য হবে।	খেলাফত মজলিস
		বিদেশি আধিপত্যবাদী শক্তির এজেন্টদের কঠোর শাস্তির বিধান নিশ্চিত করা হবে	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
অনুচ্ছেদ ১৪৭ (কতিপয় পদাধিকারীর পরিশ্রমিক প্রভৃতি)		নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংক্রান্ত ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদে আনীত পরিবর্তনকে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে রহিত করা হয়।--- পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে।	বিএনপি
		বাংলাদেশে পরিচালিত এবং নির্ধারিত লাভের সীমা অতিক্রমকারী বিদেশী কোম্পানিগুলোর সিএসআর কর্মসূচি বাধ্যতামূলক করতে হবে। এই কর্মসূচি কমিউনিটি উন্নয়ন, শিক্ষা এবং পরিবেশ টেকসইত্ব নিশ্চিত করতে মনোনিবেশ করবে। আইন লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।	বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি-বিজেপি
অনুচ্ছেদ ১৪৮ (পদের শপথ)		রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতি, স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার এর শপথ প্রধান বিচারপতি কর্তৃক শপথপাঠ পরিচালিত হবে।	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি

	একাদশ ভাগ: অন্যান্য/বিবিধ		
অনুচ্ছেদ/অংশ	**বর্তমান সংবিধান**	**সুপারিশ**	**প্রস্তাবক দলের নাম**
অনুচ্ছেদ ১৪৯ (প্রচলিত আইনের হেফাজত)	১৪৯। এই সংবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে সকল প্রচলিত আইনের কার্যকরতা অব্যাহত থাকিবে, তবে অনুরূপ আইন এই সংবিধানের অধীন প্রণীত আইনের দ্বারা সংশোধিত বা রহিত হইতে পারিবে।	এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে সকল প্রচলিত আইনের কার্যকারিতা অব্যাহত থাকিবে, তবে সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকার বা তার ভাবাদর্শের সাথে সাংঘর্ষিক হইলে সেই আইন কার্যকর করা যাইবে না। এই সংবিধানের অধীনে প্রণীত আইনের দ্বারা পূর্বের যেকোন আইন সংশোধিত বা রহিত হইতে পারিবে।	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন
অনুচ্ছেদ ১৫০ (ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী)	"[১৫০।(১) এই সংবিধানের অন্য কোন বিধান সত্ত্বেও ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে এই সংবিধান প্রবর্তনকালে সংবিধানের চতুর্থ তফসিলে বর্ণিত বিধানাবলী ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী হিসাবে কার্যকর থাকিবে। (২) ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তারিখ হইতে ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে এই সংবিধান প্রবর্তন হইবার অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে সংবিধানের পঞ্চম তফসিলে বর্ণিত ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তারিখে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে দেওয়া জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ, ষষ্ঠ তফসিলে বর্ণিত ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার টেলিগ্রাম এবং সপ্তম তফসিলে বর্ণিত ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল তারিখে মুজিবনগর সরকারের জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র হইল বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রামের ঐতিহাসিক ভাষণ ও দলিল, যাহা উক্ত সময়কালের জন্য ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী বলিয়া গণ্য হইবে।]"	পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদটি প্রতিস্থাপিত হয়েছে। এর মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের সকল ক্রান্তিকালীন সময়কালকে সাংবিধানিকভাবে অস্বীকার করা হয়েছে। উপরন্তু, প্রতিস্থাপিত অনুচ্ছেদের মাধ্যমে সংবিধানে নতুন তিনটি তফসিলে ৭ মার্চের ভাষণ, তথাকথিত স্বাধীনতা ঘোষণার টেলিগ্রাম ইত্যাদি সংযোজনের মধ্য দিয়ে সংবিধানকে আওয়ামী লীগের দলীয় প্রচারপত্রে পরিণত করা হয়েছে--- পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে।	"১. বিএনপি "
		অনুচ্ছেদ ১৫০ (২) বিলুপ্ত ঘোষণা করতে হবে	"২. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ৩. রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন"
অনুচ্ছেদ ১৫২ (ব্যাখ্যা)		নির্দলীয় তত্ত্বাবধঅয়ক সরকার সংক্রান্ত ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র অনুচ্ছেদে আনীত পরিবর্তনকে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যম রহিত করা হয়। ---পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে।	বিএনপি
		সংবিধানের ধারা ক্রম পরিবর্তন। মৌলিক অধিকারের পরেই আইনসভা তারপর নির্বাহী বিভাগ এবং সবশেষে বিচার বিভাগ নিয়ে আসা। সংবিধান যেহেতু জনগণের ইচ্ছার প্রকাশ সেহেতু জনগণের প্রতিনিধিদের স্থান হবে জনগণের মৌলিক অধিকারের পরেই এবং তারা জনগণের অধিকার রক্ষায় ও রাষ্ট্রের কার্যাবলী পরিচালনায় প্রয়োজনীয় আইন তৈরি করবেন। এসব আইন অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব থাকবে নির্বাহী বিভাগের কাছে। তবে নির্বাহী বিভাগ আইনের বাইরে গিয়ে কোন নির্দেশ দিচ্ছে এরকম প্রতীয়মান হলে আইনসভা তা অনুমোদন নাও করতে পারেন। আবার আইনসভা প্রণীত কোন আইন সংবিধান পরিপন্থী কিনা সেটা দেখার দায়িত্ব থাকবে বিচার বিভাগের হাতে। বিচার বিভাগ আইন অনুযায়ী বিচার কার্য পরিচালনা করবেন যেমন তেমনি সংবিধানের রক্ষাকর্তা হিসেবে ও আইনের ব্যাখ্যাকারী হিসেবে বিবেচিত হবে।	গণসংহতি আন্দোলন

একাদশ ভাগ: অন্যান্য/বিবিধ

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
		১৫২। (১) বিষয় বা প্রসঙ্গের প্রয়োজনে অন্যরূপ না হইলে এই সংবিধানে- "অধিবেশন (সংসদ-প্রসঙ্গে) অর্থ এই সংবিধান প্রবর্তনের পর কিংবা একবার স্থগিত হইবার বা ভাঙ্গিয়া যাইবার পর সংসদ যখন প্রথম মিলিত হয়, তখন হইতে সংসদ স্থগিত হওয়া বা ভাঙ্গিয়া যাওয়া পর্যন্ত বৈঠকসমূহ; ""অনুচ্ছেদ"" অর্থ এই সংবিধানের কোনো অনুচ্ছেদ; ""অবসর ভাতা"" অর্থ আংশিকভাবে প্রদেয় হউক বা না হউক, যেকোন অবসর ভাতা, যাহা কোনো ব্যক্তিকে বা ব্যক্তির ক্ষেত্রে দেয়, এবং কোনো ভবিষ্য তহবিলের চাঁদা বা ইহার সহিত সংযোজিত অতিরিক্ত অর্থ প্রত্যর্পণ-ব্যপদেশে দেয় অবসরকালীন বেতন বা আনুতোষিক ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, ""অর্থ বৎসর"" অর্থ জুলাই মাসের প্রথম দিবসে যে বৎসরের আরম্ভ ""আইন"" অর্থ কোনো আইন অধ্যাদেশ, আদেশ, বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন, বিজ্ঞপ্তি ও অন্যান্য আইনগত দলিল এবং বাংলাদেশে আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন যেকোন প্রথা বা রীতি; ""আদালত"" অর্থ সুপ্রীম কোর্টসহ যেকোন আদালত;] ""আপীল বিভাগ"" অর্থ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ; ""উপ-দফা' অর্থ যে দফায় শব্দটি ব্যবহৃত, সেই দফার একটি উপ-দফা; ""ঋণ গ্রহণ' বলিতে বাৎসরিক কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য অর্থ সংগ্রহ অন্তর্ভুক্ত হইবে; এবং ""ঋণ"" বলিতে তদনুরূপ অর্থ বুঝাইবে, ""করারোপ"" বলিতে সাধারণ, স্থানীয় বা বিশেষ যেকোন কর, খাজনা, শুল্ক বা বিশেষ করের আরোপ; ""গ্যারান্টি' বলিতে কোনো উদ্যোগের মুনাফা নির্ধারিত পরিমাণের অপেক্ষা কম হইলে তাহার জন্য অর্থ প্রদান করিবার বাধ্যবাধকতা যাহা এই সংবিধান প্রবর্তনের পূর্বে গৃহীত হইয়াছে তাহা অন্তর্ভুক্ত হইবে; ""জেলা বিচারক"" বলিতে অতিরিক্ত জেলা বিচারক অন্তর্ভুক্ত হইবেন; “তফসিল” অর্থ এই সংবিধানের কোনো তফিসল; ""দফা' অর্থ যে অনুচ্ছেদে শব্দটি ব্যবহৃত, সেই অনুচ্ছেদের একটি দফা, ""দেনা"" বলিতে বাৎসরিক কিস্তি হিসাবে মূলধন পরিশোধের জন্য যেকোন বাধ্যবাধকতাজনিত দায় এবং যেকোন গ্যারান্টিযুক্ত দায় অন্তর্ভুক্ত হইবে; এবং ""দেনার দায়"" বলিতে তদনুরূপ অর্থ বুঝাইবে; ""নাগরিক' অর্থ নাগরিকত্ব সম্পর্কিত আইনানুযায়ী যে ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক; ""প্রচলিত আইন"" অর্থ এই সংবিধান প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানায় বা উহার অংশবিশেষে আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সক্রিয় থাকুক বা না থাকুক, এমন যেকোন আইন; 'জনতন্ত্র"" অর্থ জনতন্ত্রী বাংলাদেশ; ""জনতন্ত্রের কর্ম' অর্থ অসামরিক বা সামরিক ক্ষমতায় বাংলাদেশ সরকার সংক্রান্ত যেকোন কর্ম, চাকুরী বা পদ এবং আইনের দ্বারা জনতন্ত্রের কর্ম বলিয়া ঘোষিত হইতে পারে, এইরূপ অন্যকোন কর্ম ""প্রধান নির্বাচন কমিশনার' অর্থ এই সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদের অধীন উক্ত পদে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি; ""প্রধান বিচারপতি"" অর্থ বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি; ""প্রশাসনিক একাংশ' অর্থ জেলা কিংবা এই সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে আইনের দ্বারা অভিহিত অন্যকোন এলাকা, ""বিচারক"" অর্থ সুপ্রীম কোর্টের কোনো বিভাগের কোন বিচারক, ""বিচার-কর্ম বিভাগ"" অর্থ জেলা বিচারক পদের অনূর্ধ কোনো বিচার বিভাগীয় পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত কর্মবিভাগ, ""বৈঠক' (সংসদ প্রসঙ্গে) অর্থ মূলতবি না করিয়া সংসদ যতক্ষণ ধারাবাহিকভাবে বৈঠকরত থাকেন, সেইরূপ মেয়াদ, ""ভাগ' অর্থ এই সংবিধানের কোনো ভাগ, ""রাজধানী' অর্থ এই সংবিধানের ৫ অনুচ্ছেদের রাজধানী বলিতে যে অর্থ করা হইয়াছে; ‘‘রাজনৈতিক দল’’ বলিতে এমন একটি অধিসংঘ বা ব্যক্তিসমষ্টি অর্ন্তভুক্ত যে অধিসংঘ বা ব্যক্তি সমষ্টি	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন

নতুন প্রস্তাব			
		সরকারি চাকরি হতে অপসারণের বিধান সহজ করতে হবে	ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ
		পাহাড় ও সমতলের সকল আদিবাসী এবং দলিতদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি নিশ্চিত করতে হবে।	গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টি

	তফসিলসমূহ		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
প্রথম তফসিল (অন্যান্য বিধান সত্ত্বেও কার্যকর আইন)		পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র তফসিলে ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগসাজশকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল আদেশ সংযোজন করে উক্ত আইনকে সাংবিধানিক সুরক্ষা দেয়া হয়েছে।-- **সংশোধিত তফসিলটি অপরিবর্তিত রাখা যেতে পারে। (পঞ্চদশ সংশোধনীর বৈধতা সংক্রান্ত মামলায় বিষয়টি বিচারাধীন।**	বিএনপি
তৃতীয় তফসিল (শপথ ও ঘোষণা)		পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র তফসিলে (ক) রাষ্ট্রপতির শপথের দায়িত্ব প্রধান বিচারপতির পরিবর্তে স্পীকারের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে, এবং (খ) নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংক্রান্ত ত্রয়োদেশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র তফসিলে আনীত পরিবর্তনকে রহিত করা হয়েছে।--- **পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে। ** উপ-রাষ্ট্রপতির শপথের ফরম সংযুক্ত করতে হবে।**	বিএনপি
চতুর্থ তফসিল (ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী)		পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অত্র তফসিলে উল্লিখিত স্বাধীন বাংলাদেশের সকল ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী রহিত করা হয়েছে। --- **পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে।**	বিএনপি
পঞ্চম তফসিল (১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তারিখে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেওয়া ঐতিহাসিক ভাষণ)		পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যম সংযোজিত---- **পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে।**	১. বিএনপি ২. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
ষষ্ঠ তফসিল (জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা)		পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যম সংযোজিত---- **পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে।**	১. বিএনপি ২. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলাম
সপ্তম তফসিল (১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল তারিখে মুজিবনগর সরকারের জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র)।		পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যম সংযোজিত---- **পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আনীত পরিবর্তন বাতিল করতে হবে।**	১. বিএনপি ২. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
		নতুন অষ্টম তফসিল সংযোজন পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন, ১৯৯৮, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ১৯৮৯, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ১৯৮৯, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ১৯৮৯ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন ১৯০০কে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৮ম তফসিল হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা। সপ্তম তফসিলের পর উপরোক্ত নতুন তফসিল সংযোজিত হলে সংযোজিত বিধানটি দাঁড়াবে নিম্নরূপ : "অষ্টম তফসিল পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রশাসনের জন্য বিশেষ আইনসমুহঃ- The Chittagong Hill Tracts Regulation, 1900 (Bengal Act I of 1900), also known as the Chittagong Hill Tracts Manual. রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইন)। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ২০ নং আইন) । বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ২১ নং আইন)। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ১২ নং আইন)।	ইউনাইটেড পিপল্স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)

	নতুন প্রস্তাব		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
		Bangladesh Muslim League proposes for four Constitutional Councils. 1. Council of Ulemas: This Council will essentially advise the Government on all matters related to Islam, give fatwas, and instruct the education department and textbook board to incorporate such texts and issues related to character building of school-going Children. This Council will further approve sermons for Friday prayers alternately dwelling on Huquq Allah and Huquq Al Ibad to reform and create a just society that embraces all people of all religions, tribes, and linguistic minorities. It is proposed that the Chairman of this Council will have the status of Deputy Premier. 2. Council of Minority Affairs: This Council will comprise Hindu Priests, Buddhist Monks, and Christian Priests. The Council will monitor and ensure the well-being of all minorities. Liaise with the government to better many minorities, give necessary suggestions and protect their places of worship. The Council will prepare sermons and educational material to create goodwill amongst all communities and help build a cohesive, harmonious relationship amongst all citizens. It will also select sites to observe their festivities, organize fairs, etc. The Chairman of this Council will have the rank and status of a Minister. 3. Council of Tribals: This Council shall be composed of representatives of indigenous people or tribes like the Chakmas, Meitei, Khasi, Santhal, and Garo, who will be tasked to ensure that the language, culture, and customs of all tribes and ethnic groups, including their festivals, are protected. They can study their language up to the primary level. The Council will also be responsible for proposing a curriculum. The purpose of this Council will be to create good amongst all communities so that all can coexist in peace and harmony. Integration between the trials and Bengalis will also be part of their mandate. 4. Council for National Security: The Council shall comprise the President, Prime Minister, Speaker, Leader of the Opposition, and Chiefs of the Army, Navy, and Air Force. This Council will meet in case any security problem or issue arises to resolve any disputes that may arise or have arisen between the President and the Parliament or the Prime Minister. Form a national security policy. The meeting of this Council will be called and Chaired by the President	Bangladesh Muslim Legue

	নতুন প্রস্তাব		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
		"The President will appoint Judges to the Supreme Court, Election Commission, Auditor and Comptroller General, Attorney General, Anti-Corruption Commission, Public Service Commission, and appoint and fill positions to all other Constitutional offices, Defense Chiefs, Prime Minister on the basis of his or her election by the Parliament, through secret ballot. The appointment of the Cabinet will be done by the President in consultation with the Prime Minister, however, the Ministers for Foreign Affairs, Defense will be nominated by and appointed exclusively by the President, who may or may not be Members of Parliament. Upto twenty percent members of the Cabinet may be appointed from outside the Parliament, which we call technocrat Ministers (now it is %10). The President will have the power to dissolve Parliament, if, a petition signed by a majority of Members is received by the President but after such verification as the President thinks fit and proper in a given circumstance or if the Prime Minister advises the President in writing under her hand to dissolve Parliament. All Ministers appointed to the Cabinet shall be under a Warrant signed and sealed by the President. The Vice President will be the Chairman of the Senate/Upper House. If the President dies or is incapacitated the Vice President shall be the President and will complete the term, if both are incapacitated the Speaker will act as the President until the President is elected. President will have a term of 6 years and will be eligible to be elected for a second term. Only two terms. No person will be the Prime Minister for more than two terms. Term here would mean the existence of Parliament, that is, if the Parliament is dissolved earlier than the expiry of its term than it would mean that the person who held the office has completed one term and will be eligible for another term as PM. The Prime Minister will be responsible for the running of the government with the aid, help and assistance of the Cabinet. If any dispute arises within the Cabinet, the Prime Minister will refer the same to the President who after hearing the Prime Minister and the Cabinet will resolve it and his decision shall be final and cannot be questioned in any Court including the Supreme Court. The Prime Minister will forward all decisions of the Cabinet to the President for his approval and if the President has any objection he will sit with the relevant Minister and resolve it after consultation with the Prime Minister. If it cannot be resolved then the decision and the objection will be sent to both houses of Parliament for a vote on the issue. The Minister concerned shall move the motion for a vote in both houses. The Cabinet being an institution under the Constitution, any decision taken by it collectively will be immune from questioning by any authority Constitutional or otherwise as that decision will be deemed to be in Public and national interest. The PM will generally Chair regular Cabinet meetings. Provided however, that the President will also have the power to summon the Cabinet as and when he deems necessary; but shall Chair all such Cabinet meetings in which the budget is to be approved, matters pertaining to national security, foreign affairs, defence are on the agenda. After the dissolution of Parliament, the President will assume all powers of the Prime Minister and form a small Cabinet composed of Senators to nm the affairs of the State, till such time that a new Parliament is in place."	Bangladesh Muslim Legue
		সংসদ সদস্যরা শুধু আইন প্রণয়ন ও সেই আইন, নীতি ও উন্নয়ন সহায়ক আচারণ করতে নিজ নিজ পরিবার এলাকার প্রচার চালাতে বাধ্য থাকিবেন। নৈতিকতা উন্নয়নে চেষ্টা করবেন। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করবেন।	বাংলাদেশ কল্যাণ রাষ্ট্র
		সংরক্ষিত নারী সংসদ সদস্যদের আইন, নীতি প্রণয়ন ও সেইগুলো নিজ নিজ এলাকায় প্রচার করার সাথে শিশু, কিশোর কিশোরী ও পরিবারের মনোজগত-শান্তি শৃংখলা বজায় রাখতে চেষ্টা করতে হবে	বাংলাদেশ কল্যাণ রাষ্ট্র
		নারী ও পুরুষ সব সংসদ সদস্যদের পেশা জীবন জীবিকা জনতার কাছে স্বচ্ছ হতে হবে। সংসদ সদস্য হবার আগে ওপরে কোনো ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে পারবেন না। তাদের সন্তান ও নিকট আত্মীয় ব্যাংক ঋণ খেলাপি হতে পারবেন না। রাজনীতির মাধ্যমে কোনো দেশীয় ও বিদেশী ব্যবসা করতে পারবেন না।	বাংলাদেশ কল্যাণ রাষ্ট্র
		সংসদ সদস্য ও তাদের পরিবারের সদস্যরা দুইটি র বেশি সন্তান নিতে পারবেন না।	বাংলাদেশ কল্যাণ রাষ্ট্র

পরিশিষ্ট ১৭

সিভিল সোসাইটি ও পেশাজীবী সংগঠনগুলোর মতামতের সারাংশ

সংবিধান সংস্কার কমিশনে সংবিধান সংস্কার বিষয়ে ৫৫টি সিভিল সোসাইটি ও পেশাজীবী সংগঠন তাদের লিখিত মতামত প্রদান করে। মতামত প্রদানকারী সংগঠনগুলোর মধ্যে ২৫টি সংগঠন কমিশনের সরাসরি আলোচনায় অংশগ্রহণ করে। সংগঠনগুলোর দেয়া প্রতিটি লিখিত প্রস্তাব ও মতামত কমিশন নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করে।

প্রস্তাবনা			
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক প্রতিষ্ঠানের নাম
	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান	নাম বহাল রাখতে হবে	এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফরমস এন্ড ডেভলপমেন্ট
		বাংলাদেশের নাম হবে 'জন-গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ'	নাগরিক উদ্যোগ
শুরু	"বিস্‌মিল্লাহির-রহ্‌মানির রহিম (দয়াময়, পরম দয়ালু, আল্লাহের নামে)/ পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তার নামে।"	কভারে নয়, মূল টেক্সটে এটি অন্তর্ভুক্ত করা	বাংলাদেশ ইন্টেলেকচুয়াল মুভমেন্ট
		বিসমিল্লাহর যথাযথ অনুবাদ করা (দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে'	বাংলাদেশ ইন্টেলেকচুয়াল মুভমেন্ট
		অন্যান্য ধমাবলম্বীর প্রতি সম্মানার্থে পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তার নামে- এ স্বতন্ত্র বাক্যটি লেখা	বাংলাদেশ ইন্টেলেকচুয়াল মুভমেন্ট
		ধর্মের প্রতি রেফারেন্স (যেমন 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম', 'ইসলাম রাষ্ট্র ধর্ম' এবং 'আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস') সংবিধানে সংরক্ষিত থাকতে পারে জনসমর্থন এবং জনপ্রিয় ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।	সেন্টার ফর ল, গভর্ন্যান্স অ্যান্ড পলিসি (CELGAP)
		পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তার নামে লেখা যেতে পারে।	নারী পক্ষ
		"[বিস্ মিল্লাহির-রহমানির রহিম বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম দয়াময়, পরম করুনাময় আল্লাহর নামে।"	রাষ্ট্রবিচার সভা
		"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম (দয়াময়, পরম করুনাময় আল্লাহর নামে)	আযহার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি বাংলাদেশ
প্রস্তাবনা (Preamble)'র সূচনা	"আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া [জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের] মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি; [আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল -জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে;] আমরা আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা- যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে; আমরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা যাহাতে স্বাধীন সত্তায় সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারি এবং মানবজাতির প্রগতিশীল আশা-আকাঙ্খার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে পূর্ণ ভূমিকা পালন করিতে পারি, সেইজন্য বাংলাদেশের জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তিস্বরূপ এই সংবিধানের প্রাধান্য অক্ষুণ্ন রাখা এবং ইহার রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান আমাদের পবিত্র কর্তব্য; এতদ্বারা আমাদের এই গণপরিষদে, অদ্য তের শত উনআশী বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসের আঠারো তারিখ, মোতাবেক উনিশ শত বাহাত্তর খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের চার তারিখে, আমরা এই সংবিধান রচনা ও বিধিবদ্ধ করিয়া সমবেতভাবে গ্রহণ করিলাম।"	সকল ধর্ম ও সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসীসহ প্রথাগত সকল ধর্ম ও সৃষ্টিকর্তায় অবিশ্বাসী সকল নাগরিকের জন্য সমান সুযোগ রাখা অথবা বিদ্যমান সংবিধানের "...পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তার নামে" অংশটি বিলুপ্ত করা।	বিপনেট
		বাংলাদেশ ভূখণ্ডের ঐতিহাসিক আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ, ৯০ এর গণঅভ্যুত্থান ও ২৪ এর ছাত্র-জনতার বৈষম্য বিরোধী গণঅভ্যুত্থানের চেতনা ও লক্ষ্য অনুযায়ী সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, গনতন্ত্র ও মানবাধিকার, এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক বৈষম্যহীন সমাজ গঠন।	হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস)
		বিদ্যমান প্রস্তাবনা হুবহু রাখার পক্ষে প্রস্তাব করছি	বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ

	প্রস্তাবনা		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক প্রতিষ্ঠানের নাম
		বৈষম্যহীন, গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং ন্যায়বিচারসম্পন্ন সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে, ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে এই ভূখণ্ডের বিভিন্ন স্থানে আত্মত্যাগকারী সকল মানুষের ত্যাগ ও তিতিক্ষাকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে, আমরা, বিভিন্ন জাতি, ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা, বিশ্বাস, ইতিহাস, কৃষ্টি ও ঐতিহ্য এবং আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যে বৈচিত্র্যময়, বাংলাদেশের জনগণ, দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংহতি, সহনশীলতা, সম্প্রীতি এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য রক্ষা ও বিকাশে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে, দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, ভৌগোলিক অখণ্ডতা, জাতীয় সংহতি, স্বাধীনতা ও মর্যাদা অটুট রেখে জনগণের সার্বভৌমত্ব এবং স্বশাসনের অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদান করে, স্বৈরতান্ত্রিক, কেন্দ্রীভূত ও একক শাসনব্যবস্থার দ্বারা সৃষ্ট সকল প্রকার বৈষম্য ও নিপীড়নের অবসান ঘটিয়ে, এবং শ্রেণি, জাতি, অঞ্চল, বয়স, বিশ্বাস, ভাষা, ধর্ম, লিঙ্গ ইত্যাদির ভিত্তিতে বিদ্যমান সকল প্রকার বৈষম্য দূর করে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমতা, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে, বাংলাদেশ ভূখণ্ডের পরিবেশ, প্রতিবেশ ও প্রাণবৈচিত্র্য রক্ষাসহ প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের অস্তিত্বের গুরুত্ব অনুধাবন করে, মানবজাতির প্রগতিশীল আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে পূর্ণ ভূমিকা পালন করার অভিপ্রায়ে, বাংলাদেশের জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তিস্বরূপ এই সংবিধানের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখা এবং এর রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধানকে আমাদের পবিত্র কর্তব্য হিসেবে ঘোষণা করছি।	বিপনেট
		আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তরিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া [জুলুম থেকে জাতীয় মুক্তির জন্য ঐহিহাসি সংগ্রামের] মাধ্যমে আল্লাহতায়ালার করুনাময় স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি; আমরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, বাংলাদেশী প্রজাতন্ত্র যা এক ও একমাত্র স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালার পূর্ণ আনুগত্য ও বিশ্বাস, ন্যায় ও সভ্য মানবতা, জনগণের ঐক্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠার বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রে নির্মিত হয়েছে; আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল - জুলুম ও বৈষম্যমুক্ত দেশ গড়া, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা এবং বিশ্বাস ও সুষ্ঠু গণতন্ত্র সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে] আমরা আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা-যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে; আমরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা যাহাতে স্বাধীন সত্তায় সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারি এবং মানবজাতির প্রগতিশীল আশা-আকাঙ্খার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে পূর্ণ ভূমিকা পালন করিতে পারি, সেইজন্য বাংলাদেশের জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তিস্বরূপ এই সংবিধানের প্রাধান্য অক্ষুণ্ন রাখা এবং ইহার রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান আমাদের পবিত্র কর্তব্য; এতদ্বারা আমাদের এই গণপরিষদে	সেন্টার ফর ইথিক্যাল রিসার্চ এন্ড থটস (সার্ট)
		সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস পূণর্স্থাপন করতে হবে।	বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন
		Absolute Sovereignty of Almighty Allah যুক্ত করতে হেবে	বালাকোট চেতনা উজ্জীবন পরিষদ
		ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র বাদ দিতে হবে	বালাকোট চেতনা উজ্জীবন পরিষদ
		আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল- জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে।' - এ বাক্য বাদ দিতে হবে	বাংলাদেশ ইন্টেলেকচুয়াল মুভমেন্ট
		৫ম সংশোধনীর আলোকে পুনরায় লিখা	বাংলাদেশ ইন্টেলেকচুয়াল মুভমেন্ট
		সমাজতন্ত্র অর্থ- অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায় বিচার- এই অর্থে সমাজতন্ত্র ২। অন্যান্যের মধ্যে জুলাই-আগষ্ট ২০২৪ সালে সংগঠিত বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন ও গণঅভুত্থানের চেতনা-ই হইবে এই সংবিধানের রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম ভিত্তি	বিয়াম ফাউন্ডেশন গবেষণা ও পরামর্শ সেবা কেন্দ্র

	প্রস্তাবনা		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক প্রতিষ্ঠানের নাম
		The Constitution should be rewritten keeping the spirit and aspirations of our historical "Liberation War" of 1971, the 'Sipahi-Janata Biplob' of 1975, 'Gono Ovvutthan' of 1990 (90's Anti-Authoritarian Movement), and the 'Student-people anti-quota movements' of 2024 (July-August Revolution' 24). This constitution should reflect in it the demands of mass people for Equality, human dignity, social justice, democracy, human rights, and inclusive non-discriminatory social order.	Bangladesh islamic law research and legal aid centre
		আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া আল্লাহর অশেষ কৃপায় [জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের] মাধ্যমে ভূমির উপর জনগনের মালিকানাস্বত্ত ভিত্তিক সার্বভৌম ও স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি এবং ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের আরেক পর্যায়ে জালেম স্বৈরাচার প্রতিরোধে জাতীয় গনভ্যুত্থানের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশে জনগনের লুণ্ঠিত অধিকার আদায় করিয়াছি। (আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শসমূহ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল - আল্লাহর উপর ঈমান ও আস্থা, দেশাত্মবোধ ও সুরক্ষা, ন্যায়-ন্যায্যতা-মর্যাদা, স্বাধীনতা ও গনতন্ত্রের সেই সকল আদর্শসমূহ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে ; আমরা আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে গণরায় ভিত্তিক পদ্ধতিতে এমন এক বৈষম্যহীন ও জুলুমহীন ন্যায় ও ন্যায্যতা ভিত্তিক সমাজের প্রতিষ্ঠা- যেখানে ধর্ম- বর্ন-মতাদর্শ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক অধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যহীনতা, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে; আমরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা যাহাতে স্বাধীন সত্তায় সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারি এবং মানবজাতির প্রগতিশীল আশা-আকাঙ্খার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে পূর্ণ ভূমিকা পালন করিতে পারি, সেইজন্য বাংলাদেশের জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তিস্বরূপ এই সংবিধানের প্রাধান্য অক্ষুন্ন রাখা এবং ইহার রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান আমাদের পবিত্র কর্তব্য; এতদ্বারা আমাদের এই গণপরিষদে, অদ্য চৌদ্দ শত একত্রিশ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ন মাসের দশ তারিখ, মোতাবেক দুই হাজার চব্বিশ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের পঁচিশ তারিখে, আমরা এই সংবিধান রচনা ও বিধিবদ্ধ করিয়া সমবেতভাবে গ্রহণ করিলাম।	রাষ্ট্রবিচার সভা
		আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া মহান আল্লাহর অশেষ কৃপায় জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করিয়াছি এবং ২০২৪ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসের ৫ তারিখে স্বৈরাচার বিরোধী গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের জনগনের লুণ্ঠিত অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছি। আমরা বিশ্ব জগতের একচ্ছত্র অধিপতি আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করিয়া অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ শোষিত বীর বাঙালিকে শোষণ নীতির বিরুদ্ধে ১৯৭১-এ সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগের প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল- বাংলাদেশী দেশাত্ববাদ, ন্যায় ও ন্যায্যতা, মর্যাদাবোধ ও মর্যাদা এবং ২০২৪-এর গণরায় ও বৈষম্য বিরোধী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া নিপীড়িত জনগণকে স্বৈরাচার বিরোধী গণঅভ্যুত্থানে আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে। আমরা আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে রাষ্ট্রে শোষণ ও বৈষম্য মুক্ত এমন এক সমাজ প্রতিষ্ঠা- যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, যথাযথ স্বাধীনতা, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত হইবে।	আযহার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি বাংলাদেশ

প্রথম ভাগ: প্রজাতন্ত্র

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
অনুচ্ছেদ ১ (প্রজাতন্ত্র)	১। বাংলাদেশ একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র, যাহা "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ" নামে পরিচিত হইবে।	কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার হবে। কেন্দ্রীয় সরকারে হাতে থাকবে পররাষ্ট্র, অরথ, বাণিজ্য, বিদেশে করমসংস্থান, বিদেশী বিনিয়োগ, শিল্প, ও উচ্চশিক্ষা খাত	এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফরমস এন্ড ডেভলপমেন্ট
		"""বাংলাদেশ একটি যুক্তরাষ্ট্রীয়, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র, যাহা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামে পরিচিত হইবে"" এই শব্দগুলো প্রতিস্থাপন হইবে।"	সিএইচটি ওয়ার্কিং গ্রুপ ফর ন্যাশনাল রিফর্ম
		৬-৮টি প্রদেশে ভাগ করতে হবে	এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফরমস এন্ড ডেভলপমেন্ট
		বাংলাদেশ মহান আল্লাহ তায়ালার অসীম করুনার ফসল একটি একক, স্বাধীন ও সুনির্দিষ্ট ভূমির উপর স্বতন্ত্র নির্দিস্ট জনগনের রাজনৈতিক ও রাষ্ট্র মালিকানাস্বত্তা ভিত্তিক সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র, যাহা "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ" নামে পরিচিত হইবে।	রাষ্ট্রবিচার
		অনুচ্ছেদ ০১: "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ" এর "প্রজা" শব্দটি বৈষম্যপূর্ণ। "প্রজা" শব্দটি বাদ দিয়ে Peoples Republic এর একটি যুৎসই বাংলা শব্দ প্রনয়ণ করা যেতে পারে।	হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস)
		বাংলাদেশের নামের মধ্যে "প্রজা" শব্দ থাকিবে না। এতদস্থলে বাংলাদেশের জনগণের মর্যাদাবাহী নতুন শব্দ যোগ করিতে হইবে। উদাহরণস্বরূপ: জনগণতান্ত্রিক বাংলাদেশ।	আযহার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি বাংলাদেশ
		এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের বদলে যুক্তরাষ্ট্রীয় ধাঁচের শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা উচিৎ। বিশ্বের নানান দেশের অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের বদলে ফেডারেল রাষ্ট্র গঠন করলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা অধিক স্তর নিশ্চিত করা সম্ভব কারণ তাতে ক্ষমতার ভারসাম্য অধিকরণ নিশ্চিত করা যায়।	বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন
		রাষ্ট্রের একক কাঠামো বজায় রেখে বিকেন্দ্রীকরণের ওপর গুরুত্বারোপ করতে হবে।	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ল' স্টুডেন্টস ফোরাম ফর রিফর্ম প্রপোজাল
		বিদ্যমান অনুচ্ছেদটি অবিকল রাখা যেতে পারে	বাংলাদেশ প্রফেশনালস
অনুচ্ছেদ ২ (প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানা)	২। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানার অন্তর্ভুক্ত হইবে (ক) ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা-ঘোষণার অব্যবহিত পূর্বে যে সকল এলাকা লইয়া পূর্ব পাকিস্তান গঠিত ছিল4[এবং সংবিধান (তৃতীয় সংশোধন) আইন, ১৯৭৪-এ অন্তর্ভুক্ত এলাকা বলিয়া উল্লিখিত এলাকা, কিন্তু উক্ত আইনে বহির্ভূত এলাকা বলিয়া উল্লিখিত এলাকা তদ্‌বহির্ভূত; এবং] (খ) যে সকল এলাকা পরবর্তীকালে বাংলাদেশের সীমানাভুক্ত হইতে পারে।	২। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানার অন্তর্ভুক্ত হইবে (ক) ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা-ঘোষণার অব্যবহিত পূর্বে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী যে সকল এলাকা লইয়া পূর্ব পাকিস্তান গঠিত ছিল±[এবং সংবিধান (তৃতীয় সংশোধন) আইন, ১৯৭৪-এ অন্তর্ভুক্ত এলাকা বলিয়া উল্লিখিত এলাকা, কিন্তু উক্ত আইনে বহির্ভূত এলাকা বলিয়া উল্লিখিত এলাকা তহির্ভূত; এবং	রাষ্ট্রবিচার
অনুচ্ছেদ ২ক (রাষ্ট্রধর্ম)	প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করিবেন	৫ম সংশোধনীর আলোকে পুনরায় লিখতে হবে	বাংলাদেশ ইন্টলেকচুয়াল মুভমেন্ট
		ইসলামকে রাষ্ট্রধম হিসেবে স্বীকার করতে হবে	বালাকোট চেতনা উজ্জীবন পরিষদ
		২(ক) বিলুপ্ত করা।	নারী পক্ষ
		রাষ্ট্রের কোনো ধর্ম থাকতে পারে না। প্রয়োজনে রাষ্ট্র সমাজে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও পারস্পরিক সৌহার্দ্য বজায় রাখার স্বার্থে ধর্মগুলোকে ন্যায্যতার সাথে রাজনৈতিকভাবে স্বীকৃতি দিবে। রাষ্ট্রের জনগণ যেসব ধর্ম চর্চা করে সেসব ধর্মকে নিরাপত্তা দিবে, ন্যায্যতার সাথে পৃষ্ঠপোষকতা করবে।	বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স
		২ ক। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র ইসলামের মতোই ন্যায্য মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করিবেন]	রাষ্ট্রবিচার
		রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ হোক এবং ধর্মীয় ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা থাকবে।	নাগরিক উদ্যোগ
		প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, কাদিয়ানীসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র স্বীয় মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করিবেন।	আযহার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি বাংলাদেশ
		অনুচ্ছেদটি সম্পূর্ণভাবে বাতিল করার প্রস্তাব করছি	বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ

প্রথম ভাগ: প্রজাতন্ত্র

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
		প্রজাতন্ত্রের রাষ্টধর্ম ইসলাম হইবে; তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র যথাযথ মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করিবেন। পাশাপাশি- ক. মুসলমানদের জীবন ইসলামী মূল্যবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন। খ. মুসলমানদের জীবন ইসলামী নীতিমালা ও শিক্ষার আলোকে পরিচালিত করিতে, যথাযথ শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে সরকার ব্যবস্থাপনা করিবেন। মুসলিম নাগরিকদের আরবি ভাষা ও কুরআন শেখানোর ব্যবস্থা করিতে যথাযথ উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করিবেন। গ. ধর্মীয় শিক্ষা সম্পর্কিত বিধান: কোনো নাগরিককে এমন কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বাধ্যতামূলকভাবে ভর্তি করা যাইবে না সেখানে তার নিজের ধর্মের বাইরে অন্য ধর্মের শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। ঘ. ধর্মীয় শিক্ষা মুসলিম ও অমুসলিম নাগরিকদের নিজ নিজ ধর্ম অনুসারে হইবে। ঙ. অন্তর্ভুক্তিমূলক অথবা অংশগ্রহণমূলক সমাজ গঠনের নামে আমাদের পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক হয়, এমন কোনো বৈচিত্র্যকে স্বাভাবিককরণ করা যাবে না ও শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না।	সেন্টার ফর ইথিক্যাল রিসার্চ এন্ড থটস (সার্ট)
অনুচ্ছেদ ৩ (রাষ্ট্রভাষা)	প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা।	রাষ্ট্রভাষা 'বাংলার' পাশাপাশি তবে নাগরিকদের অন্যান্য ভাষার পরিপোষণ ও উন্নয়নে রাষ্ট্র সমভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করিবেন।	বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম
		রাষ্ট্রের কোনো রাষ্ট্রীয় ভাষার বিধান না রেখে দাপ্তরিক ভাষার বিধান করতে হবে। বাংলাসহ পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর ভাষাকে স্বীকৃতি দিতে হবে।	বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স
		নিজ ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ ও প্রশাসনিক কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকতে হবে প্রত্যেক নাগরিকের। আদালতের বিচারকাজে নিজ বোধগম্য ভাষায় অংশ নেওয়ার সুযোগ দিতেই হবে। এই অধিকার সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত হতে হবে।	বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স
		বর্তমান সংবিধানের প্রথম ভাগের (প্রজাতন্ত্র) 'রাষ্ট্রভাষা' সংক্রান্ত ৩ অনুচ্ছেদে লিখিত "প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা" শব্দগুলি ৩ অনুচ্ছেদের শেষে সংযোজন করা- "তবে নাগরিকদের অন্যান্য নৃতাত্তিক ভাষার পরিপোষণ ও উন্নয়নেও রাষ্ট্র সমভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করিবেন।"	সিএইচটি ওয়ার্কিং গ্রুপ ফর ন্যাশনাল রিফর্ম
		রাষ্ট্রের সরকারি ও আদালতের ভাষা বাংলা করা উচিৎ	জুডিসিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন
		সংবিধানে রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত বিষয়ে সংযোজন করতে হবে। রাষ্ট্রভাষা বাংলার পাশাপাশি অন্য জাতির ভাষার পরিবেশ ও উন্নয়নে রাষ্ট্র সমভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করবে।	উত্তরবঙ্গ আদিবাসী ফোরাম
		রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ ৩ শেষে নতুন সংযোজন:বাংলা ভাষা ছাড়া অন্যান্য ভাষার উন্নয়নে সমভাবে রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা।	বিপনেট
		"সব নাগরিকের ভাষার প্রতি বৈষম্যহীনতা নিশ্চিত করতে এবং নাগরিকত্বের সজ্ঞা সমন্নুত রাখতে হবে। "	নারী পক্ষ
		রাষ্ট্রভাষা বাংলা তবে অন্যান্য ভাষার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও মর্যাদা নিশ্চিত করতে হবে।	নারী পক্ষ
		বাংলাদেশকে বহুজাতি, বহু ভাষা, বহু ধর্ম এবং বহু সংস্কৃতির এক বৈচিত্রের দেশ হিসেবে সাংবিধানিকভাবে ঘোষণা করা যেতে পারে।	উত্তরবঙ্গ আদিবাসী ফোরাম
		প্রজাতন্ত্রের ভাষা হইবে বাংলা তবে ইংরেজী ভাষাও ব্যবহারে সমান গুরুত্ব দিতে হইবে	বিয়াম ফাউন্ডেশন গবেষণা ও পরামর্শ সেবা কেন্দ্র
অনুচ্ছেদ ৪(জাতীয় সংগীত,পতাকা,প্রতীক)	"৪। (১) প্রজাতন্ত্রের জাতীয় সঙ্গীত "আমার সোনার বাংলা"র প্রথম দশ চরণ। (২) প্রজাতন্ত্রের জাতীয় পতাকা হইতেছে সবুজ ক্ষেত্রের উপর স্থাপিত রক্তবর্ণের একটি ভরাট বৃত্ত। (৩) প্রজাতন্ত্রের জাতীয় প্রতীক হইতেছে উভয় পার্শ্বে ধান্যশীর্ষবেষ্টিত, পানিতে ভাসমান জাতীয় পুষ্প শাপলা, তাহার শীর্ষদেশে পাটগাছের তিনটি পরস্পরসংযুক্ত পত্র, তাহার উভয় পার্শ্বে দুইটি করিয়া তারকা। (৪) উপরি-উক্ত দফাসমূহ-সাপেক্ষে জাতীয় সঙ্গীত, পতাকা ও প্রতীক সম্পর্কিত বিধানাবলী আইনের দ্বারা নির্ধারিত হইবে।"	বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম এবং জুলাই গনভ্যুত্থানের চেতনাবহন করেন এমন কোন কবির লিখিত গান বা কবিতা জাতীয় সঙ্গীত আকারে বাছাই করা হোক।	রাষ্ট্রবিচার, জকিগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরি

প্রথম ভাগ: প্রজাতন্ত্র			
অনুচ্ছেদ/অংশ	**বর্তমান সংবিধান**	**সুপারিশ**	**প্রস্তাবক দলের নাম**
		দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচিত "ধনধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা" বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে উপযুক্ত। এই ব্যাপারে জাতীয় রাজনৈতিক ঐক্য গঠন করতে হবে।	বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স
		অনেক পথ-মতকে ধারণ করে এমন বেশ কয়েকটি স্লোগানকে জাতীয় স্লোগান হিসেবে সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া যেতে পারে। যেমন: "ক্ষমতার সাথে নয়, জনতার সাথে বাংলাদেশ", "জান-জবানের রাজনীতি, বাংলাদেশের মূলনীতি", "দায় দরদের রাজনীতি, বাংলাদেশের মূলনীতি", "মাটি মানুষের রাজনীতি, বাংলাদেশের মূলনীতি", "বিশ্বাস, আনুগত্য, ভালোবাসা বাংলাদেশের মূল ঠিকানা", "বিপ্লবী জনতা, গড়ে তোলো একতা", "জুলুমের দিন শেষ, মজলুমের বাংলাদেশ", "যদি তুমি ভয় পাও তবে তুমি শেষ, যদি তুমি রুখে দাঁড়াও তবে তুমিই বাংলাদেশ", "পদ্মা, মেঘনা, যমুনা তোমার আমার ঠিকানা", "স্বৈরতন্ত্র মুর্দাবাদ, "ইনকিলাব জিন্দাবাদ", "জয় বাংলা", "বাংলাদেশ জিন্দাবাদ", "ছাত্র-জনতা গড়ে তোলো একতা", "পাহাড়ী- বাঙালী ভাই ভাই, এই বাংলায় বিভেদের ঠাঁই নাই"।	বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স
		বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম, ইতিহাস, ঐতিহ্য, জাতীয় চেতনা, ধর্ম ও সংস্কৃতি, প্রকৃতি এবং জুলাই গণঅভ্যুত্থানের চেতনা ধারণকারী এবং বাংলাদেশী কবির কবিতা নতুন জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে নির্ধারণ করা হইবে ।	আযহার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি বাংলাদেশ
		কাজী নজরুল ইসলাম হবেন বাংলাদেশের জাতীয় কবি।	কবি নজরুল ইন্সটিটিউট
অনুচ্ছেদ ৪ক (জাতির পিতার প্রতিকৃতি)	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পীকার ও প্রধান বিচারপতির কার্যালয় এবং সকল সরকারী ও আধা-সরকারী অফিস, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষের প্রধান ও শাখা কার্যালয়, সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাস ও মিশনসমূহে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করিতে হইবে	এই অনুচ্ছেদ সম্পূর্ন বাতিল করতে হবে।	"১. রাষ্ট্রবিচার ২. সেন্টার ফর ইথিক্যাল রিসার্চ এন্ড থটস (সার্ট) ৩. বিয়াম ফাউন্ডেশন গবেষণা ও পরামর্শ সেবা কেন্দ্র"
		অন্ধ জাতিপুজা ও ব্যক্তিপুজা বাদ দিয়ে আদর্শ ভিত্তিক চিন্তার প্রতিফলন হওয়া উচিত	ঢাকা মহানগর আইনজীবী সমিতি
		(ক) বাংলাদেশ রাষ্ট্রে কোনো একক ব্যক্তিকে জাতির পিতা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হইবে না । (খ) বাংলাদেশের জাতীয় প্রতীক অথবা বাংলাদেশের মানচিত্রের প্রতিকৃতি রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পীকার ও প্রধান বিচারপতির কার্যালয় এবং সকল সরকারী ও আধা-সরকারী অফিস, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষের প্রধান ও শাখা কার্যালয়, সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশের দূতাবাস ও মিশনসমূহে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করিতে হইবে।	আযহার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি বাংলাদেশ, জকিগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরী
		একক কোন ব্যক্তিকে জাতির পিতা ঘোষণা করার চেয়ে জাতীয় সকল বীরদের সম্মান দেয়া যেতে পারে এভাবে— ১. জাতীয় অভিভাবক ক. নবাব সলিমউল্লাহ খ. সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী গ. শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হক ঘ. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ঙ. মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ২. স্থপতি ক. তাজ উদ্দিন আহমদ খ. বঙ্গবীর জেনারেল আতাউল গণি ওসমানী ৩. উপ স্থপতি ক. জেড ফোর্স প্রধান মেজর জিয়াউর রহমান খ. এস ফোর্স প্রধান মেজর শফিউল্লাহ গ. কে ফোর্স প্রধান মেজর খালেদ মোশাররফ	জকিগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরী
		সংবিধানকে নিরপেক্ষ ও রাষ্ট্রকে নির্দলীয় রাখতে ৪ক অনুচ্ছেদ বাতিল করা	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ল' স্টুডেন্টস ফোরাম ফর রিফর্ম প্রপোজাল
অনুচ্ছেদ ৫		প্রজাতন্ত্রের রাজধানী হইবে ঢাকা। তবে সরকার প্রয়োজন মনে করিলে ঢাকার বাইরেও রাজধানী স্থাপন করিতে পারিবে।	বিয়াম ফাউন্ডেশন গবেষণা ও পরামর্শ সেবা কেন্দ্র
		বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা। তবে তেরোটি (১৩) প্রদেশের ১৩টি রাজধানী: রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, বগুড়া, ময়মনসিংহ, সিলেট, গাজীপুর, ফরিদপুর, যশোর, খুলনা, কুমিল্লা, মাইজদী, বরিশাল এবং চট্টগ্রাম।	বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স

	প্রথম ভাগ: প্রজাতন্ত্র		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
অনুচ্ছেদ ৬ (নাগরিকত্ব)	"[৬। (১) বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে। (২) বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসাবে বাঙালী এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন।]"		
		নাগরিকত্বের ক্ষেত্রে ভৌগলিক সীমানাটাই মূল বিবেচ্য বিষয়। ঐক্যে ফাটল ধরাতে অন্য তত্ত্ব এনে হাজির করা চলবে না। এটা ঠিকঠাক করতে হবে।	বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স
		সংবিধানের ধারা ৬(২) : আদিবাসীদের সুস্পষ্ট স্বীকৃতি, আইনি সুরক্ষা এবং বৈষম্য বিরোধী দ্বারা নিষিদ্ধ করতে হবে।	"বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি "
		"বাঙালী জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ হবে জাতীয় ঐক্য ও সংহতির ভিত্তি। "	নারী পক্ষ
		বাংলাদেশী লেখা হোক	বাংলাদেশ প্রফেশনালস
		"বাংলাদেশের জনগণ জাতি ও নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশি বলিয়া পরিচিত হইবে। "	নারী পক্ষ, সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবেলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ।
		৬।(২) বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন। জনগণ জাতি হিসাবে স্বীয় নৃতাত্ত্বিক-ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসূচক ঐচ্ছিক আত্ম-পরিচয় গ্রহন করিতে পারিবেন যাহা ভিন্ন আত্ম-পরিচয়ের ক্ষেত্রে দ্বন্দ ও সংঘাতমূলক হইবে না।	রাষ্ট্রবিচার
		বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ভাষা ও নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী হিসেবে বাঙালী জাতি, বাঙালী মুসলিম এবং রাষ্ট্রের সকল নাগরিক বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন।	আযহার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি বাংলাদেশ
		সংবিধানে ৬(২) নাগরিক সংক্রান্ত অনুচ্ছেদে 'তবে অন্যান্য জাতির নাগরিক নিজস্ব জাতি উল্লেখ করিতে পারিবেন'এটা সংযুক্ত করা যেতে পারে।	উত্তরবঙ্গ আদিবাসী ফোরাম
		অনুচ্ছেদ ৬ (১): নাগরিকত্ব নির্ধারনের ক্ষেত্রে 'আইনের দ্বারা' এর পরিবর্তে 'জন্মসূত্রে ও আইন দ্বারা" নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে। (জন্মসূত্রে যুক্ত করার প্রস্তাব করছি)	হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস)
		অনুচ্ছেদ ৬ (২) জাতি হিসেবে বাঙালী পরিবর্তন করার প্রস্তাব করছি, যেহেতু এখানে অন্যান্য অনেক জাতিগোষ্ঠীর লোকজনও বসবাস করে)	হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস)
		বর্তমান সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬(২)-এ বাংলাদেশের জনগণকে এককভাবে "বাঙালি" জাতি হিসাবে পরিচিত করার বিধান রয়েছে। এটি দেশের বাস্তবতা, বিশেষ করে আদিবাসী ও জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জাতিগত পরিচয়কে উপেক্ষা করে। বাংলাদেশ একটি বহু জাতি, বহু ভাষা, এবং বহু সংস্কৃতির দেশ, যেখানে বাঙালিদের পাশাপাশি আদিবাসীসহ বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, এবং পরিচয় রয়েছে।	পাবর্ত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটি
		জাতী ও জাতীয়তা নির্বিশেষে আমাদের পরিচয় হইবে বাংলাদেশী	বিয়াম ফাউন্ডেশন গবেষণা ও পরামর্শ সেবা কেন্দ্র

	প্রথম ভাগ: প্রজাতন্ত্র		
অনুচ্ছেদ/অংশ	**বর্তমান সংবিধান**	**সুপারিশ**	**প্রস্তাবক দলের নাম**
অনুচ্ছেদ ৭ (সংবিধানের প্রাধান্য)	(১) প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ; এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে। (২) জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসমঞ্জস হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে	পুনরুস্থাপন করা হোক: সকল ক্ষমতার মালিক একমাত্র মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলা	ঢাকা মহানগর আইনজীবী সমিতি
		অনুচ্ছেদ ০৭ (১): অনুচ্ছেদ ০১ এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে 'প্রজাতন্ত্র' শব্দটি পরিবর্তন করে 'বাংলাদেশের সকল ক্ষমতার মালিক এই রাষ্ট্রের নাগরিক' দেয়া যেতে পারে।	হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস)
		বাক্যটি অস্পষ্ট ও অসামাঞ্জস্যপূরণ। পুনলিখন: "রাষ্ট্রের মালিকানা জনগণের এবং রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকার গঠন ও এতে পরিবর্তন আনয়নসহ যাবতীয় ক্ষমতা- জনগণই সংরক্ষ করেন"	বাংলাদেশ ইন্টেলেকচুয়াল মুভমেন্ট
		"অতীতের আইন সম্পর্কে বিধান এবং সংবিধানের চরিত্র' নামে নতুন বিধান: এ বিধানের কাঠামো হতে পারে নিম্নরূপ: ""(১) সংবিধান, আইন, নীতিমালা প্রণয়ন করার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে জনগণ যাতে কার্যকরভাবে সরকার, আদালত ও আইনসভাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, ন্যায্যতার সাথে পরিচালনা করতে পারেন। জনসাধারণ হচ্ছেন দেশের মালিক; সংবিধান দেশের সর্বোচ্চ দলিল এবং জনসাধারণ ও রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ চুক্তি। মালিক হিসেবে দেশের সর্বোচ্চ দলিল ও চুক্তির রক্ষণাবেক্ষণ করা সাধারণ মানুষের পবিত্র দায়িত্ব। সমগ্র বাংলাদেশ এবং সারা বিশ্বের সব বাংলাদেশীর জন্য এ সংবিধান প্রযোজ্য। (২) বাংলাদেশে কার্যকর থাকা অতীতের সব আইন এ সংবিধানের সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ কি না তা সংবিধান কার্যকর হবার ৪ বছরের মধ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পরবর্তী ১ বছরব্যাপী সংসদে আলোচনাসাপেক্ষে ভোটাভুটি শেষে গ্রহণ করা হবে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পুরোনো আইন বাদ দিয়ে নতুন আইন প্রণয়ন করা হবে। বাতিল হওয়া আইনে দণ্ডপ্রাপ্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ব্যক্তিদের তাৎক্ষণিকভাবে মুক্তি দিবে এবং ন্যায্যতার সাথে যৌক্তিক ক্ষতিপূরণ দিবে সংসদ। অতীতের সব আইনের সাংবিধানিকত্ব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য আইনের জানা-শোনা আছে ও আইন বুঝতে সক্ষম এমন বিভিন্ন পেশার জনসাধারণকে নিয়ে ৭১টি কমিটি গঠন করা হবে। প্রত্যেক কমিটির সদস্য হবেন ২৪ জন। এ সংবিধান কার্যকর হবার ৫ বছরের মধ্যে রাষ্ট্রে কার্যকর থাকা সব অতীত আইনের সাংবিধানিকত্ব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর পরীক্ষায় টিকে যাওয়া আইনগুলো সংবিধানের ১ম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। (৩) ভ্রাতৃত্ব বাংলাদেশের প্রাণশক্তি এবং সাংবিধানিক নীতি-নৈতিকতা বাংলাদেশের আত্মিকশক্তির মূল উৎস। বিভিন্ন নীতি ও দর্শন সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত। তবে সংবিধানের সম্ম নীতি ও দর্শন একমুখী ও সংবিধানকেন্দ্রিক। সংবিধানে পরস্পরবিরোধী কোনো নীতির ঠাঁই নেই। যা একে অপরের বিপরীত, এমন বিভিন্ন নীতি বা দর্শন কোনোসময় বাংলাদেশে কার্যকর হতে পারে না। তবে এমন নীতি বা দর্শনের ক্ষেত্রে মৌলিক ঐকমত্যকে স্বীকৃতি দেয় সংবিধান।"""	বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স
		৭। (১)সর্বশক্তিমান আল্লাহর করুনায় প্রজাতন্ত্রের সকল রাজনৈতিক ক্ষমতার মালিক জনগণ; এবং আল্লাহর খলিফা জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে। (২) জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ন হয় অথবা ইসলাম ধর্মের সর্বোচ্চ মৌলিক নীতির বিরোধী হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও বিরোধী, ততখানি বাতিল হইবে।	রাষ্ট্রবিচার
		রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার উৎস ও মালিক আল্লাহ তা'আলা এবং আল্লাহর পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ জনগণের দ্বারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির মাধ্যমে, এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে।	আযহার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি বাংলাদেশ
		"সকল ক্ষমতার উৎস আল্লাহতায়ালা। প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক [আল্লাহতায়ালার প্রতিনিধি] জনগণ যা রাষ্ট্র ধর্ম ইসলামের অনুগত হইবে; এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে।	সেন্টার ফর ইথিক্যাল রিসার্চ এন্ড থটস (সার্ট)

	প্রথম ভাগ: প্রজাতন্ত্র		
অনুচ্ছেদ/অংশ	**বর্তমান সংবিধান**	**সুপারিশ**	**প্রস্তাবক দলের নাম**
অনুচ্ছেদ ৭ক (সংবিধান বাতিল, স্থগিতকরণ, ইত্যাদি অপরাধ)	৭ক। (১) কোন ব্যক্তি শক্তি প্রদর্শন বা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বা অন্য কোন অসাংবিধানিক পন্থায় -(ক) এই সংবিধান বা ইহার কোন অনুচ্ছেদ রদ, রহিত বা বাতিল বা স্থগিত করিলে কিংবা উহা করিবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ বা ষড়যন্ত্র করিলে ; কিংবা (খ) এই সংবিধান বা ইহার কোন বিধানের প্রতি নাগরিকের আস্থা, বিশ্বাস বা প্রত্যয় পরাহত করিলে কিংবা উহা করিবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ বা ষড়যন্ত্র করিলে-তাহার এই কার্য রাষ্ট্রদ্রোহিতা হইবে এবং ঐ ব্যক্তি রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে দোষী হইবে। (২) কোন ব্যক্তি (১) দফায় বর্ণিত-(ক) কোন কার্য করিতে সহযোগিতা বা উস্কানি প্রদান করিলে; কিংবা (খ) কার্য অনুমোদন, মার্জনা, সমর্থন বা অনুসমর্থন করিলে-তাহার এইরূপ কার্যও একই অপরাধ হইবে। (৩) এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত অপরাধে দোষী ব্যক্তি প্রচলিত আইনে অন্যান্য অপরাধের জন্য নির্ধারিত দণ্ডের মধ্যে সর্বোচ্চ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।	এ ধারা বাতিল করতে হবে, এর মাধ্যমে সংসদ সদস্যকে জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আবদ্ধ করা হয়েছে	১. বাংলাদেশ ইন্টলেকচুয়াল মুভমেন্ট ২. বিয়াম ফাউন্ডেশন গবেষণা ও পরামর্শ সেবা কেন্দ্র
		অনুচ্ছেদ ৭(ক, খ) বাদ দেয়ার প্রস্তাব করছি। সংবিধান সংশোধনযোগ্য রাখতে হবে। কেননা সংবিধান জনগনের জন্য। জনগনের চাহিদা অনুযায়ী সময়ের প্রয়োজনে সংশোধন করার সুযোগ থাকা উচিৎ। সেক্ষেত্রে সংসদ সদস্যদের উভয়কক্ষের দুই তৃতীয়াংশের ভোটে এবং গনভোটের মাধ্যমে পরিবর্তন করা যাবে।	হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস)
		অনুচ্ছেদ ৭ক (সংবিধান বাতিল, স্থগিতকরণ ইত্যাদি অপরাধ) সংশোধন কিংবা বাতিল করা	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ল' স্টুডেন্টস ফোরাম ফর রিফর্ম প্রপোজাল
অনুচ্ছেদ ৭খ (সংবিধানের মৌলিক বিধানাবলী সংশোধন অযোগ্য)	৭খ।সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সংবিধানের প্রস্তাবনা, প্রথম ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, দ্বিতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, নবম-ক ভাগে বর্ণিত অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলী সাপেক্ষে তৃতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ এবং একাদশ ভাগের ১৫০ অনুচ্ছেদসহ সংবিধানের অন্যান্য মৌলিক কাঠামো সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমুহের বিধানাবলী সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন, রহিতকরণ কিংবা অন্য কোন পন্থায় সংশোধনের অযোগ্য হইবে।]	এ ধারা বাতিল করতে হবে	১. বাংলাদেশ ইন্টলেকচুয়াল মুভমেন্ট ২. বিয়াম ফাউন্ডেশন গবেষণা ও পরামর্শ সেবা কেন্দ্র
		অনুচ্ছেদ ৭খ রহিত করা	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ল' স্টুডেন্টস ফোরাম ফর রিফর্ম প্রপোজাল
		৭ক এবং ৭খ সম্পূর্ন বাতিল করতে হবে।	১. রাষ্ট্রবিচার ২. আযহার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি বাংলাদেশ
অনুচ্ছেদ ৭খ (সংবিধানের মৌলিক বিধানাবলী সংশোধন অযোগ্য)	সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সংবিধানের প্রস্তাবনা, প্রথম ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, দ্বিতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, নবম-ক ভাগে বর্ণিত অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলী সাপেক্ষে তৃতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ এবং একাদশ ভাগের ১৫০ অনুচ্ছেদসহ সংবিধানের অন্যান্য মৌলিক কাঠামো সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমুহের বিধানাবলী সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন, রহিতকরণ কিংবা অন্য কোন পন্থায় সংশোধনের অযোগ্য হইবে।		

	প্রথম ভাগ: প্রজাতন্ত্র		
অনুচ্ছেদ/অংশ	**বর্তমান সংবিধান**	**সুপারিশ**	**প্রস্তাবক দলের নাম**
		৭(খ) সংবিধানের মৌলিক বিধানাবলি সংশোধনের অযোগ্য কখনোই হইবে না।	সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ।
অন্যান্য প্রস্তাব			
		সবার জন্য ও সব ধর্ম নির্বিশেষে অভিন্ন পারিবারিক আইন (ইউনিফর্ম ফ্যামিলি কোড) প্রণয়ন করতে হবে।	বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি
		In the Constitution, We should be known as Bangladeshis, as other ethnic minorities are part and parcel of the Republic.Everything that insults Allah and His Messenger should be avoided in this Constitution. Article 4(A) should be deleted as it does not reflect the People's Will at all. Article 7(A) should be deleted as the Constitution must be Amendable. During the Parliament is an effect by 2/3 majority & Referendum, and while absent of Parliament by Referendum only. Besides, the Upper Chambers 3/4th majority approval will be worthwhile.	Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre

দ্বিতীয় ভাগ: রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক সংস্থার নাম
অনুচ্ছেদ ৮ (মূলনীতিসমূহ)	(১) জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা- এই নীতিসমূহ এবং তৎসহ এই নীতিসমূহ হইতে উদ্ভূত এই ভাগে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলিয়া পরিগণিত হইবে।] (২) এই ভাগে বর্ণিত নীতিসমূহ বাংলাদেশ-পরিচালনার মূলসূত্র হইবে, আইন-প্রণয়নকালে রাষ্ট্র তাহা প্রয়োগ করিবেন, এই সংবিধান ও বাংলাদেশের অন্যান্য আইনের ব্যাখ্যাদানের ক্ষেত্রে তাহা নির্দেশক হইবে এবং তাহা রাষ্ট্র ও নাগরিকদের কার্যের ভিত্তি হইবে, তবে এই সকল নীতি আদালতের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য হইবে না	সাম্য, মানবিক মযাদা ও সামাজিক সুবিচারকে মূলনীতি ঘোষণা করা হোক	ইঞ্জিনিয়ারস ই.
		চার মূলনীতিকে বহুত্ববাদ, সমতা, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হোক	এসো. ফর ল্যান্ড রিফরমস এন্ড ডেভলপমেন্ট
		জনগণের সার্বভৌমত্ব সুরক্ষিত করা।	নাগরিক উদ্যোগ
		সাম্য, মানবিক মর্যাদ ও সামাজিক ন্যায়বিচার হোক সংবিধানের মূল ভিত্তি।	নাগরিক উদ্যোগ
		জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা বহাল রাখতে হবে।	বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ
		আল্লাহর উপর পূর্ন আস্থা ও বিশ্বাস, দেশাত্মবাদ, ন্যায়-ন্যায্যতা-মর্যাদা, গণতন্ত্র- এই নীতিসমূহ এবং তৎসহ এই নীতিসমূহ হইতে উদ্ভূত এই ভাগে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলিয়া পরিগণিত হইবে।যাহা রক্ষা করিতে রাজনৈতিক দলগুলি দায়বদ্ধ থাকিবে]	রাষ্ট্রবিচার
		৮ (১) বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, বৈষম্য বিলোপ ও শোষণমুক্তি, গণরায়, অসাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা- এই নীতিসমূহ এবং তৎসহ এই নীতিসমূহ হইতে উদ্ভূত এই ভাগে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলিয়া পরিগণিত হইবে।	আযহার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি বাংলাদেশ
		সংবিধানের প্রস্তাবনায় যে চারটি মূলনীতি রয়েছে তা যেনো বলবৎ থাকে।	উত্তরবঙ্গ আদিবাসী ফোরাম
		শুধুমাত্র গণতন্ত্রই হবে রাষ্ট্র পরিচালনার একমাত্র মূলনীতি	বাংলাাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন
		রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি থেকে সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্ম নিরোপেক্ষতা বাদ দিতে হবে।	বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন।
		অনুচ্ছেদ ৮(১): রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে “সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার, গনতন্ত্র ও মানবাধিকার, এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক বৈষম্যহীন সমাজ গঠন” হবে মূলনীতি।	হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস)
		সংবিধানের মূলনীতি ও মুখ্য উদ্দেশ্য হতে পারে এরকম। "১৯৭১ সালে রচিত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র অনুযায়ী 'সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার' হচ্ছে বাংলাদেশের সংবিধানের মূলনীতি। চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানের আকাঙ্খাকে ধারণ করে স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিলোপ ও জনবান্ধব রাজনৈতিক বন্দোবস্তের গোড়াপত্তনের জন্য এই সংবিধান পুর্নলিখন করা হলো। জনবান্ধব রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রচলন ঘটানো এবং এ ব্যবস্থাকে জারি রাখা পূর্নলিখনের মুখ্য উদ্দেশ্য। মুখ্য উদ্দেশ্য অনুসরণ করে মূলনীতি অনুযারী রাষ্ট্র পরিচালনা করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রে জনগণের মৌলিক অধিকার সুরক্ষিত ও নিরাপদ এবং সরকার মৌলিক বিধান মেনে চলে। আইন প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে মূলনীতি, ধ্রুব মূলনীতি ও মুখ্য উদ্দেশ্য অনুসরণ করে বাংলাদেশ। ধর্মীয়, দলীয় ও জাতিগতভাবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য, সহাবস্থান এবং ভ্রাতৃত্ব সুস্পষ্ট, সুদৃঢ়, সুসংহত ও মজবুতভাবে বজায় রাখা বাংলাদেশের সংবিধানের ধ্রুব মূলনীতি। নীতি, দর্শন ও আদর্শগুলোকে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য' হিসেবে একমুখী ও সংবিধানকেন্দ্রিক হিসেবে ধারণ করে বাংলাদেশ।	বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স
		১৯৭২ সালের প্রতিষ্ঠাকালীন রাষ্ট্রীয় মূলনীতি (গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত) পুনর্বিবেচনা করা	River & Delta Research Centre
অনুচ্ছেদ ৯ (জাতীয়তাবাদ)	ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাঙালী জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করিয়া জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করিয়াছেন, সেই বাঙালী জাতির ঐক্য ও সংহতি হইবে বাঙালী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।	বাঙালী জাতীয়তাবাদের পরিবতে বাংলাদেশকে একটি রাষ্ট্র-জাতী (State Nation) দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটানো উচিত	ঢাকা মহানগর আইনজীবী সমিতি

দ্বিতীয় ভাগ: রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক সংস্থার নাম
		জাতিপুজা ও জাতী বিদ্বেষের বদলে বিশ্বভ্রাতৃত্বকে প্রাধান্য দিতে হবে। Globalization, idealism ও Internationalism, Humanitarianism -কে সংবিধানে গুরুত্ব দিতে হবে।	ঢাকা মহানগর আইনজীবী সমিতি
		জাতিয়তাবোধ' লিখতে হবে	বাংলাদেশ ইন্টেলেকচুয়াল মুভমেন্ট
		দ্বিতীয় ভাগ (রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি) : জাতীয় ঐক্য সংক্রান্ত ৯ অনুচ্ছেদ সংশোধনের প্রস্তাব, ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতিগতভাবে বহুসত্তা যে বাংলাদেশ জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করেছে, সেই বাংলাদেশি জাতীয় ঐক্য ও সংহতি হবে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।	বিপনেট
		বাঙালি জাতীয়তাবাদের পাশাপাশি আদিবাসীদের স্বীকৃতি দিতে হবে	বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ
		৯ অনুচ্ছেদে এভাবে সন্নিবেশিত করা, ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতিগত ভাবে একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাংলাদেশি জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করিয়া জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করিয়াছেন সেই বাংলাদেশি জাতির ঐক্য ও সংহতি হইবে 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি'	বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম
		আল্লাহর উপর পূর্ন আস্থা ও বিশ্বাস এবং বাংলাদেশী দেশাত্মবোধ	রাষ্ট্রবিচার
		মুসলিম জাতীয়তাবাদ, বাংলাদেশ ভূখণ্ডের স্বাধীনতা, ঐতিহাসিক চেতনা, ইতিহাসসহ বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সকল ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও সংস্কৃতির নাগরিকদের পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা, ভালোবাসা, -এবং জাতীয় ঐক্য, সংহতি ও শরিকানা হইবে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।	আযহার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি বাংলাদেশ
		বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ হবে।	সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ।
		অনুচ্ছেদ ৯ - এ 'বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ' এর পরিবর্তে 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ' অন্তর্ভুক্ত করা	১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ল' স্টুডেন্টস ফোরাম ফর রিফর্ম প্রপোজাল ২. বাংলাদেশ প্রফেশনালস
		ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতিগতভাবে একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাংলাদেশী জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করিয়া জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করিয়াছেন, সেই বাংলাদেশী জাতির ঐক্য ও সংহতি হইবে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।	সিএইচটি ওয়ার্কিং গ্রুপ ফর ন্যাশনাল রিফর্ম

অনুচ্ছেদ ১০ (সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্তি)	মানুষের উপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজলাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে।	নাস্তিকতা ও বস্তুবাদভিত্তিক সমাজতন্ত্র বা কমিউনিজম বাদ দেওয়া উচিত	ঢাকা মহানগর আইনজীবী সমিতি, বাংলাদেশ ইন্টলেকচুয়াল মুভমেন্ট
		অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার সুনিশ্চিত করা হবে	বাংলাদেশ ইন্টেলেকচুয়াল মুভমেন্ট
		সমাজতন্ত্র বাদ দিতে হবে	বালাকোট চেতনা উজ্জীবন পরিষদ

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক সংস্থার নাম
		ন্যায় ও ন্যায্যতা ভিত্তিক বৈষম্যহীনতা	রাষ্ট্রবিচার
		মানুষের উপর মানুষের শোষন হইতে মুক্ত ন্যায়ভিত্তিক ও বৈষম্যহীন সমাজ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে ন্যায়বিচার এবং ইনসাফভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে।	আযহার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি বাংলাদেশ
		সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা। সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠার বিধানটি হতে পারে এরূপ: "কোনো ব্যক্তির উপর অন্য কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী, জাতির অথবা কোনো গোষ্ঠীর উপর অন্য কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী, জাতির বা কোনো জাতির উপর অন্য কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী, জাতির স্থান বাংলাদেশে নেই।"	বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স
		মানুষের উপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজলাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে 'শোষণবিহীন অংশীদারিত্বমূলক সুষ্ঠু অর্থনৈতিক ব্যবস্থা' প্রতিষ্ঠা করা হইবে।	সেন্টার ফর ইথিক্যাল রিসার্চ এন্ড থটস (সার্ট)
অনুচ্ছেদ ১১ (গণতন্ত্র ও মানবাধিকার)	১১। প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে ১২[* * *] ১৩[এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে]।	সর্বজনের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি পালন করিবার উন্মুক্ত পরিবেশের ব্যবস্থা থাকবে।	জাস্ট আরবান এন্ড রিভার এন্ড ডেল্টা রিসার্চ
		সর্বস্তরে জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠা করা।	সুজন সুশাসনের জন্য নাগরিক
		"মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতা নিশ্চিতের লক্ষ্যে একটি কমিশন থাকিবে যাহার নাম হইবে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন"	জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
		প্রগতিশীল ও জনবান্ধব রাষ্ট্র হতে হলে বাংলাদেশকে মানবাধিকারের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে। এজন্য সুস্পষ্ট বিধান করা প্রয়োজন। বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স এ ব্যাপারে কাজ করতে আগ্রহী।	বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স
		গনতন্ত্র ও মর্যাদাভিত্তিক অধিকার	রাষ্ট্রবিচার
		বাংলাদেশ হইবে একটি গণরায়মূলক রাষ্ট্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও যথাযথ স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, যেখানে প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে।	আযহার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি বাংলাদেশ
অনুচ্ছেদ ১২ (ধর্ম নিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা)	ধর্ম নিরপেক্ষতা নীতি বাস্তবায়নের জন্য (ক) সর্ব প্রকার সাম্প্রদায়িকতা, (খ) রাষ্ট্র কর্তৃক কোন ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান, (গ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মীয় অপব্যবহার, (ঘ) কোন বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তাহার উপর নিপীড়ন বিলোপ করা হইবে।	ধরমনিরপেক্ষতার বদলে ধর্ম বিশ্বাসী মানুষের আবেগ অনুভূতির বহিপ্রকাশ হিসেবে, ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে সংবিধান চাই	ঢাকা মহানগর আইনজীবী সমিতি
		পঞ্চদশ সংশোধনীতে যা বদল করা হয়েছে তা বাতিল করে ৫ম সংশোধনী পুনবহাল করতে হবে	বাংলাদেশ ইন্টলেকচুয়াল মুভমেন্ট
		ধর্মীয় সম্প্রীতির মজবুত ও দৃঢ় ভিত্তি। এ লক্ষ্যে "জাতীয় ধর্ম (সেবা ও শান্তি) সংগঠন থাকবে, যা সংবিধানে স্বীকৃত হবে। সব ধর্মের ব্যক্তির সমন্বয়ে এটি গঠিত হবে। এর ফলে পারস্পরিক সৌহার্দ্য এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। সহাবস্থান বজায় রাখতে এটি কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে।	বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স
		রাষ্ট্রে ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের সমান অধিকার ও সমসুযোগ থাকবে	বাংলাদেশ ইন্টেলেকচুয়াল মুভমেন্ট
		ধর্মনিরপেক্ষতা বাদ দিতে হবে	বালাকোট চেতনা উজ্জীবন পরিষদ
		বাতিল করতে হবে	সেন্টার ফর ইথিক্যাল রিসার্চ এন্ড থটস (সার্ট)
		ধর্মকে রাজনৈতিক উদ্দেশে ব্যবহার বন্ধ করতে হবে।	নাগরিক উদ্যোগ
		অনুচ্ছেদ ১২ হুবহু বহাল রাখার পক্ষে প্রস্তাব করছি।	বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ

দ্বিতীয় ভাগ: রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক সংস্থার নাম
		নিম্নরূপ নীতিসমূহ উল্লেখ করতে হবে: religious harmony, social justice, an upright, equitable, or egalitarian society, or any other terminology that aligns with the principles of peaceful coexistence and an Insaf-based society	বালাকোট চেতনা উজ্জীবন পরিষদ
		৭২ এর সংবিধান অনুযায়ী ১২ নং অনুচ্ছেদটি পুন:স্থাপিত করা, ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বাস্তবায়নের জন্য চারটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছিল; সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা, রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদাদান, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার এবং কোনো বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তাহার উপর নিপীড়ন বিলোপ করা হইবে।	বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম
		ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দ্বন্দের ক্ষেত্রে সহিষ্ণুতা বাড়ানো দরকার। এব্যাপারে সংবিধানে সুস্পষ্ট বিধান এবং দিকনির্দেশনা বাংলাদেশকে নতুন পথে চলতে সহায়তা করবে।	বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স
		ধর্মীয় ও মতাদর্শিক স্বাধীনতা ও সহাবস্থান	রাষ্ট্রবিচার
		(১) ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক স্বকীয়তা রক্ষা এবং পারস্পরিক সম্প্রীতি, সহমর্মিতার ভিত্তিতে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও সহিংসতামুক্ত অসাম্প্রদায়িক, ধর্মীয় স্বাধীনতাপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা করা হইবে। (২) ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে সব ধর্ম পালনের যথাযথ অধিকার প্রদান করা এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক সহিংসতার উদ্দেশ্যে ধর্মীয় অপব্যবহার ও কোন বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি ধর্মীয় কারণে বৈষম্য বা তাহার তাহার উপর নিপীড়ন, বিলোপ করা হইবে।	আযহার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি বাংলাদেশ
অনুচ্ছেদ ১৩ (মালিকানার নীতি)	১৩। উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদনব্যবস্থা ও বন্টনপ্রণালীসমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক হইবেন জনগণ এবং এই উদ্দেশ্যে মালিকানা-ব্যবস্থা নিম্নরূপ হইবে: (ক) রাষ্ট্রীয় মালিকানা, অর্থাৎ অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান প্রধান ক্ষেত্র লইয়া সুষ্ঠু ও গতিশীল রাষ্ট্রায়ত্ত সরকারী খাত সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রের মালিকানা; (খ) সমবায়ী মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে সমবায়সমূহের সদস্যদের পক্ষে সমবায়সমূহের মালিকানা; এবং (গ) ব্যক্তিগত মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ব্যক্তির মালিকানা।	কোনো অবস্থাতেই ব্যক্তি মালিকানায় ৩৩ শতকের বেশি জমির মালিকানা কেউ কিনতে পারেব না।	চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভ
		রাষ্ট্রীয়, সমবায়ী ও ব্যক্তিগত মালিকানার পাশাপাশি নিম্নরূপ যুক্ত করা হোক প্রথাগত ও সমষ্ট্রিগত মালিকানা, অরথাৎ আইনের দ্বারা নিরধারিত সীমার মধ্যে কোনো জাতিগত বা নিরদিষ্ট জনগোষ্ঠীর পক্ষে প্রথাগত ও সমষ্টিগত মালিকানা থাকতে পারে	এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফরমস এন্ড ডেভেলপমেন্ট
		অনুচ্ছেদ ১৩ এর (গ) এর পরের (ঘ) উপ-অনুচ্ছেদে সংযোজন করা যেতে পারে, সমষ্টিগত মালিকানা অর্থাৎ প্রথাগত আইনভিত্তিক আদিবাসীদের সমষ্টিগত মালিকানা।	বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম
		মালিকানার নীতি সংবিধানে এমনভাবে সুস্পষ্ট ও সুলিখিত থাকতে হবে যা বৈষম্য হ্রাসে কার্যকর হবে।	বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স
		অনুচ্ছেদ ১৩(গ) এর পরে (ঘ) উপ-অনুচ্ছেদ সংযোজন হবে: "(ঘ) সমষ্টিগত মালিকানা, অর্থাৎ প্রথাগত আইনভিত্তিক আদিবাসীদের সমষ্টিগত মালিকানা।"	সিএইচটি ওয়ার্কিং গ্রুপ ফর ন্যাশনাল রিফর্ম

দ্বিতীয় ভাগ: রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক সংস্থার নাম
		কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত ভূমির অতিরিক্ত মালিকানা থাকিবে না। আইন দ্বারা ভূমির মালিকানা নির্ধারত হবে।	সেন্টার ফর দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেভেলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ।
		প্রস্তাবিত সংশোধনী অনুচ্ছেদ ১৩(গ)-এর পরে নিম্নলিখিত (ঘ) উপ-অনুচ্ছেদ সংযোজন করা: "(ঘ) সমষ্টিগত মালিকানা, অর্থাৎ প্রথাগত আইনভিত্তিক আদিবাসীদের সমষ্টিগত মালিকানা।"	পাবর্ত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটি
অনুচ্ছেদ ১৪ (কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি)	১৪। রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতী মানুষকে-কৃষক ও শ্রমিককে-এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা	সুদবিহীন ব্যাংকিং, শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি, সিন্ডিকেট ও কালোবাজারির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ, জাকাত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, বৈষম্যহীন সম্পদের বণ্টনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে	বালাকোট চেতনা উজ্জীবন পরিষদ
		সংবিধানে ১৪ তে এভাবে লেখার সুপারিশ করছি, রাষ্ট্রে অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হবে মেহনতি মানুষকে, কৃষককে, আদিবাসী দলিত শ্রমিককে এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা।	উত্তরবঙ্গ আদিবাসী ফোরাম
		"রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হবে মেহনতি মানুষ,কৃষক ও শ্রমিককে এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে ও আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীকে সকল প্রকার শক্তি শোষণ হইতে মুক্ত দান করা।"	বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম
		শ্রমজীবী মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা: শ্রমজীবী মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর বিধান হতে পারে এরূপ। "শ্রমজীবী মানুষের প্রতি রাষ্ট্র সবসময় শ্রদ্ধাশীল। শ্রমজীবী মানুষকে রাষ্ট্র সবসময় শ্রদ্ধার চোখে দেখে। সম্মান দিলে সম্মান পাওয়া যায়। সম্মানিত মানুষই কেবল সম্মান দেবার সৌভাগ্যের অধিকারী। আর যাঁরা সম্মান দেবার অধিকারী তাঁরা সম্মান পাবারও অধিকারপ্রাপ্ত হন।'	বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স
		দ্বিতীয় ভাগ (রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি) : কৃষক শ্রমিকের মুক্তি সংক্রান্ত ১৪ অনুচ্ছেদে সংশোধনের প্রস্তাব; আদিবাসী ও জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকর প্রকার শোষণ থেকে মুক্তি দান করা যুক্ত করতে হবে।	বিপনেট
		যুক্ত করাহোক: নারী পুরুষ নিরবিশেষে ভূমিহীন কৃষকদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য রাষ্ট্র ভূমি সংস্কার কমিশন গঠনের মাধ্যমে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে	এসো. ফর ল্যান্ড রিফরমস এন্ড ডেভেলপমেন্ট
		অনুচ্ছেদটি অবিকল রাখা হোক	বাংলাদেশ প্রফেশনালস
অনুচ্ছেদ ১৫ (মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা)	রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনশক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতিসাধন, যাহাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায়: (ক) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা;	জীবনের মৌলিক উপকরণের বিষয়সমূহকে তৃতীয়ভাগে বরনিত মৌলিক অধিকারের অন্তভূক্ত করতে হবে	
		দরিদ্রদের আর্থিক ও সামাজিক বিষয়টি সংবিধানে সংযুক্ত করা।	নাগরিক উদ্যোগ
		সরকারি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিকাশে যথাপযুক্ত ব্যবস্থার বিধান রাখা।	নাগরিক উদ্যোগ

	দ্বিতীয় ভাগ: রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক সংস্থার নাম
		মৌলিক প্রয়োজনের চাহিদা পূরণ: প্রাতিষ্ঠানিক ও নৈতিক শিক্ষা লাভের অধিকার: বৈধ আয়-উপার্জন ও রুটি-রুজির ব্যবস্থা; ব্যক্তিগত, সমবায়ী ও রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সম্পত্তির সীমানা। এবং করের আকার নির্ধারণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিধান রাখতে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা সম্ভব হবে।	বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স
		প্রতিবন্ধী অধিকারের জন্য একটি সাংবিধানিক কমিশন তৈরি, রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব এবং অংশগ্রহণ,প্রতিবন্ধী অন্তর্ভুক্তি।	বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি
		জাতীয় শিক্ষা কমিশন স্বাধীন সাবিধানি সংস্থা গঠন করতে হবে যারা জাতীয় শিক্ষা নীতি মনিটর করবে	বালাকোট চেতনা উজ্জীবন পরিষদ
		শিশুর সার্বিক অধিকার সুনিশ্চিত করা। (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপদ পরিবেশ, শিশুশ্রম, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি)	বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি
		বাংলাদেশের মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট সুস্থ পরিবেশে বেঁচে থাকার অধিকারকে Right to life হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। আদালতের উক্ত রায় বিবেচনায় Right to Healthy Environment কে Right to life হিসেবে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানাচ্ছি	বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা)
		মৌলিক প্রয়োজন মেটানো। আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট আমলে নিয়ে মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় যৌক্তিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরী। এর জন্য সংবিধানে একটা দিকনির্দেশনামূলক বিধান থাকা উচিৎ।	বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স
		সরকার নাগরিকদের জন্য সুলভ এবং সমান ইন্টারনেট সুবিধা প্রদানের বাধ্যবাধকতা গ্রহণ করবে।	বাংলাদেশ মুঠোফোন গ্রাহক এসোসিয়েশন
		১৫ (ক) মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা : সকল নাগরিকের জন্য ও নিরাপত্তা বিষয়টি যুক্ত করতে হবে।	সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ।
১৫(খ)	(খ) কর্মের অধিকার, অর্থাৎ কর্মের গুণ ও পরিমাণ বিবেচনা করিয়া যুক্তিসঙ্গত মজুরীর বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার;	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ সকল নাগরিকের কর্মের অধিকার যুক্ত করতে হবে।	সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ।

	দ্বিতীয় ভাগ: রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি		
অনুচ্ছেদ/অংশ	**বর্তমান সংবিধান**	**সুপারিশ**	**প্রস্তাবক সংস্থার নাম**
১৫(গ)	(গ) যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার;	সকল অধিকার প্রতিবন্ধী ব্যাক্তিদের জন্য প্রযোজ্য হবে।	সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ।
১৫(ঘ)	(ঘ) সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতাপিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্যলাভের অধিকার।	প্রতিবন্ধীতা শব্দটি যুক্ত করতে হবে।	সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ।

অনুচ্ছেদ ১৬ (গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব)	১৬। নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবন যাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করিবার উদ্দেশ্যে কৃষিবিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতীকরণের ব্যবস্থা, কুটিরশিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ-ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তরসাধনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।	সুষম, বৈষম্যহীন সুযোগ বন্টন চাই, যার মধ্য দিয়ে সবাই সমান উন্নয়নের সুযোগ চায়	রাইট টু আরবান লাইফ
		নাগরিক সম্পদের ন্যায্য বন্টন হবে যাতে সামাজিক বৈষম্য দূরীভূত করা যায়।	জাস্ট আরবান এন্ড রিভার এন্ড ডেল্টা রিসার্চ
		রাষ্ট্র পিছিয়ে পড়া গ্রামীণ এলাকার উন্নয়ন বিশেষত কৃষির উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে	বাংলাদেশ প্রফেশনালস
		বাংলাদেশের চুরাশি হাজারের অধিক গ্রামের জন্য গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব নামে বিশেষ সাংবিধানিক বিধান অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনে জরুরী।	বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স
		গ্রামীণ ও শহুরে অঞ্চলে ইন্টারনেট পরিষেবার সমতা নিশ্চিত করার নির্দেশনা দেওয়া।	বাংলাদেশ মুঠোফোন গ্রাহক এসোসিয়েশন

দ্বিতীয় ভাগ: রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক সংস্থার নাম
অনুচ্ছেদ ১৭ (অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা)	১৭। রাষ্ট্র (ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য; (খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য; (গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।	১৭ (খ) সমাজ ও ধর্মীয় নৈতিক এবং রাষ্ট্রীয় সুরক্ষার প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য	রাষ্ট্রবিচার
		১৭(ক) প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীসহ শব্দটি যুক্ত করতে হবে।	সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ।
		১৭(গ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ সকল নাগরিক বাক্যটি যুক্ত করতে হবে।	সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ।
		অনুচ্ছেদ ১৭ (গ) এর পর নিম্নোক্ত উপ অনুচ্ছেদ সংযোজন করা। ঘ) দেশের ভিন্ন ভাষাভাষি জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের জন্য; (ঙ) রাষ্ট্রীয় পাঠ্যসূচিতে দেশের বহুমাত্রিক সংস্কৃতির যথাযথ প্রতিফলন ঘটাইবার জন্য।	বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম

	দ্বিতীয় ভাগ: রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি		
অনুচ্ছেদ/অংশ	**বর্তমান সংবিধান**	**সুপারিশ**	**প্রস্তাবক সংস্থার নাম**
		অনুচ্ছেদ ১৭-তে অন্তত ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত 'মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রদান' অন্তর্ভুক্ত করা	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ল' স্টুডেন্টস ফোরাম ফর রিফর্ম প্রপোজাল
		"আরো তিনটি উপধারা যুক্ত করতে হবে-যথা (ঘ) রাষ্ট্র জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিটি ক্লাসে ধর্মীয় শিক্ষা ও উন্নত চরিত্রের প্রতিফলন ঘটাইবেন এবং এ দুইয়ের সাথে সাংঘর্ষিক শিক্ষা কার্যক্রম সাংবিধানিকভাবে বাতিল বলিয়া সাব্যস্ত করিবেন। (ঙ) জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিটি ক্লাসে ও লেভেলে ধর্মীয় শিক্ষা বাস্তবায়ন করিবেন। সে লক্ষ্যে লেভেল অনুযায়ী কওমি মাদ্রাসা ও আলিয়া মাদ্রাসা থেকে আদর্শিক ও চারিত্রিক সুনাম ও সার্টিফিকেটধারী আলেমদের নিয়োগ দান করিবেন (চ) অন্তর্ভুক্তিমূলক অথবা অংশগ্রহণমূলক সমাজ গঠনের নামে আমাদের পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক কোন কিছু শিক্ষাব্যবস্থায় সংযোজন করা যাবে না।	সেন্টার ফর ইথিক্যাল রিসার্চ এন্ড থটস (সার্ট)
অনুচ্ছেদ ১৮ (১) (২) (জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা)	"১৮। (১) জনগণের পুষ্টির স্তর-উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনকে রাষ্ট্র অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবেন এবং বিশেষতঃ আরোগ্যের প্রয়োজন কিংবা আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট অন্যবিধ প্রয়োজন ব্যতীত মদ্য ও অন্যান্য মাদক পানীয় এবং স্বাস্থ্যহানিকর ভেষজের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। (২) গণিকাবৃত্তি ও জুয়াখেলা নিরোধের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।"	১৮(২) গণিকাবৃত্তি শব্দটি বাদ দিতে হবে।	নারী পক্ষ
		আত্মসংযম, আত্মশুদ্ধিতা নিয়ে কিছু বলা উচিৎ রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ দলিলে। সংবিধান শুধুমাত্র আইন নয়, একটা দর্শনও বটে। জবীন ব্যবস্থার সাথে যার রয়েছে ব্যাপক ঘনিষ্ঠতা।	বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স
		গণিকাবৃত্তি, লিঙ্গ পরিবর্তন, সমকামিতা, যৌন বৈচিত্র, জুয়াখেলা তথা ধর্ম, সমাজ, স্বাস্থ্য ও নৈতিকতা বিরোধী বিষয়গুলো নিরোধে রাষ্ট্র সর্বোচ্চ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।	আযহার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি বাংলাদেশ
		১৮ (১) 'প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীসহ সকল' বাক্যটি যুক্ত করতে হবে এবং 'যে কোনো উপকরণ' শব্দটি যুক্ত করতে হবে।	সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ।
অনুচ্ছেদ ১৮ক (পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন)	১৮ক। রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণির সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করিবেন।	প্রকৃতির প্রতি বিনষ্ট সাধনকে ক্রাইম এগেনস্ট ন্যাচার হিসেবে সংবিধানে অন্তভুক্ত করতে হবে	চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভ
		জলবায়ু বিষয়টিকে সন্নিবেশিত করে অনুচ্ছেদটি রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতির পরিবর্তে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করার জোর দাবি জানাচ্ছি।	বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা)

	দ্বিতীয় ভাগ: রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি		
অনুচ্ছেদ/অংশ	**বর্তমান সংবিধান**	**সুপারিশ**	**প্রস্তাবক সংস্থার নাম**
		পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র্যের সংরক্ষণ, মান ধরে রাখার দিকনির্দেশিকা প্রয়োজন। সংবিধানে এসম্পর্কিত বিধান থাকলে তা প্রগতিশীলতা এবং সুদুরপ্রসারী চিন্তাভাবনার ইঙ্গিত বহন করে।	বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স
অনুচ্ছেদ ১৯ (সুযোগের সমতা)	"১৯। (১) সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন। (২) মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধাদান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। (৩) জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন।]"	১৯ (৩) জাতীয় জীবনে সর্বস্তরে নারী ও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে সুযোগের সমতা নিশ্চিত করতে অন্তর্ভূক্ত করা। শব্দ প্রয়োগে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা।	নারী পক্ষ
		সকল জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বীকৃতিসহ সংবিধানকে প্রকৃত অর্থেই অসাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্যের দলিলে পরিণত করা।	সুজন সুশাসনের জন্য নাগরিক
		১৯। (১) সকল নাগরিকের জন্য ন্যায্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন।	রাষ্ট্রবিচার
		সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য বিলোপ এবং সমতলের আদিবাসীদের মধ্যে বিশেষ বাজেট বরাদ্দ প্রদান করতে হবে।	আদিবাসী মুক্তিমোর্চা
		আদিবাসীদের জমি জাল বন্ধ ও বেদখল সম্পত্তি পূনরুদ্ধারে সমতলের আদিবাসীদের জন্য পৃথক ভূমি কমিশন গঠন করতে হবে।	আদিবাসী মুক্তিমোর্চা
		১৯(৩) প্রতিবন্ধী নারীসহ সকল নারীদের শব্দটি যুক্ত করতে হবে।	সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাব্যাবিলিটি ইন ডেবেলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ।

	দ্বিতীয় ভাগ: রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি		
অনুচ্ছেদ/অংশ	**বর্তমান সংবিধান**	**সুপারিশ**	**প্রস্তাবক সংস্থার নাম**
		১৯ সুযোগের সমতা- (১) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ এবং (২) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ সকল শব্দটি যুক্ত করতে হবে।	সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ।
		(১) সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের ন্যায্য ও ন্যায়ভিত্তিক সুযোগ নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন। (৩) রাষ্ট্র জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে নারীর সম্মান, মর্যাদা ও নিরাপত্তা বিধান করিয়া তাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের ন্যায্যতা নিশ্চিত করিবেন।	আযহার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি বাংলাদেশ
		জাতীয় জীবনের নানা অঙ্গনে যথাযোগ্য স্থানে ন্যায়ানুগ পদ্ধতিতে নারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন	সেন্টার ফর ইথিক্যাল রিসার্চ এন্ড থটস (সার্ট)
		গোষ্ঠী, সমাজ ও ভূমির বৈষম্য নিরসন। তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে থাকা গোষ্ঠী ও সমাজের দাবি এবং তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে থাকা ভূমির দাবির জন্য আলাদা বিধান মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে।	বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স
অনুচ্ছেদ ২০ (অধিকার ও কর্তব্যরূপে কর্ম)	"২০। (১) কর্ম হইতেছে কর্মক্ষম প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে অধিকার, কর্তব্য ও সম্মানের বিষয়, এবং "প্রত্যেকের নিকট হইতে যোগ্যতানুসারে ও প্রত্যেককে কর্মানুযায়ী"-এই নীতির ভিত্তিতে প্রত্যেকে স্বীয় কর্মের জন্য পারিশ্রমিক লাভ করিবেন। (২) রাষ্ট্র এমন অবস্থাসৃষ্টির চেষ্টা করিবেন, যেখানে সাধারণ নীতি হিসাবে কোন ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না এবং যেখানে বুদ্ধিবৃত্তিমূলক ও কায়িক-সকল প্রকার শ্রম সৃষ্টিধর্মী প্রয়াসের ও মানবিক ব্যক্তিত্বের পূর্ণতর অভিব্যক্তিতে পরিণত হইবে।"	অধিকার ও কর্তব্য হিসেবে কাজ এবং আদায় ও দায়িত্বরূপে অধিকার নিয়ে বিধান থাকতে হবে সংবিধান পুনর্লিখনে।	বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স
অনুচ্ছেদ ২১ (নাগরিক ও সরকারী কর্মচারীদের কর্তব্য)	২১। (১) সংবিধান ও আইন মান্য করা, শৃঙ্খলা রক্ষা করা, নাগরিকদায়িত্ব পালন করা এবং জাতীয় সম্পত্তি রক্ষা করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য। (২) সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য।		
অনুচ্ছেদ ২২ (নির্বাহী বিভাগ হইতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ)	২২। রাষ্ট্রের নির্বাহী অঙ্গসমূহ হইতে বিচারবিভাগের পৃথকীকরণ রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন।	স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা করতে হবে	
		মাসদার হোসেন মামলার আদেশ কাযকর হওয়া প্রয়োজন	এফবিসিসিআই
		নির্বাহী বিভাগ হইতে বিচার বিভাগকে আলাদা করা।	বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন

	দ্বিতীয় ভাগ: রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি		
অনুচ্ছেদ/অংশ	**বর্তমান সংবিধান**	**সুপারিশ**	**প্রস্তাবক সংস্থার নাম**
		রাষ্ট্রের নির্বাহী অঙ্গসমূহ [ও আইনসভা] গতে বিচারবিভাগের পৃথকীকরণ [ও অর্থবহ স্বাধীনতা] নিশ্চিত করতে হবে।	জুডিসিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন
অনুচ্ছেদ ২৩ (জাতীয় সংস্কৃতি)	২৩। রাষ্ট্র জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার রক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং জাতীয় ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলাসমূহের এমন পরিপোষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন, যাহাতে সর্বস্তরের জনগণ জাতীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে অবদান রাখিবার ও অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারেন।	দ্বিতীয় ভাগ (রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি), অনুচ্ছেদ ২৩(ক): জাতীয় সংস্কৃতি; আদিবাসীদের ভাষা, রীতি, সংস্কৃতি, প্রথা, ঐতিহ্য, সাহিত্য ও শিল্পকলা ইত্যাদি সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে রাষ্ট্র।	বিপনেট
		জাতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং ঐতিহাসিক স্থানের সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধানের আলাদা বিধান করা যেতে পারে।	বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স
		সংবিধানে ২৩ নং অনুচ্ছেদে- জাতীয় ভাষা ও রাষ্ট্রের অন্যান্য ভাষা হিসেবে পুনর্লিখন করা যেতে পারে।	উত্তরবঙ্গ আদিবাসী ফোরাম
		২৩ এর (ক) নতুন করে সংযোজন করা,রাষ্ট্র আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর সংস্কৃতি, ভাষা, রীতি, প্রথা, ঐতিহ্য, সাহিত্য, শিল্পকলা, ঐতিহাসিক নিদর্শন ইত্যাদি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন তথা বহুমাত্রিক সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে পৃষ্ঠপোষকতা করিবেন।	বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম
		২৩ অনুচ্ছেদের ২ উপ-অনুচ্ছেদে নিম্নরূপ প্রতিস্থাপন করা। ২) তফসিলভুক্ত আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী ব্যতীত বাংলাদেশের অন্যান্য জনগণ বাঙালী বলিয়া পরিচিত হইবেন। ৩) বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাংলাদেশি বলিয়া পরিচিত হইবেন।	বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম
		বাংলাদেশে বসবাসরত সকল আদিবাসী জাতিসত্তার মানুষকে সাংবিধানিকভাবে আদিবাসী হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে।	আদিবাসী মুক্তিমোর্চা
		২৩ জাতীয় সংস্কৃতি- জাতীয় ভাষার সঙ্গে ইশারা ভাষা, স্পর্শ ভাষা ও ব্রেইল শব্দগুলো যুক্ত করতে হবে।	সেন্টার ফর দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ।
		রাষ্ট্র জনগণের ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার রক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং ধর্ম, জাতীয় ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলাসমূহের এমন পরিপোষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন, যাহাতে সর্বস্তরের জনগণ জাতীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে অবদান রাখিবার ও অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারেন।	রাষ্ট্রবিচার
		অনুচ্ছেদ ২৩: এই অনুচ্ছেদে "জাতীয়" পরিবর্তে "জাতীয় ও আদিবাসী" এবং "জাতীয় সংস্কৃতির" পরিবর্তে "দেশের বহুমাত্রিক সংস্কৃতির ও আদিবাসী জ্ঞান" শব্দগুলি প্রতি স্থাপন করা।	সিএইচটি ওয়ার্কিং গ্রুপ ফর ন্যাশনাল রিফর্ম
অনুচ্ছেদ ২৩ক (উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠি ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি)	২৩ক। রাষ্ট্র বিভিন্ন উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।	প্রতিস্থাপন: রাষ্ট্র বিভিন্ন আদিবাসী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে"	এসো. ফর ল্যান্ড রিফরমস এন্ড ডেভলপমেন্ট
		সংবিধানে ২৩ (ক) 'আদিবাসী' শব্দটি যুক্ত করতে হবে।	উত্তরবঙ্গ আদিবাসী ফোরাম

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক সংস্থার নাম
		‘উপজাতি’ শব্দের বদলে ‘আদিবাসী’ শব্দটি ব্যবহার করতে হবে।	সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেভেলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল’স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ।
		"রাষ্ট্র বিভিন্ন উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, পাহাড়ি জুম্ম জাতিগোষ্ঠি, ও আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীদের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।” এই শব্দগুলি প্রতিস্থাপন হইবে।	সিএইচটি ওয়ার্কিং গ্রুপ ফর ন্যাশনাল রিফর্ম
		অনুচ্ছেদ ২৩(ক): "উপজাতি ও ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা” শব্দসমূহ বাদ দিয়ে "রাষ্ট্র সকল নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে"।	হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস)
		ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কেও সংযোজন করা যায়।	হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
		আদিবাসী জনগণের আত্মনির্ভরশীলতা ও স্বশাসনের অধিকার নিশ্চিত করা।	বিপনেট
		আদিবাসীদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।	বিপনেট
		আদিবাসীদের স্থানীয় পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত সংবিধানে সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা।	বিপনেট
		আদিবাসীদের ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষায় রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা।	বিপনেট
		আদিবাসী জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদের সরাসরি অংশগ্রহণ এবং মতামতের প্রতিফলন নিশ্চিত করা।	বিপনেট
		আদিবাসীদের পরিচয়, প্রথাগত শাসনব্যবস্থা ও সামষ্টিক ভূমিক মালিকানা সাংবিধানিক ভাবে স্বীকৃতি দেওয়া এবং অধিকারসমূহের আইনি ব্যবস্তা নিশ্চিত করা।	বিপনেট
		মুসলিম এবং অন্যান্য সম্প্রদায়কে তাদের নিজস্ব, পারিবারিক, বিবাহ ও ডিভোরস, উত্তরাধিকার বণ্টন সংক্রান্ত বিষয়ে তাদের নিজ নিজ ধরমীয় বিধান অনুসরণ করা হবে	বালাকোট চেতনা উজ্জীবন পরিষদ
		আদিবাসী জনগোষ্ঠির সংস্কৃতি, ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের সাথে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার নিশ্চিত করার বিষয়টি সংযোজন করতে হবে	বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ
		প্রতিটি জাতীয় বা সম্প্রদায় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী কাজেই কোনো জাতি বা সম্প্রদায় সংখ্যা বিবেচনায় উপ বা ক্ষুদ্র হতে পারে না।	নারী পক্ষ
		রাষ্ট্র জনগণের ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার রক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং ধর্ম, জাতীয় ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলাসমূহের এমন পরিপোষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন, যাহাতে সর্বস্তরের জনগণ জাতীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে অবদান রাখিবার ও অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারেন।	রাষ্ট্রবিচার
		বিদ্যমান অনুচ্ছেদ অবিকল রাখা হোক। পাশাপাশি ট্রাইবস, মাইনর রেস, এথনিক কমিউনিউটি শব্দগুলো আদিবাসীর পরিবর্তে লেখা যেতে পারে	বাংলাদেশ প্রফেশনালস
অনুচ্ছেদ ২৪ (জাতীয় স্মৃতিনির্দশন, প্রভৃতি)	২৪। বিশেষ শৈল্পিক কিংবা ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন বা তাৎপর্যমন্ডিত স্মৃতিনিদর্শন, বস্তু বা স্থান-সমূহকে বিকৃতি, বিনাশ বা অপসারণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য রাষ্ট্র ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।	ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি সংযোজন করা যায়, এছাড়াও এই অনুচ্ছেদটি বিচারিকভাবে প্রয়োগযোগ্য করা।	হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

	দ্বিতীয় ভাগ: রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি		
অনুচ্ছেদ/অংশ	**বর্তমান সংবিধান**	**সুপারিশ**	**প্রস্তাবক সংস্থার নাম**
অনুচ্ছেদ ২৫ (আন্তর্জাতিক শান্তি নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন)	২৫। [***] জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সমতার প্রতি শ্রদ্ধা, অন্যান্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং আন্তর্জাতিক আইনের ও জাতিসংঘের সনদে বর্ণিত নীতিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা-এই সকল নীতি হইবে রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি এবং এই সকল নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র (ক) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তিপ্রয়োগ পরিহার এবং সাধারণ ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের জন্য চেষ্টা করিবেন; (খ) প্রত্যেক জাতির স্বাধীন অভিপ্রায় অনুযায়ী পথ ও পন্থার মাধ্যমে অবাধে নিজস্ব সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্ধারণ ও গঠনের অধিকার সমর্থন করিবেন; এবং (গ) সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ বা বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে সমর্থন করিবেন।	৫ম সংশোধনীর আলোকে পুনরায় যুক্ত করা: রাষ্ট্র ইসলামী সংহতির ভিত্তিতে মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক সংহত, সংরক্ষণ এবং জোরদার করতে সচেষ্ট হবে'	বাংলাদেশ ইন্টলেকচুয়াল মুভমেন্ট
		বৈশ্বিক শান্তি, নিরাপত্তা ও ভ্রাতৃত্বের ব্যাপারে বাংলাদেশের অবস্থান কি: বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক নীতি কেমন, কোন কোন আন্তর্জাতিক আইনের স্বীকৃতি দেয় বাংলাদেশ: দেশের শরণার্থী নীতি কেমন। অভিবাসীদের অধিকার ও সুরক্ষা বিধান কেমন এবং রাজনৈতিক আশ্রয় ও বিদেশী অপরাধীদের নিজ দেশে ফিরানোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নীতি কেমন এগুলো সংবিধানে স্পষ্ট করে দেওয়া হলে ভালো হয়।	বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স
		কিছু নৈতিক আবদ্ধতা রাখা জরুরি: নিপীড়ক সরকার/ রাষ্ট্রর সঙ্গে সখ্য গড়া যাবে না, ফিলিস্তীনের স্বাধীনতা আন্দেলনের প্রতি সমরথন অব্যহত থাকবে, বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর ভ্রাতৃত্ব রক্ষার কমিটমেন্ট রাখা	বালাকোট চেতনা উজ্জীবন পরিষদ
		দ্বিচারিতা এবং শঠতা পরিহার করতে হবে। নতজানু পররাষ্ট্রনীতির কোনো ঠাঁই দেওয়া যাবে না। যতোটা সম্ভব সাংবিধানিক তরিকায় এই পথ বন্ধ করতে হবে। জাতীয় পররাষ্ট্রনীতি হতে পারে এমন: "সব রাষ্ট্রের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করা বাংলাদেশের সাধারণ নীতি। বিশ্বের প্রত্যেক নাগরিকের বাংলাদেশ স্বীকৃত মৌলিক অধিকার আদায়ের পক্ষে বাংলাদেশের অবস্থান সুদৃঢ় এবং সুস্পষ্ট। "জালিমের সাথে নয়, মজলুমের সাথে বাংলাদেশ" বাংলাদেশের ধ্রুব জাতীয় পররাষ্ট্রনীতি। যখন ন্যায়-অন্যায় বা জালিম-মজলুমের প্রশ্ন উঠে তখন বাংলাদেশের পক্ষে নিরপেক্ষ অবস্থান নেওয়া সম্ভব নয়। এরকম ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ধ্রুব জাতীয় পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করে। তবে সাধারণ অবস্থায় সব রাষ্ট্রের সাথে সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি বজায় রেখে চলার নীতি অনুসরণ করে বাংলাদেশ। বিশ্বে শান্তি, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্বাধীনতাকে সমুন্নত রেখে সবার সাথে সম্মানজনক সহাবস্থানে বিশ্বাসী বাংলাদেশ।"	বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স
		জাতীয় স্বাধীনতা, সম মর্যাদা, ভূ-খন্ডগত অখন্ডতার প্রতি শ্রদ্ধা, অন্যান্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, আন্তর্জাতিক বিরোধের যৌক্তিক সমাধান এবং আন্তর্জাতিক আইনের ও জাতিসংঘের সনদে বর্ণিত নীতিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা-এই সকল নীতি হইবে রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি এবং এই সকল নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র (ক) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্বরাষ্ট্রের সুরক্ষা, যথাসম্ভব শক্তিপ্রয়োগ পরিহার এবং সাধারণ ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের জন্য চেষ্টা করিবেন; (খ) প্রত্যেক জাতির স্বাধীন অভিপ্রায় অনুযায়ী পথ ও পন্থার মাধ্যমে অবাধে নিজস্ব সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্ধারণ ও গঠনের অধিকার সমর্থন করিবেন; এবং (গ) সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ, মুসলিমবিদ্বেষ বা বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে সমর্থন করিবেন।	রাষ্ট্রবিচার
		২৫(২) তথা 'রাষ্ট্র ইসলামী সংহতির ভিত্তিতে মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক সংহত, সংরক্ষন এবং জোরদার করিতে সচেষ্ট হইবেন'- পুনর্বহাল করতে হবে।	রাষ্ট্রবিচার
অন্যান্য প্রস্তাব		সাংবিধানিক ভাবে হিলট্রাক্স এর জাতিসত্তা সমূহকে আদীবাসী (Indigenous) হিসেবে চিহ্নিত করা হোক	লা ভয়েস ডেস জুম্মাস
		বাংলাদেশের জনগণ ও ন্যায্য নগরজীবনের অধিকারকে বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বিতীয় অধ্যায়ে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে স্বীকৃতি দেবার প্রস্তাব জানাচ্ছি।	জাস্ট আরবান এন্ড রিভার এন্ড ডেল্টা রিসার্চ

	দ্বিতীয় ভাগ: রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক সংস্থার নাম
		সংবিধানের মৌলিক অধিকার অধ্যায়ে একটি নতুন ধারা সংযোজন করা যেতে পারে, যেখানে- ১. ডাটা সুরক্ষা ও গোপনীয়তা রক্ষা: নাগরিকদের ব্যক্তিগত ডাটা সুরক্ষা এবং ডিজিটাল গোপনীয়তা নিশ্চিত করার জন্য একটি আলাদা ধারা সংযোজন করতে হবে। ডাটা ব্যবহারের নীতিমালা: সরকারের ও বেসরকারি সংস্থার ডাটা সংগ্রহ, সংরক্ষণ, এবং ব্যবহার সংক্রান্ত নিয়মাবলী সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা। ডাটা অধিকার নিশ্চিতকরণ: নাগরিকদের তাদের ডাটা দেখার, সম্পাদনার, এবং মুছে ফেলার অধিকার নিশ্চিত করা। ২. আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ ডাটা সুরক্ষা আইনের প্রস্তাব: সরকার যেন ডাটা সুরক্ষার জন্য কঠোর আইন প্রণয়ন করে তা নিশ্চিত করতে প্রস্তাব দেওয়া। তত্ত্বাবধায়ক সংস্থা গঠন: একটি স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ ডাটা সুরক্ষা তত্ত্বাবধায়ক সংস্থা গঠনের সুপারিশ। ৩. মানবাধিকার ও প্রযুক্তির সংযোগ ডিজিটাল অধিকার চর্চা: ইন্টারনেট ব্যবহারে বৈষম্য, সেন্সরশিপ, এবং অপ্রয়োজনীয় নজরদারি রোধে কড়া আইন প্রণয়ন। শিক্ষা ও সচেতনতা: নাগরিকদের ডাটা সুরক্ষা ও ইন্টারনেট ব্যবহারের অধিকার নিয়ে সচেতন করার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা। ৪. আন্তর্জাতিক মানের অনুসরণ আন্তর্জাতিক উদাহরণ: সংবিধানের এই সংশোধনে জাতিসংঘের ইন্টারনেটকে মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের জেনারেল ডাটা প্রোটেকশন রেগুলেশন (GDPR)-এর মতো মডেল অনুসরণ করা যেতে পারে।	বাংলাদেশ মুঠোফোন গ্রাহক এসোসিয়েশন
		Secularism and Socialism do not conform to the People's Will reflected in the Proclamation of Independence; those idealisms should be deleted. Rather, Equality, human dignity, social justice, democracy, human rights, and inclusive non-discriminatory social order should be the Principle of the Constitution. Article 23(A) rather should include all the cultures of the races around the country instead of limiting it to a few races and cultures.	Bangladesh Islamic Law research and legal aid centre
নতুন অধ্যায় সংযোজন		মৌলিক বিধান নামে নতুন অধ্যায় সংযোজন করা যায়। যেখানে সন্নিবেশিত থাকবে: মূলনীতি ও মুখ্য উদ্দেশ্য, সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকারের প্রতি প্রতিশ্রুতি, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে সহিষ্ণুতা, মালিকানার নীতি, ক্ষমতার ভারসাম্য, রাষ্ট্রের সব অঙ্গ নিজ নিজ কাজের জন্য দায়ী, জনগণের স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার সমুন্নত, নারীর ইজ্জতহানি গর্হিত অপরাধ, শ্রমজীবী মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা; রাজনীতি ও জনগণ, গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব: এবং পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র্যের মান সংরক্ষণ, মৌলিক প্রয়োজন মেটানো; আতিথেয়তা ও মানুষের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সত্তা; অধিকার ও কর্তব্য হিসেবে কাজ; আদায় ও দায়িত্বরূপে অধিকার। আত্মসংযম ও আত্মশুদ্ধিতা অর্জন, জাতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতি; এবং ঐতিহাসিক স্থানের সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান বৈশ্বিক শান্তি, নিরাপত্তা ও ভ্রাতৃত্বের ব্যাপারে বাংলাদেশের অবস্থান; আন্তর্জাতিক নীতি, আন্তর্জাতিক আইনের স্বীকৃতি। শরণার্থী নীতি; অভিবাসীদের অধিকার ও সুরক্ষা বিধান: এবং রাজনৈতিক আশ্রয় ও বিদেশী অপরাধীদের নিজ দেশে হস্তান্তর এর বিধান।	বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স
	ভ্রাতৃত্ব ও বিয়ের সাংবিধানিক স্বীকৃতি	ভালোবাসার অধিকার ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন: বিয়ে ও বৈধ উপায়ে বংশবৃদ্ধির অধিকার এবং কৃতজ্ঞতা স্বীকার সম্পর্কে বিধান রাখা জরুরী।	বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স

	তৃতীয় ভাগ: মৌলিক অধিকার		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
অনুচ্ছেদ ২৬ (মৌলিক অধিকারের সহিত অসামঞ্জস্য আইন বাতিল)	২৬। (১) এই ভাগের বিধানাবলীর সহিত অসমঞ্জস সকল প্রচলিত আইন যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, এই সংবিধান-প্রবর্তন হইতে সেই সকল আইনের ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে। (২) রাষ্ট্র এই ভাগের কোন বিধানের সহিত অসমঞ্জস কোন আইন প্রণয়ন করিবেন না এবং অনুরূপ কোন আইন প্রণীত হইলে তাহা এই ভাগের কোন বিধানের সহিত যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে। (৩) সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত সংশোধনের ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।	২৬ (৩)- অনুচ্ছেদ ১৪২ এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া প্রয়োজন	এফবিসিসিআই
অনুচ্ছেদ ২৭ (আইনের দৃষ্টিতে সমতা)		আইনের দৃষ্টিতে সমতা, গ্রেফতার ও আটক সম্পর্কে বিধান, অপরাধের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কিত বিধান ও মানবিক মর্যাদার প্রাধান্য, এক অপরাধে একবারের বেশী দণ্ড-এর বিধান, বিচার প্রক্রিয়ার ধরণ, সাক্ষ্য সম্পর্কিত বিধান এবং অন্যায় শাস্তি রদের বিধান আইন সম্পর্কিত বিধানের অন্তর্ভুক্ত থাকবে।	বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স
অনুচ্ছেদ ২৮ (ধর্ম, প্রভৃতি কারণে বৈষম্য)	"২৮। (১) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না। (২) রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারীপুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন। (৩) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না। (৪) নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান-প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।"	মৌলিক অধিকারের প্রশ্নে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, সম্প্রদায় নির্বিশেষে বৈষম্যমুক্ত হতে হবে	ঢাকা মহানগর আইনজীবী সমিতি
		জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতে আদিবাসী নারী উন্নয়ন ও নির্যাতন বন্ধে পৃথক নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।	আদিবাসী মুক্তিমোর্চা
		নারী ও শিশু বিষয়ক মৌলিক বিধান: প্রগতিশীল রাষ্ট্র গড়তে হলে নারী ও মেয়ে শিশুর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে, তাদের জন্য আলাদা সাংবিধানিক বিধান থাকতে হবে।	বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স
		নারীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখতে হবে। দেশে "জাতীয় নারী কর্তৃপক্ষ' নামে বিশেষ প্রতিষ্ঠান থাকবে, যা হবে সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত।	বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স
		ধর্মীয় কারণে বৈষম্য নিষিদ্ধ: ধর্ম পালনে বাধার চরম দণ্ড ধর্ম পালনের অধিকার ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা; ধর্ম চর্চা ও প্রচার প্রসারের অধিকার। ধর্মভিত্তিক দায়-দায়িত্ব। ধর্ম পালনে জোর-জবরদস্তি নিষিদ্ধ। ধর্মীয় ক্ষেত্রে উদারতা ও পরমত সহিষ্ণুতা প্রদর্শন: পবিত্র কুরআনের পবিত্রতা এবং দেব-দেবী ও মূর্তির সুরক্ষা বিধান করতে হবে সাংবিধানিকভাবে।	বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স

	তৃতীয় ভাগ: মৌলিক অধিকার		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
		২৮-ধর্ম ও প্রকৃতি কারণে বৈষম্য (১,৩,৪) প্রতিবন্ধী, দলিত, আদিবাসী ও হিজড়া জনগোষ্ঠী উল্লেখ করতে হবে।	সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ।
		বৈষম্যবিরোধী ধারাগুলোকে আরও শক্তিশালীকরণ। (২৮ এর ১ কে সম্প্রসারিত করা এবং বাস্তবিক প্রয়োগ নিশ্চিত করা)	বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি
		২৮ (১) ও ২৮ (৩) থেকে 'কেবল' শব্দটি বাদ দেয়া যায়।	হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
		২৮ (৪) এ ধর্মীয় এবং জাতিগত সংখ্যালঘু অংশটি সংযোজন করা যায়	হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
		হিন্দু সম্প্রদায়কে নিয়ে মাইনোরিটি কার্ড এখন রাজনৈতিক দলগুলোর ট্রামকার্ড হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। মাইনোরিটি ইস্যু নিয়ে দেশে বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হচ্ছে। আমরা এর অবসান চাই। মাইনোরিটি সমস্যার স্থায়ী সমাধান চাই।	বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট
		গণ ও ব্যক্তি জীবনে সর্বস্তরে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল নাগরিক সমান অধিকার লাভ করবেন।	নারী পক্ষ
		ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, সম্প্রদায়, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।	নারী পক্ষ
		"উক্ত অনুচ্ছেদ হুবহু বহার রাখার পক্ষে প্রস্তাব করছি এবং ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের বৈষম্য দূর করার জন্য- ১. সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন প্রণয়ন ২. জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন ও ৩. সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাব করছি"	বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ
		লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা বিষয়গুলো আরও গুরত্বের সাথে বিবেচনা করা এবং বাস্তবিক প্রয়োগ সুনিশ্চিত করা।	বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি
		তৃতীয় ভাগ (মৌলিক অধিকার): নাগরিকদের যে কোনে অনগ্রসর অংশ ও আদিবাসী গোষ্ঠীসমূহ যাতে প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ করতে পারে সেজন্য তাদের অনুকূলে বিশেষ বিধান প্রণয়ন করতে হবে।	বিপনেট
		"নারী ও শিশু অধিকারের জন্য সাংবিধানিক তদারকির ব্যবস্থা করা।	"বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি
		"তৃতীয় ভাগ (মৌলিক অধিকার): ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্য সংক্রান্ত ২৮ অনুচ্ছেদ সংশোধন করতে হবে। আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহ, নারী ও শিশুদের অনুকূলে বিশেষ বিধান প্রণয়ন করতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছু রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করতে পারবে না।	বিপনেট
		রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষ সমান অধিকার লাভ করিবেন -এর স্থলে ‘‘রাষ্ট্র, গণজীবন এবং ব্যক্তিজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষ সমান অধিকার লাভ করিবেন’’	বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ
		২৮ অনুচ্ছেদ এর ১ লেখাটিকে পুনর্লিখন করে এভাবে লেখা যেতে পারে, জাতি-পরিচয়, ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবে না।	উত্তরবঙ্গ আদিবাসী ফোরাম

তৃতীয় ভাগ: মৌলিক অধিকার

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
		অনুচ্ছেদ ২৮ (৪) " নারী ও শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোনো অনগ্রসর অংশের ও তফসিল ভুক্ত আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না। (আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর নামের তালিকা সন্নিবেশ করা)	বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম
		অনুচ্ছেদ ২৮(৪) "আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহ, নারী ও শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোনো অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান—প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।"	সিএইচটি ওয়ার্কিং গ্রুপ ফর ন্যাশনাল রিফর্ম
		কর্মসংস্থান ও মজুরিতে লিঙ্গ সমতা নিশ্চিত করণ।	বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি
		২৮। (১) কেবল মতাদর্শ, ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না। (২) রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের মতোই ন্যায্য অধিকার লাভ করিবেন। (৩) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের অথবা ধর্মীয় পোশাক বা চিহ্নের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না। (৪) নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের ন্যায্য অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান-প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।	রাষ্ট্রবিচার
		২৮ এর ৪ পুনর্লিখন করে এভাবে লেখা যেতে পারে, নারী ও শিশুদের অনুকূলে কিংবা আদিবাসী ও দলিতসহ অংশের নাগরিকদের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না। এছাড়াও মন্ত্রীসভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সমতল আদিবাসী বিষয়ক একজন মন্ত্রী থাকবেন।	উত্তরবঙ্গ আদিবাসী ফোরাম
		২৮ (২) রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী ও পুরুষ ন্যায্য অধিকার লাভ করিবেন।	আযহার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি বাংলাদেশ
		রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারীপুরুষের ন্যায্য অধিকার লাভ করিবেন	সেন্টার ফর ইথিক্যাল রিসার্চ এন্ড থটস (সার্ট)
		২৮(৩) অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বৈষম্যের কারণগুলির সাথে সাথে; লিঙ্গ, সামাজিক উৎস, জাতিগত পরিচয়, অক্ষমতা, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি/মতামত, ভাষা, সাংস্কৃতিক পটভূমি, সামাজিক উৎস, সম্পত্তি, জন্ম বা অন্যান্য অবস্থা সম্ভাব্য বৈষম্যের কারণ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ল' স্টুডেন্টস ফোরাম ফর রিফর্ম প্রপোজাল
		অনুচ্ছেদ ২৮(৪) পুনঃলিখন করা হোক এবং "পিছিয়ে পড়া শ্রেণী" শব্দটি পরিবর্তন করে "বঞ্চিত সম্প্রদায়/গ্রুপ/শ্রেণী" শব্দ ব্যবহার করা হোক।	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ল' স্টুডেন্টস ফোরাম ফর রিফর্ম প্রপোজাল
		বিদ্যমান অনুচ্ছেদটি রাখা হোক	বাংলাদেশ প্রফেশনালস
অনুচ্ছেদ ২৯ (সরকারি নিয়োগলাভে সুযোগের সমতা)	২৯। (১) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে। (২) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না। (৩) এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই- (ক) নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশ যাহাতে প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে তাঁহাদের অনুকূলে বিশেষ বিধান-প্রণয়ন করা হইতে, (খ) কোন ধর্মীয় বা উপ-সম্প্রদায়ভুক্ত প্রতিষ্ঠানে উক্ত ধর্মাবলম্বী বা উপ-সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের জন্য নিয়োগ সংরক্ষণের বিধান-সংবলিত যে কোন আইন কার্যকর করা হইতে, (গ) যে শ্রেণীর কর্মের বিশেষ প্রকৃতির জন্য তাহা নারী বা পুরুষের পক্ষে অনুপযোগী বিবেচিত হয়, সেইরূপ যে কোন শ্রেণীর নিয়োগ বা পদ যথাক্রমে পুরুষ বা নারীর জন্য সংরক্ষণ করা হইতে রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।	২৯ (৩) ক, খ, গ আগের মতোই বহাল থাকবে	বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

	তৃতীয় ভাগ: মৌলিক অধিকার		
অনুচ্ছেদ/অংশ	**বর্তমান সংবিধান**	**সুপারিশ**	**প্রস্তাবক দলের নাম**
		২৯ এর (২,৩) প্রতিবন্ধী, দলিত, আদিবাসী ও হিজড়া জনগোষ্ঠী উল্লেখ করতে হবে।	সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ।
		অনুচ্ছেদ ২৯ (৩) ক, নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশ ও সকল আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর যাহাতে প্রজতন্তের কর্মে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে তাহাদের অনুকূলে বিশেষ বিধান প্রণয়ন করা হইতে।	"১. বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম ২. সিএইচটি ওয়ার্কিং গ্রুপ ফর ন্যাশনাল রিফর্ম"
		২৯ এর ৩ (গ) নারী বা পুরুষ ও প্রতিবন্ধী যুক্ত করতে হবে।	সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ।
		২৯। ৩।(ঘ) বিশেষ অনন্য সাধারন মেধার অধিকারী নাগরিককে স্বক্ষেত্রে নিয়োগের অনুকূলে রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না ।	রাষ্ট্রবিচার
		অনুচ্ছেদটি রাখা হোক	বাংলাদেশ প্রফেশনালস

অনুচ্ছেদ ৩০ (বিদেশী, খেতাব, প্রভৃতি গ্রহণ নিষিদ্ধকরণ)	৩০। রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোন নাগরিক কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নিকট হইতে কোন খেতাব, সম্মান, পুরস্কার বা ভূষণ গ্রহণ করিবেন না।		

	তৃতীয় ভাগ: মৌলিক অধিকার		
অনুচ্ছেদ/অংশ	**বর্তমান সংবিধান**	**সুপারিশ**	**প্রস্তাবক দলের নাম**
অনুচ্ছেদ ৩১: আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার	৩১। আইনের আশ্রয়লাভ এবং আইনানুযায়ী ও কেবল আইনানুযায়ী ব্যবহারলাভ যে কোন স্থানে অবস্থানরত প্রত্যেক নাগরিকের এবং সাময়িকভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত অপরাপর ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অধিকার এবং বিশেষতঃ আইনানুযায়ী ব্যতীত এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না, যাহাতে কোন ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে।	"নিরাপত্তা ও বসবাসযোগ্যতাকে অগ্রাধিকার প্রদান কর হবে/ হেফাজতে মৃত্যু বন্ধে সুস্পষ্ট বিধান প্রণয়ন ও প্রয়োগ নিশ্চিত করা। "	জাস্ট আরবান এন্ড রিভার এন্ড ডেল্টা রিসার্চ, বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি
		আইন সম্পর্কিত অধিকারের ব্যাপারে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা থাকা প্রয়োজন। আইনগত অধিকার প্রতিনিধিত্বমূলক সমাজ ব্যবস্থায় বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।	বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স
		আইনের দ্বারা সুরক্ষায় ‘প্রতিবন্ধী’ শব্দটি যুক্ত করতে হবে।	সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল’স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ।
অনুচ্ছেদ ৩২ (জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকার রক্ষণ	৩২। আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতা হইতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না।	৩২ অনুচ্ছেদ বাতিল করতে হবে। রাষ্ট্র বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তির জীবন কেড়ে নিতে পারেনা। তাই জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার রক্ষা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। আইন করেই এ দায়িত্ব থেকে রাষ্ট্র মুক্ত পেতে পারে না।	নারী পক্ষ
		সংবিধানে স্বাধীনতার মাত্রা ও সীমারেখা নিরূপন করা থাকলে ভালো।	বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স

	তৃতীয় ভাগ: মৌলিক অধিকার		
অনুচ্ছেদ/অংশ	**বর্তমান সংবিধান**	**সুপারিশ**	**প্রস্তাবক দলের নাম**
অনুচ্ছেদ ৩৩ (গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ)	"৩৩।[(১) গ্রেপ্তারকৃত কোন ব্যক্তিকে যথাসম্ভব শীঘ্র গ্রেপ্তারের কারণ জ্ঞাপন না করিয়া প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না এবং উক্ত ব্যক্তিকে তাঁহার মনোনীত আইনজীবীর সহিত পরামর্শের ও তাঁহার দ্বারা আত্মপক্ষ-সমর্থনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না। (২) গ্রেপ্তারকৃত ও প্রহরায় আটক প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে গ্রেপ্তারের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে (গ্রেপ্তারের স্থান হইতে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আনয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ব্যতিরেকে) হাজির করা হইবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত তাঁহাকে তদতিরিক্তকাল প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না। (৩) এই অনুচ্ছেদের (১) ও (২) দফার কোন কিছুই সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, (ক) যিনি বর্তমান সময়ের জন্য বিদেশী শত্রু; অথবা (খ) যাঁহাকে নিবর্তনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোন আইনের অধীন গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বা আটক করা হইয়াছে। (৪) নিবর্তনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোন আইন কোন ব্যক্তিকে ছয় মাসের অধিক কাল আটক রাখিবার ক্ষমতা প্রদান করিবে না যদি সুপ্রীম কোর্টের বিচারক রহিয়াছেন বা ছিলেন কিংবা সুপ্রীম কোর্টের বিচারকপদে নিয়োগলাভের যোগ্যতা রাখেন, এইরূপ দুইজন এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত একজন প্রবীণ কর্মচারীর সমন্বয়ে গঠিত কোন উপদেষ্টা-পর্ষদ্ উক্ত ছয় মাস অতিবাহিত হইবার পূর্বে তাঁহাকে উপস্থিত হইয়া বক্তব্য পেশ করিবার সুযোগদানের পর রিপোর্ট প্রদান না করিয়া থাকেন যে, পর্ষদের মতে উক্ত ব্যক্তিকে তদতিরিক্ত কাল আটক রাখিবার পর্যাপ্ত কারণ রহিয়াছে। (৫) নিবর্তনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোন আইনের অধীন প্রদত্ত আদেশ অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে আটক করা হইলে আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে যথাসম্ভব শীঘ্র আদেশদানের কারণ জ্ঞাপন করিবেন এবং উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে বক্তব্য-প্রকাশের জন্য তাঁহাকে যত সত্বর সম্ভব সুযোগদান করিবেন: তবে শর্ত থাকে যে, আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় তথ্যাদি-প্রকাশ জনস্বার্থবিরোধী বলিয়া মনে হইলে অনুরূপ কর্তৃপক্ষ তাহা প্রকাশে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিতে পারিবেন। (৬) উপদেষ্টা-পর্ষদ কর্তৃক এই অনুচ্ছেদের (৪) দফার অধীন তদন্তের জন্য অনুসরণীয় পদ্ধতি সংসদ আইনের দ্বারা নির্ধারণ করিতে পারিবেন।"	৩৩। (৭) কোন বিশেষ বাহিনী কর্তৃক গুমের স্বীকার হইয়াছেন বলিয়া অভিযোগ থাকিলে ন্যায়পাল ও সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল প্রয়োজনে উপযুক্ত পেশাজীবিদের সমন্বয়ে অবিলম্বে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন তৈরি করিয়া তাৎক্ষনিক তদন্তের উদ্যোগ নিবেন এবং তদন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী উক্ত নাগরিককে উদ্ধারের জন্যে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা করিবেন যাহা জাতিসংঘের গুম বিষয়ক নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য পূর্ন হয়।	রাষ্ট্রবিচার

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
		৩৩ অনুচ্ছেদে এ অতিরিক্ত আকারে যুক্ত হবে- ক, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ১২ (বারো) ধরনের প্রতিবন্ধীতার সাপেক্ষে পৃথক পৃথক সেল থাকতে হবে। খ, ধরন অনুযায়ী প্রতিবন্ধীতার সাপেক্ষে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির একজন আইনজীবী ও সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্ট্রারপ্রিটার বা কেয়ার গিভার রাখা হতে বঞ্চিত করা যাবে না। গ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের সময় প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করতে হবে।	সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবেলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ।
		" ১. রাষ্ট্র প্রয়োজনে তার নাগরিগদের আইন অনুসারে বিচার করে শাস্তি দিতে পারে, কিন্তু তার মানবসত্তার অবমাননা করার অধিকার রাষ্ট্রেরও থাকবে না। ২. তদন্তের প্রয়োজনে আদালত বা কারাগারে স্থাপিত স্বচ্ছ কাঁচের কক্ষে ও আইনজীবীর দৃষ্টিসীমায় ক্যামেরায় ধারণ করে জিজ্ঞাসাবাদ করা যাবে। ৩. নিবর্তনমূলক আটকাদেশ সংক্রান্ত ৩৩(৩)(খ) থেকে আরম্ভ করে ৩৩(৪-৬) উপানুচ্ছেদ রদ করতে হবে। এই ধরণের আইনি গুমের মতো ড্রেকোনীয় আইন সংবিধানে থাকার সুযোগ নেই। এই আইনই বলা যায় বিগত সরকারের ঘৃণ্য গুমপ্রথা আর আয়নাঘরের পূর্বসূরী। "	জুডিসিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন
অনুচ্ছেদ ৩৫ (বিচার ও দন্ড সম্পর্কে রক্ষণ)	"৩৫। (১) অপরাধের দায়যুক্ত কার্যসংঘটনকালে বলবৎ ছিল, এইরূপ আইন ভঙ্গ করিবার অপরাধ ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করা যাইবে না এবং অপরাধ-সংঘটনকালে বলবৎ সেই আইনবলে যে দণ্ড দেওয়া যাইতে পারিত, তাঁহাকে তাহার অধিক বা তাহা হইতে ভিন্ন দণ্ড দেওয়া যাইবে না। (২) এক অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তিকে একাধিকবার ফৌজদারীতে সোপর্দ ও দণ্ডিত করা যাইবে না। (৩) ফৌজদারী অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালত বা ট্রাইব্যুনালে দ্রুত ও প্রকাশ্য বিচারলাভের অধিকারী হইবেন। (৪) কোন অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যাইবে না। (৫) কোন ব্যক্তিকে যন্ত্রণা দেওয়া যাইবে না কিংবা নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা লাঞ্ছনাকর দণ্ড দেওয়া যাইবে না কিংবা কাহারও সহিত অনুরূপ ব্যবহার করা যাইবে না। (৬) প্রচলিত আইনে নির্দিষ্ট কোন দণ্ড বা বিচারপদ্ধতি সম্পর্কিত কোন বিধানের প্রয়োগকে এই অনুচ্ছেদের (৩) বা (৫) দফার কোন কিছুই প্রভাবিত করিবে না।"	"প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য দণ্ড প্রযোজ্য হলে তাহা নিদিষ্ট আইন মোতাবেক প্রদান করা হইবে তাহা যুক্ত করতে হবে। "	সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবেলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ।

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
		৩৫ (৩) 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তি' যুক্ত করতে হবে।	সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ।
		"৩৫ (১) অনুচ্ছেদে নীম্নোক্ত অংশটি যোগ করার প্রস্তাব করছি- "দন্ডের হেরফের না করেও মামলার রুজু হওয়ার পরের কোন পদ্ধতিগত সংশোধনের ফলে যদি অভিযুক্তকে অধিক বা কম দণ্ড দেয়ার সুযোগ তৈরি হয় তবে তা সংশ্লিষ্ট অভিযুক্তের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।" এর ব্যত্যয় ঘটলে বিচার ব্যবস্থার প্রতি জনগণের বিভিন্ন অংশের মধ্যে অবিচারের অনুভূতি ও আইন আদালতের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হওয়ার উপলক্ষ এনে দেয়। "	জুডিসিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন
		অনুচ্ছেদ ৩৫ তে 'অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষত্বের অনুমান' (presumption of innocence until proven guilty) নীতির অন্তর্ভুক্তি	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ল' স্টুডেন্টস ফোরাম ফর রিফর্ম প্রপোজাল
অনুচ্ছেদ ৩৬: চলাচলের স্বাধীনতা	৩৬। জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ- সাপেক্ষে বাংলাদেশের সর্বত্র অবাধ চলাফেরা, ইহার যে কোন স্থানে বসবাস ও বসতিস্থাপন এবং বাংলাদেশ ত্যাগ ও বাংলাদেশে পুনঃপ্রবেশ করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।	ন্যায্য চলাচলের সুযোগ নিশ্চিত হবে। গণপরিবহন গুরুত্ব পাবে এবং সেবার মান উন্নতও প্রবেশগম্য হবে। উপযুক্ত ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম গৃহীত হবে। কম কার্বনের ব্যবহার হয় এরকম ব্যবস্থাপনা গৃহীত হবে ৩৬ 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ' শব্দটি যুক্ত করতে হবে। অনুচ্ছেদ ৩৬, জনস্বার্থে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর স্বকীয়তা ও নিরাপত্তা রক্ষার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তি সঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে বাংলাদেশের সর্বত্র বসতিস্থাপন এবং বাংলাদেশ ত্যাগ ও বাংলাদেশের পুন:প্রবেশ করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার থাকিবে।	"বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, জাস্ট আরবান এন্ড রিভার এন্ড ডেল্টা রিসার্চ, সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ। "
		বিদ্যমান অনুচ্ছেদটি অবিকল রাখা হোক	বাংলাদেশ প্রফেশনালস

তৃতীয় ভাগ: মৌলিক অধিকার

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
অনুচ্ছেদ ৩৮ (সংগঠনের স্বাধীনতা)	"৩৮।জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবেঃ তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তির উক্তরূপ সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার কিংবা উহার সদস্য হইবার অধিকার থাকিবে না, যদি- (ক) উহা নাগরিকদের মধ্যে ধর্মীয়, সামাজিক এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়; (খ) উহা ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ, জন্মস্থান বা ভাষার ক্ষেত্রে নাগরিকদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়; (গ) উহা রাষ্ট্র বা নাগরিকদের বিরুদ্ধে কিংবা অন্য কোন দেশের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী বা জঙ্গী কার্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়; বা (ঘ) উহার গঠন ও উদ্দেশ্য এই সংবিধানের পরিপন্থী হয়।"	এ অনুচ্ছেদে সংগঠনের স্বাধীনতাকে ৪টি শর্ত দ্বারা সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। কোনো শর্ত রাখা যাবে না	বাংলাদেশ ইন্টলেকচুয়াল মুভমেন্ট
		"৩৮। তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তির উক্তরূপ সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার কিংবা উহার সদস্য হইবার অধিকার থাকিবে না, যদি- (ক) উহা নাগরিকদের মধ্যে ধর্মীয় মর্যাদার অবমাননা, সামাজিক, সাম্প্রদায়িক ও মতাদর্শিক সম্প্রীতি বিনষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়। "	রাষ্ট্রবিচার
		৩৮ 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ' শব্দটি যুক্ত করতে হবে।	সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ।
		'ধর্মীয়, সামাজিক এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করার উদ্দেশ্য' সম্পর্কে আরও ব্যাখ্যা প্রদান করা যায়, যাতে বিদ্যমান শব্দটি অপব্যবহার করা না যায়।	হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
		৩৮(ঘ) অনুচ্ছেদে সংবিধানের পরিপন্থী কোন উদ্দেশ্যে গঠিত সংগঠন ও এর সদস্য হওয়া নিষিদ্ধ করার বিধান রদ করার প্রস্তাব করছি। এটা সাংবিধানিক সার্বভৌমত্ব স্থাপনের নামান্তর। রাষ্ট্রে জনগণই কেবল সার্বভৌম, আর কেউ নয়। সার্বভৌম জনগণ যে কোন সংবিধান বাতিল, সংশোধন বা পূনর্লিখনের আন্দোলন, মতাদর্শ প্রচার করতে পারবে। কারণ এটা রাজনৈতিক প্রশ্ন, আইনি বা বিচারিক প্রশ্ন নয়। আইন, সংবিধান, আদালত দিয়ে রাজনৈতিক প্রশ্নের মীমাংসা করা যাবে না।	জুডিসিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন
		রাজনীতি ও জনগণের ব্যাপারে সাংবিধানিক সুস্পষ্ট বিধান থাকাটা জরুরী। রাজনীতি ও জনগণকে যা দেখে বোঝা যাবে, সংজ্ঞায়িত করা যাবে এবং এ দুইয়ের মধ্যে সম্পর্ক সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে।	বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স

তৃতীয় ভাগ: মৌলিক অধিকার

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
		"৩৮ (১) সংযোজিত হবে- তবে, আদিবাসী জাতিসমূহের সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার অধিকারের বেলায়, অনুচ্ছেদ ৩৮ এর শর্তসমূহ প্রযোজ্য হইবে না।"	সিএইচটি ওয়ার্কিং গ্রুপ ফর ন্যাশনাল রিফর্ম
		সংগঠন তৈরির ক্ষেত্রে সার্বভৌমত্ব ক্ষুন্ন, দেশের আইনের ব্যতয় বা বিরুদ্ধ কিছু করা যাবে না	বাংলাদেশ প্রফেশনালস
অনুচ্ছেদ ৩৯ (চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক্-স্বাধীনতা)	"৩৯। (১) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তাদান করা হইল। (২) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা ও নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত-অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ-সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে (ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক্ ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের, এবং (খ) সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল।"	৩৯। (২) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, ধর্মীয় মর্যাদার অবমাননা, বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা ও নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত-অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ-সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে	রাষ্ট্রবিচার
		বাক স্বাধীনতার অধিকার দেওয়ার পাশাপাশি স্বপ্রণোদিতভাবে উস্কানিমূলকভাবে কোনো ধর্মর প্রতি ঘৃণা ছড়ানোর সুযোগ রাখা যাবে না। শ্রদ্ধাবোধ ও সহাবস্থান প্রমোট করতে হবে	বালাকোট চেতনা উজ্জীবন পরিষদ
		স্বাধীন চিন্তা, বিবেক সমুন্নত ভাবনা, বুদ্ধি-বিবেকসম্পন্ন ভাব প্রকাশ এবং বাক্-স্বাধীনতার জন্য পৃথক বিধান রাখতে হবে। এই বিধান হবে প্রগতিশীল এবং এমন যার ফলে সত্যিকার অর্থেই সরকার জনগণের নিয়ন্ত্রণে থাকবে।	বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স
		সংবিধানের ৩৯ ধারা: রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও বিদেশি রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, আদালত অবমাননা, জনশৃঙ্খলার স্বার্থে সাপেক্ষে বিষয়টি দেখতে হবে।	নারী পক্ষ
		দুর্নীতি দমন কমিশন, তথ্য অধিকার কমিশন, মানবাধিকার কমিশনকে স্বাধীন সাংবিধানিক কমিশন হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া তার সাথে সাথে নারী ও শিশু কমিশন, আদিবাসী ও দলিত কমিশন, ধর্মীয় সংখ্যালঘু কমিশন স্বাধীন সাংবিধানিক কমিশন হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া।	নাগরিক উদ্যোগ
		তথ্য অধিকারকে মৌলিক অধিকারের কাঠামোর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।	তথ্য অধিকার ফোরাম
		তথ্য কমিশনের বর্তমান অবস্থান একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং এটিকে একটি সাংবিধানিক সংস্থায় রূপান্তর করা অত্যন্ত জরুরি।	তথ্য অধিকার ফোরাম
		৩৯ (২) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্ব ও ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা ও নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা ধর্ম অবমান-না, সর্বশেষ নবী হজরত মোহাম্মদ সা. এর কটুক্তি বা যে কোন প্রকার সম্মানহানি, আদালত-অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে (ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের, এবং (খ) সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল।	আযহার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি বাংলাদেশ
		"চিন্তু ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক স্বাধীনতা (০২) এর ক: প্রত্যেক নাগরিকের বাক ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের, এবং (০২) এর খ: সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল। (০২) এর গ: বাক স্বাধীনতার নামের ধর্ম অবমাননা, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেয়া যাবে না। এমনটি হলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হইবে। "	সেন্টার ফর ইথিক্যাল রিসার্চ এন্ড থটস (সার্ট)

	তৃতীয় ভাগ: মৌলিক অধিকার		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
		৩৯ অনুচ্ছেদে প্রতিবন্ধী, দলিত, আদিবাসী ও হিজড়া জনগোষ্ঠী উল্লেখ করতে হবে।	সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবেলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ।
		"৩৯ (২) উপদফায় বিদেশী রাষ্ট্র সমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ও আদালত অবমাননা বাদ দেয়ার প্রস্তাব করছি। বাক স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেয়ার প্রশ্নে বস্তুনিষ্ঠভাবে আদেশ অথবা রায়ের কার্যধারার যৌক্তিকতা ও অযৌক্তিকতা নিয়ে কথা বলতে পারা বিধেয়। বিদেশী রাষ্ট্রের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা রাষ্ট্রের কাজ। নাগরিক কোন বিদেশি রাষ্ট্র সম্পর্কে বাক ও ভাব প্রকাশ করতে পারবে না বা এসব ব্যাপারে সংবাদমাধ্যমেরও মুখ বন্ধ থাকবে – এটা ফ্যাসিজমের নামান্তর। "	জুডিসিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন
		সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে।সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।	বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন
		অনুচ্ছেদ ৩৯ সংশোধন করে তথ্য জানার অধিকার (Right to information) অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ল' স্টুডেন্টস ফোরাম ফর রিফর্ম প্রপোজাল
অনুচ্ছেদ ৪০	৪০। আইনের দ্বারা আরোপিত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে কোন পেশা বা বৃত্তি-গ্রহণের কিংবা কারবার বা ব্যবসায়-পরিচালনার জন্য আইনের দ্বারা কোন যোগ্যতা নির্ধারিত হইয়া থাকিলে অনুরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন আইনসঙ্গত পেশা বা বৃত্তি-গ্রহণের এবং যে কোন আইনসঙ্গত কারবার বা ব্যবসায়-পরিচালনার অধিকার থাকিবে।	আইনের দ্বারা আরোপিত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে কোন পেশা বা বৃত্তি-গ্রহণের কিংবা কারবার বা ব্যবসায়-পরিচালনার জন্য আইনের দ্বারা কোন যোগ্যতা নির্ধারিত হইয়া থাকিলে অনুরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন আইনসঙ্গত পেশা বা বৃত্তি-গ্রহণের এবং যে কোন আইনসঙ্গত কারবার বা ব্যবসায়-পরিচালনার অধিকার থাকিবে। তবে শর্ত হলো তার দেশ, জাতি ও জনগণের ক্ষতি নিহিত ধর্মীয় আলোকে অবৈধ হতে পারবে না।	সেন্টার ফর ইথিক্যাল রিসার্চ এন্ড থটস (সার্ট)
		পেশা বা বৃত্তি সম্পর্কিত অধিকারকে যুগোপযোগী করে তুলতে হবে।	বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স
অনুচ্ছেদ ৪১ (ধর্মীয় স্বাধীনতা)	"৪১। (১) আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা-সাপেক্ষে (ক) প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার রহিয়াছে; (খ) প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় ও উপ-সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের স্থাপন, রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অধিকার রহিয়াছে। (২) কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে যোগদানকারী কোন ব্যক্তির নিজস্ব ধর্ম-সংক্রান্ত না হইলে তাঁহাকে কোন ধর্মীয় শিক্ষাগ্রহণ কিংবা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উপাসনায় অংশগ্রহণ বা যোগদান করিতে হইবে না।"	প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন, রক্ষন ও ব্যবস্থাপনার অধিকার রয়েছে।	নারী পক্ষ
		৪১ (১)-এ "এবং এই রাষ্ট্র তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে" সংযোজন করা যায়	হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

তৃতীয় ভাগ: মৌলিক অধিকার			
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
		৪১- 'প্রতিবন্ধী, দলিত, আদিবাসী ও হিজড়া জনগোষ্ঠী' উল্লেখ করতে হবে।	সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবেলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ।
		নতুন সংযুক্তি (৩) কোন ধর্মের মৌলিক বিষয়াবলীর সাথে সাংঘর্ষিক মত পোষণকারী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী উক্ত ধর্মের পরিচয় বহন করিবে না ।	আযহার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি বাংলাদেশ
অনুচ্ছেদ ৪৩ (গৃহ ও যোগাযোগের রক্ষণ)	৪৩। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা, জনসাধারণের নৈতিকতা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা নিষেধ-সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের (ক) প্রবেশ, তল্লাশী ও আটক হইতে স্বীয় গৃহে নিরাপত্তালাভের অধিকার থাকিবে; এবং (খ) চিঠিপত্রের ও যোগাযোগের অন্যান্য উপায়ের গোপনতারক্ষার অধিকার থাকিবে।		
		সংবিধানের ৪৩ অনুচ্ছেদের অধীনে ব্যক্তিগত জীবন বা গোপনীয়তার অধিকার (right to private life or privacy) সংযুক্ত করা উচিত।	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ল' স্টুডেন্টস ফোরাম ফর রিফর্ম প্রপোজাল
অনুচ্ছেদ ৪৪ (মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ)	৪৪। (১) এই ভাগে প্রদত্ত অধিকারসমূহ বলবৎ করিবার জন্য এই সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুযায়ী হাইকোর্ট বিভাগের নিকট মামলা রুজু করিবার অধিকারের নিশ্চয়তা দান করা হইল। (২) এই সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের অধীন হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতার হানি না ঘটাইয়া সংসদ আইনের দ্বারা অন্য কোন আদালতকে তাহার এখতিয়ারের স্থানীয় সীমার মধ্যে ঐ সকল বা উহার যে কোন ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষমতা দান করিতে পারিবেন।	'প্রতিবন্ধী, দলিত, আদিবাসী ও হিজড়া জনগোষ্ঠী' সকল নাগরিকের জন্য নিশ্চয়তা প্রদান করা।	সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবেলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ।

	তৃতীয় ভাগ: মৌলিক অধিকার		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
		৪৪(২) উপদফা অনুসারে বিভাগীয় শহরগুলোতে "মৌলিক অধিকার আদালত" চালু করার প্রস্তাব করা উচিৎ। এসব আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে সরাসরি সর্বোচ্চ আদালতে আপিল করা যাবে। এতে উচ্চ আদালতের বিকেন্দ্রীকরণের যে বিষয়ে মনস্তাত্ত্বিক বাধা আছে, অষ্টম সংশোধনী মামলার রায়ের পর তাও অতিক্রান্ত হয়ে যাবে।	জুডিসিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন
অনুচ্ছেদ ৪৬ (দায়মুক্তি-বিধানের ক্ষমতা)	এই ভাগের পূর্ববর্ণিত বিধানাবলীতে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি বা অন্য কোন ব্যক্তি জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের প্রয়োজনে কিংবা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে যে কোন অঞ্চলে শৃঙ্খলা-রক্ষা বা পুনর্বহালের প্রয়োজনে কোন কার্য করিয়া থাকিলে সংসদ আইনের দ্বারা সেই ব্যক্তিকে দায়মুক্ত করিতে পারিবেন কিংবা ঐ অঞ্চলে প্রদত্ত কোন দণ্ডাদেশ, দণ্ড বা বাজেয়াপ্তির আদেশকে কিংবা অন্য কোন কার্যকে বৈধ করিয়া লইতে পারিবেন।	এই ভাগের পূর্ববর্ণিত বিধানাবলীতে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি বা অন্য কোন ব্যক্তি জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের অথবা এরই আরেক পর্যায় ২০২৪ এর জাতীয় গণঅভ্যুত্থানের প্রয়োজনে কিংবা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে যে কোন অঞ্চলে শৃঙ্খলা-রক্ষা বা পুনর্বহালের প্রয়োজনে কোন কার্য করিয়া থাকিলে সংসদ আইনের দ্বারা সেই ব্যক্তিকে দায়মুক্ত করিতে পারিবেন কিংবা ঐ অঞ্চলে প্রদত্ত কোন দণ্ডাদেশ, দণ্ড বা বাজেয়াপ্তির আদেশকে কিংবা অন্য কোন কার্যকে বৈধ করিয়া লইতে পারিবেন।	রাষ্ট্রবিচার
		রাষ্ট্রের সব অঙ্গের দায়বদ্ধতাটা গুরুত্বপূর্ণ। ক্ষমতা চর্চার ন্যায্যতা জনগণের সামনে প্রকাশ করতে হবে। এর কাঠামো হতে পারে। 'রাষ্ট্রের সব অঙ্গ নিজ নিজ কাজের জন্য দায়ী: রাষ্ট্রের সব প্রতিষ্ঠান সবধরণের কাজের ক্ষেত্রে এবং যেকোনো ধরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে জনগণের উদ্দেশ্যে ন্যায্যতা তুলে ধরে এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বজায় রাখার লক্ষ্যে সবধরণের কাজ করার ও সিদ্ধান্ত নেবার সময় কারণ দেখাতে বাধ্য থাকে যাতে জনগণ ও সরকারসহ রাষ্ট্রের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আস্থা ও বিশ্বাসের সম্পর্ক সুদৃঢ় ও মজবুত হয়।	বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স
		সংবিধানের ৪৬ অনুচ্ছেদ বাতিল করুন	হিউম্যান রাইটস ওয়াচ
অনুচ্ছেদ ৪৭ (কতিপয় আইনের হেফাজত	৪৭। (১) নিম্নলিখিত যে কোন বিষয়ের বিধান-সংবলিত কোন আইনে (প্রচলিত আইনের ক্ষেত্রে সংশোধনীর মাধ্যমে) সংসদ যদি স্পষ্টরূপে ঘোষণা করেন যে, এই সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে বর্ণিত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহের কোন একটিকে কার্যকর করিবার জন্য অনুরূপ বিধান করা হইল, তাহা হইলে অনুরূপ আইন এই ভাগে নিশ্চয়কৃত কোন অধিকারের সহিত অসমঞ্জস কিংবা অনুরূপ অধিকার হরণ বা খর্ব করিতেছে, এই কারণে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে নাঃ (ক) কোন সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্তকরণ বা দখল কিংবা সাময়িকভাবে বা স্থায়ীভাবে কোন সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ বা ব্যবস্থাপনা; (খ) বাণিজ্যিক বা অন্যবিধ উদ্যোগসম্পন্ন একাধিক প্রতিষ্ঠানের বাধ্যতামূলক সংযুক্তকরণ; (গ) অনুরূপ যে কোন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক, ব্যবস্থাপক, এজেন্ট ও কর্মচারীদের অধিকার এবং (যে কোন প্রকারের) শেয়ার ও স্টকের মালিকদের ভোটাধিকার বিলোপ, পরিবর্তন, সীমিতকরণ বা নিয়ন্ত্রণ; (ঘ) খনিজদ্রব্য বা খনিজ তৈল-অনুসন্ধান বা লাভের অধিকার বিলোপ, পরিবর্তন, সীমিতকরণ বা নিয়ন্ত্রণ; (ঙ) অন্যান্য ব্যক্তিকে অংশতঃ বা সম্পূর্ণতঃ পরিহার করিয়া সরকার কর্তৃক বা সরকারের নিজস্ব, নিয়ন্ত্রণাধীন বা ব্যবস্থাপনাধীন কোন সংস্থা কর্তৃক যে কোন কারবার, ব্যবসায়, শিল্প বা কর্মবিভাগ-চালনা; অথবা	অনুচ্ছেদ ৪৭ (২) নিম্নোক্ত আইনসমূহ সংযোজন হবে, পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি ১৯০০ (১৯০০ সনের ১নং শাসনবিধি), রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইন) (১৯৯৮ সালের ৯ নং আইনের সংশোধনীসহ), খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ২০ নং আইন) (১৯৯৮ সালের ১০ নং আইনের সংশোধনীসহ), বান্দরবন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ২১ নং আইন) (১৯৯৮ সালের ১১ নং আইনের সংশোধনীসহ), পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ১২ নং আইন), পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি, ১৯৯৭।	১. বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম ২. সিএইচটি ওয়ার্কিং গ্রুপ ফর ন্যাশনাল রিফর্ম

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
	(চ) যে কোন সম্পত্তির স্বত্ব কিংবা পেশা, বৃত্তি, কারবার বা ব্যবসায়-সংক্রান্ত যে কোন অধিকার কিংবা কোন সংবিধিবদ্ধ সরকারী প্রতিষ্ঠান বা কোন বাণিজ্যিক বা শিল্পগত উদ্যোগের মালিক বা কর্মচারীদের অধিকার বিলোপ, পরিবর্তন, সীমিতকরণ বা নিয়ন্ত্রণ। (২) এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও প্রথম তফসিলে বর্ণিত আইনসমূহ (অনুরূপ আইনের কোন সংশোধনীসহ) পূর্ণভাবে বলবৎ ও কার্যকর হইতে থাকিবে এবং অনুরূপ যে কোন আইনের কোন বিধান কিংবা অনুরূপ কোন আইনের কর্তৃত্বে যাহা করা হইয়াছে বা করা হয় নাই, তাহা এই সংবিধানের কোন বিধানের সহিত অসমঞ্জস বা তাহার পরিপন্থী, এই কারণে বাতিল বা বেআইনী বলিয়া গণ্য হইবে না; 1[তবে শর্ত থাকে যে, এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই অনুরূপ কোন আইনকে সংশোধন, পরিবর্তন বা বাতিল করা হইতে নিবৃত্ত করিবে না। (৩) এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও গণহত্যাজনিত অপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ বা যুদ্ধাপরাধ এবং আন্তর্জাতিক আইনের অধীন অন্যান্য অপরাধের জন্য কোন সশস্ত্র বাহিনী বা প্রতিরক্ষা বাহিনী বা সহায়ক বাহিনীর সদস্য28[বা অন্য কোন ব্যক্তি, ব্যক্তি সমষ্টি বা সংগঠন] কিংবা যুদ্ধবন্দীকে আটক, ফৌজদারীতে সোপর্দ কিংবা দণ্ডদান করিবার বিধান-সংবলিত কোন আইন বা আইনের বিধান এই সংবিধানের কোন বিধানের সহিত অসমঞ্জস বা তাহার পরিপন্থী, এই কারণে বাতিল বা বেআইনী বলিয়া গণ্য হইবে না কিংবা কখনও বাতিল বা বেআইনী হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না ।		
অনুচ্ছেদ ৪৭ক (সংবিধানের কতিপয় বিধানের অপ্রযোজ্যতা)	"(১) যে ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদের (৩) দফায় বর্ণিত কোন আইন প্রযোজ্য হয়, সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই সংবিধানের ৩১ অনুচ্ছেদ, ৩৫ অনুচ্ছেদের (১) ও (৩) দফা এবং ৪৪ অনুচ্ছেদের অধীন নিশ্চয়কৃত অধিকারসমূহ প্রযোজ্য হইবে না। (২) এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও যে ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদের (৩) দফায় বর্ণিত কোন আইন প্রযোজ্য হয়, এই সংবিধানের অধীন কোন প্রতিকারের জন্য সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করিবার কোন অধিকার সেই ব্যক্তির থাকিবে না।]"	৪৭(ক) অনুচ্ছেদ বাতিল করুন, যাতে অভিযুক্তদের সাংবিধানিক অধিকার রক্ষা করা যায়	হিউম্যান রাইটস ওয়াচ
অনুচ্ছেদ ৪৭ (২) যোগ করা হোক		The State should repeal now the chittagong hill tracts regulation of 1900 (Regulation 1 of 1900) due to its unconstitutional nature and avoid enacting/adopting any laws that discriminate against citizens based on race, caste, class, sex, place of birth or religion.	Bangladesh Profeessionals

	তৃতীয় ভাগ: মৌলিক অধিকার		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
অনুচ্ছেদ ৪৮		৪৮। (১) বাংলাদেশের একজন রাষ্ট্রপতি থাকিবেন, যিনি আইন অনুযায়ী গনভোটে নির্বাচিত হইবেন। (৩) এই সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের (৩) দফা অনুসারে কেবল প্রধানমন্ত্রী ও ৯৫ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুসারে প্রধান বিচারপতি, তত্ত্বাবধায়ক সরকার, প্রধান নির্বাচনী কমিশনার, ন্যায়পাল নিয়োগ ক্ষেত্র ব্যতীত রাষ্টপতি তাঁহার অন্য সকল দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিবেন।	রাষ্ট্রবিচার
অন্যান্য প্রস্তাব		LGBTQ+ এর কারযক্রমকে মৌলিক অধিকারের মধ্যে অন্তভুক্ত করা যাবে না	বালাকোট চেতনা উজ্জীবন পরিষদ
		ট্রান্সজেন্ডার শব্দটিকে লিঙ্গ হিসেবে যুক্ত করা যাবে না। অস্পষ্ট সেক্সুয়াল বৈশিষ্ট্যের ব্যক্তিদের Interssex হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে	বালাকোট চেতনা উজ্জীবন পরিষদ
		তথ্য ও সম্পদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি: তথ্যগত, সম্পদভিত্তিক (বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদসহ) এবং নিরাপত্তার অধিকারকে সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃতি দিতে হবে।	বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স
		পরিবেশগত ন্যায় বিচারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা	বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি(বেলা)
		পার্বত্য চট্টগ্রামের মৌজা ও দেশের অন্যান্য অঞ্চলের আদিবাসীদের বংশ পরম্পরায় প্রথাগতভাবে মালিকানা বা ব্যবহৃত এলাকাসমূহকে আদিবাসীদের ancestral domain ঘোষণা করা। আদিবাসীদের প্রথাগত শাসনব্যবস্থা ও নেতৃত্বের স্বীকৃতি: পার্বত্য চট্টগ্রামের কারবারি, হেডম্যান, রাজা এবং অন্যান্য অঞ্চলের আদিবাসী প্রধানদের যথাযথ রাষ্ট্রীয় সম্মান প্রদান করা প্রয়োজন। তাদের দাফতরিক কার্য সম্পাদনের জন্য অর্থ, লোকবল, কাজের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সহযোগিতা জাতীয় আদিবাসী কমিশন ও আদিবাসী নেতৃত্বের সাথে আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারণ করা। আদিবাসীদের জমি অ-আদিবাসীদের কাছে হস্তান্তর অযোগ্য ঘোষণা"	বিপনেট
		সামজিক মুক্ত স্থান পর্যাপ্ত থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। নাগরিকগণ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করিতে পারেন। প্রকৃতি ও জীববৈচিত্র্য সর্বজনের স্থান সুরক্ষিত থাকবে।	জাস্ট আরবান এন্ড রিভার এন্ড ডেল্টা রিসার্চ
		ধর্ম গোষ্ঠী বর্ণ নারী-পুরুষ ভেদে ভরণপোষণের অধিকার, সাক্ষী সুরক্ষা, সম্পত্তির অধিকার, গৃহ ও যোগযোগে গোপনীয়তার অধিকার বিষয়ে গুরত্বারোপ করা এবং যথাপযুক্ত বাস্তবায়ন করা।	বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি
		৪০- 'প্রতিবন্ধী, দলিত, আদিবাসী ও হিজড়া জনগোষ্ঠী' উল্লেখ করতে হবে।	সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবেলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ।
		ভোট দেওয়ার অধিকারকে সংবিধানের তৃতীয় ভাগের অধীনে মৌলিক অধিকার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হোক।	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ল' স্টুডেন্টস ফোরাম ফর রিফর্ম প্রপোজাল

	তৃতীয় ভাগ: মৌলিক অধিকার		
অনুচ্ছেদ/অংশ	**বর্তমান সংবিধান**	**সুপারিশ**	**প্রস্তাবক দলের নাম**
		সংবিধানের মৌলিক অধিকার অধ্যায়ে একটি নতুন ধারা সংযোজন করা যেতে পারে, যেখানে উল্লেখ থাকবে যে প্রতিটি নাগরিকের জন্য ইন্টারনেটে প্রবেশাধিকার একটি মৌলিক অধিকার।	বাংলাদেশ মুঠোফোন গ্রাহক এসোসিয়েশন
		"মৌলিক অধিকার হিসেবে সংবিধানে উল্লেখিত অধিকার সমূহের সাথে নাগরিকদের জন্য নিম্নোক্ত অধিকারসমূহ সংযোজনের প্রস্তাব করছি- ১. ""অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারনের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা"" নিশ্চিত করতে হবে। ২. শিক্ষার সকল স্তরে ""নৈতিক ও মানবাধিকার শিক্ষা"" নিশ্চিত করতে হবে। ৩. স্বাস্থ্যসম্মত ও দূষণমুক্ত পরিবেশে বাঁচার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। (অনুচ্ছেদ ১৮/ক অনুরুপ) ৪. অনুচ্ছেদ ৩৯ এ নাগরিকদের ""নিরবিচ্ছিন্ন ইন্টারনেট ব্যবহারের"" অধিকার যুক্ত করতে হবে।"	হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস)
		The Constitution should include the Five Basic Human needs and necessities of life more specifically, such as, the right to have food, clothing, shelter, education, and medical care in the FUNDAMENTAL RIGHTS related articles. The Constitution should include in its body the implementation of Moral Education at every level of Education.	Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid centre
		অধিকার সমুন্নত রাখতে জাতির সামগ্রিক দায়িত্বের ব্যাপারে আলাদা বিধান করা যেতে পারে। এতে সরকার কার্যকরভবে জনগণের অধীনে এবং নিয়ন্ত্রণে থাকবে। যার কাঠামো হবে এমন: 'জনগণের স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার সমুন্নত ও অক্ষুন্ন রাখা সমগ্র জাতির পবিত্রতম দায়িত্ব। এ সংবিধান বা অন্য কোনো আইনে যা কিছুই বলা থাকুক না কেনো সরল বিশ্বাসে ন্যায়পরায়ণ একজন সুবিবেচক দেশপ্রেমিক এবং সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচারবোধে বিশ্বাসী ব্যাক্তির মতে ১৯৭১ সালের মহান বৈপ্লবিক সংগ্রাম এবং ২০২৪ সালের স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিলোপ ও জনবান্ধব রাজনৈতিক বন্দোবস্ত এর বৈপ্লবিক লড়াইয়ের পরিপন্থী কোনো ঘোষণা দেওয়া হলে বা এরূপ কর্মকাণ্ড ঘটানো হলে অথবা কোনো বিধানের দ্বারা জনগণের স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার হরণ বা ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা থাকলে যেকোনো সরকারী বা বেসরকারী সংস্থার যেকোনো পর্যায়ের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ও দায়িত্বরত ব্যক্তির পবিত্রতম দায়িত্ব ও সাংবিধানিক কর্তব্য হচ্ছে সেরকম ঘোষণা, অপতৎপরতা, অপকর্ম বা কালো কানুনের বিপক্ষে সুস্পষ্ট অবস্থান নিয়ে ১৯৭১ সালের মহান বৈপ্লবিক সংগ্রামের মূল্যবোধ, ২০২৪ সালের 'স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিলোপ ও জনবান্ধব রাজনৈতিক বন্দোবস্ত' এর বৈপ্লবিক লড়াইয়ের জন-আকাঙ্খা এবং জনগণের স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার সমুন্নত ও অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যাপারে সর্বাত্মক আপ্রাণ চেষ্টা করা। রাষ্ট্রীয় শান্তি, শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা, প্রগতি, কল্যাণ ও উন্নতি যাতে বজায় থাকে সব কর্মকর্তা-কর্মচারী নিজোদের সবসময় জনগণের সেবায় নিয়োজিত রাখেন।"	বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স
		রাষ্ট্রদ্রোহী ও আন্তর্জাতিক আইনলঙ্ঘনকারীদের ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকার বাতিল: রাইদ্রোহী ও আন্তর্জাতিক আইনলঙ্ঘনকারীদের ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকার বাতিলের ব্যাপারে সংবিধানে সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকতে হবে।	বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স

	চতুর্থ ভাগ: নির্বাহী বিভাগ		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
অনুচ্ছেদ ৪৮ (রাষ্ট্রপতি)	রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি	জনগণের সরাসরি ভোটে রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি নিরবাচন হওয়া উচিত	ঢাকা মহানগর আইনজীবী সমিতি
		রাষ্ট্রপতি সরকার ও বিরোধী দলীয় সংসদ-সদস্যগণ কর্তৃক প্রকাশ্যে ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হইবেন।	সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ।
		প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপ্রতির ক্ষমতার ভারসাম্য নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১. হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস) ২. Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre
		"রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যকার ক্ষমতার ভারসাম্য থাকতে হবে/রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য সৃষ্টি করতে হবে। "	১. ইঞ্জিনিয়ারস ইন্সটিটিউট; ২. ঢাকা মহানগর আইনজীবী সমিতি , ৩. নাগরিক উদ্যোগ ৪. জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ৫. কনজুমারাস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ৬. বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স"

অনুচ্ছেদ ৪৮ (১)	(১) বাংলাদেশের একজন রাষ্ট্রপতি থাকিবেন, যিনি আইন অনুযায়ী সংসদ-সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন।	বাংলাদেশে একজন রাষ্ট্রপতি থাকিবেন যিনি সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হইবেন	বিয়াম ফাউন্ডেশন গবেষণা ও পরামর্শ সেবা কেন্দ্র
অনুচ্ছেদ ৪৮ (২)	(২) রাষ্ট্রপ্রধানরূপে রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের অন্য সকল ব্যক্তির ঊর্ধ্বে স্থান লাভ করিবেন এবং এই সংবিধান ও অন্য কোন আইনের দ্বারা তাঁহাকে প্রদত্ত ও তাঁহার উপর অর্পিত সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কর্তব্য পালন করিবেন।		

	চতুর্থ ভাগ: নির্বাহী বিভাগ		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
অনুচ্ছেদ ৪৮ (৩) (৪)(৫)	"(৩) এই সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের (৩) দফা অনুসারে কেবল প্রধানমন্ত্রী ও ৯৫ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুসারে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্র ব্যতীত রাষ্টপতি তাঁহার অন্য সকল দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিবেন: তবে শর্ত থাকে যে, প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে আদৌ কোন পরামর্শদান করিয়াছেন কি না এবং করিয়া থাকিলে কি পরামর্শ দান করিয়াছেন, কোন আদালত সেই সম্পর্কে কোন প্রশ্নের তদন্ত করিতে পারিবেন না। (৪) কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন না, যদি তিনি- (ক) পঁয়ত্রিশ বৎসরের কম বয়স্ক হন; অথবা (খ) সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য না হন; অথবা (গ) কখনও এই সংবিধানের অধীন অভিশংসন দ্বারা রাষ্ট্রপতির পদ হইতে অপসারিত হইয়া থাকেন। (৫) প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় ও পররাষ্ট্রীয় নীতি সংক্রান্ত বিষয়াদি সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত রাখিবেন এবং রাষ্ট্রপতি অনুরোধ করিলে যে-কোন বিষয় মন্ত্রিসভায় বিবেচনার জন্য পেশ করিবেন।"	প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ নেয়ার ব্যবস্থা বাদ দিতে হবে	এফবিসিসিআই
		রাষ্ট্রপতি তাঁহার সকল দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শের বদলে উক্ত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ/ দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদীয় কমিটির মতামত গ্রহণ করিবেন। পরামর্শ বা আলোচনা করা হয়েছে কিনা তা তদন্তের ব্যবস্থা থাকবে।	সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ।

	চতুর্থ ভাগ: নির্বাহী বিভাগ		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
		রাষ্ট্রপতি হওয়ার বয়স ৩৫ থেকে বৃদ্ধি করে ৪২ করার সুপারিশ।	সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেভলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ।
		রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।	হাদীছ ফাউন্ডেশন শিক্ষাবোর্ড
		রাষ্ট্রপতিকে সার্বক্ষণিক পরামর্শ দেয়ার জন্য ১৬ সদস্য বিশিষ্ট জ্ঞানী, বিচক্ষণ, ধর্মভীরু উপদেষ্টা নিয়োগ দিতে হবে। মূলত তাঁরাই নির্বাহী ভূমিকা পালনে রাষ্ট্রপতিকে সার্বক্ষণিক সহযোগিতা করবেন। রাষ্ট্রপতি সর্বোচ্চ পরামর্শকগণের সাথে পরামর্শ করে দেশের ভাইস প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, গভর্ণর, প্রধান বিচারপতি, তিন বাহিনীর প্রধান, জাতীয় মসজিদের খতিব ইত্যাদি পদে নিয়োগ প্রদান করবেন কিংবা অপসারণ করবেন। তিনি ইসলাম বিরোধী কোন আইন প্রণয়ন করতে পারবেন না। স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র বিষয়ক ক্রান্তিকালীন এবং জটিল বিষয়ের সিদ্ধান্ত প্রেসিডেন্টকে নিতে হবে।	হাদীছ ফাউন্ডেশন শিক্ষাবোর্ড
		"৭. রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। ক. রাষ্ট্রপতিকে অবশ্যই নির্দলীয় বা অদলীয় ব্যক্তি হতে হবে। খ. রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে নির্দলীয় বা অদলীয় ব্যক্তিদেরকে রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনয়ন প্রদান করতে হবে। গ. রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে 'নিম্নকক্ষ', 'উচ্চকক্ষ এবং প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যগণ ভোট দিবেন। ঘ. জাতীয় সংসদের 'উভয় কক্ষ'র ঐকমত্যের ভিত্তিতে উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন। ঙ. উপ-রাষ্ট্রপতি 'উচ্চকক্ষ'র অধ্যক্ষ থাকবেন। "	সিরাজুল আলম খান সেন্টার
		রাষ্ট্রপতি শাাসিত সরকারের পরিসর ছোট হবে। মন্ত্রীসভা ২০ থেকে ৩০ সদস্য বিশিষ্ট হবে।	হাদীছ ফাউন্ডেশন শিক্ষাবোর্ড
		রাষ্ট্রপতির বয়স ৩৫ এর নিচে এবং ৮৫ এর উপরে হইবে না	বিয়াম ফাউন্ডেশন গবেষণা ও পরামর্শ সেবা কেন্দ্র
		যেকোন কারণে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে পদাধিকারবলে উপরাষ্ট্রপতি দেশের সার্বিক দায়িত্ব পালন করবেন।	হাদীছ ফাউন্ডেশন শিক্ষাবোর্ড

অনুচ্ছেদ ৪৯ (ক্ষমা প্রদর্শনের অধিকার)	কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যে-কোন দণ্ডের মার্জনা, বিলম্বন ও বিরাম মঞ্জুর করিবার এবং যে-কোন দণ্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকিবে।	যুক্ত করুন: তবে মানবতাবিরোধী অপরাধ বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এই দারা প্রযোজ্য হবে না	এসো. ফর ল্যান্ড রিফরমস এন্ড ডেভলপমেন্ট
		৪৯। কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যে-কোন দণ্ডের মার্জনা, বিলম্বন ও বিরাম মঞ্জুর করিবার এবং যে-কোন দণ্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকিবে।এক্ষেত্রে তিনি জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল এবং ন্যায়পালের ছাড়পত্র নিতে বাধ্য থাকিবেন।তবে ছাড়পত্র পাইলেও ক্ষমা প্রদর্শনে বাধ্য থাকিবেন না।	রাষ্ট্রবিচার
		ন্যায্যতার সাথে ক্ষমতার চর্চা। রাষ্ট্রপতি ক্ষমা করার অধিকার পাবেন। তবে তা অবশ্যই ন্যায্যভাবে চর্চা করতে হবে।	বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স

	চতুর্থ ভাগ: নির্বাহী বিভাগ		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
		কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যে-কোন দণ্ডের মার্জনা, বিলম্বন ও বিরাম মঞ্জুর করিবার এবং যে-কোন দণ্ড মওকুফ, স্থগিত। বা হ্রাস করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকিবে না। তবে ভুক্তভোগী অথবা তার পরিবারের সম্মতিতে থাকিবে।	আযহার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি বাংলাদেশ
		"কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যে-কোন দণ্ডের মার্জনা, বিলম্বন ও বিরাম মঞ্জুর করিবার এবং যে-কোন দণ্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করিতে সুপারিশ করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকিবে। "	সেন্টার ফর ইথিক্যাল রিসার্চ এন্ড থটস (সার্ট)
		ক্ষমা প্রদর্শনের অধিকারের ক্ষেত্রে “আইনসাপেক্ষে” কথাটি যুক্ত করা উচিৎ।	জুডিসিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন
		"Article 49 of the Constitution may allow the President to grant reprieves and respites and to suspend or commute any sentence passed by any court, tribunal, or other authority. However, the Power of Granting Pardon must be revoked. "	Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre

অনুচ্ছেদ ৫০ (রাষ্ট্রপতি-পদের মেয়াদ)	"৫০। (১) এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি কার্যভার গ্রহণের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসরের মেয়াদে তাঁহার পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন: তবে শর্ত থাকে যে, রাষ্ট্রপতির পদের মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার উত্তরাধিকারী-কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত তিনি স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন। (২) একাদিক্রমে হউক বা না হউক-দুই মেয়াদের অধিক রাষ্ট্রপতির পদে কোন ব্যক্তি অধিষ্ঠিত থাকিবেন না। (৩) স্পীকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে রাষ্ট্রপতি স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন। (৪) রাষ্ট্রপতি তাঁহার কার্যভারকালে সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন না, এবং কোন সংসদ-সদস্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইলে রাষ্ট্রপতিরূপে তাঁহার কার্যভার গ্রহণের দিনে সংসদে তাঁহার আসন শূন্য হইবে।"	এক মেয়াদের বেশি নয়	ঢাকা মহানগর আইনজীবী সমিতি
		দুই মেয়াদের বেশি নয়	এসো. ফর ল্যান্ড রিফরমস এন্ড ডেভলপমেন্ট
		"একটানা দুই মেয়াদ এবং সর্বোচ্চ তিন মেয়াদে একজন ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি হতে পারেন। রাষ্ট্রপতি পদের মেয়াদ ৪ বছর করলে ভালো হয়। "	বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স
		৫০। (২) সংসদ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে দ্বিতীয় মেয়াদে রাষ্ট্রপতির কার্যকাল বর্ধিত করিতে পারিবেন। একাদিক্রমে হউক বা না হউক-দুই মেয়াদের অধিক রাষ্ট্রপতির পদে কোন ব্যক্তি অধিষ্ঠিত থাকিবেন না।তবে নির্বাচনের মাধ্যমে তৃতীয় মেয়াদে কার্যভার নিতে পারিবেন	রাষ্ট্রবিচার
		৫০ (১) এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি কার্যভার গ্রহণের তারিখ হইতে চার বৎসরের মেয়াদে তাঁহার পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।	আযহার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি বাংলাদেশ
		"রাষ্ট্রপতির ক্ষমতায়ন রাষ্ট্রপতি সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হইবে রাষ্ট্রপতির মেয়াদ হইবে চার বছর সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য কমিশন গঠন করিতে হইবে এবং উক্ত কমিশন রাষ্ট্রপতির নিকট দায়ী থাকিবেন রাষ্ট্রপতি হইবে নির্দলীয় ব্যক্তি দুইবারের বেশি একজন ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি পদে আসীন থাকিতে পারিবেন না। "	বিয়াম ফাউন্ডেশন গবেষণা ও পরামর্শ সেবা কেন্দ্র

	চতুর্থ ভাগ: নির্বাহী বিভাগ		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
অনুচ্ছেদ ৫২	"৫২। (১) এই সংবিধান লংঘন বা গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগে রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসিত করা যাইতে পারিবে; ইহার জন্য সংসদের মোট সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের স্বাক্ষরে অনুরূপ অভিযোগের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া একটি প্রস্তাবের নোটিশ স্পীকারের নিকট প্রদান করিতে হইবে; স্পীকারের নিকট অনুরূপ নোটিশ প্রদানের দিন হইতে চৌদ্দ দিনের পূর্বে বা ত্রিশ দিনের পর এই প্রস্তাব আলোচিত হইতে পারিবে না; এবং সংসদ অধিবেশনরত না থাকিলে স্পীকার অবিলম্বে সংসদ আহবান করিবেন। (২) এই অনুচ্ছেদের অধীন কোন অভিযোগ তদন্তের জন্য সংসদ কর্তৃক নিযুক্ত বা আখ্যায়িত কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃপক্ষের নিকট সংসদ রাষ্ট্রপতির আচরণ গোচর করিতে পারিবেন। (৩) অভিযোগ-বিবেচনাকালে রাষ্ট্রপতির উপস্থিত থাকিবার এবং প্রতিনিধি-প্রেরণের অধিকার থাকিবে। (৪) অভিযোগ-বিবেচনার পর মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে অভিযোগ যথার্থ বলিয়া ঘোষণা করিয়া সংসদ কোন প্রস্তাব গ্রহণ করিলে প্রস্তাব গৃহীত হইবার তারিখে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইবে। (৫) এই সংবিধানের ৫৪ অনুচ্ছেদ-অনুযায়ী স্পীকার কর্তৃক রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব-পালনকালে এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলী এই পরিবর্তন-সাপেক্ষে প্রযোজ্য হইবে যে, এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় স্পীকারের উল্লেখ ডেপুটি স্পীকারের উল্লেখ বলিয়া গণ্য হইবে এবং (৪) দফায় রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইবার উল্লেখ স্পীকারের পদ শূন্য হইবার উল্লেখ বলিয়া গণ্য হইবে; এবং (৪) দফায় বর্ণিত কোন প্রস্তাব গৃহীত হইলে স্পীকার রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালনে বিরত হইবেন।"	৫২ (৬) বিশেষ প্রয়োজনে সংসদ ও স্পিকারের অনুপস্থিতিতেও জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামত অনুযায়ী অথবা তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান রাষ্ট্রপতিকে পদত্যাগে করিতে অনুরোধ করিতে পারিবেন।এই ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতি প্রেসিডেন্ট হইবেন।	রাষ্ট্রবিচার
অনুচ্ছেদ ৫৩ (ক) (উপ-রাষ্ট্রপতি)] (নতুনভাবে প্রস্তাবিত		উপরাষ্ট্রপতি ও উপ-প্রধানমন্ত্রীর পদ সৃষ্টি করা উচিত	ঢাকা মহানগর আইনজীবী সমিতি
		উপ-রাষ্ট্রপতির বিধান সংযোজন: প্রদেশগুলোর জন্য একজন করে উপ-রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দেওয়া যায়। উপ- রাষ্ট্রপতি কেন্দ্র ঠিক করে দিবে না, বরং প্রাদেশিক আইনসভা উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করবে।	বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স

চতুর্থ ভাগ: নির্বাহী বিভাগ

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
		৫৩ (১) শারীরিক ও মানসিক অসামর্থতার কারণে রাষ্ট্রপতি অর্পিত দায়িত্ব পালনে অক্ষম হন, যাহা চিকিৎসক দ্বারা সমর্থিত হলে তবে, শর্ত থাকে যে নিউরো ডেবলপমেন্টাল ডিজঅর্ডার ছাড়া অন্য কোনো আকিস্মিক প্রতিবন্ধীতার কারণে দায়িত্ব পালনে অক্ষম বা অসমর্থ হয়েছেন যা চিকিৎসক দ্বারা প্রতীয়মান হলেও বিষয়টি যুক্তিযুক্ত হবে না।	সেন্টার ফর দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ।
		৫৩ (৮) শারিরীক অসামর্থ্যের কারনে বিশেষ ক্ষেত্রে সংসদ ও স্পিকারের অনুপস্থিতিতেও জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল্ অথবা প্রধান বিচারপতির নিকট রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ পত্র পেশ করিতে পারিবেন।এই ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতি প্রধান পদাধিকার বলেই প্রেসিডেন্ট হইবেন। এমতাবস্থায় নতুন প্রেসিডেন্ট নতুন তত্ত্বাবধায়ক প্রধান বাছাই করিবেন।	রাষ্ট্রবিচার
অনুচ্ছেদ ৫৪ (অনুপস্থিতি প্রভৃতির-কালে রাষ্ট্রপতি পদে স্পীকার)	৫৪। রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে রাষ্ট্রপতি দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে ক্ষেত্রমত রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত কিংবা রাষ্ট্রপতি পুনরায় স্বীয় কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত স্পীকার রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করিবেন।	৫৪। রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে রাষ্ট্রপতি দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে ক্ষেত্রমত রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত কিংবা রাষ্ট্রপতি পুনরায় স্বীয় কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করিবেন।	রাষ্ট্রবিচার
অনুচ্ছেদ ৫৫ (মন্ত্রীসভা)	"৫৫। (১) প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের একটি মন্ত্রিসভা থাকিবে এবং প্রধানমন্ত্রী ও সময়ে সময়ে তিনি যেরূপ স্থির করিবেন, সেইরূপ অন্যান্য মন্ত্রী লইয়া এই মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে। (২) প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বা তাঁহার কর্তৃত্বে এই সংবিধান-অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রযুক্ত হইবে। (৩) মন্ত্রিসভা যৌথভাবে সংসদের নিকট দায়ী থাকিবেন। (৪) সরকারের সকল নির্বাহী ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতির নামে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করা হইবে। (৫) রাষ্ট্রপতির নামে প্রণীত আদেশসমূহ ও অন্যান্য চুক্তিপত্র কিরূপে সত্যায়িত বা প্রমাণীকৃত হইবে, রাষ্ট্রপতি তাহা বিধিসমূহ-দ্বারা নির্ধারণ করিবেন এবং অনুরূপভাবে সত্যায়িত বা প্রমাণীকৃত কোন আদেশ বা চুক্তিপত্র যথাযথভাবে প্রণীত বা সম্পাদিত হয় নাই বলিয়া তাহার বৈধতা সম্পর্কে কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না। (৬) রাষ্ট্রপতি সরকারী কার্যাবলী বন্টন ও পরিচালনার জন্য বিধিসমূহ প্রণয়ন করিবেন।"	৫৫(৩) এ মন্ত্রীসভা একক ও যৌথভাবে সংসদের কাছে দায়ী থাকবে – এমন ব্যবস্থা রাখতে হবে। এই মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় ন্যায়পালের দায়িত্বও রাখতে হবে।	রাষ্ট্রবিচার

	চতুর্থ ভাগ: নির্বাহী বিভাগ		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
		৫৫ (১) প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশে একটি মন্ত্রিসভা থাকিবে এবং প্রধানমন্ত্রী ও সময়ে সময়ে তিনি যেরূপ স্থির করিবেন, সেইরূপ অন্যান্য মন্ত্রী লইয়া এই মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে এবং বিরোধী দল হইতে কমপক্ষে দুই-দশমাংশ মন্ত্রী রাখা হইবে।	আযহার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি বাংলাদেশ
		"প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য একাধিকক্রমে কেহ দুইবারের বেশি প্রধানমন্ত্রী হইতে পারিবেন না প্রধানমন্ত্রী হইলে তিনি দলের চেয়ারপার্সনের পদ থেকে পদত্যাগ করিবেন প্রধানমন্ত্রী তথা সরকারের মেয়াদ হইবে চার বছর যিনি প্রধানমন্ত্রী হইবেন তিনি দলের কোনো নির্বাহী পদে থাকিতে পারিবেন না। "	বিয়াম ফাউন্ডেশন গবেষণা ও পরামর্শ সেবা কেন্দ্র
		৫৫(১) তবে মন্ত্রীসভা জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক হতে হবে যেমন: 'প্রতিবন্ধী, দলিত, আদিবাসী ও হিজড়া জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে' এটা যোগ করতে হবে।	সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবেলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ।
		৫৫(২) রাষ্ট্রের নির্বাহী ক্ষমতা থাকবে রাষ্ট্রপতির হাতে।	
		নির্বাহী ক্ষমতার একটা অংশ রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত করতে হবে যাতে প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা হয়।	জকিগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরী, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন, বাঁচতে শেখা (NGO), যশোর
অনুচ্ছেদ ৫৬ (মন্ত্রীগণ)	"(১) একজন প্রধানমন্ত্রী থাকিবেন এবং প্রধানমন্ত্রী যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, সেইরূপ অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রী থাকিবেন। (২) প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রীদিগকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দান করিবেন: তবে শর্ত থাকে যে, তাঁহাদের সংখ্যার অন্যূন নয়-দশমাংশ সংসদ-সদস্যগণের মধ্য হইতে নিযুক্ত হইবেন এবং অনধিক এক-দশমাংশ সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে মনোনীত হইতে পারিবেন। (৩) যে সংসদ-সদস্য সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন বলিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতীয়মান হইবেন, রাষ্ট্রপতি তাঁহাকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করিবেন "	৫৬ (২) এর শর্তের অংশ বাতিল করতে হবে।	রাষ্ট্রবিচার
		"৫৬ (২) প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রীদিগকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দান করিবেন: তবে শর্ত থাকে যে, তাঁহাদের সংখ্যার অন্যূন নয়-দশমাংশ সংসদ-সদস্যগণের মধ্য হইতে নিযুক্ত হইবেন এবং অনধিক এক-দশমাংশ সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে মনোনীত হইতে পারিবেন। মন্ত্রীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা সর্বনিম্ন মাস্টার্স বা সমমান পাশ থাকিতে হইবে এবং মন্ত্রীগণ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হইবেন।	আযহার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি বাংলাদেশ

চতুর্থ ভাগ: নির্বাহী বিভাগ

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
		৫৬(৩) রাষ্ট্রপতি দলীয় প্রধানকে সরকার প্রধান বা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দিবেন না।	জকিগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরী
		"একজন প্রধানমন্ত্রী থাকিবেন। এরপর প্রধানমন্ত্রী ও সুশীল ও বিদ্বান শ্রেণীর সমন্বয়ে গঠিত পরামর্শ কমিটি কর্তৃক যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, সেইরূপ অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রী থাকিবেন। উক্ত সুশীল ও বিধান শ্রেণীতে আলেম প্রতিনিধিও যুক্ত থাকিবেন। পাশাপাশি বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, সে হিসেবে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী মুসলিম হইতে হইবে। "	সেন্টার ফর ইথিক্যাল রিসার্চ এন্ড থটস (সার্ট)
		অনুচ্ছেদ ৫৬ (৪) বিলুপ্ত করতে হবে। (যেহেতু তত্ত্বাবধায়ক/অন্তবর্তীকালীন সরকার ব্যবস্থার পুনস্থাপন প্রস্তাব করছি)	"১. হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস) ২. বিয়াম ফাউন্ডেশন গবেষণা ও পরামর্শ সেবা কেন্দ্র 3. Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre"
অনুচ্ছেদ ৫৭ (প্রধানমন্ত্রীর পদের মেয়াদ)	"৫৭। (১) প্রধানমন্ত্রীর পদ শূন্য হইবে, যদি- (ক) তিনি কোন সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট পদত্যাগপত্র প্রদান করেন; অথবা (খ) তিনি সংসদ-সদস্য না থাকেন। (২) সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন হারাইলে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করিবেন কিংবা সংসদ ভাংগিয়া দিবার জন্য লিখিতভাবে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শদান করিবেন এবং তিনি অনুরূপ পরামর্শদান করিলে রাষ্ট্রপতি, অন্য কোন সংসদ-সদস্য সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন নহেন এই মর্মে সন্তুষ্ট হইলে, সংসদ ভাংগিয়া দিবেন। (৩) প্রধানমন্ত্রীর উত্তরাধিকারী কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীকে স্বীয় পদে বহাল থাকিতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই অযোগ্য করিবে না।"	এ ধারার নাম "প্রধানমন্ত্রী পদের শূণ্যতা" করা যেতে পারে	এফবিসিসিআই
		২ বারের/মেয়াদের অধিক প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না	"ইঞ্জিনিয়ারস ইন্সটি. ঢাকা মহানগর আইনজীবী সমিতি এফবিসিসিআই , নাগরিক উদ্যোগ, সুজন সুশাসনের জন্য নাগরিক, রাষ্ট্রবিচার, আযহার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি বাংলাদেশ হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস)"
		একজন ব্যক্তি একই সাথে দলীয় প্রধান ও প্রধানমন্ত্রী পদে থাকতে পারবেন না।	হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস)
		একজন প্রধানমন্ত্রী পর পর ২ দুইবার প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না।	বাঁচতে শেখা (NGO), যশোর
		পরপর দুই মেয়াদের বেশি নয়, দলীয় প্রধান ও প্রধানমন্ত্রী এক সঙ্গে নয়	১. এসো. ফর ল্যান্ড রিফরমস এন্ড ডেভলপমেন্ট ২. কনজুমারাস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ
		রাষ্ট্রপতির ন্যায় প্রধানমন্ত্রীর দুই মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ, ৫ বছরের স্থানে ৪ বছর হবে। সংসদের মেয়াদও হবে ৪ বছর।	নোয়াব
		প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা হ্রাস করে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে	বাঁচতে শেখা (NGO), যশোর

	চতুর্থ ভাগ: নির্বাহী বিভাগ		
অনুচ্ছেদ/অংশ	**বর্তমান সংবিধান**	**সুপারিশ**	**প্রস্তাবক দলের নাম**
		(প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ) একাধিক্রমে হউক বা না হউক-দুই মেয়াদের অধিক প্রধানমন্ত্রী পদে কোনো ব্যক্তি অধিষ্ঠিত থাকিবেন না।	সেন্টার ফর দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ।
		প্রধানমন্ত্রীর পদ শুন্য হইবে যদি তিনি রাষ্ট্রপতির নিকট পদত্যাগপত্র পেশ করেন অথবা তিনি সংসদ ভাঙ্গিয়া দেন অথবা রাষ্ট্রপতি নিজে সংসদ ভাঙ্গিয়া দেন অথবা অন্য কোনে কারণে তিনি দেশ ত্যাগ করেন	বিয়াম ফাউন্ডেশন গবেষণা ও পরামর্শ সেবা কেন্দ্র
		"Article 57 must have a sub-clause that will not Allow any person to be a Prime Minister more than twice in a row. Article 57 must have a sub-clause that will not allow any Prime Minister to be the Head of any Political Party in any way. "	Bangladesh Islamic Law Research and legal Aid Centre
[অনুচ্ছেদ ৫৮ক (পরিচ্ছেদের প্রয়োগ)] (বর্তমানে বিলুপ্ত অনুচ্ছেদ)		৫৮ অন্যান্য মন্ত্রীর পদের মেয়াদ: একাধিক্রমে হউক বা না হউক-দুই মেয়াদের অধিক মন্ত্রী পদে কোনো ব্যক্তি অধিষ্ঠিত থাকিবেন না।	সেন্টার ফর দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ।

	চতুর্থ ভাগ: নির্বাহী বিভাগ		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
২ক পরিচ্ছেদ-- নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার: অনুচ্ছেদ ৫৮খ হইতে ৫৮ঙ (বর্তমানে বিলুপ্ত পরিচ্ছেদ)		তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনবহাল করা হোক	" ১. ইঞ্জিনিয়ারস ইন্সটিটিউট, ২. ঢাকা ম. আইনজীবী সমিতি ৩. বাংলাদেশ ইন্টলেকচুয়াল মুভমেন্ট ৪. বালাকোট চেতনা উজ্জীবন পরিষদ ৫. জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ৬. জকিগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরী ৭. কনজুমারাস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ৮. হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস) "
		সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পুনঃপ্রবর্তন করতে হবে। জাতীয় সংসদের মেয়াদ পূর্তির ৩ মাস পূর্বে সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে দেশ পরিচালনায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হবেন একজন বিচারপতি।	বাঁচতে শেখা (NGO), যশোর
		১৯৯৬ সালের ত্রয়োদশ সংশোধনী মোতাবেক নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে।	রাষ্ট্রবিচার
		"৫৮ (ক) নির্দলীয় তত্ত্বাবধায় সরকার ধারাটি বিলুপ্ত হবে না। "	সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল’স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ।
		সংশোধনী সাপেক্ষে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন করার প্রস্তার করছি। প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের ক্ষেত্রে বিচার বিভাগের প্রাক্তন পদাধিকারগণকে বাধ্যতামূলকভাবে বিবেচনা করার বিধান থাকতে পারবে না, সেটা সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। সর্বশেষ জাতীয় নির্বাচনের দল গুলোর প্রাপ্ত ভোটের হারের ভিত্তিতে মনোনীত ১০ জনের একটি প্যানেল প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করবেন। সরকারের সর্বোচ্চ 20 জন উপদেষ্টা প্রধান উপদেষ্টা নিজেই বাছাই করবেন	জুডিসিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন
		"নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন (তিনি মাসের স্থানে ছয় মাস কার্যকর করা) এবং ওই সময় বিচার বিভাগকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাথে যুক্ত না করা। "	"১. সুজন সুশাসনের জন্য নাগরিক ২. নারী পক্ষ "
		"তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনর্বহাল করা হোক। - তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থায় কিছু প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা হোক, যার মধ্যে রয়েছে: - প্রধান উপদেষ্টার নিয়োগ প্রক্রিয়া থেকে বিচার বিভাগকে দূরে রাখা, - রাষ্ট্রপতিকে সিএ হওয়ার থেকে বিরত রাখা, - তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যকাল এবং কার্যক্রম স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা।"	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ল' স্টুডেন্টস ফোরাম ফর রিফর্ম প্রপোজাল

চতুর্থ ভাগ: নির্বাহী বিভাগ

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
		"৫৮ (২)(ক) ১। তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা ২। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ হইবে কমপক্ষে এক বছর। তবে বিশেষ পরিস্থিতিতে ছয় মাস পর্যন্ত এই মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। "	বিয়াম ফাউন্ডেশন গবেষণা ও পরামর্শ সেবা কেন্দ্র
		৫৮ (৪) বাতিল হইবে	বিয়াম ফাউন্ডেশন গবেষণা ও পরামর্শ সেবা কেন্দ্র
		"নির্বাচনকালীন সরকার গঠন। ক. জাতীয় সংসদের (পার্লামেন্ট) 'উচ্চকক্ষ' থেকে নির্বাচিত নির্দলীয় বা অদলীয় সদস্যদের মধ্য থেকে রাষ্ট্রপতি 'নির্বাচনকালীন সরকার' গঠন করবেন। খ. 'নির্বাচনকালীন সরকার'-এর অধীনে জাতীয় সংসদ, প্রাদেশিক পরিষদ, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। গ. মহানগর 'মেট্রোপলিটন গভর্নমেন্ট' ব্যবস্থা থাকবে। 'মেট্রোপলিটন গভর্নমেন্ট' কেন্দ্রীয় ফেডারেল সরকার'র অধীনে থাকবে। 'উচ্চকক্ষে মেট্রোপলিটন গভর্নমেন্টের প্রতিনিধিত্ব থাকবে। ঘ. 'ক্ষুদ্র জাতিসত্তা'র জনগণের সরাসরি ভোটে অদলীয়ভাবে নির্বাচিত ৩ (তিন) জন সদস্য উচ্চকক্ষে থাকবে। ৬. প্রবাসীদের ভোটাধিকার থাকবে। প্রবাসীদের দ্বারা নির্বাচিত কমপক্ষে ১০ (দশ) জন প্রতিনিধি 'উচ্চকক্ষে' থাকবে।"	সিরাজুল আলম খান সেন্টার
		নির্বাচনকালীন রাজনৈতিক সরকারের রূপরেখা কি হবে সেজন্য জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে এলাকা স্থায়ী, টেকসই, মজবুত, জনবান্ধব এবং সুদূরপ্রসারী সমাধানে পৌঁছাতে হবে। এরূপ সরকারকে সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃতি দিয়ে দিতে হবে।	বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স
		Article 2) 58/A) NON PARTY CARE TAKER GOVERNMENTMust be reinstatement. If needed, this system could be adopted again in a reformed scheme in consultation with the major political parties.	Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre
অনুচ্ছেদ ৫৯ (স্থানীয় সরকার)	৫৯। (১) আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক এককাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে। (২) এই সংবিধান ও অন্য কোন আইন-সাপেক্ষে সংসদ আইনের দ্বারা যেরূপ নির্দিষ্ট করিবেন, এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় উল্লিখিত অনুরূপ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান যথোপযুক্ত প্রশাসনিক এককাংশের মধ্যে সেইরূপ দায়িত্ব পালন করিবেন এবং অনুরূপ আইনে নিম্নলিখিত বিষয় সংক্রান্ত দায়িত্ব অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবে: (ক) প্রশাসন ও সরকারী কর্মচারীদের কার্য; (খ) জনশৃংখলা রক্ষা;(গ) জনসাধারণের কার্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন-সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন	অনুচ্ছেদ-৫৯(২) এর শেষে সংযোজন হবে- (৩) আদিবাসী অধ্যুষিত/বসবাসরত পার্বত্য রাঙ্গামাটি, পার্বত্য খাগড়াছড়ি ও পার্বত্য বান্দরবান জেলাত্রয় সমন্বয়ে গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি বিশেষ অঞ্চল হিসেবে বিশেষ আইনের মাধ্যমে প্রশাসিত হইবে, এবং সংশ্লিষ্ট জেলা ও অঞ্চলের পরিষদসমূহে আদিবাসীদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকিবে। (৪) দেশের আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোর স্থানীয় শাসন-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে আদিবাসী মহিলাসহ আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকিবে।	সিএইচটি ওয়ার্কিং গ্রুপ ফর ন্যাশনাল রিফর্ম
		স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালী ও কার্যকর করতে স্থানীয় প্রশাসনে ও উন্নয়ন কার্যক্রমে সংসদ সদস্যদের কোনো ভূমিকা থাকবে না।	হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস)
		প্রাদেশিক ব্যবস্থাকে মজবুত, টেকসই ও উন্নত করে গড়ে তুলতে পারলে স্থানীয় সরকার/শাসন ব্যবস্থার প্রয়োজন হবে না। এটি বিলোপ করা যেতে পারে।	বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স
		উপজেলা প্রশাসনকে গতিশীল ও ক্ষমতাসম্পন্ন করার জন্য সংসদ সদস্যদের সর্বপ্রকার প্রভাব থেকে মুক্ত করতে হবে।	নোয়াব
		স্থানীয় সরকার নিরবাচন নির্দলীয়ভাবে হওয়া উচিত	ঢাকা মহানগর আইনজীবী সমিতি
		স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করতে সংসদদের হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ করা এবং সমন্বিত আইন প্রণয়ন করা।/স্থানীয় সরকারের স্বায়ত্বশাসন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে স্থানীয় সরকার কমিশন গঠন করা।	নাগরিক উদ্যোগ, নারী পক্ষ, নোয়াব
		নির্বাচিত সংসদ আইন ও নীতি প্রণয়ন করবে। স্থানীয় উন্নয়নে অংশগ্রহণ বন্ধ করা।	নাগরিক উদ্যোগ
		স্থানীয় সরকারকে ক্ষমতায়ন, পরিচালনা ও অর্থপ্রক্রিয়া বিষয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় নগরবাসীর সরাসরি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।	জাস্ট আরবান এন্ড রিভার এন্ড ডেল্টা রিসার্চ

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
		৫৯। (৩) দলীয় রাজনৈতিক মতাদর্শ অথবা প্রতীকে স্থানীয় নির্বাচন নিষিদ্ধ করতে হবে।	রাষ্ট্রবিচার
		স্থানীয় শাসনকে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে বার্ষিক কর্মসূচি ও বাজেট জমসম্মুখে উপস্থাপন করতে হবে যেখানে সব ধরনের নাগরিকের (প্রতিবন্ধী, দলিত, আদিবাসী ও হিজড়া জনগোষ্ঠীসহ) উপস্থিতিতে প্রকাশ করতে হবে এবং জনগণের মতামত গ্রহণের ও লিপিবদ্ধ করার প্রক্রিয়া থাকিবে।	সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবেলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ।
		অনুচ্ছেদ ৫৯ এর ১ (ক) সংযোজন করা যেতে পারে এভাবে 'দেশের আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল/এলাকাগুলোর স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে আদিবাসী নারী সমূহ আদিবাসী জাতিসমূহের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকিবে।	উত্তরবঙ্গ আদিবাসী ফোরাম
		৫৯ অনুচ্ছেদের শেষাংশে সংযুক্ত করতে হবে, এই সকল প্রতিষ্ঠানসমূহে কৃষক, শ্রমিক, আদিবাসী, দলিত এবং মহিলাদিগকে যথাসম্ভব বিশেষ প্রতিনিধিত্ব দেওয়া হইবে।	উত্তরবঙ্গ আদিবাসী ফোরাম
		অনুচ্ছেদ ৫৯ এর ২ সংযোজন করা, ৩,আদিবাসী অধ্যুষিত পার্বত্য জেলাসমূহ সমন্বয়ে গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি বিশেষ অঞ্চল হিসেবে বিশেষ আইনের মাধ্যমে শাসিত হইবে এবং সংশ্লিষ্ট জেলা ও পরিষদসমূহের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর জন্য আসন সংরক্ষিত থাকিবে। ৪, দেশের আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোর স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে আদিবাসী মহিলাসহ আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকিবে।	বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম
		৮ টি বিভাগকে (প্রাদেশিক) আধা স্বায়ত্ত শাসন দেয়া যেতে পারে।	হাদীছ ফাউন্ডেশন শিক্ষাবোর্ড
		(1) Local government in every administrative unit of the republish shall be entrusted to bodies, composed of persons elected in accordance with law. (2) The state retains the ultimate authority, subject to any reasonable restrictions imposed by las, has the right to withdraw the powers it delegates to local governments or to nullify any actons taken by them	Bangladesh Professionals
		অনুচ্ছেদ-৫৯(২) এর শেষে সংযোজন: (৩) আদিবাসী অধ্যুষিত/বসবাসরত পার্বত্য রাঙ্গামাটি, পার্বত্য খাগড়াছড়ি ও পার্বত্য বান্দরবান জেলাত্রয় সমন্বয়ে গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি বিশেষ অঞ্চল হিসেবে বিশেষ আইনের মাধ্যমে প্রশাসিত হইবে, এবং সংশ্লিষ্ট জেলা ও অঞ্চলের পরিষদসমূহে আদিবাসীদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকিবে। (৪) দেশের আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোর স্থানীয় শাসন- সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানসমূহে আদিবাসী মহিলাসহ আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকিবে।	পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটি
		Article 59 clause to make sure that the members of parliament elected to the parliamentary seat cannot interfere in the local government system.	Bangladesh Islamic Law Research and legal Aid Centre
		সকল স্থানীয় সরকার নির্বাচন হইবে নির্দলীয়।	বিয়াম ফাউন্ডেশন গবেষণা ও পরামর্শ সেবা কেন্দ্র

চতুর্থ ভাগ: নির্বাহী বিভাগ

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
অনুচ্ছেদ ৬০	৬০। এই সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদের বিধানাবলীকে পূর্ণ কার্যকরতাদানের উদ্দেশ্যে সংসদ আইনের দ্বারা উক্ত অনুচ্ছেদে উল্লিখিত স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় প্রয়োজনে কর আরোপ করিবার ক্ষমতাসহ বাজেট প্রস্তুতকরণ ও নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রদান করিবেন।]	স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালী ও কার্যকর করতে স্থানীয় প্রশাসনে ও উন্নয়ন কার্যক্রমে সংসদ সদস্যদের কোনো ভূমিকা থাকবে না।	
অনুচ্ছেদ ৬১ (সর্বাধিনায়কতা)	[৬১। বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহের সর্বাধিনায়কতা রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত হইবে এবং আইনের দ্বারা তাহার প্রয়োগ নিয়ন্ত্রিত হইবে]	৬১। বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহের সর্বাধিনায়কতা রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত হইবে এবং আইনের দ্বারা তাহার প্রয়োগ নিয়ন্ত্রিত হইবে।এই বিশেষ ক্ষেত্রে জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল রাষ্ট্রপতিকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দান করিবেন আইনানুযায়ী।	রাষ্ট্রবিচার
		৬২।(১) (গ) প্রতিরক্ষা-বাহিনীসমূহের প্রধানদের নিয়োগদান ও তাঁহাদের বেতন ও ভাতা- নির্ধারণ করিবেন রাষ্ট্রপতি যাহা প্রধানমন্ত্রী এবং সংসদ অবগত থাকিবেন।এই ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দান করিবেন জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল।	রাষ্ট্রবিচার
অনুচ্ছেদ ৬২	৬০। এই সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদের বিধানাবলীকে পূর্ণ কার্যকরতাদানের উদ্দেশ্যে সংসদ আইনের দ্বারা উক্ত অনুচ্ছেদে উল্লিখিত স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় প্রয়োজনে কর আরোপ করিবার ক্ষমতাসহ বাজেট প্রস্তুতকরণ ও নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রদান করিবেন।]		
অনুচ্ছেদ ৬৪ (এটর্নি জেনারেলের নিয়োগ)	"৬৪। (১) সুপ্রীম কোর্টের বিচারক হইবার যোগ্য কোন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের অ্যাটর্নি-জেনারেল পদে নিয়োগদান করিবেন। (২) অ্যাটর্নি-জেনারেল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত সকল দায়িত্ব পালন করিবেন। (৩) অ্যাটর্নি-জেনারেলের দায়িত্বপালনের জন্য বাংলাদেশের সকল আদালতে তাঁহার বক্তব্য পেশ করিবার অধিকার থাকিবে। (৪) রাষ্ট্রপতির সন্তোষানুযায়ী সময়সীমা পর্যন্ত অ্যাটর্নি-জেনারেল স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত পারিশ্রমিক লাভ করিবেন।"	৬৪ (১)(ক) উপদফায় প্রধানমন্ত্রী, বিরাধীদলীয় নেতা ও প্রধান বিচারপতির সমন্বয়ে গঠিত কমিটি বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেল নিয়োগ করবেন। ৬৪(৪) অ্যাটর্নি জেনারেলের মেয়াদ হবে ৫ বছর। তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করতে পারবেন এবং সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতায় অভিশংসন করা যাবে। ৬৪(৫) অনুচ্ছেদে সরকার একজন সলিসিটর জেনারেল নিয়োগ করবে, তিনি রাষ্ট্রপ্রধানের সন্তোষ অনুযায়ী পদে বহাল থাকবেন। প্রাদেশিকস্তরে গভর্নর এডভোকেট জেনারেল নিয়োগ দিবেন মুখ্যমন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেতা ও হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির সমন্বয়ে গঠিত কমিটি। প্রাদেশিক মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুযায়ী গভর্নর প্রদেশের চিফ প্রসিকিউটর ও প্লিডার নিযুক্ত করবেন। তিনি গভর্নরের সন্তোষ অনুযায়ী পদে বহাল থাকবেন। একটি স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করছি, যারা বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে নিযুক্ত হবেন।	জুডিসিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন
অন্যান্য প্রস্তাব		বিকল্প বিধান: সংবিধানে রাষ্ট্রপতি, সংসদের সভাপতি, প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব পালনে অক্ষমতার জন্য তাৎক্ষণিক বিকল্প বিধান আছে। কিন্তু অতীব গুরুত্বপূর্ণ পদ, রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগের প্রধান প্রধানমন্ত্রীর কোনো বিকল্প নেই। সাংবিধানিক শূন্যতা এড়াতে প্রধানমন্ত্রীর অক্ষমতা বা মৃত্যুর পর তাৎক্ষণিকভাবে কে পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের আগ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবেন তার সুস্পষ্ট রূপরেখার উল্লেখ থাকতে হবে।	বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স
		যে কোনো রাষ্ট্রীয় জনপ্রতিনিধি উপর থেকে নিচে পর্যন্ত কেউ ২ বারের বেশি প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে না।	নারী পক্ষ
		রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ-সদস্য পদের যোগ্যতার জন্য ন্যূনতম স্নাতক পাশ হওয়া উচিত	ঢাকা মহানগর আইনজীবী সমিতি
		প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী পদে নির্বাচন হবে, প্রেসিডেন্ট ডিফেন্স ও বিদেশনীতি দেখবেন, প্রধানমন্ত্রী অভ্যন্তরীণ গভরনেন্স পরিচালনা করবেন	বালাকোট চেতনা উজ্জীবন পরিষদ
		কেন্দ্র এবং প্রদেশের মধ্যে কয়েকটি সমন্বিত বিষয় যেমন থাকবে ঠিক একইভাবে কিছু ক্ষেত্রে প্রদেশের উপর ছেড়ে দিতে হবে। এতে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ সম্ভব হবে, যার সুফল মানুষের ঘরে উঠবে।	বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স

চতুর্থ ভাগ: নির্বাহী বিভাগ

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
		জাতীয় আদিবাসী কমিশন: ১. বাংলাদেশে একটি সাংবিধানিক জাতীয় আদিবাসী কমিশন গঠিত হবে, যা একজন চেয়ারপারসন এবং সর্বাধিক চারজন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে। ২. রাষ্ট্রপতি আদিবাসী প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে জাতীয় আদিবাসী কমিশনের চেয়ারপারসন এবং সদস্যদের নিয়োগ করবেন। ৩. চেয়ারপারসন এবং সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ নিয়োগের তারিখ থেকে পাঁচ বছর হবে। ৪. চেয়ারপারসন ও সদস্যদের যোগ্যতা, পদ শূন্য হওয়ার পরিস্থিতি, পারিশ্রমিক ও সেবার শর্তাবলী এবং কমিশনের কার্যাবলী, কর্তব্য ও ক্ষমতা সংক্রান্ত বিষয়গুলো আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে। কমিশনের কার্যাবলী, কর্তব্য ও ক্ষমতা ১. আদিবাসীদের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে গবেষণা ও অনুসন্ধান পরিচালনা করা এবং নীতিমালা, আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র চিহ্নিত করে সরকারকে সুপারিশ প্রদান। ২. আদিবাসীদের অধিকার ও উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন এবং সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে সুপারিশ প্রদান। ৩. আদিবাসীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট আইন ও উন্নয়নমূলক বিশেষ ব্যবস্থা কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কি না তা পর্যবেক্ষণ এবং কার্যকর না হলে বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে পরামর্শ প্রদান। ৪. আদিবাসীদের অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তি বা সংবিধান অনুযায়ী প্রতিবেদন প্রস্তুতে সরকারকে সহায়তা করা। ৫. আদিবাসীদের জাতীয় উন্নয়নের মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করা এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গনে তাদের আনুপাতিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে বিদ্যমান নীতিমালা ও কর্মসূচি মূল্যায়ন ও বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশ প্রদান। ৬. স্থানীয়, আঞ্চলিক ও জাতীয় সরকারে আদিবাসীদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে নীতিমালা প্রণয়ন এবং সরকারকে পরামর্শ প্রদান। ৭. আদিবাসীদের জন্য সংরক্ষিত আসনে প্রার্থী নির্বাচন বা বাছাই প্রক্রিয়ায় সরকারকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান। কমিশনের আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন জাতীয় আদিবাসী কমিশন প্রয়োজন অনুসারে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন করতে পারবে।	বিপনেট
		বিভিন্ন পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী (আদিবাসী, দলিত, উর্দুবাসী সংখ্যালঘু,ট্রান্সজেন্ডার) আসন জাতীয় সংসদে ও স্থানীয় সরকারে রাখার ব্যবস্থা করা।	নাগরিক উদ্যোগ
ক্ষমতার ভারসাম্য		ক্ষমতার ভারসাম্য এর সুলিখিত বিধান হতে পারে এরূপ: "রাষ্ট্রের তিনটি মূল অঙ্গ সম্পর্কে সংবিধানে উল্লেখ আছে। নির্বাহী বিভাগ রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে আইনসভার কাছে দায়বদ্ধ থাকে এবং বিচার বিভাগ নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে; নির্বাহী বিভাগের মাধ্যমে যেনো জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত থাকে ও মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে সেজন্য আইনসভা প্রয়োজনীয় আইন ও নীতি তৈরী করে এবং সংবিধানের মূল্যবোধ সমুন্নত রেখে জনগণের নিরাপত্তা ও মৌলিক অধিকার সুরক্ষিত রেখে আইন তৈরী করা হচ্ছে কি না সেজন্য বিচার বিভাগের মাধ্যমে জনগণের কাছে জবাবদিহিতা করে; বিচার বিভাগ জনরায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে আইনসভার ইচ্ছানুযায়ী নিবাহী বিভাগ কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে কি না তা তদারকি করে এবং সাংবিধানিক মূল্যবোধ ও নীতি-নৈতিকতার প্রশ্নে রাষ্ট্রপতি/উপ-রাষ্ট্রপতি ও আইনসভার কাছে যৌথভাবে দায়ী।"	বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স

	পঞ্চম ভাগ: আইনসভা		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
অনুচ্ছেদ ৬৫ (সংসদ-প্রতিষ্ঠা)	৬৫। (১) "জাতীয় সংসদ" নামে বাংলাদেশের একটি সংসদ থাকিবে এবং এই সংবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে প্রজাতন্ত্রের আইনপ্রণয়ন-ক্ষমতা সংসদের উপর ন্যস্ত হইবে: তবে শর্ত থাকে যে, সংসদের আইন-দ্বারা যে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে আদেশ, বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন বা আইনগত কার্যকরতাসম্পন্ন অন্যান্য চুক্তিপত্র প্রণয়নের ক্ষমতার্পণ হইতে এই দফার কোন কিছুই সংসদকে নিবৃত্ত করিবে না। (২) একক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকাসমূহ হইতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে আইনানুযায়ী নির্বাচিত তিন শত সদস্য লইয়া এবং এই অনুচ্ছেদের (৩) দফার কার্যকরতাকালে উক্ত দফায় বর্ণিত সদস্যদিগকে লইয়া সংসদ গঠিত হইবে; সদস্যগণ সংসদ-সদস্য বলিয়া অভিহিত হইবেন। ৩৪[(৩) সংবিধান (সপ্তদশ সংশোধন) আইন, ২০১৮ প্রবর্তনকালে বিদ্যমান সংসদের অব্যবহিত পরবর্তী সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে শুরু করিয়া পঁচিশ বৎসরকাল অতিবাহিত হইবার অব্যবহিত পরবর্তীকালে সংসদ ভাংগিয়া না যাওয়া পর্যন্ত পঞ্চাশটি আসন কেবল মহিলা-সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে এবং তাঁহারা আইনানুযায়ী পূর্বোক্ত সদস্যদের দ্বারা সংসদে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির ভিত্তিতে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হইবেন: তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার কোন কিছুই এই অনুচ্ছেদের (২) দফার অধীন কোন আসনে কোন মহিলার নির্বাচন নিবৃত্ত করিবে না।] ৩৫[(৩ক) সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ প্রবর্তনকালে বিদ্যমান সংসদের অবশিষ্ট মেয়াদে এই অনুচ্ছেদের (২) দফায় বর্ণিত প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত তিন শত সদস্য এবং (৩) দফায় বর্ণিত পঞ্চাশ মহিলা-সদস্য লইয়া সংসদ গঠিত হইবে।] (৪) রাজধানীতে সংসদের আসন থাকিবে।	সংসদ দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট হইবে এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মতামত গ্রহণ করতে হবে।	সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেভলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ,হাদীছ ফাউন্ডেশন শিক্ষাবোর্ড।
		৬৫ এর ৩ অনুচ্ছেদে মহিলাদের ৫০টি আসনের স্থলে ১০০টি আসন এবং মহিলা সদস্যদের স্থলে মহিলা ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি (সকল লিঙ্গ)'র জন্য সংরক্ষিত থাকিবে এবং তাহারা আইন অনুযায়ী পূর্বোক্ত সদস্যদের দ্বারা সংসদের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির ভিত্তিতে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হইবেন। এভাবে লেখা যেতে পারে।	উত্তরবঙ্গ আদিবাসী ফোরাম
		আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর প্রজাতন্ত্রে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভে পৃথক মন্ত্রনালয় গঠন ও সংসদে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।	আদিবাসী মুক্তিমোর্চা
		জাতীয় সংসদ সহ সর্বক্ষেত্রে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত আসন ও পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা পুনরায় বাস্তবায়নের জোর দাবি জানাচ্ছে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়।	বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট
		অনুচ্ছেদ ৬৫(৩) এর পর নতুন অনুচ্ছেদ ৬৫(৩ ক) সংযোজিত হবে জাতীয় সংসদে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের আদিবাসী অধ্যুষিত/ বসবাসরত অঞ্চলের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে- ক) পার্বত্য চট্টগ্রাম আসনসমূহ এবং খ) সমতল অঞ্চলের নির্ধারিত আসনসমূহ (কমপক্ষে ৫টি আসন) সংরক্ষিত থাকিবে এবং আইন অনুযায়ী নির্ধারিত পদ্ধতিতে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী সংসদ সদস্য নির্বাচিত হইবেন। তবে শর্ত থাকে যে এই দফার কোনো কিছুই এই অনুচ্ছেদের (২) দফার অধীনে কোনো আসনে কোনো আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী ভুক্ত ব্যক্তির নির্বাচন নিবৃত্ত করিবে না।	বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম

পঞ্চম ভাগ: আইনসভা			
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
		জাতীয় সংসদের মেয়াদ ৪ বছর নির্ধারণ করা।	সুজন সুশাসনের জন্য নাগরিক, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন
		সংসদের মেয়াদ হবে ৪ বছর।	বাঁচতে শেখা (NGO), যশোর
		সংসদ হবে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট	"১. ইঞ্জিনিয়ারস ইন্সটিটিউট; ২. ঢাকা মহানগর আইনজীবী সমিতি; ৩. এসো. ফর ল্যান্ড রিফরমস এন্ড ডেভলপমেন্ট, ৪. সুজন সুশাসনের জন্য নাগরিক, ৫. নোয়াব ৬. হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস)"
		"নিম্ন কক্ষের সদস্য সংখ্যা হবে ৩০০ জন, যারা জনগনের ভোটে নির্বাচিত হবেন। উচ্চ কক্ষের সদস্য সংখ্যা ১০৫ জন হবে, যাদের মধ্যে ১০০ জন সদস্য নিম্ন কক্ষের প্রতিনিধি নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক দলগুলোর প্রাপ্ত ভোটের আনুপাতিকহারে নির্বাচিত হবেন। উচ্চকক্ষ: অবসরপ্রাপ্ত বিচারক, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি, সচিব, উচ্চ পদস্থ সামরিক কর্মকর্তা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞবৃন্দ যেমন শ্রম, শিল্প, অর্থনীতি, ব্যাংকিং, বিনিয়োগ, বাজার অর্থনীতি, জলবায়ু, পানি, নদী, মানবাধিকার এবং ধর্মীয় বিশেষজ্ঞসহ বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে উচ্চ কক্ষ গঠিত হবে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ৫ জন সদস্যকে টেকনোক্র্যাট সদস্য হিসেবে উচ্চকক্ষে মনোনীত করতে পারবেন। তিনি বিভিন্ন সুবিধাবঞ্চিত সম্প্রদায় ও বিষয়ভিত্তিক বিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়োগ দিবেন। উচ্চ কক্ষে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি ১০ জন সদস্যের মধ্যে অন্তত ৩ জন নারী সদস্যকে মনোনীত করবেন।"	হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস)
		সংসদের বৈঠকের স্থান: সাধারণত সংসদের আসন ঢাকা হলেও সংবিধানে দেশের যেকোনো স্থানে সংসদের বৈঠক করার সুযোগ রাখতে হবে।	বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স
		উচ্চকক্ষ হবে ৬৪ সদস্য বিশিষ্ট। প্রত্যেক জেলা থেকে বিদগ্ধ পণ্ডিত, বিশেষজ্ঞ ও গুণীজনরা সরাসরি জনগণের ভোটে নিরবাচিত হয়ে উচ্চকক্ষে আসবেন	ঢাকা মহানগর আইনজীবী সমিতি
		নিম্নকক্ষ হবে ৩০০ সদস্যের। আনুপাতিক পদ্ধতির ভিত্তিতে রাজনৈতিক দলগুলো থেকে এ প্রতিনিধিরা আসবে; ১টি আসন পেতে হলে ০.৩৩% ভোট পেতে হবে	ঢাকা মহানগর আইনজীবী সমিতি
		নারী আসন ৫০ এর বদলে ১০০ হওয়া উচিত। তবে সরাসরি নিরবাচনের মাধ্যমে নিম্নকক্ষে নিরবাচিত হবেন; তারা নিম্নকক্ষের অন্যান্য সদস্যের সমমর্যাদা লাভ করবেন	ঢাকা মহানগর আইনজীবী সমিতি
		প্রত্যেক জাতি ও ধর্মর প্রতিনিধি রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করা উচিত	ঢাকা মহানগর আইনজীবী সমিতি
		সকল পর্যায়ে নারী জনপ্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা ও এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষিত করা এবং প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা।	নারী পক্ষ
		নারীদের জন্য প্রত্যক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা ও সংসদে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা।	নাগরিক উদ্যোগ
		সংসদের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করে ৪০০ আসনে নিয়ে যাওয়া ও নারীদের জন্য ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে ১০০টি আসন সংরক্ষণ করা এবং প্রত্যেক আসনে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা।	সুজন সুশাসনের জন্য নাগরিক
		সংসদে সংরক্ষিত আসন সংখ্যা হবে ত্রিশ। উক্ত আসনগুলোতে রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম ও ইসলামী শরিয়াহ বিশেষজ্ঞ পাঁচজন প্রতিনিধি, অন্যান্য ধর্মের একজন করে ধর্মীয় প্রতিনিধি যথা হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান প্রতিনিধি, রাষ্ট্রের প্রধান মুফতী, উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও নৃ-গোষ্ঠীর প্রতিনিধি, নারী ও শিশু প্রতিনিধি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রযুক্তি, অর্থ, বাণিজ্য বিশেষজ্ঞদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে।	আযহার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি বাংলাদেশ
		সংসদ নির্বাচন পদ্ধিতি হবে প্রাপ্ত ভোটের আনুপাতিক হার। দলের প্রতিকে নির্বাচন হবে। প্রাপ্ত ভোটের আনুপাতিক হারে সংসদে আসন পাবে দল।	বাংলাাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন
		পরীক্ষামূলকভাবে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ চালু করা যেতে পারে	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ল' স্টুডেন্টস ফোরাম ফর রিফর্ম প্রপোজাল
		সংসদ দ্বিকক্ষবিশিষ্ট হতে হবে।	সেন্টার ফর ল, গভর্ন্যান্স অ্যান্ড পলিসি (CELGAP)
		দেশের ৮টি বিভাগকে ৮টি প্রদেশ ঘোষণা করা।	নারী পক্ষ

পঞ্চম ভাগ: আইনসভা

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
		বাংলাদেশে প্রাদেশিক ব্যবস্থা চালু করতে পারলে রাজধানী ঢাকার উপর চাপ কমবে এবং সুষম উন্নয়ন সম্ভব হবে। জনবহুল দেশে জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছানো সম্ভব হবে। কোনো ফ্যাসিবাদ বা স্বৈরাচার গজাতে পারবে না।	বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স
		পেশাভিত্তিক দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদ হইবে।	বিয়াম ফাউন্ডেশন গবেষণা ও পরামর্শ সেবা কেন্দ্র
		"অনুচ্ছেদ ৬৫(৩) এবং পর নতুন অনুচ্ছেদ ৬৫(৩ক) সংযোজিত হবে। "জাতীয় সংসদে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের আদিবাসী অধ্যুষিত/বসবাসরত অঞ্চলের আদিবাসীদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে আদিবাসী মহিলাসহ আদিবাসী জাতিগোষ্ঠিসমূহের জন্য ১৫টি আসন (সাধারণ আসন ব্যতীত) সংরক্ষিত থাকিবে এবং আইনানুযায়ী নির্ধারিত পদ্ধতি আদিবাসী সংসদ সদস্যগণ নির্বাচিত হইবেন; তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার কোন কিছুই এই অনুচ্ছেদের (২) দফার অধীন কোন আসনে কোন আদিবাসী ব্যক্তির নির্বাচন নিবৃত্ত করিবে না।""	পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটি
		১. ফেডারেল পদ্ধতির কেন্দ্রীয় সরকার। ক. রাষ্ট্রপতি থাকবেন রাষ্ট্রপ্রধান। খ. একজন উপ-রাষ্ট্রপতি থাকবেন। গ. সংসদীয় ব্যবস্থা থাকবে। ঘ. প্রধানমন্ত্রী সরকার প্রধান এবং নির্বাহী প্রধান থাকবেন। ঙ. বাংলাদেশ কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত হবে। চ. জাতীয় 'প্রতিরক্ষা বিভাগ' রাষ্ট্রপতির ওপর ন্যস্ত থাকবে। ছ. উপজেলা ভিত্তিক 'স্ব-শাসিত স্থানীয় সরকার' ব্যবস্থা থাকবে।	সিরাজুল আলম খান সেন্টার
		২. নিম্নকক্ষ ও উচ্চকক্ষ সমন্বয়ে দেশের জাতীয় সংসদ (পার্লামেন্ট) হবে দুইকক্ষ বিশিষ্ট। ক. 'নিমকক্ষ' হবে ৩০০ সদস্য বিশিষ্ট। নিম্নকক্ষে রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত এলাকা ভিত্তিক নির্বাচিত প্রতিনিধি থাকবেন। খ. 'উচ্চকক্ষ' ২০০ সদস্য বিশিষ্ট। উচ্চকক্ষে থাকবেন:- ১. শ্রম-কর্ম-পেশায় নিয়োজিত (শ্রমজীবী, কর্মজীবী, পেশাজীবী) ব্যক্তিদের দ্বারা নির্দলীয় বা অদলীয়ভাবে নির্বাচিত সদস্য। ২. প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের দ্বারা নির্দলীয় বা অদলীয়ভাবে নির্বাচিত নারী সদস্য। ৩. 'ক্ষুদ্র জাতিসত্তা'র নাগরিকদের দ্বারা নির্দলীয় বা অদলীয়ভাবে নির্বাচিত সদস্য। ৪. রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত সদস্য (মূলত প্রতিরক্ষা বাহিনী এবং আমলা-কর্মকর্তা ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মধ্য থেকে)। ৫. প্রাদেশিক পরিষদের প্রতিনিধি। ৬. জাতীয় নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোট অনুযায়ী আনুপাতিক হারে রাজনৈতিক দলসমূহের মনোনীত সদস্য। গ. 'উচ্চকক্ষ'র অধ্যক্ষ থাকবেন উপ-রাষ্ট্রপতি। ঘ. জাতীয় সংসদের (উভয় 'কক্ষ') মেয়াদকাল হবে ৩/৪ (তিন/চার) বছর। ঙ. জাতীয় সংসদের উচ্চকক্ষে প্রবাসী বাংলাদেশের নাগরিকদের ১০ (দশ) জন নির্বাচিত সদস্য থাকবে।	সিরাজুল আলম খান সেন্টার
		Women Quota: The 1972 Constitution reserved 15 seats for the next 10 years which almost loses its necessity nowadays as that reservation did not serve any meaningful purpose for a long time. Rather, 20 seats may be reserved for women in the upper Chamber to accommodate women entrepreneurs, women rights experts, women representatives from RMG, labor market, ethnic minority groups, etc.	Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre
অনুচ্ছেদ ৬৫ (সংসদ-প্রতিষ্ঠা)		৬৫ (৩) অনুচ্ছেদে বর্ণিত সপ্তদশ সংশোধনী বাতিল করতে হবে। জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করে মোট আসন সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশে উন্নীতকরণ, এই আসনে সরাসরি নির্বাচন এবং নির্বাচনী এলাকা পুনঃনির্ধারণ করতে হবে।	বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ
		অনুচ্ছেদ ৬৫(৩) এর পর নতুন অনুচ্ছেদ ৬৫ (৩খ) সংযোজিত হইবে। "জাতীয় সংসদে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের আদিবাসী অধ্যুষিত/বসবাসরত অঞ্চলের আদিবাসীদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে, আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলের নির্বাচনী এলাকায় সংসদীয় আসন গুলোকে আদিবাসীদের জন্য সংরক্ষন করা। আদিবাসী মহিলাসহ আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহের জন্য ১৫টি আসন (সাধারণ আসন ব্যতীত) সংরক্ষিত থাকিবে এবং আইনানুযায়ী নির্ধারিত পদ্ধতিতে আদিবাসী সংসদ সদস্যগণ নির্বাচিত হইবেন: তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার কোন কিছুই এই অনুচ্ছেদের (২) দফার অধীন কোন আসনে কোন আদিবাসী ব্যক্তির নির্বাচন নিবৃত্ত করিবে না"	সিএইচটি ওয়ার্কিং গ্রুপ ফর ন্যাশনাল রিফর্ম

	পঞ্চম ভাগ: আইনসভা		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
		"১. 'প্রতিবন্ধী পুরুষ/নারী সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ থাকিবে' বিষয়টি যুক্ত করতে হবে। ২. সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনের মধ্যে প্রতিবন্ধী নারীদের কে দুটি আসন দিতে হবে তা আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির ভিত্তিতে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হইবেন। ৩. সংসদ সদস্য হবেন ২০০ জন। "	সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ।
অনুচ্ছেদ ৬৬ (সংসদে নির্বাচিত হইবার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা)	৬৬। (১) কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক হইলে এবং তাঁহার বয়স পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হইলে এই অনুচ্ছেদের (২) দফায় বর্ণিত বিধান-সাপেক্ষে তিনি সংসদের সদস্য নির্বাচিত হইবার এবং সংসদ-সদস্য থাকিবার যোগ্য হইবেন। (২) কোন ব্যক্তি সংসদের সদস্য নির্বাচিত হইবার এবং সংসদ-সদস্য থাকিবার যোগ্য হইবেন না, যদি (ক) কোন উপযুক্ত আদালত তাঁহাকে অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষণা করেন; (খ) তিনি দেউলিয়া ঘোষিত হইবার পর দায় হইতে অব্যাহতি লাভ না করিয়া থাকেন; (গ) তিনি কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করেন কিংবা কোন বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা বা স্বীকার করেন; (ঘ) তিনি নৈতিক স্খলনজনিত কোন ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া অন্যূন দুই বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং তাঁহার মুক্তিলাভের পর পাঁচ বৎসরকাল অতিবাহিত না হইয়া থাকে; (ঙ) তিনি ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগসাজশকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশের অধীন কোন অপরাধের জন্য দণ্ডিত হইয়া থাকেন; (চ) আইনের দ্বারা পদাধিকারীকে অযোগ্য ঘোষণা করিতেছে না, এমন পদ ব্যতীত তিনি প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন; অথবা](ছ) তিনি কোন আইনের দ্বারা বা অধীন অনুরূপ নির্বাচনের জন্য অযোগ্য হন। [(২ক) এই অনুচ্ছেদের (২) দফার (গ) উপ-দফা তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তি জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক হইয়া কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করিলে এবং পরবর্তীতে উক্ত ব্যক্তি-	স্নাতক পাশ ন্যূনতম	ঢাকা মহানগর আইনজীবী সমিতি

পঞ্চম ভাগ: আইনসভা			
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
	(ক) দ্বৈত নাগরিকত্ব গ্রহণের ক্ষেত্রে, বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ত্যাগ করিলে; কিংবা (খ) অন্য ক্ষেত্রে, পুনরায় বাংলাদেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করিলে- এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে তিনি বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন না।] [(৩) এই অনুচেছদের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে কোন ব্যক্তি কেবল রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপ-মন্ত্রী হইবার কারণে প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত বলিয়া গণ্য হইবেন না।] (৪) কোন সংসদ-সদস্য তাঁহার নির্বাচনের পর এই অনুচ্ছেদের (২) দফায় বর্ণিত অযোগ্যতার অধীন হইয়াছেন কি না কিংবা এই সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ অনুসারে কোন সংসদ-সদস্যের আসন শূন্য হইবে কি না, সে সম্পর্কে কোন বিতর্ক দেখা দিলে শুনানী ও নিষ্পত্তির জন্য প্রশ্নটি নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রেরিত হইবে এবং অনুরূপ ক্ষেত্রে কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে। (৫) এই অনুচ্ছেদের (৪) দফার বিধানাবলী যাহাতে পূর্ণ কার্যকরতা লাভ করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশনকে ক্ষমতাদানের জন্য সংসদ যেরূপ প্রয়োজন বোধ করিবেন, আইনের দ্বারা সেইরূপ বিধান করিতে পারিবেন।		
		টানা ৩ মেয়াদের বেশি থাকা উচিত নয়	ঢাকা মহানগর আইনজীবী সমিতি
		সংসদ সদস্য হবার বয়স আঠারো বা একুশ নির্ধারণ করলে তারুণ্যকে আকৃষ্ট করবে।	বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স
		৬৬। (২) (জ) যদি বিশেষ ট্রাইবুনাল কর্তৃক ২০২৪ সালের জাতীয় গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে পতিত সরকারের যে কোন স্তরের কোন ব্যক্তি যে কোন শাস্তিতে দন্ডিত হইয়া থাকেন।	রাষ্ট্রবিচার
		সংসদের নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যাতা ও অযোগ্যতা: ফৌজদারী অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে অন্যূন দুই বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন তবে তিনি অযোগ্য হবেন এই বাক্য যোগ করতে হবে।	সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবেলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ।

	পঞ্চম ভাগ: আইনসভা		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
		"অতিরিক্ত আকারে যোগ হবে: সরকারি কর্মচারী সরকারি কর্ম হতে নিবৃত হওয়ার পর ন্যূনতম ৫ বৎসর কোনো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।	সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ।
		কোনো অধিকার আন্দোলন, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক পরিচয়ের ইস্যুভিত্তিক কাজকে অপরাধের তকমা প্রদান করা যাইবে না।	সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ।
		সংবিধানের ৬৬(৪) অনুচ্ছেদ সংশোধন করুন। স্বাধীন আদালতকে এই ধরনের বিষয়ের বিচারিক ক্ষমতা প্রদান নিশ্চিত করুন।	হিউম্যান রাইটস ওয়াচ
		দ্বৈত নাগরিককে নির্বাচনে অংশগ্রহণ, প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি ও সংসদ সদস্যসহ রাষ্ট্রে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ লাভের অধিকার প্রদান	আমেরিকা-বাংলাদেশ চেম্বার অব কর্মাস অ্যান্ড ইন্ড্রাস্ট্রিজ
		সংবিধানে দ্বৈত নাগরিকদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করার বিধান রাখা।	নাগরিক উদ্যোগ
		"অন্যান্যের সাথে ১। কোন বৈধ আদালত কর্তৃক ২ বছরের বেশি সাজাপ্রাপ্ত হইলে তাৎক্ষণিকভাবে তা সদস্যপদ বাতিল হইবে। ২। কমপক্ষে যদি গ্রাজুয়েশন ডিগ্রিধারী না হন। ৩। একাধিকক্রমে দুইবারের বেশি কেহ সংসদ সদস্য নির্বাচিত হইতে পারিবেন না। ৪। একাধিকক্রমে ২০ কার্যদিবস সংসদে অনুপস্থিত থাকেন"	বিয়াম ফাউন্ডেশন গবেষণা ও পরামর্শ সেবা কেন্দ্র

পঞ্চম ভাগ: আইনসভা

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
অনুচ্ছেদ ৬৭	৬৭। (১) কোন সংসদ-সদস্যের আসন শূন্য হইবে, যদি (ক) তাঁহার নির্বাচনের পর সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে নব্বই দিনের মধ্যে তিনি তৃতীয় তফসিলে নির্ধারিত শপথগ্রহণ বা ঘোষণা করিতে ও শপথপত্রে বা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরদান করিতে অসমর্থ হন: তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ মেয়াদ অতিবাহিত হইবার পূর্বে স্পীকার যথার্থ কারণে তাহা বর্ধিত করিতে পারিবেন; (খ) সংসদের অনুমতি না লইয়া তিনি একাদিক্রমে নব্বই বৈঠক-দিবস অনুপস্থিত থাকেন; (গ) সংসদ ভাঙ্গিয়া যায়; (ঘ) তিনি এই সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদের (২) দফার অধীন অযোগ্য হইয়া যান; অথবা (ঙ) এই সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদে বর্ণিত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। (২) কোন সংসদ-সদস্য স্পীকারের নিকট স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন, এবং স্পীকার- কিংবা স্পীকারের পদ শূন্য থাকিলে বা অন্য কোন কারণে স্পীকার স্বীয় দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে ডেপুটি স্পীকার- যখন উক্ত পত্র প্রাপ্ত হন, তখন হইতে উক্ত সদস্যের আসন শূন্য হইবে।	সংসদ সদস্যদের আসন শূন্য হওয়া: কোনো সদস্য যদি প্রকাশ্যে প্রতিবন্ধী গোষ্ঠীসহ যেকোনো মানুষকে হেয় প্রতিপন্ন, গালি প্রদান, অসম্মান, ভূমি দখল, নির্যাতন অথবা কোনো প্রকার লাঞ্ছনার ঘটনা ঘটান। যদি কোনো সদস্য বিপুল পরিমাণ সম্পদ (অর্থ, ভূমি ও কোম্পানি বা ব্যবসা মালিকানা) লাভ করেন।	সেন্টার ফর দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ।
		শপথ নেবার আগে আসন গ্রহণ সম্পর্কে বিধান: শপথ নেবার আগে আসন গ্রহণ করলে নিদিষ্ট পরিমাণ অর্থদণ্ড বাহাত্তরের সংবিধানের দুর্বলতাকে প্রকাশ করে। এমন ক্ষেত্রে অর্থের পরিমাণ নিদিষ্ট রাখা যাবে না। নির্ধারিত মাসিক সম্মানীর দশ ভাগের এক ভাগ জরিমানার বিধান করা যেতে পারে।	বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স
অনুচ্ছেদ ৬৯	৬৯। কোন ব্যক্তি এই সংবিধানের বিধান অনুযায়ী শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিবার এবং শপথপত্রে বা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরদান করিবার পূর্বে কিংবা তিনি সংসদ-সদস্য হইবার যোগ্য নহেন বা অযোগ্য হইয়াছেন জানিয়া সংসদ-সদস্যরূপে আসনগ্রহণ বা ভোটদান করিলে তিনি প্রতি দিনের অনুরূপ কার্যের জন্য প্রজাতন্ত্রের নিকট দেনা হিসাবে উসুলযোগ্য এক হাজার টাকা করিয়া অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।	শপথগ্রহণ পূর্বে আসন গ্রহণ বা ভোট দান করিলে সদস্যের অর্থদণ্ড ১ হাজার টাকার পরিবর্তে ১০ হাজার টাকা হবে।	সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ।
অনুচ্ছেদ ৭০ (রাজনৈতিক দল হইতে পদত্যাগ বা দলের বিপক্ষে ভোটদানের কারণে আসন শূন্য হওয়া)	[৭০। কোন নির্বাচনে কোন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরূপে মনোনীত হইয়া কোন ব্যক্তি সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইলে তিনি যদি- (ক) উক্ত দল হইতে পদত্যাগ করেন, অথবা (খ) সংসদে উক্ত দলের বিপক্ষে ভোটদান করেন, তাহা হইলে সংসদে তাঁহার আসন শূন্য হইবে, তবে তিনি সেই কারণে পরবর্তী কোন নির্বাচনে সংসদ-সদস্য হইবার অযোগ্য হইবেন না।]	এ অনুচ্ছেদ সংশোধন করা উচিত	ঢাকা মহানগর আইনজীবী সমিতি

	পঞ্চম ভাগ: আইনসভা		
অনুচ্ছেদ/অংশ	**বর্তমান সংবিধান**	**সুপারিশ**	**প্রস্তাবক দলের নাম**
		এ অনুচ্ছেদে যুক্ত করা হোক : তবে কোনো বিলের ক্ষেত্রে যৌক্তিক দ্বিমত পোষণ, গঠনমূলক সমালোচনা এবং প্রয়োজনে নোট অব ডিসেন্স দেওয়ার সুযোগ থাকবে।	বাংলাদেশ ইন্টলেকচুয়াল মুভমেন্ট
		এ ধারা বাতিল করতে হবে	এসো. ফর ল্যান্ড রিফরমস এন্ড ডেভলপমেন্ট, হাদীছ ফাউন্ডেশন শিক্ষাবোর্ড, জকিগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরী, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন
		বাহাত্তরের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭০ এর মতো বিধান, প্রধানমন্ত্রীর একক অপরিসীম ও অবারিত ক্ষমতার বিধান ব্যাপকভাবে পরিবর্তন করতে হবে। এতে স্বৈরাচারের চাষাবাদ করার সাংবিধানিক অপসুযোগ আর কেউ ভবিষ্যতে কখনো পাবে না।	বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স
		৭০ অনুচ্ছেদ সংস্কার করা।	"১. সুজন সুশাসনের জন্য নাগরিক ২.নাগরিক উদ্যোগ,নারী পক্ষ ৩. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ল' স্টুডেন্টস ফোরাম ফর রিফর্ম প্রপোজাল ৪. কনজুমারাস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ"
		অনুচ্ছেদ ৭০ (খ): আইন পাশের ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যগণ স্বাধীন মতামত ও ভোট প্রদান করতে পারবেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও স্পীকার নির্বাচনে দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভোট প্রদান করবেন।	হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস)
		কোন দলের সংসদ সদস্য floor cross করে কোনো বক্তব্য দিলে তাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়, বিদ্যমান এই আইনটি বাতিল করতে হবে।	বাঁচতে শেখা (NGO), যশোর
		অনাস্থা প্রস্তাবের বিধান। সংসদে কার্যকরভাবে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপনের সুযোগ থাকতে হবে। এ ব্যাপারে সাংবিধানিক বিধান রাখতে হবে।	বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স
		৭০। (খ) সংসদে উক্ত দলের বিপক্ষে আনীত অনাস্থা প্রস্তাবে ভোটদান করেন তাহা হইলে সংসদে তাঁহার আসন শূন্য হইবে, তবে তিনি সেই কারণে পরবর্তী কোন নির্বাচনে সংসদ-সদস্য হইবার অযোগ্য হইবেন না।অথবা অনাস্থা প্রস্তাব ব্যতীত অন্য সাধারন বিষয়ে আনীত দলীয় প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দান করিলেও তাঁহার আসন শূন্য হইবে না।	রাষ্ট্রবিচার
		‘‘তবে শর্ত থাকে যে, এই অনুচ্ছেদের বিধানসমূহ তখনই কার্যকর হবে যখন মন্ত্রিসভা সংসদে অনাস্থা প্রস্তাবের সম্মুখীন হয়’’	জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
		৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল হবে। তবে আসন শূন্য হবে জনগণ যদি অনাস্থা আনেন।	সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ।

	পঞ্চম ভাগ: আইনসভা		
অনুচ্ছেদ/অংশ	**বর্তমান সংবিধান**	**সুপারিশ**	**প্রস্তাবক দলের নাম**
		১। দলীয়ভাবে নির্বাচিত সংসদ সদস্যগণ সকল ক্ষেত্রে দলের বিরুদ্ধে ভোট দিতে পারবেন। ২। দল থেকে পদত্যাগ করিলে তার সংসদ সদস্যপদ শুন্য হইবে। ৩। দল থেকে বহিষ্কার করিলে তার সংসদ সদস্যপদ বহাল থাকিবে।	বিয়াম ফাউন্ডেশন গবেষণা ও পরামর্শ সেবা কেন্দ্র
		"Article 70 Must be Amended. All Members of the Parliament are representatives of all peoples in their elected areas. They should be able to express their own opinion on every matter discussed in Parliament by keeping aside the fear of being vacant of their Parliamentary Seats or leaving their own parties. However, Floor Crossing may be observed for the following two terms before stopping to ensure the stability of the Parliamentary Government. Meanwhile, RPO, Political Parties Act, etc., should incorporate provisions for reforming the political parties, once the political parties are reformed, there will be less chance of MPs being sold.	Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre
অনুচ্ছেদ ৭১	"৭১। (১) কোন ব্যক্তি একই সময়ে দুই বা ততোধিক নির্বাচনী এলাকার সংসদ-সদস্য হইবেন না। (২) কোন ব্যক্তির একই সময়ে দুই বা ততোধিক নির্বাচনী এলাকা হইতে নির্বাচনপ্রার্থী হওয়ায় এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় বর্ণিত কোন কিছুই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিবে না, তবে তিনি যদি একাধিক নির্বাচনী এলাকা হইতে নির্বাচিত হন তাহা হইলে- (ক) তাঁহার সর্বশেষ নির্বাচনের ত্রিশ দিনের মধ্যে তিনি কোন্ নির্বাচনী এলাকার প্রতিনিধিত্ব করিতে ইচ্ছুক, তাহা জ্ঞাপন করিয়া নির্বাচন কমিশনকে একটি স্বাক্ষরযুক্ত ঘোষণা প্রদান করিবেন এবং তিনি অন্য যে সকল নির্বাচনী এলাকা হইতে নির্বাচিত হইয়াছিলেন, অতঃপর সেই সকল এলাকার আসনসমূহ শূন্য হইবে; (খ) এই দফার (ক) উপ-দফা মান্য করিতে অসমর্থ হইলে তিনি যে সকল আসনে নির্বাচিত হইয়াছিলেন, সেই সকল আসন শূন্য হইবে; এবং (গ) এই দফার উপরি-উক্ত বিধানসমূহ যতখানি প্রযোজ্য, ততখানি পালন না করা পর্যন্ত নির্বাচিত ব্যক্তি সংসদ-সদস্যের শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিতে ও শপথপত্রে বা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরদান করিতে পারিবেন না"	৭১ কোনো ব্যক্তি একই সময়ে দুই বা ততোধিক নির্বাচনী এলাকায় সংসদ সদস্য নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না।	সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ।
		অনুচ্ছেদ ৭১ (১): একজন ব্যক্তি সর্বোচ্চ একটি সংসদীয় আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন।	হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস)
		" অনুচ্ছেদ ৭১ (২): বাতিল করতে হবে। "	"1. হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস) 2. Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre"
		"Article 71 Should not allow any Person to be a Candidate more than One Seat at a time. Such a Candidate Should have at least a graduation or equivalent degree. Such a Candidate Must not be a Holder of Dual Citizenship. "	Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre
অনুচ্ছেদ ৭২ (সংসদের অধিবেশন)		অনুচ্ছেদ ৭২(২) অনুযায়ী সংসদ ফলাফল ঘোষণার ৩০ দিনের মধ্যে বসবে। এরকম বিধানগুলো বাতিল করে জনবান্ধব, সুস্পষ্ট বিধান করা জরুরী।	বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স

	পঞ্চম ভাগ: আইনসভা		
অনুচ্ছেদ/অংশ	**বর্তমান সংবিধান**	**সুপারিশ**	**প্রস্তাবক দলের নাম**
অনুচ্ছেদ ৭৪	৭৪। (১) কোন সাধারণ নির্বাচনের পর সংসদের প্রথম বৈঠকে সংসদ-সদস্যদের মধ্য হইতে সংসদ একজন স্পীকার ও একজন ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত করিবেন, এবং এই দুই পদের যে কোনটি শূন্য হইলে সাত দিনের মধ্যে কিংবা ঐ সময়ে সংসদ বৈঠকরত না থাকিলে পরবর্তী প্রথম বৈঠকে তাহা পূর্ণ করিবার জন্য সংসদ-সদস্যদের মধ্য হইতে একজনকে নির্বাচিত করিবেন। (২) স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকারের পদ শূন্য হইবে, যদি- (ক) তিনি সংসদ-সদস্য না থাকেন; (খ) তিনি মন্ত্রী-পদ গ্রহণ করেন; (গ) পদ হইতে তাঁহার অপসারণ দাবী করিয়া মোট সংসদ-সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সমর্থিত কোন প্রস্তাব (প্রস্তাবটি উত্থাপনের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া অন্যূন চৌদ্দ দিনের নোটিশ প্রদানের পর) সংসদে গৃহীত হয়; (ঘ) তিনি রাষ্ট্রপতির নিকট স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে তাঁহার পদ ত্যাগ করেন; (ঙ) কোন সাধারণ নির্বাচনের পর অন্য কোন সদস্য তাঁহার কার্যভার গ্রহণ করেন; অথবা (চ) ডেপুটি স্পীকারের ক্ষেত্রে, তিনি স্পীকারের পদে যোগদান করেন। (৩) স্পীকারের পদ শূন্য হইলে বা তিনি [রাষ্ট্রপতিরূপে কার্য করিলে] কিংবা অন্য কোন কারণে তিনি স্বীয় দায়িত্বপালনে অসমর্থ বলিয়া সংসদ নির্ধারণ করিলে স্পীকারের সকল দায়িত্ব ডেপুটি স্পীকার পালন করিবেন, কিংবা ডেপুটি স্পীকারের পদও শূন্য হইলে সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি-অনুযায়ী কোন সংসদ-সদস্য তাহা পালন করিবেন; এবং সংসদের কোন বৈঠকে স্পীকারের অনুপস্থিতিতে ডেপুটি স্পীকার কিংবা ডেপুটি স্পীকারও অনুপস্থিত থাকিলে সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি-অনুযায়ী কোন সংসদ-সদস্য স্পীকারের দায়িত্ব পালন করিবেন। (৪) সংসদের কোন বৈঠকে স্পীকারকে তাঁহার পদ হইতে অপসারণের জন্য কোন প্রস্তাব বিবেচনাকালে স্পীকার (কিংবা ডেপুটি স্পীকারকে তাঁহার পদ হইতে অপসারণের জন্য কোন প্রস্তাব বিবেচনাকালে ডেপুটি স্পীকার) উপস্থিত থাকিলেও সভাপতিত্ব করিবেন না এবং এই অনুচ্ছেদের (৩) দফায় বর্ণিত ক্ষেত্রমত স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকারের অনুপস্থিতিকালীন বৈঠক সম্পর্কে প্রযোজ্য বিধানাবলী অনুরূপ প্রত্যেক বৈঠকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে। (৫) স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকারের অপসারণের জন্য কোন প্রস্তাব সংসদে বিবেচিত হইবার কালে ক্ষেত্রমত স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকারের কথা বলিবার ও সংসদের কার্যধারায় অন্যভাবে অংশগ্রহণের অধিকার থাকিবে এবং তিনি কেবল সদস্যরূপে ভোটদানের অধিকারী হইবেন। (৬) এই অনুচ্ছেদের (২) দফার বিধানাবলী সত্ত্বেও ক্ষেত্রমত স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকার তাঁহার উত্তরাধিকারী কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল রহিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।	স্পিকার ডেপুটি স্পিকার: একজন স্পিকার ও দুইজন ডেপুটি স্পিকার (একজন নারী ও একজন পুরুষ)	সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেভলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ।
		অনুচ্ছেদ ৭৪ (১): উভয় কক্ষে স্পিকার সরকারী দল থেকে এবং ডেপুটি স্পিকার বিরোধী দল থেকে নির্বাচিত হবেন।	হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস)

	পঞ্চম ভাগ: আইনসভা		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
		অনুচ্ছেদ ৭৪ (৬) সংসদ বিলুপ্ত হইলে স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকারের পদ শুন্য হইবে। এক্ষেত্রে সংসদ সচিবালয়ের সচিব সংসদের রুটিন দায়িত্ব পালন করিবেন।	বিয়াম ফাউন্ডেশন গবেষণা ও পরামর্শ সেবা কেন্দ্র
		While it is a Bicameral Parliament, Article 74(1) Should allow both houses the Speaker to be elected from the government party and the Deputy Speaker from the opposition party.	Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre.
অনুচ্ছেদ ৭৫	৭৫। (১) এই সংবিধান-সাপেক্ষে (ক) সংসদ কর্তৃক প্রণীত কার্যপ্রণালী-বিধি-দ্বারা এবং অনুরূপ বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত কার্যপ্রণালী-বিধি-দ্বারা সংসদের কার্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রিত হইবে; (খ) উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সংসদে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে, তবে সমসংখ্যক ভোটের ক্ষেত্র ব্যতীত সভাপতি ভোটদান করিবেন না এবং অনুরূপ ক্ষেত্রে তিনি নির্ণায়ক ভোট প্রদান করিবেন; (গ) সংসদের কোন সদস্যপদ শূন্য রহিয়াছে, কেবল এই কারণে কিংবা সংসদে উপস্থিত হইবার বা ভোটদানের বা অন্য কোন উপায়ে কার্যধারায় অংশগ্রহণের অধিকার না থাকা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি অনুরূপ কার্য করিয়াছেন, কেবল এই কারণে সংসদের কোন কার্যধারা অবৈধ হইবে না। (২) সংসদের বৈঠক চলাকালে কোন সময়ে উপস্থিত সদস্য-সংখ্যা ষাটের কম বলিয়া যদি সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, তাহা হইলে তিনি অন্যূন ষাট জন সদস্য উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত বৈঠক স্থগিত রাখিবেন কিংবা মুলতবী করিবেন	৭৫(২) সংসদে কোরাম ৬০ এর বদলে ১২১ জন করিতে হবে।	সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ।
অনুচ্ছেদ ৭৬ (সংসদের স্থায়ী কমিটিসমূহ)	৭৬। (১) ৫০[* * *] সংসদ-সদস্যদের মধ্য হইতে সদস্য লইয়া সংসদ নিম্নলিখিত স্থায়ী কমিটিসমূহ নিয়োগ করিবেন: (ক) সরকারী হিসাব কমিটি; (খ) বিশেষ-অধিকার কমিটি; এবং (গ) সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধিতে নির্দিষ্ট অন্যান্য স্থায়ী কমিটি। (২) সংসদ এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় উল্লিখিত কমিটিসমূহের অতিরিক্ত অন্যান্য স্থায়ী কমিটি নিয়োগ করিবেন এবং অনুরূপভাবে নিযুক্ত কোন কমিটি এই সংবিধান ও অন্য কোন আইন-সাপেক্ষে (ক) খসড়া বিল ও অন্যান্য আইনগত প্রস্তাব পরীক্ষা করিতে পারিবেন; (খ) আইনের বলবৎকরণ পর্যালোচনা এবং অনুরূপ বলবৎকরণের জন্য ব্যবস্থাদি গ্রহণের প্রস্তাব করিতে পারিবেন; (গ) জনগুরুত্বসম্পন্ন বলিয়া সংসদ কোন বিষয় সম্পর্কে কমিটিকে অবহিত করিলে সেই বিষয়ে কোন মন্ত্রণালয়ের কার্য বা প্রশাসন সম্বন্ধে অনুসন্ধান বা তদন্ত করিতে পারিবেন এবং কোন মন্ত্রণালয়ের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংগ্রহের এবং প্রশ্নাদির মৌখিক বা লিখিত উত্তরলাভের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন; (ঘ) সংসদ কর্তৃক অর্পিত যে কোন দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন। (৩) সংসদ আইনের দ্বারা এই অনুচ্ছেদের অধীন নিযুক্ত কমিটিসমূহকে (ক) সাক্ষীদের হাজিরা বলবৎ করিবার এবং শপথ, ঘোষণা বা অন্য কোন উপায়ের অধীন করিয়া তাঁহাদের সাক্ষ্যগ্রহণের, (খ) দলিলপত্র দাখিল করিতে বাধ্য করিবার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।		

	পঞ্চম ভাগ: আইনসভা		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
		৭৬(১) সংসদ সদস্যদের মধ্য হতে প্রতিবন্ধী, দলিত, আদিবাসী ও হিজড়া জনগোষ্ঠী এবং অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি নিয়ে সংসদে কমিটি গুলো হতে পারে।	সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ।
		সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভায় বিশেষ আইন বা নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি/নারীকে সম্পৃক্ত করবেন।	সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ।

	পঞ্চম ভাগ: আইনসভা		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
		সংসদ সচিবালয় হবে প্রবেশগম্য। (প্রতিবন্ধী বান্ধব-ইউনিভার্সাল)	সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ।
		১। সংসদের স্থায়ী কমিটিগুলোর সভাপতি হইবেন বিরোধী দলের সংসদ সদস্যগণ ২। কমিটি প্রতি মাসে তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে সংসদে প্রতিবেদন পেশ করবেন।	বিয়াম ফাউন্ডেশন গবেষণা ও পরামর্শ সেবা কেন্দ্র
		Article 76: Standing Committees Should be headed by the MPs elected from the opposition parties/independent MPs. 1972 Constitution expected that the Committees would ensure fairness in legislation and policies. However, Rule 240 of the Parliamentary Procedures fixes the number 10 for each committee. It Should be an odd number like 9/11/13, and the opinion of the standing committee Must be sent to the Upper Chamber for vetting. In recent times, parliamentary committees have been criticized for being "sleeping committees" as they failed to play their expected role (due to the fever of fascism/lack of expertise.)	Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre
অনুচ্ছেদ ৭৭ (ন্যায়পাল)	৭৭। (১) সংসদ আইনের দ্বারা ন্যায়পালের পদ-প্রতিষ্ঠার জন্য বিধান করিতে পারিবেন। (২) সংসদ আইনের দ্বারা ন্যায়পালকে কোন মন্ত্রণালয়, সরকারী কর্মচারী বা সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষের যে কোন কার্য সম্পর্কে তদন্ত পরিচালনার ক্ষমতাসহ যেরূপ ক্ষমতা কিংবা যেরূপ দায়িত্ব প্রদান করিবেন, ন্যায়পাল সেইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবেন। (৩) ন্যায়পাল তাঁহার দায়িত্বপালন সম্পর্কে বাৎসরিক রিপোর্ট প্রণয়ন করিবেন এবং অনুরূপ রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপিত হই	ন্যায়পাল নিয়োগ পূর্ণরূপে দ্রুত কার্যকর করা প্রয়োজন	১. এফবিসিসিআই ২. জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
		অনুচ্ছেদ ৭৭: ন্যায়পালকে কার্যকরী করতে হবে।	হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস)
		স্বাধীন সাংবিধানিক সত্তা সংসদ কতৃক নিয়োজিত, যারা মানুষের অভিযোগ, প্রশাসনিক সততা ও ইসলামী বিধানের ভিত্তিতে বিচার নিশ্চিত করার তদারক করবে	বালাকোট চেতনা উজ্জীবন পরিষদ

	পঞ্চম ভাগ: আইনসভা		
অনুচ্ছেদ/অংশ	**বর্তমান সংবিধান**	**সুপারিশ**	**প্রস্তাবক দলের নাম**
		(১) সংসদ আইনের দ্বারা ন্যায়পালের পদ-প্রতিষ্ঠার জন্য বিধান করিতে হইবে। (২) সংসদ আইনের দ্বারা ন্যায়পালকে কোন মন্ত্রণালয়, সরকারি কর্মচারী বা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের যেকোনো কার্য সম্পর্কে তদন্ত পরিচালনার ক্ষমতাসহ যেরূপ ক্ষমতা কিংবা যে রূপ দায়িত্ব প্রদান করিবেন ন্যায়পাল সেইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবেন। (৩) ন্যায়পাল তাঁহার দায়িত্বপালন সম্পর্কে বাৎসরিক রিপোর্ট প্রণয়ন করিবেন এবং অনুরূপ রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপিত হইবে। (৯) ন্যায়পালের সদস্যদের মধ্যে দেশের সুশীল সমাজ ও বুদ্ধিজীবীদের পাশাপাশি আলেমদের অংশগ্রহণও নিশ্চিত করতে হবে।	সেন্টার ফর ইথিক্যাল রিসার্চ এন্ড থটস (সার্ট)
		স্বাধীনতা, স্বায়ত্তশাসন, নিরপেক্ষতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে অনুচ্ছেদ ৭৭-এ ন্যায়পাল (Ombudsman) অফিস প্রতিষ্ঠা করা।	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ল' স্টুডেন্টস ফোরাম ফর রিফর্ম প্রপোজাল
		১। সংসদের প্রথম অধিবেশনে একজন ন্যায়পাল নিয়োগ দিবেন। ২। উক্ত ন্যায়পাল যেকোনো মন্ত্রণালয়, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের যেকোনো কার্য সম্পর্কে তদন্ত করে যথাযথ সুপারিশ পেশ করিতে পারিবেন।	বিয়াম ফাউন্ডেশন গবেষণা ও পরামর্শ সেবা কেন্দ্র
		Ombudsman in article 77: The 1972 Constitution holds the provision, but only in 1980 did the relevant law come into being: The Ombudsman Act. No government-appointed Ombudsman to date. As it is high time, hence, an Ombudsman Should be appointed within 3 months from the date of the first session of Parliament. The 1980 Act needs some amendment considering the anti-corruption Commission's (now working under the TIB head) reports.	Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre.

অনুচ্ছেদ ৭৮ (সংসদ ও সদস্যদের বিশেষ অধিকার ও দায়মুক্তি)	৭৮। (১) সংসদের কার্যধারার বৈধতা সম্পর্কে কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না। (২) সংসদের যে সদস্য বা কর্মচারীর উপর সংসদের কার্যপ্রণালীনিয়ন্ত্রণ, কার্যপরিচালনা বা শৃঙ্খলারক্ষার ক্ষমতা ন্যস্ত থাকিবে, তিনি এই সকল ক্ষমতাপ্রয়োগ সম্পর্কিত কোন ব্যাপারে কোন আদালতের এখতিয়ারের অধীন হইবেন না। (৩) সংসদে বা সংসদের কোন কমিটিতে কিছু বলা বা ভোটদানের জন্য কোন সংসদ-সদস্যের বিরুদ্ধে কোন আদালতে কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না। (৪) সংসদ কর্তৃক বা সংসদের কর্তৃত্বে কোন রিপোর্ট, কাগজপত্র, ভোট বা কার্যধারা প্রকাশের জন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন আদালতে কোন কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না। (৫) এই অনুচ্ছেদ-সাপেক্ষে সংসদের আইন-দ্বারা সংসদের, সংসদের কমিটিসমূহের এবং সংসদ-সদস্যদের বিশেষ-অধিকার নির্ধারণ করা যাইতে পারিবে।	৭৮। (১) সংসদের কার্যধারার বৈধতা সম্পর্কে কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না। তবে শরিয়্যাহ কমিশনে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে।	সেন্টার ফর ইথিক্যাল রিসার্চ এন্ড থটস (সার্ট)

	পঞ্চম ভাগ: আইনসভা		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
অনুচ্ছেদ ৮০ (আইন প্রণয়ন পদ্ধতি)	৮০। (১) আইনপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে সংসদে আনীত প্রত্যেকটি প্রস্তাব বিল আকারে উত্থাপিত হইবে। (২) সংসদ কর্তৃক কোন বিল গৃহীত হইলে সম্মতির জন্য তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করিতে হইবে। ৫১[(৩) রাষ্ট্রপতির নিকট কোন বিল পেশ করিবার পর পনর দিনের মধ্যে তিনি তাহাতে সম্মতিদান করিবেন কিংবা অর্থবিল ব্যতীত অন্য কোন বিলের ক্ষেত্রে বিলটি বা তাহার কোন বিশেষ বিধান পুনর্বিবেচনার কিংবা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্দেশিত কোন সংশোধনী বিবেচনার অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া একটি বার্তাসহ তিনি বিলটি সংসদে ফেরত দিতে পারিবেন; এবং রাষ্ট্রপতি তাহা করিতে অসমর্থ হইলে উক্ত মেয়াদের অবসানে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।] (৪) রাষ্ট্রপতি যদি বিলটি অনুরূপভাবে সংসদে ফেরত পাঠান, তাহা হইলে সংসদ রাষ্টপতির বার্তাসহ তাহা পুনর্বিবেচনা করিবেন; এবং সংশোধনীসহ বা সংশোধনী ব্যতিরেকে 52[***] সংসদ পুনরায় বিলটি গ্রহণ করিলে সম্মতির জন্য তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হইবে এবং অনুরূপ উপস্থাপনের সাত দিনের মধ্যে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিবেন; এবং রাষ্ট্রপতি তাহা করিতে অসমর্থ হইলে উক্ত মেয়াদের অবসানে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে। (৫) সংসদ কর্তৃক গৃহীত বিলটিতে রাষ্ট্রপতি সম্মতিদান করিলে বা তিনি সম্মতিদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইলে তাহা আইনে পরিণত হইবে এবং সংসদের আইন বলিয়া অভিহিত হইবে।	৮০। (৩) রাষ্ট্রপতির নিকট কোন বিল পেশ করিবার পর ১৫ দিনের মধ্যে তিনি তাহাতে সম্মতিদান করিবেন কিংবা অর্থবিল ব্যতীত অন্য কোন বিলের ক্ষেত্রে বিলটি জাতীয় শারিয়া কাউন্সিলের পরামর্শ অনুযায়ী বা তাহার কোন বিশেষ বিধান পুনর্বিবেচনার কিংবা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্দেশিত কোন সংশোধনী বিবেচনার অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া একটি বার্তাসহ তিনি বিলটি সংসদে ফেরত দিতে পারিবেন; এবং রাষ্ট্রপতি তাহা করিতে অসমর্থ হইলে উক্ত মেয়াদের অবসানে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে	রাষ্ট্রবিচার
		৮০ অনুচ্ছেদের (২) দফার পর নতুন অনুচ্ছেদ সংযোজন হবে- ২(ক) রাষ্ট্র পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে এবং উক্ত অঞ্চলের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীকে প্রভাবিত করে এমন আইন প্রণয়ন বা সংশোধন বা বাতিল করতে গেলে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং ক্ষেত্রমত ও ঐতিহ্যগত প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনা ও পরমর্শক্রমে আইন প্রণয়ন করিবেন। ২(খ) অনুরুপভাবে রাষ্ট্র সমতল অঞ্চলের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীকে প্রভাবিত করে এমন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে গেলে সমতল অঞ্চলের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বশীল নেতৃবৃন্দ ও সংগঠনসমূহের সহিত নির্ধারিত পদ্ধতিতে আলোচনা ও পরামর্শক্রমে আইন প্রণয়ন করিবেন।	১. বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম ২. সিএইচটি ওয়ার্কিং গ্রুপ ফর ন্যাশনাল রিফর্ম
		অনুচ্ছেদ ৮০: সংসদের নিম্নকক্ষ কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাবনা উচ্চকক্ষে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভিত্তিতে পাস করতে হবে।	হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস)

	পঞ্চম ভাগ: আইনসভা		
অনুচ্ছেদ/অংশ	**বর্তমান সংবিধান**	**সুপারিশ**	**প্রস্তাবক দলের নাম**
		রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষর করিতে অসমর্থ হইলে উক্ত মেয়াদের অবসানে তিনি বিলটিতে অসম্মতিদান করিয়াছেন বলে গণ্য হইবে। বিষয়টি বিবেচনার জন্য বিলটি পুনঃমেয়াদের জন্য উপস্থাপন করা হইবে।	সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ।
		৮০ অনুচ্ছেদের (২) দফার পর নতুন অনুচ্ছেদ সংযোজন করা- "(২ক) রাষ্ট্র পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে এবং উক্ত অঞ্চলের আদিবাসীদের প্রভাবিত করে এমন আইন প্রণয়ন বা সংশোধন বা বাতিল করিতে গেলে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং ক্ষেত্রমত ঐতিহ্যগত প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনা ও পরামর্শময় আইন প্রণয়ন করিবেন। (২খ)। অনুরূপভাবে রাষ্ট্র সমতল অঞ্চলের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীদের প্রভাবিত করে এমন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে গেলে সমতল অঞ্চলের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বশীল নেতৃবৃন্দ ও সংগঠনসমূহের সহিত নির্ধারিত পদ্ধতিতে আলোচনা ও পরামর্শময় আইন প্রণয়ন করিবেন।"	পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটি
		Article 80 Should have a sub-clause to ensure that Every proposal in Parliament for making a law must be passed in the Upper Chamber with a Majority vote.	Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre
অনুচ্ছেদ ৮২ (আর্থিক ব্যবস্থাবলীর সুপারিশ)		অর্থ সংক্রান্ত আইন তৈরী করার পদ্ধতিকে যুগোপযোগী করতে হবে। সাধারণ আইন এবং এ সংক্রান্ত আইনের মধ্যে কিছুটা পরিবর্তন থাকা স্বাভাবিক।	বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স
অনুচ্ছেদ ৮৭	"৮৭। (১) প্রত্যেক অর্থ-বৎসর সম্পর্কে উক্ত বৎসরের জন্য সরকারের অনুমিত আয় ও ব্যয়-সংবলিত একটি বিবৃতি (এই ভাগে ""বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি"" নামে অভিহিত) সংসদে উপস্থাপিত হইবে। (২) বার্ষিক আর্থিক বিবৃতিতে পৃথক পৃথকভাবে (ক) এই সংবিধানের দ্বারা বা অধীন সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়রূপে বর্ণিত ব্যয়নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ, এবং (খ) সংযুক্ত তহবিল হইতে ব্যয় করা হইবে, এইরূপ প্রস্তাবিত অন্যান্য ব্যয়নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদর্শিত হইবে এবং অন্যান্য ব্যয় হইতে রাজস্বখাতের ব্যয় পৃথক করিয়া প্রদর্শিত হইবে।"	৮৭। (২) (গ) বার্ষিক অর্থ পাচার রিপোর্ট দাখিল করিতে হইবে।	রাষ্ট্রবিচার
অনুচ্ছেদ ৮৮ (সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়		৮৮(গ) উপদফায় বিচার কর্ম ও বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটদের যোগ করার প্রস্তাব রাখা হলো। এতে বিচার বিভাগের আর্থিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা যাবে।	জুডিসিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন

	পঞ্চম ভাগ: আইনসভা		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
অনুচ্ছেদ ৯৩ (অধ্যাদেশ প্রণয়ন ক্ষমতা)	"৯৩। (১) ৫৭[সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থায় অথবা উহার অধিবেশনকাল ব্যতীত] কোন সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট আশু ব্যবস্থাগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইলে তিনি উক্ত পরিস্থিতিতে যেরূপ প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিবেন, সেইরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিতে পারিবেন এবং জারী হইবার সময় হইতে অনুরূপভাবে প্রণীত অধ্যাদেশ সংসদের আইনের ন্যায় ক্ষমতাসম্পন্ন হইবে: তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার অধীন কোন অধ্যাদেশে এমন কোন বিধান করা হইবে না, (ক) যাহা এই সংবিধানের অধীন সংসদের আইন-দ্বারা আইনসঙ্গতভাবে করা যায় না; (খ) যাহাতে এই সংবিধানের কোন বিধান পরিবর্তিত বা রহিত হইয়া যায়; অথবা (গ) যাহার দ্বারা পূর্বে প্রণীত কোন অধ্যাদেশের যে কোন বিধানকে অব্যাহতভাবে বলবৎ করা যায়। (২) এই অনুচ্ছেদের (১) দফার অধীন প্রণীত কোন অধ্যাদেশ জারী হইবার পর অনুষ্ঠিত সংসদের প্রথম বৈঠকে তাহা উপস্থাপিত হইবে এবং ইতঃপূর্বে বাতিল না হইয়া থাকিলে অধ্যাদেশটি অনুরূপভাবে উপস্থাপনের পর ত্রিশ দিন অতিবাহিত হইলে কিংবা অনুরূপ মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে তাহা অননুমোদন করিয়া সংসদে প্রস্তাব গৃহীত হইলে অধ্যাদেশটির কার্যকরতা লোপ পাইবে। (৩) সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থার কোন সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট ব্যবস্থা-গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইলে তিনি এমন অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিতে পারিবেন, যাহাতে সংবিধান-দ্বারা সংযুক্ত তহবিলের উপর কোন ব্যয় দায়যুক্ত হউক বা না হউক, উক্ত তহবিল হইতে সেইরূপ ব্যয়নির্বাহের কর্তৃত্ব প্রদান করা যাইবে এবং অনুরূপভাবে প্রণীত কোন অধ্যাদেশ জারী হইবার সময় হইতে তাহা সংসদের আইনের ন্যায় ক্ষমতাসম্পন্ন হইবে। (৪) এই অনুচ্ছেদের (৩) দফার অধীন জারীকৃত প্রত্যেক অধ্যাদেশ যথাশীঘ্র সংসদে উপস্থাপিত হইবে এবং সংসদ পুনর্গঠিত হইবার তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে এই সংবিধানের ৮৭, ৮৯ ও ৯০ অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলী প্রয়োজনীয় উপযোগীকরণসহ পালিত হইবে।"	"৯৩(৩) যুক্ত হবে। রাষ্ট্রপতি তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করিবেন। সকল রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি, সকল জনগোষ্ঠী ও প্রতিবন্ধী নারী/পুরুষ প্রতিনিধি, মানবাধিকার কর্মী ও সুশিল সমাজের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার। সংবিধান দ্বারা সংযুক্ত তহবিলের উপর কোন ব্যয় দায়যুক্ত হউক বা না হউক, উক্ত তহবিল হইতে সেইরূপ ব্যয়নির্বাহের কর্তৃত্ব প্রদান করিবেন। "	সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবেলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ।
অন্যান্য প্রস্তাব		কুরআন ও সুন্নাহর বিপরীত কোনো আইন পাশ করা হবে না, এমনটা লিখতে হবে	
		জাতীয় সংসদের মেয়াদ ৪ বছর	এসো. ফর ল্যান্ড রিফরমস এন্ড ডেভেলপমেন্ট
		নারী আসন এক তৃতীয়াংশ করা হবে, তারাও সরাসরি নিরবাচিত হবে	এসো. ফর ল্যান্ড রিফরমস এন্ড ডেভেলপমেন্ট
		সংখ্যানুপাতিক ভোটে সংসদ নির্বাচন হতে হবে	এসো. ফর ল্যান্ড রিফরমস এন্ড ডেভেলপমেন্ট কনজুমারাস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ

	পঞ্চম ভাগ: আইনসভা		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
		উচ্চকক্ষ/ উচ্চ পরিষদ আসন সংখ্যা নিম্নকক্ষের চেয়ে কম হবে, নিম্নকক্ষের ও প্রাদেশিত সভার সদস্যরা ভোট দিয়ে পেশাজীবী, ও বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধিদের দিয়ে এ কক্ষ নিরবাচন করবেন	এসো. ফর ল্যান্ড রিফরমস এন্ড ডেভলপমেন্ট
		আইন প্রণয়ন, বিচার ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার স্বাধীনতার নিশ্চিত করা।	নাগরিক উদ্যোগ
		আইন সভাকে নির্বাহী বিভাগের আগে যুক্ত করতে হবে	জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
		তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা হবে সকল রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি, সকল জনগোষ্ঠী ও প্রতিবন্ধী নারী/পুরুষ প্রতিনিধি, মানবাধিকার কর্মী ও সুশিল সমাজের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হবে।	সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ।
		৩. জাতীয় সংসদের সকল দলের সংসদ সদস্য নিয়ে একটি জাতীয় ঐকমত্য সরকার গঠন। ক. প্রধান নির্বাহী হবেন প্রধানমন্ত্রী - সংখ্যাগরিষ্ঠ দল থেকে। খ. সহ-প্রধানমন্ত্রী হবেন নিকটতম সংখ্যাগরিষ্ঠ দল থেকে। গ. জাতীয় সংসদের 'উচ্চকক্ষ' থেকে সদস্য নিয়ে মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হবে। ঘ. 'প্রার্থী প্রত্যাহার' (re-call) ব্যবস্থা থাকবে। ঙ. আইন প্রণয়নের জন্য ৫০% ভোটারদের লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে 'উদ্যোগ ব্যবস্থা'র (initiative) সুযোগ থাকতে হবে। চ. আস্থা/অনাস্থা (confidence/no-confidence) ভোট ব্যবস্থা থাকবে। ছ. কোনা কারণে জাতীয় সংসদের সদস্যপদ ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য পদ শূন্য হলে উপনির্বাচন (by-election) এর পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট দলের মনোনীত প্রার্থী দ্বারা তা পূরণ করতে হবে।	সিরাজুল আলম খান সেন্টার
		৮. বাংলাদেশেকে সাত (৭) অথবা নয়টি (৯) প্রদেশে বিভক্তিকরণ। ক. প্রত্যেক প্রদেশে নির্বাচিত 'প্রাদেশিক পরিষদ' (provincial assembly) এবং 'প্রাদেশিক সরকার' (provincial government) থাকবে। খ. প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা অনুর্ধ্ব ১৫০ (একশো পঞ্চাশ) জন থাকবে। এক তৃতীয়াংশ থাকবে শ্রেণি- পেশার প্রতিনিধি হিসেবে। গ. প্রাদেশিক পরিষদে ১ (এক) জন মুখ্যমন্ত্রীসহ ৭ (সাত) সদস্যের মন্ত্রিসভা থাকবে। ঘ. 'ক্ষুদ্র জাতিসত্তা'র সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে হবে। ১. একটি প্রদেশ অবশ্যই 'ক্ষুদ্র জাতিসত্তা'র নাগরিকদের নিয়ে গঠন করতে হবে। ২. বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসরত 'ক্ষুদ্র জাতিসত্তা'র সদস্যদের জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন'-এর ব্যবস্থা করতে হবে। ৬. জাতীয় সংসদের (পার্লামেন্ট) 'উচ্চকক্ষে' সকল প্রদেশের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। চ. 'উপজেলা ব্যবস্থাকে' নির্বাচিত ও কার্যকর 'স্ব-শাসিত স্থানীয় সরকার' ব্যবস্থায় রূপ দিতে হবে। ছ. নির্বাচিত উপজেলা পরিষদে শ্রম-কর্ম-পেশার জনগণের প্রতিনিধিত্ব থাকবে।	সিরাজুল আলম খান সেন্টার

পঞ্চম ভাগ: আইনসভা

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
		৮. উভয় কক্ষ থেকে সদস্য নিয়ে সংসদীয় কমিটি গঠন। ক. 'সংসদীয় কমিটি' জাতীয় সংসদের ক্ষুদ্র আকার হিসেবে পরিগণিত হবে। খ. মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণের নিয়োগ 'সংসদীয় কমিটি' কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। গ. বিদেশে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতগণের মনোনয়ন 'সংসদীয় কমিটি' কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। ঘ. সুপ্রিমকোর্ট, হাইকোর্ট, নির্বাচন কমিশন, দনীতি দমন কমিশন, সচিবগণ, PSC, National Audit Committe, সেনা-নৌ-বিমান বাহিনীর প্রধানদের নিয়োগ 'সংসদীয় কমিটি' কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।	সিরাজুল আলম খান সেন্টার
		Parliament should be a bicameral legislature. An upper Chamber will consist of retired judicial officers, apex court judges, bureaucrats, military officers, and a good number of experts in peace and strategy, labor, industries, foreign policy, investment, market economy, cyber security, crimes, religions, river and water resources, etc. Such an Upper Chamber may have only 151 seats, which may elected by the votes of different political parties. It is worthwhile to advocate for a proportion of the FPTP system.	Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre

৬ষ্ঠ ভাগ: বিচার বিভাগ

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
অনুচ্ছেদ ৯৪ (সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠা)	৯৪। (১) "বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট" নামে বাংলাদেশের একটি সর্বোচ্চ আদালত থাকিবে এবং আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ লইয়া তাহা গঠিত হইবে। (২) প্রধান বিচারপতি (যিনি ""বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি"" নামে অভিহিত হইবেন) এবং প্রত্যেক বিভাগে আসনগ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপতি যেরূপ সংখ্যক বিচারক নিয়োগের প্রয়োজন বোধ করিবেন, সেইরূপ সংখ্যক অন্যান্য বিচারক লইয়া সুপ্রীম কোর্ট গঠিত হইবে। (৩) প্রধান বিচারপতি ও আপীল বিভাগে নিযুক্ত বিচারকগণ কেবল উক্ত বিভাগে এবং অন্যান্য বিচারক কেবল হাইকোর্ট বিভাগে আসন গ্রহণ করিবেন। (৪) এই সংবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারক বিচারকার্য পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবেন।	সুপ্রিম কোর্টের রায়ের কার্যকর বাস্তবায়নে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক উদ্যোগ বা ব্যবস্থা গ্রহণে রাষ্ট্রের কোনো বাধা থাকবে না।	বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি
		বিচার বিভাগের জন্য পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বিচার বিভাগ সংক্রান্ত সচিবালয় সুপ্রিম কোর্ট দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।	হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস)
		৯৪। (২) সম সংখ্যক বিচারক এবং ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ উলামা লইয়া আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগে পৃথক শারীয়া বেঞ্চ গঠিত হইবে।শারিয়াহ বেঞ্চে আসন গ্রহনের জন্যে রাষ্ট্রপতি যেরুপ সংখ্যক বিচারক ও ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ মুফতী নিয়োগের প্রয়োজন বোধ করিবেন, সেইরুপ সংখ্যক বিচারক বা মুফতী লইয়া শারিয়াহ বেঞ্চ গঠিত হইবে। (৩) প্রধান বিচারপতি (যিনি ""বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি"" নামে অভিহিত হইবেন) এবং প্রত্যেক বিভাগে আসনগ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপতি যেরূপ সংখ্যক বিচারক ও মুফতী নিয়োগের প্রয়োজন বোধ করিবেন, সেইরূপ সংখ্যক অন্যান্য বিচারক ও মুফতী লইয়া সুপ্রীম কোর্ট গঠিত হইবে। (৪) প্রধান বিচারপতি ও আপীল বিভাগে নিযুক্ত বিচারকগণ এবং মুফতীগন কেবল উক্ত বিভাগে এবং অন্যান্য বিচারক ও মুফতীগন কেবল হাইকোর্ট বিভাগে আসন গ্রহণ করিবেন। (৫) এই সংবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারক এবং মুফতীগন বিচারকার্য পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবেন	রাষ্ট্রবিচার
		সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্ট আলাদা তাই হাইকোর্টের জন্য পৃথক প্রধান বিচারপতি পদ সৃজন করা উচিৎ। সুপ্রিমকোর্ট বা আপিল বিভাগের স্থলে "সর্বোচ্চ আদালত" ও হাইকোর্ট বিভাগের স্থলে "উচ্চ আদালত" নামকরণ করা যেতে পারে। ৯৪(ক) অনুচ্ছেদে ফেডারেল সরকার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রতি প্রদেশের জন্য একজন প্রধান বিচারতি সহ হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠার কথা যুক্ত করতে হবে।	জুডিসিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন
		বিচারবিভাগের জন্য আলাদা/স্বতন্ত্র সচিবালয় বা কমিশন গঠন করা জরুরি	১. কনজুমারাস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ২. বিয়াম ফাউন্ডেশন গবেষণা ও পরামর্শ সেবা কেন্দ্র ৩. Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre
		নিম্ন আদালতে একটি এবং উচ্চ আদালতে কমপক্ষে ২-৩ টি শরিয়্যাহ আদালতের বেঞ্চ গঠন করতে হবে। কুরআন-হাদীসের আলোকে এসব আদালতে বিচার হবে।	হাদীছ ফাউন্ডেশন শিক্ষাবোর্ড

	৬ষ্ঠ ভাগ: বিচার বিভাগ		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
অনুচ্ছেদ ৯৫ (বিচারক-নিয়োগ)	(১) প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শ করিয়া রাষ্ট্রপতি অন্যান্য বিচারককে নিয়োগদান করিবেন। (২) কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক না হইলে, এবং (ক) সুপ্রীম কোর্টে অন্যূন দশ বৎসরকাল এ্যাডভোকেট না থাকিয়া থাকিলে; অথবা (খ) বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে অন্যূন দশ বৎসর কোন বিচার বিভাগীয় পদে অধিষ্ঠান না করিয়া থাকিলে; অথবা (গ) সুপ্রীমকোর্টের বিচারক পদে নিয়োগলাভের জন্য আইনের দ্বারা নির্ধারিত যোগ্যতা না থাকিয়া থাকিলে ; তিনি বিচারকপদে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না। (৩) এই অনুচ্ছেদে "সুপ্রীম কোর্ট" বলিতে এই সংবিধান প্রবর্তনের পূর্বে যে কোন সময়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে যে আদালত হাইকোর্ট হিসাবে এখতিয়ার প্রয়োগ করিয়াছে, সেই আদালত অন্তর্ভুক্ত হইবে।	"৯৫।(১) প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শ করিয়া রাষ্ট্রপতি অন্যান্য বিচারককে নিয়োগদান করিবেন এবং জাতীয় মসজিদের ঈমাম ও অভিজ্ঞ বয়োজ্যেষ্ঠ মুফতীগনের সাথে পরামর্শ করিয়া শারিয়াহ বেঞ্চে ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ উলামা বা মুফতী নিয়োগ করিবেন ৯৫।(২) (ঘ) শারিয়া বেঞ্চ বিচারক বা ইসলামী আইনে বিশেষজ্ঞ উলামা হিসাবে নিয়োগের যোগ্যতা হইবে অন্তঃত ১৫ বা ২০ বৎসর বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোন মাদ্রাসার ফিকহ এবং ইফতা বিভাগে উচ্চ পদে কর্ম সম্পাদন এবং ফতোয়া প্রদানের অভিজ্ঞতা। "	রাষ্ট্রবিচার
		অনুচ্ছেদ ৯৫: সুপ্রিম কোর্টে বিচারক নিয়োগ "বিচারক নিয়োগ আইন'প্রণয়ন করত তদানুযায়ী করতে হবে।	হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস)
		নতুন সংযুক্তি (ঘ) বিচারপতি নির্দলীয় হইবে; কোনো দলের পক্ষে সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেলে অথবা স্বপক্ষে অবস্থান নিলে; তিনি বিচারক পদে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না।	আযহার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি বাংলাদেশ
		প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারককে নিয়োগদান সংসদ পরামর্শের ভিত্তিতে করিবেন।	সেন্টার ফর ইথিক্যাল রিসার্চ এন্ড থটস (সার্ট)
		৯৫ বিচারক নিয়োগ: নতুন করে যুক্ত করতে হবে। তবে এখানে উল্লেখ থাকে যে অন্যান্য আইনে যাহাই থাকুক না কেন প্রতিবন্ধিতার কারণে কোন পুরুষ/নারীকে বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে বৈষম্য করা যাবে না।	সেন্টার ফর দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ।
		অনুচ্ছেদ ৯৫(১) উপ অনুচ্ছেদ শেষে নিম্নোক্ত বাক্য সংযুক্ত করা। উল্লেখ্য বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ও সমতল অঞ্চলে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীভুক্ত দুই (২) জন ব্যক্তিকে বিচারক পদে নিয়োগ করা হইবে।	বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম
		৯৫(২)(ক) অনুচ্ছেদে যুক্ত করতে হবে- "আট বছর হাইকোর্টের বিচারক পদে না থাকলে সুপ্রিম কোর্টের বিচারক এবং কমপক্ষে ২০ বছর হাইকোর্টে আইন পেশার প্রকৃত অভিজ্ঞতা বা ১৫ বছর বিচার বিভাগীয় পদে নিযুক্ত না থাকলে হাইকোর্টের বিচারক হতে পারবেন না। হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের বিচারক হতে গেলে কমপক্ষে যথাক্রমে ৫০ ও ৬০ বছর বয়স হতে হবে। বিচাকর্ম বিভাগে থেকে ৬০ শতাংশ ও আইনজীবী থেকে ৪০ শতাংশ বিচারক নিযুক্ত হবেন।	জুডিসিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন

	৬ষ্ঠ ভাগ: বিচার বিভাগ		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
		বিচারক নিয়োগে যথাপযুক্ত আইন প্রণয়ন ও বিচার বিভাগের আওতায় পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করা।	নাগরিক উদ্যোগ
		রাষ্ট্রের সকল আদালতে মেধার ভিত্তিতে আইন কর্মকর্তা নিয়োগ দান ও সম্মানজনক সম্মানী নিশ্চিত করা উচিত	ঢাকা মহানগর আইনজীবী সমিতি
		অ্যাটর্নি জেনারেল সকল পর্যায়ে সরকারি আইনজীবী প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগের বিধান রাখা	"নারী পক্ষ "
		"১। উচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে নিম্ন আদালতের বিচারকদের প্রাধান্য দিতে হবে। ২। সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল গঠন করতে হবে। ৩। সাংবিধানিক আদালত প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ৪। বিচারকদের চাকুরির মেয়াদ হইবে সরকারি কর্মচারীদের চাকরির মেয়াদের সমান। ৫। অবসরের পর কোনো বিচারক রাষ্ট্রের কোনো লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত হইতে পারিবেন না। ৬। উচ্চ ও নিম্ন আদালতে সকল বিচারক নিয়োগ হইবে জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন এর সুপারিশের ভিত্তিতে। "	বিয়াম ফাউন্ডেশন গবেষণা ও পরামর্শ সেবা কেন্দ্র
		শুধুমাত্র বিচারক বিচারককে বিচার করলে সেটা স্বার্থের দ্বন্দ্বের অবতারণা করবে। এইক্ষেত্রে ক্ষমতার ভারসাম্য দরকার। বিশেষ বিধান প্রণয়ন করা প্রয়োজন যেখানে তিন অঙ্গেরই উপস্থিতি ও প্রতিনিধিত্ব থাকবে।	বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স
		Article 95: There Must be an Approved Law to Appoint a Justice under which to the Supreme Court.	Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre
অনুচ্ছেদ ৯৬ (বিচারকের পদের মেয়াদ)	"৯৬। (১) এই অনুচ্ছেদের অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে কোন বিচারক সাতষট্টি বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন। 2[(২) প্রমাণিত অসদাচরণ বা অসামর্থ্যের কারণে সংসদের মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতার দ্বারা সমর্থিত সংসদের প্রস্তাবক্রমে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতির আদেশ ব্যতীত কোন বিচারককে অপসারিত করা যাইবে না। (৩) এই অনুচ্ছেদের (২) দফার অধীন প্রস্তাব সম্পর্কিত পদ্ধতি এবং কোন বিচারকের অসদাচরণ বা অসামর্থ্য সম্পর্কে তদন্ত ও প্রমাণের পদ্ধতি সংসদ আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবেন। (৪) কোন বিচারক রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ করিয়া স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।"	নতুন করে যুক্ত করতে হবে। তবে তার পদক্ষেপ যুক্তিযুক্ত কারণ বিচার বিভাগীয় কমিশন খতিয়ে দেখার সুযোগ রাখিবেন।	সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ।
		৯৬(১) উপদফায় প্রধান বিচারপতি ও সুপ্রিম কোর্টের বিচারকগণ ৭০ বছর ও হাইকোর্টের বিচারকগণ ৬৭ বছর পর্যন্ত পদে বহাল থাকবেন। ৯৬ ২ উপদফায় সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে যারা বর্তমানে আছেন তাদের অতিরিক্ত হিসেবে প্রাদেশিক হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিগনের মধ্য থেকে দুই জন নিযুক্ত হবেন। আর এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রধান বিচারপতি মনোনীত সুপ্রিম কোর্ট/আপিল বিভাগের ওপর একজন বিচারক ও হাইকোর্টের কর্মে প্রবীণ বিচারক নিযুক্ত হবেন।	জুডিসিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
		সুপ্রিম জুডিসিয়াল কমিশন এর গঠন ও কার্যপদ্ধতি সম্পর্কিত প্রস্তাবাবলী ১. বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি হবেন সুপ্রিম জুডিসিয়াল কমিশনের প্রধান; ২. সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের কর্মে প্রবীণ পরবর্তী ২ জন বিচারক ৩. প্রাদেশিক হাইকোর্টের জন প্রধান বিচারপতি ৪. অ্যাটর্নি জেনারেল ৫. আইনসভার সরকারি ও বিরোধী দলের প্রধানের মনোনীত একজন করে মোট দুই জন আইন প্রণেতা ৬. বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি ৭. বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক মনোনীত একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বা রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের জ্যেষ্ঠ অধ্যাপক। এই ১০ সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত "সুপ্রিম জুডিসিয়াল কমিশন" সুপ্রিম কোর্টের বিচারক ও প্রাদেশিত হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মনোনীত করবেন। এক্ষেত্রে যদি ভোটে সমতা হয় তাহলে কমিশন প্রধান কাস্টিং ভোট দিতে পারবেন অথবা বিবেচনা থেকে সেই প্রার্থীকে বাদ দিবেন।	জুডিসিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন
অনুচ্ছেদ ৯৭	৯৭। প্রধান বিচারপতির পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে প্রধান বিচারপতি তাঁহার দায়িত্বপালনে অসমর্থ বলিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইলে ক্ষেত্রমত অন্য কোন ব্যক্তি অনুরূপ পদে যোগদান না করা পর্যন্ত কিংবা প্রধান বিচারপতি স্বীয় কার্যভার পুনরায় গ্রহণ না করা পর্যন্ত আপীল বিভাগের অন্যান্য বিচারকের মধ্যে যিনি কর্মে প্রবীণতম, তিনি অনুরূপ কার্যভার পালন করিবেন।	৯৭ অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি নিয়োগ:'অনুপস্থিতি ও অন্য কোনো কারণে' শব্দটি বাদ যাবে।	সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ।
		৯৭(১) প্রাদেশিক হোইকোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি হবেন সংশ্লিষ্ট হাইকোর্টের কর্মে প্রবীন বিচারক।	
অনুচ্ছেদ ৯৮ (সুপ্রীম কোর্টের অতিরিক্ত বিচারকগণ)	৯৮। সংবিধানের ৯৪ অনুচ্ছেদের বিধানাবলী সত্ত্বেও 1[* * *] রাষ্ট্রপতির নিকট সুপ্রীম কোর্টের কোন বিভাগের বিচারক-সংখ্যা সাময়িকভাবে বৃদ্ধি করা উচিত বলিয়া সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইলে তিনি যথাযথ যোগ্যতাসম্পন্ন এক বা একাধিক ব্যক্তিকে অনধিক দুই বৎসরের জন্য অতিরিক্ত বিচারক নিযুক্ত করিতে পারিবেন, কিংবা তিনি উপযুক্ত বিবেচনা করিলে হাইকোর্ট বিভাগের কোন বিচারককে 2[যে কোন অস্থায়ী মেয়াদের জন্য আপীল বিভাগের আসন গ্রহণের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন]: তবে শর্ত থাকে যে, অতিরিক্ত বিচারকরূপে নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে এই সংবিধানের ৯৫ অনুচ্ছেদের অধীন বিচারকরূপে নিযুক্ত হইতে কিংবা বর্তমান অনুচ্ছেদের অধীন আরও এক মেয়াদের জন্য অতিরিক্ত বিচারকরূপে নিযুক্ত হইতে বর্তমান অনুচ্ছেদের কোন কিছুই নিবৃত্ত করিবে না।	রাষ্ট্রপ্রধান "সুপ্রিম জুডিসিয়াল কমিশন" এর সুপারিশকৃত ব্যক্তিবর্গ থেকে হাইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারক নিয়োগ করবেন।	বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন

	৬ষ্ঠ ভাগ: বিচার বিভাগ		
অনুচ্ছেদ/অংশ	**বর্তমান সংবিধান**	**সুপারিশ**	**প্রস্তাবক দলের নাম**
অনুচ্ছেদ ৯৯ (অবসর গ্রহণের পর বিচারকগণের অক্ষমতা)	"৯৯। (১) কোন ব্যক্তি (এই সংবিধানের ৯৮ অনুচ্ছেদের বিধানাবলী-অনুসারে অতিরিক্ত বিচারকরূপে দায়িত্ব পালন ব্যতীত) বিচারকরূপে দায়িত্ব পালন করিয়া থাকিলে উক্ত পদ হইতে অবসর গ্রহণের বা অপসারিত হইবার পর তিনি কোন আদালত বা কোন কর্তৃপক্ষের নিকট ওকালতি বা কার্য করিবেন না এবং বিচার বিভাগীয় বা আধা-বিচার বিভাগীয় পদ ব্যতীত প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোন লাভজনক পদে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না। (২) (১) দফায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তি হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক পদে বহাল থাকিলে উক্ত পদ হইতে অবসর গ্রহণের পর তিনি আপীল বিভাগে ওকালতি বা কার্য করিতে পারিবেন।"	"প্রধান বিচারপতি সহ সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারকগণ অবসরের পর আর কোন রাষ্ট্রীয় লাভজনক পদে নিয়োগ লাভের যোগ্য হবেন না। আইন কমিশন, বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ন্যাশনাল ল একাডেমি, মানবাধিকার কমিশন, নির্বাচন কমিশন, দুদক, তথ্য, আইসিটি সহ কোন স্থায়ী কমিশনেও নিয়োগ দেয়া যাবে না। কর্মরত থাকাকালে বিচারপতিদের স্বামী-স্ত্রী, সন্তানাদিও সুপ্রিম কোর্টে বা হাইকোর্টে আইন পেশা পরিচালনা করতে পারবেন না। উচ্চ আদালতে উন্নীত হওয়ার (আইনজীবী থেকে বিচারপতি) দিন থেকে ঘোষণা দিয়েই আইনজীবীর চেম্বার বন্ধ করে দিতে হবে এবং অবসরের পরেও আর চালু করা যাবে না। যারা বিচারক থেকে উন্নীত হবেন তারাও অবসরের পর চেম্বার স্থাপন বা আনুষ্ঠানিক বা অন্যানুষ্ঠানিক কোন ভাবেই কোন আইন চেম্বারে যোগ দিতে পারবেন না। "	জুডিসিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন
অনুচ্ছেদ ১০০ (সুপ্রীম কোর্টের আসন)	[১০০। রাজধানীতে সুপ্রীম কোর্টের স্থায়ী আসন থাকিবে, তবে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লইয়া প্রধান বিচারপতি সময়ে সময়ে অন্য যে স্থান বা স্থানসমূহ নির্ধারণ করিবেন, সেই স্থান বা স্থানসমূহে হাইকোর্ট বিভাগের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে।]	কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক রাজধানীগুলোতে যথাক্রমে সুপ্রিমকোর্টের আসন ও সচিবালয় এবং হাইকোর্টের আসন স্থাপন করা হবে।	জুডিসিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন
অনুচ্ছেদ ১০১ (হাইকোর্ট বিভাগের এখতিয়ার)	[১০১। এই সংবিধান বা অন্য কোন আইনের দ্বারা হাইকোর্ট বিভাগের উপর যেরূপ আদি, আপীল ও অন্যপ্রকার এখতিয়ার ও ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে, উক্ত বিভাগের সেইরূপ এখতিয়ার ও ক্ষমতা থাকিবে।]		
অনুচ্ছেদ ১০২ (কতিপয় আদেশ ও নির্দেশ প্রভৃতি দানের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতা)	(৫) প্রসংগের প্রয়োজনে অন্যরূপ না হইলে এই অনুচ্ছেদে ‘‘ব্যক্তি’’ বলিতে সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহ অথবা কোন শৃংখলা-বাহিনী সংক্রান্ত আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল ব্যতীত কিংবা এই সংবিধানের ১১৭ অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হয়, এইরূপ কোন ট্রাইব্যুনাল ব্যতীত যে কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল অন্তর্ভুক্ত হইবে।		

	৬ষ্ঠ ভাগ: বিচার বিভাগ		
অনুচ্ছেদ/অংশ	**বর্তমান সংবিধান**	**সুপারিশ**	**প্রস্তাবক দলের নাম**
অনুচ্ছেদ ১০৩ (আপীল বিভাগের এখতিয়ার)	১০৩। (১) হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিক্রী, আদেশ বা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল শুনানীর ও তাহা নিষ্পত্তির এখতিয়ার আপীল বিভাগের থাকিবে। (২) হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিক্রী, আদেশ বা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল বিভাগের নিকট সেই ক্ষেত্রে অধিকারবলে আপীল করা যাইবে, যে ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগ (ক) এই মর্মে সার্টিফিকেট দান করিবেন যে, মামলাটির সহিত এই সংবিধান-ব্যাখ্যার বিষয়ে আইনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত রহিয়াছে; অথবা ৬৭[(খ) কোন মৃত্যুদণ্ড বহাল করিয়াছেন কিংবা কোন ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন ; অথবা] (গ) উক্ত বিভাগের অবমাননার জন্য কোন ব্যক্তিকে দণ্ডদান করিয়াছেন; এবং সংসদে আইন-দ্বারা যেরূপ বিধান করা হইবে, সেইরূপ অন্যান্য ক্ষেত্রে। (৩) হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিক্রী, আদেশ বা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে যে মামলায় এই অনুচ্ছেদের (২) দফা প্রযোজ্য নহে, কেবল আপীল বিভাগ আপীলের অনুমতিদান করিলে সেই মামলায় আপীল চলিবে। (৪) সংসদ আইনের দ্বারা ঘোষণা করিতে পারিবেন যে, এই অনুচ্ছেদের বিধানসমূহ হাইকোর্ট বিভাগের প্রসঙ্গে যেরূপ প্রযোজ্য, অন্য কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনালের ক্ষেত্রেও তাহা সেইরূপ প্রযোজ্য হইবে।	যুক্তরাষ্ট্রীয় ও আন্তঃপ্রাদেশিক বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের নিরঙ্কুশ এখতিয়ার থাকবে।	
অনুচ্ছেদ ১০৬ (সুপ্রীম কোর্টের উপদেষ্টামূলক এখতিয়ার)	১০৬। যদি কোন সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতীয়মান হয় যে, আইনের এইরূপ কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে বা উত্থাপনের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে, যাহা এমন ধরনের ও এমন জনগুরুত্বসম্পন্ন যে, সেই সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টের মতামত গ্রহণ করা প্রয়োজন, তাহা হইলে তিনি প্রশ্নটি আপীল বিভাগের বিবেচনার জন্য প্রেরণ করিতে পারিবেন এবং উক্ত বিভাগ স্বীয় বিবেচনায় উপযুক্ত শুনানীর পর প্রশ্নটি সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে স্বীয় মতামত জ্ঞাপন করিতে পারিবেন।	১০৩ (২) (খ) কোন মৃত্যুদণ্ড বহাল করিয়াছেন কিংবা কোন ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন যাহা রাষ্ট্রধর্ম ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক হইবে না।	সেন্টার ফর ইথিক্যাল রিসার্চ এন্ড থটস (সার্ট)
অনুচ্ছেদ ১০৭ (সুপ্রীম কোর্টের বিধি প্রণয়ন ক্ষমতা)			
অনুচ্ছেদ ১০৮ (কোর্ট অব রেকর্ড" রূপে সুপ্রীম কোর্ট)		আদালতের পবিত্রতা যেমন গুরুত্বপূর্ণ ঠিক একইভাবে বিচারকের পদে থাকা কেউ সেই পবিত্রতা নষ্ট করতে চাইলে সেটার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোটা আরও গুরুত্বপূর্ণ। আর আদালত অবমাননার বিচারের ক্ষেত্রে ভিন্ন বিধান প্রয়োজন। সাংবিধানিকভাবে এই সমস্ত বিষয়ের রূপায়ন ও ভিত্তি স্থাপন করাটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ।	বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স
অনুচ্ছেদ ১০৯ (আদালতসমূহের উপর তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ)	১০৯। হাইকোর্ট বিভাগের অধঃস্তন সকল ৬৯[আদালত ও ট্রাইব্যুনালের] উপর উক্ত বিভাগের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা থাকিবে।	বিচার বিভাগকে রাজনীতি মুক্ত ও সম্পূর্ণ স্বাধীন প্রতিষ্ঠান করতে সংবিধানে সুরক্ষার বিধান নিশ্চিত করা।	নাগরিক উদ্যোগ
		আইন প্রণয়ন, বিচার ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার স্বাধীনতার নিশ্চিত করা।	নাগরিক উদ্যোগ

	৬ষ্ঠ ভাগ: বিচার বিভাগ		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
১১১ (সুপ্রিমকোর্ট/ হাইকোর্টের বাধ্যতামূলক কার্যকারীতা)	১১১। আপীল বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত আইন হাইকোর্ট বিভাগের জন্য এবং সুপ্রীম কোর্টের যে কোন বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত আইন অধস্তন সকল আদালতের জন্য অবশ্যপালনীয় হইবে।	আপিল বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত আইন হাইকোর্ট বিভাগ সহ সকল নির্বাহী ও বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের জন্য এবং সুপ্রিম কোর্টের যেকোন বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত আইন রাষ্ট্রের সকল নির্বাহী ও বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের জন্য অবশ্য পালনীয় হবে	বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন
অনুচ্ছেদ ১১৪ (অধস্তন আদালত-সমূহ প্রতিষ্ঠা)	১১৪। আইনের দ্বারা যেরূপ প্রতিষ্ঠিত হইবে, সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত সেইরূপ অন্যান্য অধস্তন আদালত থাকিবে।	মাসদার হোসেন মামলার প্রদত্ত নিরদেশনা বাস্তবায়ন হোক	এফবিসিসিআই
অনুচ্ছেদ ১১৫ (অধস্তন আদালতে নিয়োগ)	[১১৫। বিচারবিভাগীয় পদে বা বিচার বিভাগীয় দায়িত্বপালনকারী ম্যাজিস্ট্রেট পদে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক উক্ত উদ্দেশ্যে প্রণীত বিধিসমূহ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নিয়োগদান করিবেন।]	আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সকল আদালত ও ট্রাইবুনাল সুপ্রিম কোর্ট এবং অথবা হাইকোর্টে নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে থাকবে।	বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন
অনুচ্ছেদ ১১৬ (অধঃস্তন আদালত সমূহের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা)	[১১৬। বিচার-কর্মবিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিদের এবং বিচারবিভাগীয় দায়িত্বপালনে রত ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ন্ত্রণ (কর্মস্থল- নির্ধারণ, পদোন্নতিদান ও ছুটি মঞ্জুরীসহ) ও শৃংখলাবিধান রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তাহা প্রযুক্ত হইবে।]	"অধঃস্তন আদালত" একটি ভুল শব্দবন্ধ। এটা সংশোধন করা প্রয়োজন। কারণ সর্বনিম্ন আদালত কখনোই সর্বোচ্চ আদালতের অধঃস্তন নয়। মামলা যতক্ষণ কোন আদালতে থাকে ততক্ষণ সেই আদালতই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার অধিকারী। তাতে দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, প্রধানমন্ত্রী, প্রধান বিচারপতি আইনত হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না করলেই তা অবৈধ হবে। এসব আদালত আসলে জনগণের আদালত; জনগণ সর্বপ্রথম এইসব আদালতের শরণাপন্ন হয় তাই এগুলোকে অধঃস্তন আদালতের বদলে "জন আদালত" বা "জন বিচার বিভাগ" বা ইংরেজিতে People's Court or People's Judiciary নামকরণ করার প্রস্তাব করছি।	জুডিসিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন
অনুচ্ছেদ ১১৭ (প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালসমূহ)			
অন্যান্য প্রস্তাব		১১৪ (ক) ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে উদ্ভুত মামলার বিচার দ্রুত সমাধানের জন্য প্রয়োজনে বিভাগীয় পর্যায়ে বিশেষ বেঞ্চ স্থাপন করা বা জেলা পযায়ে কার্যরত বিচারকদের উপর দায়িত্ব ন্যাস্ত করা যেতে পারে"	এফবিসিসিআই
		কমিউটিনি জুরি ও ইনক্লুশন কাউন্সিল গঠন করে তার মাধ্যমে প্রাকৃতিক অবনমন সংক্রান্ত বিরোধের মীমাংসা করা	চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভ
		স্বাধীন বিশেষায়িত পরিবেশ কোর্ট স্থাপন	চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভ
		কুরআন ও সুন্নাহর বিপরীত কোনো আইন পাশ করা হবে না, এমনটা লিখতে হবে	
		সংবিধানের ১৩০ ধারা মোতাবেক সুপ্রিম কোর্টকে প্রয়োজনবোধে দেশের বিভিন্ন স্থানে হাইকোর্ট বিভাগের অধিবেশনের আয়োজন করতে হবে। যাতে জনদুর্ভোগ লাগব পায়।	নোয়াব
		বিচার বিভাগে যে কোন কর্মচারী নিয়োগ অন্য কেউ নয়, কেবলমাত্র বিচার বিভাগ করবে	রাষ্ট্রবিচার
		আন্তর্জাতিক কনভেনশনগুলো আইনত বাধ্যতামূলক দেশীয় আইনি ব্যবস্থায় সরাসরি প্রযোজ্য তা স্পষ্ট করার জন্য সংবিধানে গুরুত্বের সাথে অন্তর্ভূক্ত করা। আদালত দ্বারা সুরক্ষিত এবং প্রয়োগযোগ্যতা নিশ্চিত করা।	বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি
		চুক্তিভিত্তিক বিচারক নিয়োগ দেয়া যাবে না	কনজুমারাস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ
		বিচার নিশ্চিত করার জন্য সাংবিধানিকভাবে সাক্ষী সুরক্ষা করা জরুরী।	বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স

	সপ্তম ভাগ: নির্বাচন		
অনুচ্ছেদ/অংশ	**বর্তমান সংবিধান**	**সুপারিশ**	**প্রস্তাবক দলের নাম**
অনুচ্ছেদ ১১৮ (নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা)	১১৮ । ৭৪[(১) প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অনধিক চারজন নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া] বাংলাদেশের একটি নির্বাচন কমিশন থাকিবে এবং উক্ত বিষয়ে প্রণীত কোন আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়োগদান করিবেন। (২) একাধিক নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া নির্বাচন কমিশন গঠিত হইলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার তাহার সভাপতিরূপে কার্য করিবেন। (৩) এই সংবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে কোন নির্বাচন কমিশনারের পদের মেয়াদ তাঁহার কার্যভার গ্রহণের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসরকাল হইবে এবং (ক) প্রধান নির্বাচন কমিশনার-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এমন কোন ব্যক্তি প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগলাভের যোগ্য হইবেন না; (খ) অন্য কোন নির্বাচন কমিশনার অনুরূপ পদে কর্মাবসানের পর প্রধান নির্বাচন কমিশনাররূপে নিয়োগলাভের যোগ্য হইবেন, তবে অন্য কোনভাবে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগলাভের যোগ্য হইবেন না। (৪) নির্বাচন কমিশন দায়িত্বপালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবেন এবং কেবল এই সংবিধান ও আইনের অধীন হইবেন। (৫) সংসদ কর্তৃক প্রণীত যে কোন আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে নির্বাচন কমিশনারদের কর্মের শর্তাবলী রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, সেইরূপ হইবে; তবে শর্ত থাকে যে, সুপ্রীম কোর্টের বিচারক যেরূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হইতে পারেন, সেইরূপ পদ্ধতি ও কারণ ব্যতীত কোন নির্বাচন কমিশনার অপসারিত হইবেন না। (৬) কোন নির্বাচন কমিশনার রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ করিয়া স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।	শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন প্রয়োজন	ইঞ্জিনিয়ারস ইন্সটিটিউট
		এই নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে।	সেন্টার ফর দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবেলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ।

	সপ্তম ভাগ: নির্বাচন		
অনুচ্ছেদ/অংশ	**বর্তমান সংবিধান**	**সুপারিশ**	**প্রস্তাবক দলের নাম**
		সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে পৃথক "স্বাধীন নির্বাচন কমিশন সচিবালয়" প্রতিষ্ঠা করতে হবে।	1. হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস) 2. Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre
		নির্বাচন কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাস করতে হবে।	হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস)
		প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অনধিক চার জন নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া বাংলাদেশের একটি নির্বাচন কমিশন থাকিবে এবং উক্ত বিষয়ে প্রণীত কোনো আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি ও সংসদের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের পরামর্শক্রমে প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়োগদান করিবেন।	সেন্টার ফর ইথিক্যাল রিসার্চ এন্ড থটস (সার্ট)
		৬. স্বাধীন নির্বাচন কমিশন গঠন। ক. নির্বাচন কমিশন ‘হবে পৃথক ও স্বাধীন। খ. কমিশনের সদস্যরা হবে নিরপেক্ষ এবং রাজনৈতিক দলের প্রভাবমুক্ত। গ. নির্বাচন কমিশন ইউনিয়ন পর্যন্ত বিস্তৃত থাকবে।	সিরাজুল আলম খান সেন্টার
		The Organizational Structure of the Election Commission should be Rearranged.	Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre
অনুচ্ছেদ ১১৯ (নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব)	১১৯। ৭৫[(১) রাষ্ট্রপতি পদের ও সংসদের নির্বাচনের জন্য ভোটার-তালিকা প্রস্তুতকরণের তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ এবং অনুরূপ নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং নির্বাচন কমিশন এই সংবিধান ও আইনানুযায়ী (ক) রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করিবেন; (খ) সংসদ-সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করিবেন; (গ) সংসদে নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ করিবেন; এবং (ঘ) রাষ্ট্রপতির পদের এবং সংসদের নির্বাচনের জন্য ভোটার-তালিকা প্রস্তুত করিবেন।] (২) উপরি-উক্ত দফাসমূহে নির্ধারিত দায়িত্বসমূহের অতিরিক্ত যেরূপ দায়িত্ব এই সংবিধান বা অন্য কোন আইনের দ্বারা নির্ধারিত হইবে, নির্বাচন কমিশন সেইরূপ দায়িত্ব পালন করিবেন।	১১৯ (১)(ঙ) নির্বাচন কমিশন আস্থা ভোটের ব্যবস্থা করবেন। যাতে সরকার স্বৈরাচার হতে না পারে।	বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন
		একদিনে নির্বাচন না করে সমগ্র অঞ্চলকে ৪ ভাগ করে ৪ দিনে নির্বাচন করতে হবে।	বাঁচতে শেখা (NGO), যশোর
		প্রত্যেক বার একটি নির্দিষ্ট তারিখে নির্বাচন করতে হবে।	বাঁচতে শেখা (NGO), যশোর

	সপ্তম ভাগ: নির্বাচন		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
অনুচ্ছেদ ১২১	১২১। সংসদের নির্বাচনের জন্য প্রত্যেক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকার একটি করিয়া ভোটার-তালিকা থাকিবে এবং ধর্ম, জাত, বর্ণ ও নারী-পুরুষভেদের ভিত্তিতে ভোটারদের বিন্যস্ত করিয়া কোন বিশেষ ভোটার-তালিকা প্রণয়ন করা যাইবে না।	১২১ এলাকায় ভোটার তালিকা: 'প্রতিবন্ধিতা' উল্লেখ করতে হবে। ১২১ অনুচ্ছেদে সংযোজন করা যেতে পারে, তবে শর্ত থাকে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে স্থায়ী বাসিন্দাদের লইয়া ভোটার তালিকা প্রণয়নে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।	বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ।
		"১২১ অনুচ্ছেদের পর নিম্নলিখিত শর্তাংশ সংযোজন করা: ""তবে শর্ত থাকে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রণয়নে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।"""	পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটি
অনুচ্ছেদ ১২২ (ভোটের-তালিকায় নামভুক্তির যোগ্যতা)	"১২২। (১) প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার-ভিত্তিতে সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে (২) কোন ব্যক্তি সংসদের নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত কোন নির্বাচনী এলাকায় ভোটার-তালিকাভুক্ত হইবার অধিকারী হইবেন, যদি (ক) তিনি বাংলাদেশের নাগরিক হন; (খ) তাঁহার বয়স আঠার বৎসরের কম না হয়; [(গ) কোন যোগ্য আদালত কর্তৃক তাঁহার সম্পর্কে অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষণা বহাল না থাকিয়া থাকে; ঘ) তিনি ঐ নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী বা আইনের দ্বারা ঐ নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী বিবেচিত হন; এবং (ঙ) তিনি ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোকসাজোসকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশের অধীন কোন অপরাধের জন্য দণ্ডিত না হইয়া থাকেন।"	যোগ্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তির নির্বাচনী প্রার্থী হিসেবে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করতে হবে। জাতীয় পরিচয় পত্রে প্রতিবন্ধীতার ধরন উল্লেখ থাকতে হবে এবং ভেরিফিকেশনের ক্ষেত্রে স্ক্যানিংয়ের জন্য হাত/পা/চোখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ব্যবহার করতে হবে।	সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ।
		"১২১ অনুচ্ছেদের পর নিম্নোক্ত শর্তাংশ সংযোজন হবে— তবে শর্ত থাকে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে স্থায়ী বাসিন্দাদের লইয়া ভোটার তালিকা প্রণয়নে এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই রাষ্টকে নিবৃত্ত করিবে না।"	সিএইচটি ওয়ার্কিং গ্রুপ ফর ন্যাশনাল রিফর্ম
অনুচ্ছেদ ১২৩		অনুচ্ছেদ ১২৩ (৩) মোতাবেক সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে সংসদের ৫ বছরের নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ হবার পূর্ববর্তী ৯০ দিনের মধ্যে যেকোনো সময়। ৯০ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে নির্বাচন হলে আগের সংসদের মেয়াদ শেষ না হতেই নতুন সংসদের বৈঠক বসবে। অর্থাৎ, আগের অংসদ বহাল থাকাকালীন পরের সংসদ বসতে হবে। এরকম বিধানগুলো বাতিল করে জনবান্ধব, সুস্পষ্ট বিধান করা জরুরী।	বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স

	সপ্তম ভাগ: নির্বাচন		
অনুচ্ছেদ/অংশ	**বর্তমান সংবিধান**	**সুপারিশ**	**প্রস্তাবক দলের নাম**
অনুচ্ছেদ ১২৪	১২৪। এই সংবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে সংসদ আইনের দ্বারা নির্বাচনী এলাকার সীমা নির্ধারণ, ভোটার-তালিকা প্রস্তুতকরণ, নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সংসদের যথাযথ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়সহ সংসদের নির্বাচন-সংক্রান্ত বা নির্বাচনের সহিত সম্পর্কিত সকল বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবেন।	১২৪- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ সকলের প্রবেশগম্যতা নিশ্চিতকরণ।	সেন্টার ফর দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ।
		"অনুচ্ছেদ ১২৪ এর পর নতুন অনুচ্ছেদ ১২৪(ক) সংযোজিত হইবে। “আদিবাসী জাতিসমূহ যাহাতে নিজস্ব সংগঠন বা রাজনৈতিক দল দ্বারা নির্বাচনে অংশগ্রহন করিতে পারে, তার জন্য সংসদ বিশেষ বিধান করিবে।”"	সিএইচটি ওয়ার্কিং গ্রুপ ফর ন্যাশনাল রিফর্ম
অনুচ্ছেদ ১২৫ (নির্বাচনী আইন ও নির্বাচনের বৈধতা)	"১২৫। এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও (ক) এই সংবিধানের ১২৪ অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত বা প্রণীত বলিয়া বিবেচিত নির্বাচনী এলাকার সীমা নির্ধারণ, কিংবা অনুরূপ নির্বাচনী এলাকার জন্য আসন-বণ্টন সম্পর্কিত যে কোন আইনের বৈধতা সম্পর্কে আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না; (খ) সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন আইনের দ্বারা বা অধীন বিধান-অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের নিকট এবং অনুরূপভাবে নির্ধারিত প্রণালীতে নির্বাচনী দরখাস্ত ব্যতীত ৪৩[রাষ্ট্রপতি ৪৪[* * *] পদে] নির্বাচন বা সংসদের কোন নির্বাচন সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না। ৪৫[(গ) কোন আদালত, নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হইয়াছে এইরূপ কোন নির্বাচনের বিষয়ে, নির্বাচন কমিশনকে যুক্তিসংগত নোটিশ ও শুনানির সুযোগ প্রদান না করিয়া, অন্তর্বর্তী বা অন্য কোনরূপে কোন আদেশ বা নির্দেশ প্রদান করিবেন না।]"		
অন্যান্য প্রস্তাব	গণভোট	রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নাগরিকদের অংশগ্রহন নিশ্চিত করতে গণভোটের বিধান রাখা	"নাগরিক উদ্যোগ কনজুমারাস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ"
	রাজনতিক দলের নিবন্ধন	সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক নির্বাচন ও রাজনৈতিক দলসমূহের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।	"বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি "
	প্রবাসীদের ভোট	প্রবাসী বাংলাদেশের নাগরিকদের ভোট প্রয়োগ করার বিধান রাখা।	নাগরিক উদ্যোগ
		সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করা।	নাগরিক উদ্যোগ, নারী পক্ষ

	সপ্তম ভাগ: নির্বাচন		
অনুচ্ছেদ/অংশ	**বর্তমান সংবিধান**	**সুপারিশ**	**প্রস্তাবক দলের নাম**
	না ভোট	বিনা প্রতিদ্বন্দিতা এবং নিদিষ্ট সংখ্যক ভোট প্রাপ্তির বিধান: কোনো প্রতিদ্বন্দী না থাকলে না ভোটের মোকাবেলা করতে হবে। একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোট না পেলে নির্বাচিত হওয়া যাবে না, এমন বিধান রাখতে হবে। সেক্ষেত্রে পুনরায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের জায়গাটা রাখতে হবে।	বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স
		ভোটের অধিকার কে সুরক্ষিত করা।	নাগরিক উদ্যোগ
		সংসদ নির্বাচনের সময় তিন মাসের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার থাকবে।	নোয়াব
		জাতীয় নির্বাচনে আনুপাতিক ও মিশ্রপদ্ধতি সমন্বয় অথবা বিষয়গুলো বিবেচনা করা যেতে পারে।	"সুজন সুশাসনের জন্য নাগরিক "
		নির্দলীয় তত্ত্বাবধায় সরকার ব্যবস্থা সংবিধানে অন্তর্ভূক্ত করা।	"নাগরিক উদ্যোগ "
		জাতীয় সংসদসহ সর্বক্ষেত্রে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত আসন ও পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা পুনরায় বাস্তবায়নের জোর দাবি জানাচ্ছে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়।	বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট
		নির্বাচন কমিশনের যে কোন কর্মচারী নিয়োগ অন্য কেউ নয়, কেবলমাত্র নির্বাচন কমিশন করবে	রাষ্ট্রবিচার
		The Anti-Corruption Commission should be made a constitutional body.	Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre

অষ্টম ভাগ: মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম

৯ম ভাগ: বাংলাদেশের কর্মবিভাগ

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
অনুচ্ছেদ ১৩৭	১৩৭। আইনের দ্বারা বাংলাদেশের জন্য এক বা একাধিক সরকারী কর্ম কমিশন প্রতিষ্ঠার বিধান করা যাইবে এবং একজন সভাপতিকে ও আইনের দ্বারা যেরূপ নির্ধারিত হইবে, সেইরূপ অন্যান্য সদস্যকে লইয়া প্রত্যেক কমিশন গঠিত হইবে।	সদস্য নির্ধারনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে।	সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবেলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ।
		১৩৭ নং অনুচ্ছেদ "আইনের দ্বারা বাংলাদেশের জন্য এক বা একাধিক সরকারি কর্ম কমিশন প্রতিষ্ঠার বিধান করা যাইবে এবং একজন সভাপতিকে ও আইনের দ্বারা যেরূপ নির্ধারিত হইবে, সেইরূপ অন্যান্য সদস্যকে লইয়া প্রত্যেক কমিশন গঠিত হইবে। যেমন, ধর্মীয় মূল্যবোধ রক্ষা কমিশন বা ইসলামী মূল্যবোধ রক্ষা কমিশন নামে সাংবিধানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত একটি স্বাধীন ক্ষমতাসম্পন্ন ধর্মীয় কমিশন প্রতিষ্ঠা করা যাইবে। যা রাষ্ট্রের সর্বজন স্বীকৃত আলেম সমাজ ও মুফতিদের সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে।	সেন্টার ফর ইথিক্যাল রিসার্চ এন্ড থটস (সার্ট)
অনুচ্ছেদ ১৩৮	১৩৮। (১) প্রত্যেক সরকারী কর্ম কমিশনের সভাপতি ও অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন: তবে শর্ত থাকে যে, প্রত্যেক কমিশনের যতদূর সম্ভব অর্ধেক (তবে অর্ধেকের কম নহে) সংখ্যক সদস্য এমন ব্যক্তিগণ হইবেন, যাঁহারা কুড়ি বৎসর বা ততোধিককাল বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে যে কোন সময়ে কার্যরত কোন সরকারের কর্মে কোন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। (২) সংসদ কর্তৃক প্রণীত যে কোন আইন-সাপেক্ষে কোন সরকারী কর্ম কমিশনের সভাপতি ও অন্যান্য সদস্যের কর্মের শর্তাবলী রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, সেইরূপ হইবে।	১৩৮ অনুচ্ছেদের ১ এ নিম্নোক্ত বাক্য সংযোজন করা। উল্লেখ্য বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ও সমতল অঞ্চলে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীভুক্ত দুই (২) জন ব্যক্তিকে সদস্য পদে নিয়োগদান করা হইবে।	বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম

	নবম-ক ভাগ: জরুরি বিধান		
অনুচ্ছেদ/অংশ	**বর্তমান সংবিধান**	**সুপারিশ**	**প্রস্তাবক দলের নাম**
অনুচ্ছেদ ১৪১ক (জরুরি-অবস্থা ঘোষণা)		সংবিধানের নবম অংশ সংশোধন করুন। জরুরি ক্ষমতার ব্যবহারের জন্য এমন নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রয়োগ করুন যাতে অধিকার সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞাগুলি কঠোরভাবে প্রয়োজনীয় হয়, বৈজ্ঞানিক প্রমাণের ভিত্তিতে হয় এবং স্বেচ্ছাচারী বা বৈষম্যমূলক না হয়, সীমিত সময়ের জন্য হয়	হিউম্যান রাইটস ওয়াচ
		সংকটকালীন জরুরি অবস্থা ঘোষণার এবং মৌলিক অধিকার বাতিল/স্থগিত করার সংশ্লিষ্ট বিধানে চেক অ্যান্ড ব্যালেন্সের ব্যবস্থা করা	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ল' স্টুডেন্টস ফোরাম ফর রিফর্ম প্রপোজাল
		৯. জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল (National Security Council-NSC) গঠন। ক. রাষ্ট্রপতির অধীনে 'জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল' (NSC) গঠিত হবে। খ. উপ-রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, সহ-প্রধানমন্ত্রী অথবা বিরেধীদলীয় নেতা সদস্য থাকবেন। গ. প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সদস্য থাকবেন। ঘ. তিন বাহিনী প্রধান (সেনা, নৌ ও বিমান) সদস্য থাকবেন। ঙ. পলিশ ও বিডিআর এবং আনসার ও ভিডিপি প্রধানগণ সদস্য থাকবেন। চ. জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের প্রধানগণ সদস্য থাকবেন। ছ. একজন সংবিধান বিশেষজ্ঞ সদস্য থাকবেন। জ. একজন আইন বিশেষজ্ঞ সদস্য থাকবেন। ঝ. আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সদস্য থাকবেন। ঞ. রাজনৈতিক প্রযুক্তিতে (Political Technology) দক্ষ/বিশেষজ্ঞ একজন সদস্য থাকবেন।	সিরাজুল আলম খান সেন্টার
		জরুরী অবস্থার বিধান স্পষ্ট করতে হবে। সময়ের প্রেক্ষিতে কয়েকধরণের জরুরী অবস্থা জারি করার প্রয়োজন হতে পারে। যেমন: রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আবহাওয়াভিত্তিক, নিরাপত্তাজনিত, স্বাস্থ্যভিত্তিক এবং নির্বাচনী জরুরী অবস্থা। এইসমস্ত বিষয় সংবিধানে উল্লেখ করে বিধান করে দিতে হবে।	বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স
		ক্ষমতার অপপ্রয়োগ রুখতে জরুরী অবস্থার সময় অধিকারের পরিবর্তন কেমন হবে সেই বিষয়ে পরিষ্কার নির্দেশনা থাকতে হবে।	বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স

	দশম ভাগ: সংবিধান সংশোধন		
অনুচ্ছেদ/অংশ	**বর্তমান সংবিধান**	**সুপারিশ**	**প্রস্তাবক সংস্থার নাম**
অনুচ্ছেদ ১৪২ (সংবিধানের বিধান সংশোধনের ক্ষমতা)	"১৪২। এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও- (ক) সংসদের আইন-দ্বারা এই সংবিধানের কোন বিধান সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন বা রহিতকরণের দ্বারা সংশোধিত হইতে পারিবেঃ তবে শর্ত থাকে যে, (অ) অনুরূপ সংশোধনীর জন্য আনীত কোন বিলের সম্পূর্ন শিরনামায় এই সংবিধানের কোন বিধান সংশোধন করা হইবে বলিয়া স্পষ্টরূপে উল্লেখ না থাকিলে বিলটি বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা যাইবে না; (আ) সংসদের মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত না হইলে অনুরূপ কোন বিলে সম্মতিদানের জন্য তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হইবে না; (খ) উপরি-উক্ত উপায়ে কোন বিল গৃহীত হইবার পর সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট তাহা উপস্থাপিত হইলে উপস্থাপনের সাত দিনের মধ্যে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিবেন, এবং তিনি তাহা করিতে অসমর্থ হইলে উক্ত মেয়াদের অবসানে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।]"	অন্তবর্তীকালীন সরকার সংশোধন করতে পারে না। তাদের উচিত সুস্পষ্ট সংশোধনীর জন্য সুপারিশমালা দেওয়া	ইঞ্জিনিয়াস ইন্সটিটিউট
		গণভোটের বিধান যুক্ত করা যেতে পারে	জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

	দশম ভাগ: সংবিধান সংশোধন		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক সংস্থার নাম
		সংবিধানের মূলনীতি দুই তৃতীয়াংশ সংসদ সদস্যের ভোটে পরিবর্তন যোগ্য হবে বলে গণ্য করতে হবে।পরিবর্তন যোগ্য মূলনীতির প্রস্তাব গনভোটে কমপক্ষে ৫৫% ভোটের সাপেক্ষে নতুন মূলনীতি বলে গন্য হবে এমন ব্যবস্থা রাখতে হবে।	রাষ্ট্রবিচার
		সংবিধান সংশোধনের পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব জনসমক্ষে প্রকাশ করে তাতে জনগণকে মতামত প্রদানের জন্য ৩০ দিন সময় দেয়ার পর এটা শুধু তখনই আইনসভায় পেশ করা যাবে যখন তাতে সর্বশেষ জাতীয় নির্বাচনে প্রদত্ত ভোটের কমপক্ষে ৫০ ভাগের বেশি ভোট প্রাপ্ত রাজনৈতিক দল বা জোট বা ব্যক্তির লিখিত সম্মতি থাকবে। আইনসভার উভয় কক্ষের তিন চতুর্থাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর তা গণভোটের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে জয়ী হতে হবে। গণভোটে জয়ী হওয়ার পর রাষ্ট্রপ্রধান সেই সংবিধান সংশোধনীতে সম্মতি দিয়েছেন বলে গণ্য হবে। আর প্রাদেশিক ব্যবস্থায় সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব কেন্দ্রীয় আইনসভায় পেশ হওয়ার আগেই প্রত্যেক প্রদেশের বিধানসভাতে তার সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পাশ হতে হবে। গণভোটে ভোট দেয়া বাধ্যতামূলক হবে।	জুডিসিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন
		১৪২ অনুচ্ছেদের (১) উপঅনুচ্ছেদের (আ) দফার পর নতুন দফা সংযোজন করা "(ই) সংবিধানে অন্তর্ভূক্ত দেশের আদিবাসীদের পরিচয়, স্বকীয়তা, অংশগ্রহণ ও অধিকার সংরক্ষণ করে এমন বিধানাবলি সংশোধন, সংযোজন অথবা বাতিলের পূর্বে দেশের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বশীল নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করিবেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ এবং ক্ষেত্রমত ঐতিহ্যগত প্রতিষ্ঠান এই উল্লিখিত প্রতিনিধিত্বশীল নেতৃবৃন্দের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত থাকিবে।	"১. বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম ২. সিএইচটি ওয়ার্কিং গ্রুপ ফর ন্যাশনাল রিফর্ম"
		(ই) ধর্মীয় মূল্যবোধ রক্ষা কমিশন এর সম্মতি দান ছাড়া তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হইবে না	সেন্টার ফর ইথিক্যাল রিসার্চ এন্ড থটস (সার্ট)
		"১৪২ অনুচ্ছেদ (১) উপ-অনুচ্ছেদ (আ) এর পর নতুন দফা সংযোজন করা: ""(ই) সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত দেশের আদিবাসীদের পরিচয়, স্বকীয়তা, অংশগ্রহণ ও অধিকার সংরক্ষণ করে এমন বিধানাবলী সংশোধন, সংযোজন অথবা বাতিলের পূর্বে দেশে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বশীল নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করিবেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ এবং ক্ষেত্রমত ঐতিহ্যগত প্রতিষ্ঠান এই উল্লিখিত প্রতিনিধিত্বশীল নেতৃবৃন্দের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।"""	পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটি

অন্যান্য প্রস্তাব		১৯৭২ সংবিধান বাতিল করে নতুন সংবিধান প্রণয়ন করতে হবে	ঢাকা মহানগর আইনজীবী সমিতি
		সংবিধান নতুন করে প্রণয়ন নহে বরং সংবিধানের সংশোধন করা হোক।	বাঁচতে শেখা (NGO), যশোর
		সংবিধান প্রণয়ন কমিটিতে আইনবিদদের পাশাপাশি আলেম সমাজের প্রতিনিধি থাকা দরকার	ঢাকা মহানগর আইনজীবী সমিতি
		সংবিধানের ১৬তম সংশোধনী বাতিল করে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করুন।	হিউম্যান রাইটস ওয়াচ
		পঞ্চদশ সংশোধনী আইন (২০১১) হাইকোর্টের নির্দেশনার আলোকে সংস্কার করা আবশ্যক	এফবিসিসিআই
		১০. সাংবিধানিক আদালত (Constitutional Court) গঠন। ক. সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতির অধীনে সাত (৭) সদস্য বিশিষ্ট 'সাংবিধানিক আদালত' গঠিত হবে। খ. সংবিধান বিষয়ে অভিজ্ঞ অবসরপ্রাপ্ত আরো ছয় (৬) জন বিচারপতি এই কমিটির সদস্য থাকবেন। গ. সাংবিধানিক জটিলতা বিষয়ে 'সাংবিধানিক আদালত' এর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। ঘ. নির্বাচন সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে 'সাংবিধানিক আদালত' সর্বোচ্চ সংস্থা হিসেবে গণ্য হবে।	সিরাজুল আলম খান সেন্টার
		"১২. স্থায়ী বিচার বিভাগীয় কাউন্সিল (Supreme Judicial Council) গঠন। ক. বিচার বিভাগকে স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে স্থায়ী 'বিচার বিভাগীয় কাউন্সিল' গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে। খ. বিচার বিভাগ পৃথক ও স্বাধীন থাকবে। গ. প্রতিটি প্রদেশে হাইকোর্ট থাকবে। ঘ. বিচার ব্যবস্থা উপজেলা পর্যায়ে বিস্তৃত হবে। ৬. মানবাধিকার বিষয়ে হাইকোর্টে বিশেষ বেঞ্চ থাকবে।	সিরাজুল আলম খান সেন্টার

	দশম ভাগ: সংবিধান সংশোধন		
অনুচ্ছেদ/অংশ	**বর্তমান সংবিধান**	**সুপারিশ**	**প্রস্তাবক সংস্থার নাম**
		১৩. সার্ক (SAARC)-এর আওতায় বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, ভারত (বিহার, উড়িষ্যা, পশ্চিম বাংলা, আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা, মনিপুর, অরুণাচল, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড), মিয়ানমারের 'দক্ষিণাঞ্চল' এবং চীনের 'কুনমিং প্রদেশ' নিয়ে 'উপ-আঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোট' গঠন করতে হবে। গোটা উপমহাদেশে এ ধরনের চারটি 'উপ-আঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোট' গড়ে উঠতে পারে।	সিরাজুল আলম খান সেন্টার
		১. সকল দরিদ্র নারী ও পুরুষের জন্য 'মাইক্রো ক্রেডিট' (micro-credit) কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে। ২. কৃষি খাতের উন্নয়নের জন্য উন্নয়নের জন্য আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। কৃষিপণ্য ভিত্তিক (agro-food industry) শিল্প গড়ে তোলা এ যুগের প্রধান চাহিদা বিধায় সে অনুযায়ী কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব দেয়া হবে। প্রান্তিক কৃষকদের মৌসুমি ফসল আবাদের জন্য কৃষিঋণের ব্যবস্থা করা হবে। ৩. প্রবাসীদের অর্থায়নে 'উপজেলা শিল্প এলাকা' এবং 'পৌর শিল্প এলাকা' গঠন করা হবে। প্রতিটি শিল্প এলাকায় ৩০০/৫০০ কোটি টাকা (প্রত্যেক প্রবাসীর দুই/তিন/চার লক্ষ ডলার হিসেবে) বিনিয়োগ করে সাত/আট লক্ষ (৭,০০,০০০.০০) কোটি টাকা বিনিয়োগ করা সম্ভব। অনুমান করা যায় ১০ (দশ) লক্ষাধিক প্রবাসীর বিনিয়োগ করার ক্ষমতা রয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হবে স্থানীয় বিনিয়োগ (পশ্চাৎ ও সম্মুখ)। এর ফলে ৮/১০ (আট/দশ) বছরে ৫ (পাঁচ) কোটি মানুষের কর্মসংস্থান হবে। ৪. 'উপ-আঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোট'-এর অবকাঠামো তৈরির প্রাথমিক উদ্যোগ হিসেবে 'মেগা সী পোর্ট' (mega-sea port) নির্মাণ করা হবে। সুপরিকল্পিতভাবে দেশের অভ্যন্তরে 'সুপার হাইওয়ে' (Super highway) নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হবে। জরুরি ভিত্তিতে ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরে পাতালরেল (underground rail), মেট্রো রেল (metro-rail) ও মনোরেল (mono-rail) স্থাপন করা হবে। ৫. 'উপজেলা শিল্প এলাকা' এবং 'পৌর শিল্প এলাকা'-এর অবকাঠামো নির্মাণে 'যৌথভাবে' (joint venture) দেশি ও বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। ৬. বহুজাতিক কর্পোরেশন- এর সঙ্গে প্রতিযোগীতার জন্য দেশের বৃহৎ পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে 'সামাজিক ব্যবসা' (social business) স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হবে। ৭. ২০২০ সাল নাগাদ তথ্য-প্রযুক্তি ভিত্তিক 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' (digital Bangladesh) প্রতিষ্ঠা করা হবে। ৮. ২০২০ সাল নাগাদ বছরে প্রতি নাগরিকের আয়ের পরিমাণ কমপক্ষে ২ (দুই) লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হবে। এই হিসেবে ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট প্রতি পরিবারের জন্য বছরে কমপক্ষে ১০ (দশ) লাখ টাকা আয়ের ব্যবস্থা থাকতে হবে।	সিরাজুল আলম খান সেন্টার
		অনুবাদে জগাখিচুড়ি। সংবিধানের বহু ভাষায় নির্ভরযোগ্য পাঠ থাকাটা ভালো। তবে অন্তএপক্ষে বাংলা ও ইংরেজীতে থাকতেই হবে। বাংলায় মূল সংবিধান লিখে ইংরেজীতে একটা নির্ভরযোগ্য অনুদিত পাঠ রাখতে হবে। অনুবাদ হতে হবে একশভাগ নির্ভুল, বাংলা পাঠের সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। অনুবাদে গোঁজামিল পাকানো যাবে না, ইন্দা করে জগাখিচুড়ি বানিয়ে রেখে জটিলতা বাড়ানো যাবে না।	বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স
		সংবিধানে আইনসভা সবার আগে থাকতে হবে। মানুষের জনপ্রতিনিধিদের সেই জায়গাটা নিশ্চিত করা জরুরী। এরপরে বিচার বিভাগ এবং সবশেষে নির্বাহী বিভাগকে রাখা উত্তম। ক্রমটা ন্যায্যতার সাথে, ইনসাফের সাথে সাজানো গুরুত্বপূর্ণ।	বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স
	সংবিধানের কলেবর	সংবিধানের কলেবর ছোটো করে নিয়ে আসা উচিৎ হবে। জনগণ যাতে কার্যকরভাবে সরকারকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে সংবিধান সেভাবেই প্রণয়ন করতে হবে। জনগণের প্রকৃত কর্তৃত্ব স্থাপনের জায়গাটা ঠিকঠাক রাখতে যা যা প্রয়োজন সংবিধানে শুধুমাত্র সেগুলো রেখে রাষ্ট্র পরিচালনার একটা গাইডলাইন দিলেই হয়।	বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স
	সংবিধানের ভাষা	"সংবিধানের ভাষা সহজ সরল হওয়া জরুরী। সংবিধানটা যেনো মানুষ বুঝতে পারে সেভাবে লেখাই উত্তম। আমাদের পক্ষে এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে কিছু ক্ষেত্রে আইন জানা মানুষ ছাড়া ব্যাখা না দিলে আইনের ভাষা বোঝা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু ইচ্ছা করে জটিল শব্দ, গুরুগম্ভীর বাক্য এবং কঠিন ভাষার যেন অপপ্রয়োগ না ঘটানো হয় লেখার সময় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।	বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স
		বাহাত্তরের সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদ অনুবাদে ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল করা হয়েছে যা যে কেউ সহজেই অনুমান করতে পারবে। এগুলোর ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।	বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স

	দশম ভাগ: সংবিধান সংশোধন		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক সংস্থার নাম
		সংবিধান কমিটির গোপনীয়তা এবং স্বচ্ছতা: বাহাত্তরের সংবিধান প্রণয়নের ম্যান্ডেট নিয়ে প্রশ্ন যেমন আছে ঠিক একইভাবে কিছু বিধানের সংযুক্তিও (যেগুলো আগে আলাপেই উঠেনি কখনও) একে বিতর্কিত করেছে। সংবিধান অফিসিয়ালি বাংলায় লেখা। ইংরেজী ভাষায় এর একটা অনুদিত পাঠ আছে। এর বিপরীতে গিয়ে ড. আনিসুজ্জামান দাবি করেন তিনি ইংরেজি পাঠকে বাংলায় অনুবাদ করতেন। ড. কামাল হোসেন এই দাবি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্সের এক আলাপচারিতায় কলকাতা হাইকোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি চিত্ততোষ মুখার্জির প্রশ্নের প্রেক্ষিতে কামাল হোসেন বলেন সংবিধান বাংলাতেই লেখা হয়েছিলো। এরকম স্ববিরোধিতা, সাংঘর্ষিক অবস্থান, দ্বিচারিতা যাতে না হয় সে ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।	বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স
	আর্থিক সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান	আর্থিক ক্ষেত্রে দেশের সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের প্রধানের পদকে সাংবিধানিক পদ হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে। এই প্রতিষ্ঠানও সংবিধান স্বীকৃত হতে হবে।	বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স

	একাদশ ভাগ: অন্যান্য/বিবিধ		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
অনুচ্ছেদ ১৪৩ (প্রজাতন্ত্রের সম্পত্তি)	(১) আইনসঙ্গতভাবে প্রজাতন্ত্রের উপর ন্যস্ত যে কোন ভূমি বা সম্পত্তি ব্যতীত নিম্নলিখিত প্রজাতন্ত্রের উপর ন্যস্ত হইবে: ক) বাংলাদেশের যে কোন ভূমির অন্তঃস্থ সকল খনিজ ও অন্যান্য মূল্যসম্পন্ন সামগ্রী; (খ) বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় জলসীমার অন্তর্বর্তী মহাসাগরের অন্তঃস্থ কিংবা বাংলাদেশের মহীসোপানের উপরিস্থ মহাসাগরের অন্তঃস্থ সকল ভূমি, খনিজ ও অন্যান্য মূল্যসম্পন্ন সামগ্রী; এবং (গ) বাংলাদেশে অবস্থিত প্রকৃত মালিকবিহীন যে কোন সম্পত্তি।		
	(২) সংসদ সময়ে সময়ে আইনের দ্বারা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় জলসীমা ও মহীসোপানের সীমা-নির্ধারণের বিধান করিতে পারিবেন।	অনুচ্ছেদ ১৪৩ অনুচ্ছেদের উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর পরে (৩) নামে নতুন উপ-অনুচ্ছেদ সংযোজন হবে- "(৩) এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই দেশের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীদিগকে তাহাদের স্ব স্ব অধ্যুষিত অঞ্চলের ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকার ও সমষ্টিগত ভূমি মালিকানার স্বত্বাধিকার নিশ্চিত করা হইতে রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।"	১. বিপনেট, ২. সিএইচটি ওয়ার্কিং গ্রুপ ফর ন্যাশনাল রিফর্ম, ৩. বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম
অনুচ্ছেদ ১৪৫ক (আন্তর্জাতিক চুক্তি)	১৪৫ক। বিদেশের সহিত সম্পাদিত সকল চুক্তি রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হইবে, এবং রাষ্ট্রপতি তাহা সংসদে পেশ করিবার ব্যবস্থা করিবেনঃ তবে শর্ত থাকে যে, জাতীয় নিরাপত্তার সহিত সংশ্লিষ্ট অনুরুপ কোন চুক্তি কেবলমাত্র সংসদের গোপন বৈঠকে পেশ করা হইবে।]	কোন গোপন চুক্তি করা যাবে না	রাষ্ট্রবিচার
		সংবিধানের ১৪৫(ক): জাতীয় নিরাপত্তা সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তি ছাড়া অন্যান্য চুক্তিসমূহ তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে জনগণকে জানানোর জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	"বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি
		Contracts and Deeds/ideas to be placed before the concerned Standing Committee(s) before execution. Draft of International Treaties to be placed before the relevant Standing Committee(s), then to the Parliament on execution, and Should also be placed before the Ombudsman.	Bangladesh Legal Law Research and Legal Aid Centre

	একাদশ ভাগ: অন্যান্য/বিবিধ		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
অনুচ্ছেদ ১৪৮ (পদের শপথ)	"১৪৮। (১) তৃতীয় তফসিলে উল্লিখিত যে কোন পদে নির্বাচিত বা নিযুক্ত ব্যক্তি কার্যভারগ্রহণের পূর্বে উক্ত তফসিল-অনুযায়ী শপথগ্রহণ বা ঘোষণা (এই অনুচ্ছেদে ""শপথ"" বলিয়া অভিহিত) করিবেন এবং অনুরূপ শপথপত্রে বা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরদান করিবেন। [* * *] (২) এই সংবিধানের অধীন নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির নিকট শপথগ্রহণ আবশ্যক হইলে 2[* * *] অনুরূপ ব্যক্তি যেরূপ ব্যক্তি ও স্থান নির্ধারণ করিবেন, সেইরূপ ব্যক্তির নিকট সেইরূপ স্থানে শপথগ্রহণ করা যাইবে। [২(ক) ১২৩ অনুচ্ছেদের (৩) দফার অধীন অনুষ্ঠিত সংসদ সদস্যদের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপিত হইবার তারিখ হইতে পরবর্তী তিন দিনের মধ্যে এই সংবিধানের অধীন এতদুদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা তদুদ্দেশ্যে অনুরূপ ব্যক্তি কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন ব্যক্তি যে কোন কারণে নির্বাচিত সদস্যদের শপথ পাঠ পরিচালনা করিতে ব্যর্থ হইলে বা না করিলে, প্রধান নির্বাচন কমিশনার উহার পরবর্তী তিন দিনের মধ্যে উক্ত শপথ পাঠ পরিচালনা করিবেন, যেন এই সংবিধানের অধীন তিনিই ইহার জন্য নির্দিষ্ট ব্যক্তি।] (৩) এই সংবিধানের অধীন যে ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির পক্ষে কার্যভার গ্রহণের পূর্বে শপথগ্রহণ আবশ্যক, সেই ক্ষেত্রে শপথগ্রহণের অব্যবহিত পর তিনি কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।"	১৪৮.১।“বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম দেশাত্মতা ও রাষ্ট্রীয় আনুগত্য পোষণ করিব”	রাষ্ট্রবিচার
অনুচ্ছেদ ১৫২ (ব্যাখ্যা)		একাদশ ভাগ (বিবিধ) : ব্যাখ্যা সংক্রান্ত ১৫২ অনুচ্ছেদ শেষে ‘আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী’ সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্তি।	"বিপনেট "
		১৫২ অনুচ্ছেদে এটা সংযুক্ত করা যেতে পারে, ‘আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী’ বলতে সে সকল জাতিগোষ্ঠীকে বুজাবে অন্যান্যের মধ্যে যাহারা বর্তমান বসবাসরত অঞ্চলে প্রথম বা আদি অধিবাসী; যাহাদের সমাজব্যবস্থা, ভাষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি হইতে পৃথক, যাহারা সনাতনী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রথাগত আইনের ভিত্তিতে পারিবারিক আইন পরিচালনা ও অভ্যন্তরীণ বিরোধ নিষ্পত্তি করেন। ভূমির সহিত যাহাদের নিবিঢ় সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক সম্পর্ক রহিয়াছে এবং যাহারা সাধারণভাবে মূল স্রোতধারার জনগোষ্ঠীর চাইতে প্রান্তিক অবস্থানে রহিয়াছেন।	"বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম "
		‘বিচারক’ এর সজ্ঞায় বিচার কর্মবিভাগের সদস্য অন্তর্ভূক্ত করা এবং রাষ্ট্রের সজ্ঞায় বিচার বিভাগে অন্তর্ভূক্ত করা উচিৎ।	জুডিসিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন
		"১৫২। (১) বিষয় বা প্রসঙ্গের প্রয়োজনে অন্যরূপ না হইলে এই সংবিধানে ১৫২ অনুচ্ছেদের শেষান্তে নিম্নোক্ত সংজ্ঞা সংযোজন করা- ""আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী"" বলিতে সেই সকল জাতিগোষ্ঠীকে বুঝাইবে, অন্যান্যের মধ্যে, যাঁহারা বর্তমান বসবাসরত অঞ্চলে প্রথম বা আদি অধিবাসী; যাঁহাদের সমাজব্যবস্থা, ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য দেশের মূলস্রোতধারার জনগোষ্ঠীর ভাষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি হইতে পৃথক, যাঁহারা সনাতনী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রথাগত আইনের ভিত্তিতে পারিবারিক আইন পরিচালনা ও আভ্যন্তরীণ বিরোধ নিষ্পত্তি করেন, ভূমির সহিত যাঁহাদের নিবিঢ় সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক সম্পর্ক রহিয়াছে এবং যাঁহারা সাধারণভাবে মূলস্রোতধারার জনগোষ্ঠীর চাইতে প্রান্তিক অবস্থানে রহিয়াছেন; ""পাহাড়ি জুম্ম জাতিগোষ্ঠি"" বলিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের বসবাসরত সকল আদিবাসী গোষ্ঠি যেমন, চাকমা, মারমা, তঞ্চঙ্গ্যা, ত্রিপুরা, বম, খেয়াং, লুসাই, মুরং, চাক, পাংখোয়া, কুকী, অহমিয়া, গুর্খা, রাখাইন, ইত্যাদি জাতিগোষ্ঠি কে বুঝাইবে।"	সিএইচটি ওয়ার্কিং গ্রুপ ফর ন্যাশনাল রিফর্ম

	একাদশ ভাগ: অন্যান্য/বিবিধ		
অনুচ্ছেদ/অংশ	**বর্তমান সংবিধান**	**সুপারিশ**	**প্রস্তাবক দলের নাম**
		১৫২(১) অবসরপ্রাপ্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতিবন্ধীতা অনুযায়ী ভাতার পরিমান নির্ধারিত হবে। যদি কোনো ব্যক্তি বা অবসরকালীন সময়ে নতুন করে প্রতিবন্ধীতা বরণ করেন তাকেও একই ভাতার আওতায় সংযোজন করতে হবে।	সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ।
অনুচ্ছেদ ১৫৩	১৫৩। (১) এই সংবিধানকে "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান" বলিয়া উল্লেখ করা হইবে এবং ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাসের ১৬ তারিখে ইহা বলবৎ হইবে, যাহাকে এই সংবিধানে "সংবিধান-প্রবর্তন" বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। (২) বাংলায় এই সংবিধানের একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ ও ইংরাজীতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য অনুমোদিত পাঠ থাকিবে এবং উভয় পাঠ নির্ভরযোগ্য বলিয়া গণপরিষদের স্পীকার সার্টিফিকেট প্রদান করিবেন। (৩) এই অনুচ্ছেদের (২) দফা-অনুযায়ী সার্টিফিকেটযুক্ত কোন পাঠ এই সংবিধানের বিধানাবলীর চূড়ান্ত প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে; তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা ও ইংরাজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।	গণপরিষদ শব্দটি বিলুপ্ত করা প্রয়োজন, এটি ৭৪ ধারার সঙ্গে সামাঞ্জস্যহীন	এফবিসিসিআই
অন্যান্য প্রস্তাব		কাউন্সিল অব ইসলামিক আইডিওলজি, নামে একটি সাংবিধানিক সংস্থা প্রতিষ্ঠা কর হোক, যারা আইন, শরিয়ার ব্যাখ্যা প্রদান করবে এবং বিচার বিভাগকে পরামরশ দেবে	বালাকোট চেতনা উজ্জীবন পরিষদ
		ভাষা ব্যবহারে সচেতনা হওয়া। যেমন: মহিলা, উপজাতি, গণিকাবৃত্তি, উপ-সম্প্রদায়, শালীনতা , নৈতিকতা শব্দ ব্যবহার পরিহার করা।	নারী পক্ষ
		রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও সুরক্ষা কমিশনগুলোর স্বাধীনতা নিশ্চিত করা।	নাগরিক উদ্যোগ

	একাদশ ভাগ: অন্যান্য/বিবিধ		
অনুচ্ছেদ/অংশ	**বর্তমান সংবিধান**	**সুপারিশ**	**প্রস্তাবক দলের নাম**
		যে কোনো রাজনৈতিক দলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ সাবলীল হতে হবে। দেশের নাগরিক হিসেবে নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অবস্থান নিশ্চিত করার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে।	সেন্টার ফল দ্য রিহ্যাবিলিটেশন অব দ্য প্যারালাইসড (সিআরপি), মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ), সেন্টার ফর ডিজাঅ্যাবিলিটি ইন ডেবলপমেন্ট (সিডিডি), সাইটসেভারস বাংলাদেশ, উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (ডাব্লিউডিডিএফ), ভিজ্যুয়ালি ইমপেয়ারড পিপল'স সোসাইটি (ভিআইপিএস), ন্যাশনাল কাউন্সিল অপ, ডিজ্যাএবলড উইমেন (এনসিডিডব্লিউ), খুলনা মহানগর প্রতিবন্ধী উন্নয়ন পরিষদ (কেএমপিইউপি), কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), সাতারকুল প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা (এসপিউএস), সেবা প্রতিবন্ধী নারী পরিষদ।
		সাধুভাষার পরিবর্তে চলিত ভাষায় সংবিধান রচানা করতে হবে। জনগণের প্রধান আইনটি যাতে জনগণ বুঝে এমন শব্দ ও ভাষা ব্যবহার করতে হবে।	জুডিসিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন
		সংবিধানে প্রজা, প্রজাতন্ত্র এসব শব্দ পরিহার করতে হবে। নাগরিকরা হলেন রাষ্ট্রের মালিক, তারা কোনভাবেই প্রজা নন। তাই এসব শব্দ পরিহার করতে হবে।	জুডিসিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন
		সংবাদপত্র এবং সংবাদমাধ্যমকে রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেয়া উচিৎ।	জুডিসিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশন
		Speeches SHOULD be removed from the schedule.	Bangladesh islamic Law Research and legal Aid Centre
		রাজনৈতিক দল বলতে কি বোঝায় সেটার উল্লেখ যেমন জরুরী ঠিক একইভাবে রাজনীতিবিদের একটা সাংবিধানিক ধারণা দেওয়া দরকার। রাজনীতিবিদরা রাজনীতি না করেই বিরাজনীতিকীকরণের ক্ষেত্র তৈরী হয়। রাজনীতি ছাড়া রাই চলতে পারে না। রাজনীতি বলতেই যেন আমরা সামনে দেখা রাজনৈতিক দলকে শুধু না বুঝি সেদিকে মনোনিবেশ করা জরুরী। তা নাহলে এই তথাকথিত রাজনীতির (যা আসলে অপরাজনীতি, যেখানে রাজনীতির লেশমাত্র নেই। বরং রাজনীতির নামে রাজনীতি বিরুদ্ধ অপকর্ম যেখানটায় হয়। যেখানে রাজনীতির নামে রাজনীতির সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক অপতৎপরতা চলে) বৃত্ত থেকে বের হওয়া যাবে না। এই গণঅভ্যুত্থানের মূল্যবোধ ও জনআকাঙ্খা পূরণের জন্য এটি প্রয়োজন।	বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স

	তফসিলসমূহ		
অনুচ্ছেদ/অংশ	**বর্তমান সংবিধান**	**সুপারিশ**	**প্রস্তাবক দলের নাম**
প্রথম তফসিল (অন্যান্য বিধান সত্ত্বেও কার্যকর আইন)		• প্রথম তফসিলে নিম্নোক্ত আইনের তালিকা সংযোজন করা: • "পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন, ১৯০০ (১৯০০ সনের ১ নং রেগুলেশন) • "পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি ১৯০০ (১৯০০ সনের ১ নং শাসনবিধি) • রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইন) (১৯৯৮ সালের ৯নং আইনের সংশোধনীসহ) • খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ২০ নং আইন) (১৯৯৮ সালের ১০ নং আইনের সংশোধনীসহ) • বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ২১ নং আইন)(১৯৯৮ সালের ১১নং আইনের সংশোধনীসহ) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ১২ নং আইন) • আদিবাসীদের প্রথাগত আইনসমূহ	পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটি
তৃতীয় তফসিল (শপথ ও ঘোষণা)			
চতুর্থ তফসিল (ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী)			
পঞ্চম তফসিল (১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তারিখে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেওয়া ঐতিহাসিক ভাষণ)			
ষষ্ঠ তফসিল (জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা)			
সপ্তম তফসিল (১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল তারিখে মুজিবনগর সরকারের জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র)।			
		সংবিধানের তফসিলে কেন্দ্র ও প্রদেশ সম্পর্কিত বিষয়, স্বীকৃত আন্তর্জাতিক আইনসহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে নিয়ে আসতে হবে।	বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স

	নতুন প্রস্তাব		
অনুচ্ছেদ/অংশ	**বর্তমান সংবিধান**	**সুপারিশ**	**প্রস্তাবক সংস্থার নাম**
অন্যান্য প্রস্তাব		রাষ্ট্রের বিভিন্ন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে যেমন- বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, জাতীয় নির্বাচন কমিশন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, সরকারি কর্ম কমিশনসহ সকল ক্ষেত্রে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব সাংবিধানিকভাবে নিশ্চিত করার প্রস্তাব করছি।	বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ
		বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু মানুষের জনসংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব সাংবিধানিকভাবে নিশ্চিত করার জন্য প্রস্তাব করছি।	বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ
		ক্রিমিনাল প্রোসিডিউর কোড (CPC) এর ধারা 1)197) বাতিল করা, যা সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগ আনার জন্য সরকারের অনুমতি প্রয়োজন—পুলিশ কর্মকর্তাসহ—যদি অপরাধটি অফিসিয়াল ক্ষমতা দিয়ে কাজ করার সময় সংঘটিত হয়।মৃত্যুদণ্ড বাতিল করুন এবং অস্থায়ীভাবে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার ওপর অবিলম্বে স্থগিতাদেশ ঘোষণা করুন। আর্মি, নেভি এবং এয়ারফোর্স এর জন্য একক বিচারব্যবস্থা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে এমন আইন বাতিল করার আহ্বান জানান, যা ভিন্নমত দমন এবং বাক স্বাধীনতার ওপর আঘাত হানতে অপব্যবহার করা হয়, এবং এই আইনের পরিবর্তে অধিকারসম্মত আইন প্রণয়ন করুন। CPC এর ধারা 132 বাতিল করা, যা প্রসিকিউটরদের জন্য কোনো রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অপরাধমূলক অভিযোগ দায়ের করার পূর্বে সরকারের "অনুমোদন" নেওয়া বাধ্যতামূলক করে, যা খুব কমই প্রদান করা হয়। ক্রিমিনাল প্রোসিডিউর কোডের ধারা 54 এবং 167 বাতিল করা আর্মি অ্যাক্ট, 1952, এয়ার ফোর্স অ্যাক্ট, 1953 এবং নেভি অর্ডিন্যান্স, 1961 সংশোধন করা যাতে সেনাবাহিনীর আদালত শুধুমাত্র সেসব অপরাধের উপর বিচার করতে পারে যা কঠোরভাবে সামরিক প্রকৃতির। আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (সংশোধনী) আইন 2003 এর ধারা 13 এর "সরল বিশ্বাস" শর্ত বাতিল করা, যা নিরাপত্তা বাহিনীর অপব্যবহার থেকে একপ্রকার অজেয় সুরক্ষা প্রদান করে। বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী "গুম"-কে অপরাধ হিসেবে নিষিদ্ধ করা। ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশন অর্ডিন্যান্স সংশোধন করা যাতে এটি জাতিসংঘের প্যারিস প্রিন্সিপলের মান এবং আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম চর্চার সাথে মিল রেখে কাজ করে। বিনামূল্যে শিক্ষার পরিসর বিস্তৃত করা। ডিজিটাল ও কারিগরি শিক্ষার উপর গুরুত্ব প্রদান। জবাবদিহিতা ও বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করা। শিক্ষকদের ভূমিকা শক্তিশালী করা। পরবর্তী প্রজন্মের অধিকার এবং আন্তঃপ্রজন্ম ন্যায্যতা নিশ্চিত করা। সুষ্ঠু এবং টেকসই শহুরে উন্নয়নের জন্য দিকনির্দেশনা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।	১. হিউম্যান রাইটস ওয়াচ ২. জাস্টিস ফর কমরেড ফোরাম ৩. ইংলিশ অলিম্পিয়াড,
		সংবিধানে যাই থাকুক না কেন, জনগণের ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষীক হলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে	বাংলাদেশ ইন্টেলেকচুয়াল মুভমেন্ট
		নামহীন অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের বা গণগ্রেপ্তারি পরোয়ানা নিষিদ্ধ করা।	হিউম্যান রাইটস ওয়াচ
		শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান, জীবনব্যাপী শিক্ষার প্রতিশ্রুতি প্রদান	ইংলিশ অলিম্পিয়াড
		অন্তর্ভুক্তি ও সমতার ওপর গুরুত্ব প্রদান	ইংলিশ অলিম্পিয়াড
		রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার সুষম বণ্টন থাকতে হবে।	সেন্টার ফর ল, গভর্ন্যান্স অ্যান্ড পলিসি (CELGAP)
		রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা প্রয়োগ বৈধ করার জন্য রাষ্ট্রপতিকে সরাসরি নির্বাচিত করা উচিত।	সেন্টার ফর ল, গভর্ন্যান্স অ্যান্ড পলিসি (CELGAP)
		কোনো ব্যক্তি কোনো একটি পদে দুই মেয়াদের বেশি থাকতে পারবেন না।	সেন্টার ফর ল, গভর্ন্যান্স অ্যান্ড পলিসি (CELGAP)
		ন্যায়বিচারের জন্য বিচার ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ জরুরি।	সেন্টার ফর ল, গভর্ন্যান্স অ্যান্ড পলিসি (CELGAP)
		প্রতিটি বিভাগের জন্য স্থায়ী হাইকোর্ট থাকা উচিত।	সেন্টার ফর ল, গভর্ন্যান্স অ্যান্ড পলিসি (CELGAP)
		সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলকে শক্তিশালী করতে হবে।	সেন্টার ফর ল, গভর্ন্যান্স অ্যান্ড পলিসি (CELGAP)
		মূল সংবিধানিক মূল্যবোধের পক্ষপাতদুষ্ট রাজনৈতিককরণ প্রতিরোধ করা	River & Delta Research Centre
		মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রে সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা রক্ষা করুন।	River & Delta Research Centre
		অর্থনৈতিক বৈষম্য নিরসন	River & Delta Research Centre
		জনগণকে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ফ্যাসিবাদ থেকে সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় বিধান সংযোজন	River & Delta Research Centre
		"রাষ্ট্রধর্ম" হিসেবে ইসলাম না রেখে সব ধর্মকে সমানভাবে স্বীকৃতি দেওয়া	River & Delta Research Centre

	নতুন প্রস্তাব		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক সংস্থার নাম
		ক্ষমতার ভারসাম্য এবং সার্বভৌমত্বকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।	River & Delta Research Centre
		সংবিধানকে মানবাধিকার, পরিবেশগত অধিকার এবং সকল সত্তার মর্যাদা স্বীকৃতি ও রক্ষা করতে হবে।	River & Delta Research Centre
		সিভিল সার্ভিস এবং স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সংস্কার	River & Delta Research Centre
		১. স্বাস্থ্যকর ও পরিষ্কার পরিবেশের অধিকার অন্তর্ভুক্ত করতে ২. স্বাস্থ্যকর ও পরিষ্কার পরিবেশের অধিকার অন্তর্ভুক্ত করতে	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ল' স্টুডেন্টস ফোরাম ফর রিফর্ম প্রপোজাল
		১. রাষ্ট্রপতিকে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আরও স্বাধীন করা ২. সহ-রাষ্ট্রপতির পদ তৈরি করা ৩. রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদানের ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে এতে আরও ভারসাম্য ও নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন করা ৪. রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ প্রক্রিয়ার অসঙ্গতিগুলো দূর করা প্রয়োজনঃ যেমনঃ ৫০(৩), ৫৭(১)(ক), ৫৮(১)(ক), এবং ৬৭(২) ধারার মধ্যে থাকা অসামঞ্জস্যগুলো সংশোধন করা উচিত, যেখানে হাতলিখিত শর্তটি বাদ দেওয়া হবে। আবার, ৫০(৩) ধারায় রাষ্ট্রপতির 'পদত্যাগ ফোরাম' সংযোজন করা উচিত, যেখানে স্পিকার অনুপস্থিত থাকলে প্রধান বিচারপতিকে সংশ্লিষ্ট করা যেতে পারে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫০(৪) সংশোধন করে একজন সংসদ সদস্যকে রাষ্ট্রপতি হওয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা। ৫. সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫০(৪) সংশোধন করে একজন সংসদ সদস্যকে রাষ্ট্রপতি হওয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা।	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ল' স্টুডেন্টস ফোরাম ফর রিফর্ম প্রপোজাল
		Supreme Court judges এর বিরুদ্ধে বিচারিক অসদাচরণ বা অক্ষমতার অভিযোগের তদন্ত করার জন্য সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল-এর অধীনে একটি বিশেষ বোর্ড গঠন করা হবে, যা প্রধান বিচারপতি এবং পরবর্তী দুইজন সিনিয়র বিচারপতির সমন্বয়ে গঠিত হবে।	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ল' স্টুডেন্টস ফোরাম ফর রিফর্ম প্রপোজাল
		"১. নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ প্রক্রিয়া পরিবর্তন করা হোক যেন এটি আরও ন্যায্য হয়। ২. নির্বাচন কমিশনারদের অপসারণ করা হোক স্বাধীন বিচারিক পরিষদ (Judicial Council) দ্বারা গঠিত বোর্ডের মাধ্যমে।"	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ল' স্টুডেন্টস ফোরাম ফর রিফর্ম প্রপোজাল
		সংবিধান সংশোধনের জন্য গণভোটের আয়োজন করা এবং বড় পরিবর্তনের জন্য একটি উচ্চতর মানদণ্ড প্রয়োজন	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ল' স্টুডেন্টস ফোরাম ফর রিফর্ম প্রপোজাল
		মহান সংসদের একটি স্বাধীন শরীয়াহ কমিশন থাকিবে, যা সংসদের কার্যক্রম, সংবিধান ইত্যাদি শরীয়ার সাথে সাংঘর্ষিক হইতেছে কিনা খতিয়ে দেখিবে।	সেন্টার ফর ইথিক্যাল রিসার্চ এন্ড থটস (সার্ট)
		আল্লাহ তায়ালা ও তাঁহার রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে কোনো রূপ কটুক্তি, অবমাননা কাহারো বিরুদ্ধে প্রমাণিত হইলে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডসহ সংসদের শরীয়া কমিশন ইসলামী আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।	সেন্টার ফর ইথিক্যাল রিসার্চ এন্ড থটস (সার্ট)
		সংবিধানের জন্য প্রণীত আইনগুলোর উৎস হিসেবে রাষ্ট্র ধর্ম ইসলামের শরিয়া এবং জনগণের কল্যাণের বিষয়টি প্রাধান্য থাকিতে হইবে	সেন্টার ফর ইথিক্যাল রিসার্চ এন্ড থটস (সার্ট)
		রাষ্ট্রে ইসলামী অর্থনীতি স্বাধীনভাবে কাজ ও প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামী অর্থনীতিবিদদের সাথে সরকার এক সাথে কাজ করিবে। ইসলামী ব্যাংক, তাকাফুল ও অন্যান্য ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ আন্তর্জাতিকভাবে সফল ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সংসদের শরীয়া কমিশনের উইন্ডো কাজ করিবে। পাশাপাশি এ লক্ষ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ে ইসলামী অর্থনীতি সাচিবিক পদ সৃষ্টি করা হইবে।	সেন্টার ফর ইথিক্যাল রিসার্চ এন্ড থটস (সার্ট)
		উচ্চ আদালতে একটি শরিয়াহ কোর্ট গঠন করা হইবে। যেখানে যে কেউ আদালতের যেকোন বিচারিক রায়কে রাষ্ট্রধর্ম ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক বলে অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবে এবং উক্ত উচ্চতর শরিয়া কোর্ট নিজেও তা যাচাই করার অধিকার রাখিবে এবং অন্যান্য বিচারকগণ ধর্মীয় বিষয়ে উক্ত উচ্চতর শরিয়াহ কোর্টের পরামর্শ গ্রহণ করিবেন। উচ্চতর শরিয়াহ কোর্টে বিজ্ঞ মুফতিগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিতে হইবে।	সেন্টার ফর ইথিক্যাল রিসার্চ এন্ড থটস (সার্ট)
		সংসদ সদস্য হওয়ার জন্য কমপক্ষে মাস্টার্স, দাওরা অথবা কামিল ও সমমান পাস হইতে হইবে। পাশাপাশি সদস্যদের চরিত্র ইসলামী ও ধর্মীয় নীতিমালা অনুযায়ী হইবে। বিশেষ করিয়া, একজন সংসদ সদস্যকে সৎ, ন্যায়পরায়ন দেশ ও জনগণের প্রতি কল্যাণকামী এবং ইসলামী বা ধর্মীয় মূল্যবোধে বিশ্বাসী হওয়া বাধ্যতামূলক।	সেন্টার ফর ইথিক্যাল রিসার্চ এন্ড থটস (সার্ট)
		নাগরিকের মৌলিক অধিকা, ক্ষমতার ভারসাম্য, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে সহায়তাকারি বিধানগুলোকে অপরিবর্তনযোগ্য করা	কনজুমারাস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ

	নতুন প্রস্তাব		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক সংস্থার নাম
		১১. জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিল (National Economic Council-NEC) গঠন। ক. সকল ট্রেড ইউনিয়ন এবং কর্ম-পেশার এসোসিয়েশন-এর প্রতিনিধি নিয়ে ৯০০ (নয়শো) সদস্য বিশিষ্ট 'জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিল'-NEC গঠন করতে হবে। খ. 'জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিল'-NEC বার্ষিক বাজেট প্রণয়নে জাতীয় সংসদে সুপারিশ পাঠাবে। গ. জাতীয় পর্যায়ের যে কোনো আর্থিক পলিসি বিষয়ে NEC জাতীয় সংসদে সুপারিশ পাঠাতে পারবে। ঘ. যে কোনো বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের সম্ভাব্যতা ও যৌক্তিকতার বিষয় NEC-তে আলোচনা করতে হবে। ঙ. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কানেকটিভিটি (connectivity) অর্থাৎ ট্রান্সপোর্ট ইকোনমিকে। (transport economy) কাজে লাগিয়ে একুশ শতকের উপযোগী করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।	সিরাজুল আলম খান সেন্টার
		"১. বাংলাদেশে বসবাসরত সকল আদিবাসী জাতিসত্বার মানুষকে সাংবিধানিক ভাবে আদিবাসী হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে। ২. আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর প্রজাতন্ত্রে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভে পৃথক মন্ত্রনালয় গঠন ও সংসদে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। ৩. আদিবাসীদের জমি জাল বন্ধ ও বেদখল সম্পত্তি পূনরুদ্ধারে সমতলের আদিবাসীদের জন্য পৃথক ভূমি কমিশন গঠন করতে হবে। ৪. সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য বিলোপ এবং সমতলের আদিবাসীদের মধ্যে বিশেষ বাজেট বৈরাদ্দ প্রদান করতে হবে। ৫. জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশ গ্রহন নিশ্চিতে আদিবাসী নারী উন্নয়ন ও নির্যাতন বন্ধে পৃথক নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। "	আদিবাসী মুক্তি মোর্চা
		৫ আগস্ট স্বৈরাচার সরকার পতনের পর সফল গণঅভ্যুত্থানের ঘোষণাপত্র না দেওয়াটা ঐতিহাসিক ভুল ছিলো। অনতিবিলম্বে ঘোষণাপত্র দেওয়া দরকার। পুনর্লিখনের সময় সংবিধানে ঘোষণাপত্র যুক্ত করে দিতে হবে।	বাংলাদেশ ল অ্যালায়েন্স

পরিশিষ্ট ১৮

ব্যক্তি মতামতের সারাংশ

জুলাই-আগস্ট ২০২৪ এর ছাত্র জনতার গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে সংবিধান সংস্কারের লক্ষ্যে গঠিত সংবিধান সংস্কার কমিশনে সংবিধান সংস্কার বিষয়ে দেশের ৬০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি তাদের লিখিত মতামত প্রদান করেন।

ব্যক্তিগণ

ক্রমিক	ব্যক্তির নাম	হার্ড কপি	পিডিএফ	মন্তব্য
১	মুফতি আবুল হাসান মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ			
২	ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী			
৩	খোদাবক্স চৌধুরী			
৪	মুফতি শাখাওয়াত হোসাইন রাজী			
৫	মুহাম্মদ আবদুল মালেক			২টি
৬	ড. এ. কে. এম ফজলুর রহমান			
৭	এম আর চৌধুরী			২টি
৮	মুফতি সাইফুল ইসলাম			
৯	শায়খ আহমাদুল্লাহ ও মুফতি আব্দুল্লাহ মাসুম			
১০	ইলিরা দেওয়ান			
১১	রেহনুমা আহমেদ			
১২	প্রফেসর তোফায়েল আহমেদ			
১৩	মোহাম্মদ বসিরুল হক সিনহা ও মাসুদ জাকারিয়া			
১৪	আহমেদ আনিসুর রহমান			
১৫	ড. মহিউদ্দীন			
১৬	ড. মইনুল ইসলাম (চবি)			
১৭	ড. মোঃ পারভেজ ইমদাদ			
১৮	মুসা আল হাফিজ			
১৯	বিচারপতি এম এ মতিন			
২০	জাকিয়া আফরিন			
২১	অরুপ রাহী			
২২	ইমরান মাহফুজ			
২৩	প্রফেসর মঈনুল ইসলাম (ঢাবি)			
২৪	প্রফেসর ড. এ বি এম মাহবুবুল ইসলাম			
২৫	ব্যারিস্টার নাজির আহমেদ			
২৬	শাহীন আলম (তুহিন) মোড়ল			
২৭	শহিদুল ইসলাম চৌধুরী			
২৮	ড. সৈয়দ নিজার ও অন্যান্য			
২৯	এডভোকেট আবদুর রহমান জীবল			২টি
৩০	কে শামসুদ্দিন মাহমুদ			
৩১	মাহা মির্জা			

৩২	সারোয়ার তুষার			
৩৩	মাহমুদুল হাসান			
৩৪	আরিফুল ইসলাম			
৩৫	অধ্যাপক ড. ইকয়ামুল হক			
৩৬	আবদুল্লাহ			
৩৭	কল্লোল মুস্তফা			
৩৮	মোঃ আলী হোসেন			
৩	রাজা দেবাশীষ রায়			২টি
৪০	Dr. Faustina Pereira			
৪১	মোঃ সামছুল আরেফিন আরিফ			
৪২	মোহাম্মদ আহসানুল করিম			
৪৩	মাওলানা মোঃ ইলিয়াছুর রহমান			
৪৪	শহীদুল্লাহ ফরায়জী	২টি	১টি	
৪৫	এ বি এম আশরাফুল			
৪৬	আশিকুর রহমান আশিক			
৪৭	ফাইজা বর্ণা			
৪৮	মারুফা আক্তার			
৪৯	ইনজামুল হক জিম			
৫০	মোঃ ইয়াছিন আরাফাত			
৫১	তাসফিয়া আফরিন			
৫২	মোঃ মোশারেফ হোসেন বিশ্বাস			
৫৩	ক্যাপ্টেন মুহাম্মদ লতিফুর রহমান			বই
৫৪	ড. মোঃ মনিরুল হুদা			
৫৫	আমিনুল মোহায়মেন-রাষ্ট্র সংস্কার প্রস্তাব			বই
৫৬	প্রফেসর ড. আবুল কালাম আযাদ			
৫৭	মো. জাহেদুর রহমান			
৫৮	অধ্যাপক হাসানুজ্জামান চৌধুরী			
৫৯	মাহফুযুল হক			
৬০	এস এইচ চৌধুরী			

	প্রস্তাবনা			
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম	যৌক্তিকতা/কারণ
	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান			
শুরু	বিস্‌মিল্লাহির-রহ্‌মানির রহিম (দয়াময়, পরম দয়ালু, আল্লাহের নামে)/ পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তার নামে।			
		বিস্‌মিল্লাহির-রহ্‌মানির রহিম যথার্থ অনুবাদসহ বহাল রাখতে হবে	১. মুফতি সাখাওয়াত হোসেন রাজী ২. মাওলানা মো. ইলিয়াছুর রহমান	
		বিস্‌মিল্লাহির-রহ্‌মানির রহিম এর অর্থ "পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তার নামে" এই অংশ বাদ দিতে হবে।	প্রফেসর ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম	
		সংবিধানের শুরুতেই আছে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। কুরআনের আয়াতটি ভুলভাবে লেখা হয়েছে। আসলে তা হবে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। এর অর্থ হিসেবে লেখা হয়েছে- দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। এই তর্জমা চলনসই হলেও বাক্যটি সঠিক নয়। হবে- দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। (বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম যেহেতু কুরআনের আয়াত, তাই তা শুরুতে আরবীতে লিখে ব্র্যাকেটে বাংলায় লিখে অর্থ উল্লেখ করা যায়। এটা উত্তম হবে।)	মুসা আল হাফিজ	
প্রস্তাবনা (Preamble)'র সূচনা	"আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া ২[জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের] মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি; ৩[আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল -জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে ;] আমরা আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা- যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে; আমরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা যাহাতে স্বাধীন সত্তায় সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারি এবং মানবজাতির প্রগতিশীল আশা-আকাঙ্খার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে পূর্ণ ভূমিকা পালন করিতে পারি, সেইজন্য বাংলাদেশের জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তিস্বরূপ এই সংবিধানের প্রাধান্য অক্ষুণ্ন রাখা এবং ইহার রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান আমাদের পবিত্র কর্তব্য; এতদ্বারা আমাদের এই গণপরিষদে, অদ্য তের শত উনআশী বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসের আঠারো তারিখ, মোতাবেক উনিশ শত বাহাত্তর খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের চার তারিখে, আমরা এই সংবিধান রচনা ও বিধিবদ্ধ করিয়া সমবেতভাবে গ্রহণ করিলাম।"	ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, সমাজতন্ত্র মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থেকে বাদ দিতে হবে।	প্রফেসর ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম	
		আমরা, বাংলাদেশের জনগণ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া [জুলুম থেকে জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের মাধ্যমে] আল্লাহ তায়ালার করুণায় স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি;	মাহফুজুল হক	
		আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়োছিল—জুলুম ও বৈষম্যমুক্ত দেশ গড়া, বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ, আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা এবং বিশ্বাস ও সুষ্ঠু গণতন্ত্রের সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে;		
		১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল প্রবাসী অস্থায়ী সরকার যে ঘোষণা (মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার) দিয়েছে সেটিই হবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা।	প্রফেসর ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম	

প্রস্তাবনা				
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম	যৌক্তিকতা/কারণ
		তৃতীয় প্যারার 'সকল' শব্দের আগে "জাতি, গোষ্ঠী, ভাষা, ধর্ম ও বিশ্বাস নির্বশেষে' যুক্ত করা	রাজা দেবাষীষ রায়, চাকমা	
		রাষ্ট্রের আইন প্রণয়নের প্রধান উৎস হবে ইসলামী শরিয়াহ	আব্দুল্লাহ	
		সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে।	ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী	১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রজ্ঞাপন (Proclamation) এ এই বিষয়সমূহকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল, যা জেনে দেশের মানুষ স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে।
		"আমরা বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া "জুলুম থেকে জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের মাধ্যমে" আল্লাহ তায়ালার করুণায় স্বাধীনতা ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল- জুলুম ও বৈষম্যমুক্ত দেশ গড়া, বাংলাদেশী জাতিয়তাবাদ, আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস এবং সুষ্ঠু গণতন্ত্র- সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে।	শায়খ আহমাদুল্লাহ ও মুফতি আব্দুল্লাহ মাসুম	
		সংবিধানের প্রস্তাবনায় দাবি করা হয়েছে, 'যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল', সেগুলো হচ্ছে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। এই দাবি ইতিহাসসম্মত নয়। প্রথমত জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম একমাত্র একাত্তরের সংগ্রাম নয়। আবার একাত্তরের সংগ্রামের কোনো ঘোষিত আদর্শ হিসেবে সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার প্রামাণ্যতা নেই। বরং সেটা হচ্ছে ১৯৭২ সালে প্রণীত বয়ান। প্রকৃত অর্থে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম হয়েছিলো সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায় বিচারের আদর্শে। একে সংবিধানের প্রস্তাবনায় উল্লেখের সুপারিশ করছি।	মুসা আল হাফিজ	
		সংবিধানের প্রস্তাবনায় শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ঘোষিত হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক সমাজ একটি মতাদর্শিক প্রত্যয়, যাকে আকাঙ্খা করে না বাংলাদেশের সমাজ জীবন। বরং আমাদের দরকার শোষণমুক্ত সমাজ, যেখানে সকল নাগরিকের জন্য ন্যায়ের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হবে।	মুসা আল হাফিজ	
		আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া [জাতিয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের] মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার করুণায় স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি।	মুফতি সাইফুল ইসলাম	
		আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল -জুলুম ও বৈষম্যমুক্ত দেশ গড়া, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা এবং বিশ্বাস ও সুষ্ঠু গণতন্ত্র সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে।	মুফতি সাইফুল ইসলাম	
		আমরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, বাংলাদেশী প্রজাতন্ত্র যা এক ও একমাত্র স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালার পূর্ণ আনুগত্য ও বিশ্বাস, ন্যায় ও সভ্য মানবতা, জনগণের ঐক্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠার বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রে নির্মিত হয়েছে।	মুফতি সাইফুল ইসলাম	

	প্রস্তাবনা			
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম	যৌক্তিকতা/কারণ
		আমরা জনগণ, দীর্ঘ লড়াই-সংগ্রামের মাধ্যমে বিশেষ করে '৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, অগ্নিঝরা মার্চের পতাকা উত্তোলন, স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ, ৭ মার্চ-সহ ঐতিহাসিক ঘটনাবলী অতিক্রম করে '৭১-এর সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন-সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছি। আমরা আরো অঙ্গীকার করছি, যেসকল মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে- সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচারের দার্শনিক ভিত্তিতে বীর শহীদগণ আত্মোৎসর্গ করেছিলেন সে ভিত্তিতেই রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি নির্ধারণ হবে। সংবিধানই রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক নকশা, যার মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার রূপ-প্রকৃতি-চরিত্র নির্ধারিত হবে। আমরা আরও অঙ্গীকার করছি যে- ১) রাষ্ট্রের আদর্শ: ১) ‘সাম্য’, ২) 'মানবিক মর্যাদা' ও ৩) ‘সামাজিক সুবিচার’- এই ত্রয়ী রাষ্ট্রের দার্শনিক ভিত্তি ৪) 'গণতন্ত্র' হবে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি এবং ৫) নাগরিকের 'জীবন সুরক্ষা' হবে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। এই পাঁচটি হবে রাষ্ট্রের দার্শনিক ও প্রায়োগিক ভিত্তি। ২) গণতন্ত্র: রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হবে 'গণতন্ত্র' অর্থাৎ Democracy is a Government of the People by the People and for the People. ৩) জীবন (Life): রাষ্ট্র যেকোনো নাগরিক বা জনগণের 'জীবন সুরক্ষার' প্রশ্নটিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিবে (Highest Priority on Life Protection) I ৪) সম্প্রীতি (Harmony): সকল ধর্ম ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণার্থে সকল ধর্ম-বর্ণের পারস্পরিক সৌহার্দ্য, ভ্রাতৃত্ব এবং সামাজিক সম্প্রীতি রক্ষা করা হবে- রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। ৫) প্রতিশ্রুতিবদ্ধ (Committed): মানুষের উপর প্রভুত্ব বিস্তারে স্বৈরাচার বা ফ্যাসিবাদিব্যবস্থায় রাষ্ট্র কখনো ফিরে আসবে না, প্রজাতন্ত্রকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় রূপান্তর ক'রে বৈষম্যহীন সমাজ নির্মাণ করাই হবে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। ৬) দৃঢ়প্রতিজ্ঞ (Determined): শুধুমাত্র জনগণের অভিপ্রায়ের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালিত হবে, কোনো বাইরের শক্তি দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে সংবিধানের দর্শন অনুসারে রাষ্ট্র পরিচালনায় আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ৭) জাতীয় ঐক্য (national consensus): স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং আমাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক শৃঙ্খলার মৌলিক নিশ্চয়তা হবে জাতীয় ঐক্য এবং সকল অপশক্তি মোকাবেলা করার প্রেরণা। জাতীয়তাবাদ এবং রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বিভিন্ন জাতিসত্তার আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার নিশ্চিত করা। ৮) নির্দেশনা (Guided): 'সাম্য', 'মানবিক মর্যাদা' ও 'সামাজিক সুবিচার'-এই ত্রয়ী দর্শনের ভিত্তিতে দেশজ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ধারণ ক'রে এবং ১৯৭১ ও ১৯২৪-এর নির্দেশনায় পরিচালিত হওয়া। ৯) আমাদের ঘোষণা (We Declared): রাষ্ট্রের সকল আইনের উৎস হবে- 'মানবিক মর্যাদা' (Human dignity সুরক্ষা করা। রাষ্ট্র সকল মানুষের পূর্ণ মানবিক মর্যাদা সুনিশ্চিত করবে। রাষ্ট্র কোনো অবস্থায় মানুষের মর্যাদা বিপন্ন করবে না।	শহীদুল্লাহ ফরায়জী	
		সমস্ত জনগণের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতি মুক্তির মতাদর্শিক নির্দেশনা সম্বলিত মহৎ কর্মকাণ্ডের ভিত্তি হবে প্রজাতন্ত্রের সংবিধান। এই সংবিধানকে কোনো দল বা গোষ্ঠী কর্তৃক ক্ষমতার হাতের খেলনা বা রাষ্ট্রক্ষমতা দখলে বল প্রয়োগের সুযোগ নিলে, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাই হবে জনগণের ন্যায় সংগত অধিকার।		

	প্রস্তাবনা			
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম	যৌক্তিকতা/কারণ
		জাতির দীর্ঘ লড়াইয়ের মহান অর্জনগুলো বিশেষ করে ভাষা আন্দোলন, রক্তঝরা মার্চ-এর ঐতিহাসিক ঘটনাসহ '৭১ ও'২৪-এর গণহত্যার রক্তাক্ত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠা গণ-অভিপ্রায়ের প্রতিফলন হবে, বৈষম্যমুক্ত গণমুখী রাষ্ট্র বিনির্মাণের পূর্বশর্ত। সংবিধান হবে জাতীয় ঐতিহ্য ও গণআকাঙ্ক্ষার-অভিপ্রায়ের প্রতিচ্ছবি (Mirror of national and social aspiration)!		
অন্যান্য প্রস্তাব		মৌলিক কাঠামো: সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর বিধানগুলো সুনির্দিষ্ট ও সীমিত রাখা।	অ্যাডভোকেট ড. মহিউদ্দিন	
		১। কোন ব্যক্তি জীবিত থাকা অবস্থায় বা কোন পদে বা কোন দায়িত্বে বহাল থাকা অবস্থায় উক্ত ব্যক্তির নামে কোন প্রতিষ্ঠানের নামকরণ এছাড়া উক্ত ব্যক্তির যে কোন ধরণের প্রতিকৃতি, মূর্তি, স্তম্ভ, প্রাচীর, স্ট্যাচু নির্মাণ করা যাবে না। ২। দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের জন্য বা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যারা অবদান রেখেছে, তাদের বিশেষ বিশেষ অবদান ছাড়া এবং অবদান বিজড়িত ও স্মৃতি বিজড়িত স্থান ছাড়া যেখানে সেখানে যত ইচ্ছা তত তাদের প্রতিকৃতি, মূর্তি, স্তম্ভ, প্রাচীর এবং স্ট্যাচু নির্মাণ করা যাবে না। অন্যথায় যদি প্রয়োজন দেখা যায় তবে গণশুনানী সিদ্ধান্ত আবশ্যক। ৩। ইতিহাস ও স্মৃতি বিজড়িত বিশেষ কোন প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো পরিবর্তন, প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন, প্রতিষ্ঠান স্থানান্তর, স্থানের নাম পরিবর্তন, এছাড়া কোন বিশেষ ব্যক্তির প্রতিকৃতি, মূর্তি, স্তম্ভ, প্রাচীর ও স্ট্যাচু গণশুনানীর সিদ্ধান্ত ছাড়া পরিবর্তন ও ভাঙ্গা যাবে না। ৪। দ্রব্য ও পণ্য সামগ্রীক মূল্য সরকার হুট হাট করে বৃদ্ধি করতে পারবে না, মূল্য বৃদ্ধির যথা উপরোক্ত কারণ দর্শায়ে দেশের সকল স্তরের জনগণকে অবহিত সহ গণশুনানী সিদ্ধান্ত মোতাবেক বৃদ্ধি করতে হবে। ৫। সংবিধান বাংলা, ইংরেজী উভয়ই সহজ-সরল ভাষার আদলে লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক।	অ্যাডভোকেট শাহীন আলম (তুহিন) মোড়ল	
		"১. ক্ষমতাধারীদের জবাবদিহি: সরকার ও নাগরিকদের ক্ষমতার মধ্যে চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স নিশ্চিত করতে হলে একটি স্বাধীন তদারকী কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে যাতে জনগণের কাছে ক্ষমতাধারীদের জবাবদিহি নিশ্চিত করা যায়। ২. লুটেরা পুঁজির উপর নির্ভরশীল ভুয়া এলিট গোষ্ঠীর বিলোপ ও উৎপাদনসংশ্লিষ্ট নাগরিক ক্ষমতার বিকাশ: আগামীর রাষ্ট্রীয় গঠনতন্ত্রে এমপি, মন্ত্রী ইত্যাদির মতো রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণের প্রতিটি স্তরে লুটেরা পুঁজিনির্ভর ভুয়া এলিট গোষ্ঠীর প্রবেশের সুযোগ ধাপে ধাপে সংকুচিত করা ও উৎপাদনসংশ্লিষ্ট নাগরিকদের প্রবেশের ব্যাপারে স্পষ্ট ও বাধ্যতামূলক নির্দেশনা থাকতে হবে। ৩. পুনর্লিখিত রাষ্ট্রীয় গঠনতন্ত্রে ক্ষমতার বৈধতা একমাত্র জনগণের ইচ্ছা থেকে উদ্‌ভূত হতে হবে। ৪. ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ: বাংলাদেশের চেয়ে অনেক ছোট রাষ্ট্র শ্রীলংকা সমেত দুনিয়ার প্রায় সকল গণতান্ত্রিক দেশে ফেডারেল মডেল চমৎকারভাবে কাজ করছে। অথচ বিশাল জনসংখ্যার বাংলাদেশকে এখনো ঐকিক রাষ্ট্র (Unitary State) বানিয়ে রাখা হয়েছে। পুনর্লিখিত রাষ্ট্রীয় গঠনতন্ত্রে শাসনকাঠামোর বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে, যাতে নাগরিকরা রাজনৈতিক কাঠামোর প্রতিটি ভরে সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় (Decision-making process) সক্রিয় ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিতে পারেন।	"মোহাম্মদ বসিরুল হক সিনহা, মাসুদ জাকারিয়া"	

প্রস্তাবনা

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম	যৌক্তিকতা/কারণ
		৫. সামাজিক চুক্তির ভিত্তিতে সরকার পরিচালনা: সামাজিক চুক্তি মোতাবেক ব্যক্তি সরকারের দেওয়া সুযোগ ও নিরাপত্তার বিনিময়ে যা খুশি করার অধিকার ত্যাগ করেন। ব্যক্তি তার সেই অধিকারগুলি সরকারের কাছে সারেন্ডার করেন, যেগুলি তিনি চান না যে তার নিজের বিরুদ্ধে অন্যের দ্বারা ব্যবহৃত হোক। এই অধিকারত্যাগের দ্বারা তিনি তার বাকি অধিকারগুলি পুরোপুরি উপভোগ করতে পারেন।"		
		বর্তমান সংবিধানের প্রথম প্যারার আগে ২টি প্যারা যুক্ত করা হোক		
		আমরা, বাংলা ভাষাভাষী জাতিসহ ভিন্ন ভিন্ন নৃগোষ্ঠী, ভাষা, ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা, কৃষ্টি ও ঐতিহ্য সম্বলিত জাতিসমূহ বাংলাদেশের জনমানুষের সামাজিক একতা অটুট রেখেছি”	দেবাষীষ রায়, চাকমা রাজা	
		আমরা, আমাদের ভূখণ্ডের অখণ্ডতা রক্ষা করে দেশের ভূমি, জলাশয় ও প্রাণ বৈচিত্র্য সংরক্ষণ করে দেশের ভূ-খণ্ডের প্রতিবেশ পরিপোষণ করে একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠন করেছি।		
		দেশের আপামর জনসাধারনের সার্বিক কল্যানে মেধাবী, দক্ষ, অভিজ্ঞ ও নিবেদিত প্রাণ সরকারি, আধাসরকারি ও স্বায়িত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের চাকুরীজীবিদের অবসর গ্রহনের পর পরই জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ গ্রহনের সুযোগ দানের লক্ষ্যে সংবিধান পরিপন্থী, মৌলিক অধিকার হরনকারি ও বৈষম্যমূলক গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ ১২ (১) (চ) ধারা বাতিল করার লক্ষ্যে সক্রিয়। ভূমিকা পালনের অন্তরালে সংবিধান সংস্কার করার লক্ষ্যে নেয়া প্রস্তাবনায় অন্তর্ভুক্ত করা।	মোঃ আলী হোসেন	
		সংবিধানে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের কর্মসংস্থানকে স্বীকৃতি দিতে হবে, সুরক্ষা দিতে হবে। (এটি পরিষ্কার যে রাষ্ট্রীয় নীতি ও পরিকল্পনার ক্রমাগত ব্যার্থতার প্রেক্ষাপটেই বাংলাদেশের অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতটি দেশের প্রায় ৮৬ ভাগ মানুষের জীবিকার ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের কর্মসংস্থানকে অবহেলা করার কোনো সুযোগ নেই। বরং পাবলিক ইন্টারেস্টের নামে ঘনঘন কৃষক উচ্ছেদ, রিক্সা উচ্ছেদ, বা হকার উচ্ছেদের মতো অমানবিক সিদ্ধান্ত বন্ধ করতে এই বিশাল সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থানের স্বীকৃতি থাকতে হবে আমাদের সংবিধানে। দরিদ্র মানুষের উপার্জনের সঙ্গে জড়িত কোনো কর্মসংস্থানকেই হুটহাট করে উচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না সরকার। সংবিধানের মৌলিক অধিকারের দাবির মধ্যে অবশ্যই অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের কর্মসংস্থানের সুরক্ষার বিধান থাকতে হবে। কোনো বিশেষ অভিযোগ থাকলে 'নেগোসিয়েশন করতে হবে, প্রতিনিধিদের সঙ্গে বসতে হবে। কিন্তু উচ্ছেদ করা যাবেনা।)	মাহা মির্জা	

	প্রস্তাবনা			
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম	যৌক্তিকতা/কারণ
		১। ইসলাম বিরোধী আইন নিষিদ্ধ: সংবিধান ও আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা তথা ইসলামী শারীয়াতের উৎসসমূহকে রেফারেন্স হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী কোনো বিধান অনুমোদিত হবে না। কোন হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল ঘোষণা করা হবে না। ২। মদিনা সনদকে রেফারেন্স হিসেবে নেয়া: রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মদিনা সনদ, যা পৃথিবীর প্রথম লিখিত সংবিধান, তা সংবিধান প্রণয়নে রেফারেন্স হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনীয় ধারাসমূহ মদিনা সনদ থেকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। উল্লেখ্য, এটি একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে কিভাবে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করতে পারে তাঁর এক উজ্জ্বল দলিল। ৩। ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক, কটূক্তিমূলক ও ব্যাঙ্গাত্মক কর্মকাণ্ডের শাস্তি: যারা ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক, ব্যাঙ্গাত্মক বা কটূক্তিমূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হবে, তাদের জন্য সংবিধানে কঠোর শাস্তির উল্লেখ থাকতে হবে। রাষ্ট্রে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ও সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীকে সংবিধানের প্রতি আস্থাশীল রাখতে, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এ শাস্তির বিধান অনুযায়ী বিচার ও শাস্তি বাস্তবায়ন হওয়ার ধারা সংযুক্ত করতে হবে। ৪। সংবিধান সংস্কার কমিটিতে আলেম: সংবিধানে সংস্কারের সময় যেন কুরআন সুন্নাহ বিরোধী কিছু স্থান না পায় তা নিশ্চিত করার জন্য সংস্কার কমিটিতে শারীয়াহ বিশেষজ্ঞ আলেমের অন্তর্ভুক্তি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।	ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী	
		"বিসমিল্লাহীর রাহমানির রাহিম" ছাত্র-জনতার বিপ্লবী অভ্যুত্থানের মাধ্যমে পুনঃস্বাধীন বাংলাদেশের ঘোষণাপত্র ২০২৪ সালের ১ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত বাংলাদেশে ছাত্র ও জনতার নেতৃত্বে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। প্রথমে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বে চাকরিতে কোটা বাতিলের দাবি উঠে, যা পরে সামগ্রিক বৈষম্য দূরীকরণের দাবিতে রূপ নেয়। ফ্যাসিবাদী সরকারের নিপীড়ন ও গুলি বর্ষণের মধ্যেও জনতার সমর্থনে এই আন্দোলন বিপ্লবে রূপ নেয়। ১৬ জুলাই ২০২৪ তারিখে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবু সাঈদকে গুলি করে হত্যা করা হলে আন্দোলন দেশব্যাপী আরও তীব্র হয়। জনগণ, প্রবাসী বাংলাদেশি, সাংবাদিক, ইউটিউবার, অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা এবং কিছু রাজনৈতিক দল এই আন্দোলনকে সমর্থন জানায়। শেখ হাসিনা সরকার ফ্যাসিবাদী শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে হত্যাকাণ্ড, গুম এবং দুর্নীতির সংস্কৃতি চালিয়ে গেলেও শেষ পর্যন্ত ছাত্র-জনতার বিপ্লবী অভ্যুত্থানের মুখে শেখ হাসিনা দেশ ত্যাগ করেন। বিপ্লবের সাফল্য এই আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলাদেশ ফ্যাসিবাদ মুক্ত হয়ে পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করে। জনগণ, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্ম, তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠা করে এবং দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। ঘোষণার মূল বিষয়বস্তু ১. পুনঃস্বাধীনতার ঘোষণা ছাত্র-জনতার বিপ্লবের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি সার্বভৌম জনতান্ত্রিক রাষ্ট্র (বাংলাদেশ রিপাবলিক) হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। দেশের সাম্য, মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে। ২. অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন ৮ আগস্ট ২০২৪ তারিখে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা হবে।	অ্যাডভোকেট আব্দুর রহমান জীবল	

প্রস্তাবনা				
অনুচ্ছেদ/অংশ	**বর্তমান সংবিধান**	**সুপারিশ**	**প্রস্তাবকের নাম**	**যৌক্তিকতা/কারণ**
		রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করবেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা। রাষ্ট্রপ্রধান সব প্রশাসনিক ও আইন প্রণয়ন ক্ষমতার অধিকারী হবেন। ৩. ফ্যাসিবাদবিরোধী আইনানুগ শাসন প্রতিষ্ঠা দুর্নীতির অবসান, গণহত্যা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য দোষীদের বিচারের মুখোমুখি করা হবে। আন্তর্জাতিক চুক্তি ও রাষ্ট্রীয় অর্থব্যয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। ৪. জাতীয় শাসন ব্যবস্থা পুনর্গঠন নতুন সংবিধান প্রণয়ন করা হবে। জনগণের সমন্বয়ে একটি জনপরিষদ গঠন করা হয়েছে, যারা নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সরকারের কাঠামো পরিচালনা করবে। ৫. শহীদদের প্রতি সম্মান শহীদ আবু সাঈদের বাবা-মা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের দায়িত্ব পালন করবেন। আন্দোলনের সময় ১৫০০ জনের বেশি শহীদ এবং ২৩,০০০ জন আহত হয়েছেন; তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়েছে। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নতুন শাসন ব্যবস্থায় সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা হবে। জাতিসংঘ সনদের প্রতি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বজায় রাখা হবে। ফ্যাসিবাদমুক্ত এক নতুন বাংলাদেশের পথে জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। ৫ আগস্ট ২০২৪ থেকে পুনঃস্বাধীনতার এই ঘোষণা কার্যকর হবে। বাংলাদেশের জনগণ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে নিজেদের ভবিষ্যৎ গঠনের দায়িত্ব হাতে তুলে নিয়েছে।		
		১) জনঘনত্বকে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দিয়ে নীতি-পরিকল্পনা করা। যে কোন উন্নয়ন নীতি-পরিকল্পনাতে জনঘনত্বকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিৎ। ২) ব্যক্তির সম্পত্তি অর্জনে সীমারেখা নিয়ে পর্যালোচনা করা এবং এ সংক্রান্ত একটি বিধান সংযোজন করা বা সাংবিধানিক নির্দেশনা প্রদান করা। ৩) দেশের জনসংখ্যা কাঠামো ও উপগোষ্ঠী নির্ধারণে সঠিক একীভূত সংজ্ঞায়ন ও গুণগত-নির্ভরযোগ্য উপাত্তের ব্যবহার নিশ্চিতে অত্যাবশ্যকীয় তাগিদ ও নির্দেশনা প্রদান। উদাহরণ স্বরূপ- যুব বা যুব জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন সংজ্ঞায়নে পার্থক্য নির্মূল করা-নীতি-পরিকল্পনায় ভিন্নতা দূরীকরণ। তাছাড়া উপাত্তের রাজনীতিকরণ পরিহারে নির্দেশনা থাকা ও শাস্তির বিধান রাখা। ৪) জনসংখ্যার বিভিন্ন উপগোষ্ঠীর সুরক্ষাহীনতা দূর করা এবং তাঁদের অধিকার নিশ্চিত করা। যেমন-দেশ ও দেশের বাইরে মাইগ্রেন্ট জনগোষ্ঠীর অধিকার, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর অধিকার, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার, হিজড়া ও ট্রান্সজেন্ডার প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিশেষ দৃষ্টি প্রদান। ৫) জাতীয় সংসদ যেন কোন সুনিদিষ্ট পেশাগোষ্ঠী (যেমন- ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর প্রাধান্য) না হয় এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা থাকা। সংসদ হবে পেশাগত রাজনীতিবিদদের কেন্দ্রস্থলে পরিণত করা। তবে সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের যোগ্যতার মাপকাঠি ও তথ্য প্রদানের বিধানে নজর দেওয়া। আইন প্রনেতা হতে গেলে তাঁকে সংবিধান ও আইন-কানুন বুঝতে পারার মতো শিক্ষিত হতে হবে। ৬) সুশাসন ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নীতি-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সংবিধানের কার্যকারিতা নিয়ে ঘাটতি রয়েছে। বিদ্যমান সংবিধান দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বাস্তবে রূপায়িত হয়নি বা কার্যকারিতা যথাযথ প্রদর্শন করতে পারেনি।	অধ্যাপক মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	

	প্রস্তাবনা			
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম	যৌক্তিকতা/কারণ
		ফলে সংবিধানের বিধানসমূহে মুক্তিযুদ্ধ ও জুলাই-আগস্ট বিপ্লবের চেতনা রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বাস্তবায়নের পথ সুগম ও সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে। ৭) বর্তমান সংবিধান হলো- 'গনপ্রজাতন্ত্রী' বাংলাদেশের সংবিধান। স্বাধীন দেশের জনগন হলো-নাগরিক- 'প্রজা' না। ফলে নাগরিকের অধিকারকে বিবেচনায় নিয়ে সংবিধানের শিরোনাম থেকে 'প্রজাতন্ত্র' কথাটি বাদ। ৮) পরিবর্তিত জনমিতিক বৈচিত্র্য (জনসংখ্যার আকার ও কাঠামোর) বিবেচনায় নিয়মিত বিরতিতে (উদাহরণ স্বরূপ প্রতি ১০ কিংবা ১২ বছর- প্রতি ১০ বছর অন্তর জনশুমারীর উপাত্ত বিবেচনায়) সংবিধান আধুনিকীকরণ বা যুগোপযুগী করার লক্ষ্যে পর্যালোচনা করার জন্য কমিশন গঠন।		
		জাতীয় নির্বাচনের জন্য অপেক্ষায় না থেকে আগামী মে-জুন নাগাদ অন্তর্বর্তী কালীন সরকারকে একটি গণভোটে বা গণপরিষদ নির্বাচনে যেতে হতে পারে। তবে গণভোটের চেয়ে গণপরিষদ নির্বাচনই শ্রেয়। তার আগে সকল দলের সাথে ঐক্যমত্য লাগবে। এ গণপরিষদে ফ্যাসিস্ট এবং তাদের দোসরগণ ছাড়া সবাই অংশগ্রহন করবে। এ গণ পরিষদের কাজ হবে: ১. বর্তমান সংসদ ও সংবিধান বিলুপ্ত করা, ২. অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের গঠন ও কাজকর্ম বৈধ করা ৩. সকল সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে তার উপর নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহন ৪. নতুন সংবিধান প্রণয়ন করে তিন মাসের মধ্যে নিজেদের বিলুপ্ত করা এবং পরের সাধারণ নির্বাচনের একটি পথরেখা অনুমোদন। গণপরিষদ নির্বাচনের পূবে ভোটার তালিকা চুড়ান্ত করতে হবে এবং নতুন নির্বাচন কমিশন ডিসেম্বর ২০২৪ এর মধ্যে দায়িত্ব গ্রহন করতে পারে।	অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদ	
		গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ না জনগণতান্ত্রিক বাংলাদেশ। এদেশ কোন রাজতন্ত্র থেকে প্রজাতন্ত্র হয়নি। জনগণের গণতান্ত্রিক আকাংঙ্খা থেকে সশস্ত্র যুদ্ধ। তাই জনগণতান্ত্রিক হওয়া অধিক যুক্তিযুক্ত।	অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদ	
		সংবিধানের সার্বভৌমত্বের ধারণার স্পস্টীকরণ প্রয়োজন। শুধু বহি দেশের প্রভাব-প্রতিপত্তি রোধের বিপরীতে সার্বভৌমিকতার প্রয়োগ যথেস্ট নয়। এ সার্বভৌমত্ব জনগণ, আইন সভা ও বিচারবিভাগ তিন অংশীজনের অংশীদারীত্বে গঠিত ও বন্টিত থাকতে পারে। জনগণের সার্বভৌমিকতার বিষয়টি নির্বাচিত স্থানীয় সরকার পর্যন্ত বিস্তৃত হবে।	অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদ	
		"১. বর্তমান 'দুর্নীতি দমন কমিশন' ও প্রস্থাবিত স্থানীয় সরকার কমিশন' এ দুটি সাংবিধানিক কমিশনের মর্য্যাদা পেতে পারে। ২. সকল সাংবিধানিক কমিশনের নিয়োগ ও অভিশংসন জাতীয় সংসদের উচ্চ কক্ষের একটি কমিটির মাধ্যমে হতে পারে। যেখানে সরকারি ও বিরোধী দলের সদস্যগণ থাকতে পারেন।"	অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদ	

প্রস্তাবনা				
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম	যৌক্তিকতা/কারণ
		The preamble says to establish a socialist society. But has Bangladesh been able to become a socialist country at all? Citizens in socialist societies rely on the government for everything, including food, housing, education, and healthcare. In a socialist system, all decisions regarding production, distribution, and pricing are made by the government. 3The government or cooperative uses these factors of production to meet the basic needs of the people. None of this is seen in Bangladesh. Although the preamble of the Constitution mentions the security of economic and social rights, part two of the constitution declares it as a fundamental principle of state policy. That is not judicially enforceable according to the Article 8(2) of the constitution of Bangladesh. According to Article 15 of the constitution of Bangladesh the basic necessities of life are food, clothing, shelter, education and medical care. These are human rights also but if these are violets, we won't get any remedy or be able to go to court. We can call this a violation of human rights. Law means enforceable. The Constitution is the supreme law of the state. The Constitution again states that some laws will not be enforceable. We think it is a paradox of our constitution. The Para two of the preamble of the Constitution the fundamental principles are nationalism, socialism, democracy, and secularism. Preamble the constitution says that the state will be secular but Article 2A defines Islam as the state religion. That is inconsistent with Article 2 (A) of the constitution.	Airin Riya, MD Inzamamul Haque Zim, Nina Ahmmed Shila, Shah Ariful Islam, Tahsan Rahman Arpy	

প্রথম ভাগ: প্রজাতন্ত্র

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম
অনুচ্ছেদ ১ (প্রজাতন্ত্র)	১। বাংলাদেশ একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র, যাহা “গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ” নামে পরিচিত হইবে।	জনসাধারণতান্ত্রিক বাংলাদেশ (People’s Republic of Bangladesh)	অরূপ রাহী
		বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র, যা “গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ” হিসেবে পরিচিত হবে।	শহীদুল্লাহ ফরায়জী
অনুচ্ছেদ ২ (প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানা)	২। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানার অন্তর্ভুক্ত হইবে (ক) ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা-ঘোষণার অব্যবহিত পূর্বে যে সকল এলাকা লইয়া পূর্ব পাকিস্তান গঠিত ছিল[এবং সংবিধান (তৃতীয় সংশোধন) আইন, ১৯৭৪-এ অন্তর্ভুক্ত এলাকা বলিয়া উল্লিখিত এলাকা, কিন্তু উক্ত আইনে বহির্ভূত এলাকা বলিয়া উল্লিখিত এলাকা তদ্‌বহির্ভূত; এবং] (খ) যে সকল এলাকা পরবর্তীকালে বাংলাদেশের সীমানাভুক্ত হইতে পারে।	প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানা বলা হয়েছে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের সীমানা নিয়ে বাংলাদেশ গঠিত। এই তথ্য সংশোধন করে ১৯৭৪ সালে ভারত-বাংলাদেশ সিটমহল বিনিময়ের পরে রোহিত সীমানা নিয়ে গঠিত অঞ্চল বাংলাদেশের সীমানা বলে গণ্য হবে।	প্রফেসর ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম
অনুচ্ছেদ ২ক (রাষ্ট্রধর্ম)	৫[২ক। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করিবেন]	প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে ইসলামী শরিয়াহ অনুমোদিত সীমারেখার মধ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করিবেন	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক
		প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম হইবে; তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র যথাযথ মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করবেন।	মাহফুযুল হক
		ইসলাম রাষ্ট্রীয় ধর্ম; তবে অন্য সব ধর্ম তাদের স্ব স্ব ধর্ম পালনে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করবে।	প্রফেসর ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম
		রাষ্ট্র ধর্ম, প্রিএম্বেল-এর সঙ্গে সাংঘর্ষীক, তাই এটা ডিলিট করা যেতে পারে	জাস্টিস মতিন
		২(ক)- বিধানকে নিম্নক্ত বাক্যদ্বারা প্রতিস্থাপিত করা হোক: ‘প্রজাতন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন জাতিসত্ত্বা ও সম্প্রদায়ের ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা ও বিশ্বাস পালনে রাষ্ট্র সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করবে’	রাজা দেবাষীষ রায়, চাকমা
		প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র যথাযথ মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করিবে। পাশাপাশি ক. মুসলমানদের জীবন ইসলামী মূল্যবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে সব ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন। খ. মুসলমানদের জীবন ইসলামী নীতিমালা ও শিক্ষার আলোকে পরিচালিত করিতে, যথাযথ শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে সরকার ব্যবস্থাপনা করিবেন। গ. ধর্মীয় শিক্ষা সম্পর্কিত বিধান; কোন নাগরিককে এমন কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বাধ্যতামূলকভাবে ভর্তি করা যাইবে না যেখানে তার নিজের ধর্মের বাহিরে অন্য ধর্মের শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। ঘ. ধর্মীয় শিক্ষা মুসলিম ও অমুসলিম নাগরিকদের নিজ নিজ ধর্ম অনুনারে হইবে। ঙ. অন্তর্ভূক্তিমূলক বা অংশগ্রহণমূলক সমাজ গঠনের নামে আমাদের পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় মূলবোধের সাথে সাংঘর্ষিক হয়, এমন কোনও বৈচিত্যকে স্বাভাবিকরণ করা যাবে না ও শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না।	১. শায়খ আহমাদুল্লাহ ২. মুফতি আব্দুল্লাহ মাসুম ৩. মুফতি সাইফুল ইসলাম
		Safeguarding the principles of secularism and freedom of religion: Article 2A of the Constitution which affirms that the State shall ensure equal status and equal right in the practice of the Hindu, Buddhist, Christian and other religions, must be retained and protected. This provision must be reinforced by a clear outline of secularism as the State's principled stand and commitment to non-interference and non-preference in religious matters. The State must be held to account for upholding religious freedom in a manner that it fosters a harmonious and inclusive society where citizens of diverse beliefs can coexist peacefully.	Dr. Faustina Pereira
		রাষ্ট্র প্রত্যেক নাগরিকের নিজ নিজ ধর্ম পালন ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা নিশ্চিত করবে।	কল্লোল মোস্তফা
		প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করিবে...। এর সাথে যুক্ত করতে হবে যে, ধর্মের সাথে সাংঘর্ষিক কোন আইন পাশ করিবে না। ধর্মের সাথে সাংঘর্ষিক আইন বাতিলের ক্ষমতা থাকবে সুপ্রিম কোর্টের। ইসলামী বিষয়ে আদালত এ ব্যাপারে তিনজন বিশেষজ্ঞ ফকিহের (ইসলামী আইনবিদ) মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত দেবেন। মুসলিম জনগণের বিশ্বাস ও দাবি হলো মহানবী সা. সর্বশেষ নবী ও রাসুল, এর ঘোষণা রাষ্ট্রধর্ম ইসলামের সাথে অঙ্গীভূত। একই সাথে ধর্মপ্রবর্তকদের অপমানরোধের আইনী বীধি নিশ্চিত করতে হবে।	মুসা আল হাফিজ

	প্রথম ভাগ: প্রজাতন্ত্র		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম
		বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র, যা "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ" হিসেবে পরিচিত হবে।	শহীদুল্লাহ ফরায়জী
অনুচ্ছেদ ৩ (রাষ্ট্রভাষা)	৩। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা।	ধর্মের সাথে সাংঘর্ষিক আইন বাতিলের ক্ষমতা থাকবে সুপ্রিম কোর্টের। ইসলামী বিষয়ে আদালত এ ব্যাপারে তিনজন বিশেষজ্ঞ ফকিহের (ইসলামী আইনবিদ) মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত দেবেন। মুসলিম জনগণের বিশ্বাস ও দাবি হলো মহানবী সা. সর্বশেষ নবী ও রাসুল, এর ঘোষণা রাষ্ট্রধর্ম ইসলামের সাথে অঙ্গীভূত। একই সাথে ধর্মপ্রবর্তকদের অপমানরোধের আইনী বিধি নিশ্চিত করতে হবে।	আব্দুল্লাহ
		"প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা।" ৩ অনুচ্ছেদের শেষে সংযোজন করা-"তবে নাগরিকদের অন্যান্য ভাষার পরিপোষণ ও উন্নয়নেও রাষ্ট্র সমভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করিবেন।"	ইলিরা দেওয়ান
		৪.৭ ভাষা ভাষা বিষয়ক প্রস্তাব: ৪.৭.১. সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলন নিশ্চিত করার পাশাপাশি, যারা বাংলা ভাষা জানে না তাদের জন্য, অর্থাৎ বিদেশিদের জন্য, পদ্ধতিগতভাবে বাংলা ভাষা শেখার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। ৪.৭.২. বাংলাদেশের প্রধান ভাষা বাংলা ছাড়াও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মাতৃভাষা হিসেবে স্বীকৃত আছে আরও ৪০টির মতো ভাষা। এই ভাষাসমূহের মধ্যে ১৪টির মতো ভাষা বিপন্নপ্রায়। ভাষাবৈচিত্র্য একটি ভূখণ্ডের সম্পদস্বরূপ। বিপন্নপ্রায় এই ভাষাসমূহের সংরক্ষণ ও চর্চার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। প্রত্যেক নৃগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নসহ প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা সংশ্লিষ্ট নৃগোষ্ঠীর ভাষায় প্রদান করতে হবে। এছাড়াও, তাদের কাছে সরকারি গুরুত্বপূর্ণ নথিসমূহ বোধগম্য করার স্বার্থে তাদের নিজস্ব ভাষায় তার অনুবাদ থাকতে হবে। ৪.৭.৩. বাংলাদেশের মানুষ উচ্চশিক্ষা, কর্মসংস্থান, ব্যবসা-বাণিজ্য ও ভ্রমণের উদ্দেশ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গমন করে থাকে। সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশের ভাষা জানা থাকলে কর্মক্ষেত্রে তারা বিভিন্নভাবে তার সুফল ভোগ করবে। তাছাড়া, ভিনদেশি সমাজ, সংস্কৃতি ও জ্ঞানতত্ত্ব সম্পর্কে জানতে হলে সংশ্লিষ্ট দেশের ভাষা জানা আবশ্যক। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষা-ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করে সেখানে আরবি, ফার্সি, জার্মান, ফরাসি, রুশ, চাইনিজ, জাপানিজ ও কোরিয়ান ভাষা শিক্ষা দিতে হবে। যে-সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে নামকাওয়াস্তে ভাষা-ইনস্টিটিউট রয়েছে, সেগুলোকে কার্যকর করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছাড়াও সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের সেই প্রতিষ্ঠানসমূহে ভাষা শেখার সুযোগ থাকতে হবে। ৪.৭.৪ বাংলা-অঞ্চলের জ্ঞানকাণ্ডে সংস্কৃত, পালি, আরবি, উর্দু, ফার্সি ইত্যাদি ভাষাসমূহের প্রভাব অপরিসীম। শিল্প-সাহিত্য, দর্শন ও ইতিহাসের বহু পাণ্ডুলিপি ও দলিল সেই সকল ভাষায় রচিত। সেই সকল ভাষা ফলপ্রসূভাবে চর্চা করতে হবে। সেই সকল ভাষা থেকে গুরুত্বপূর্ণ পাঠ্যসমূহ বাংলা ভাষায় ব্যাপকভাবে অনুবাদ করতে হবে। বিভিন্ন বিদেশি ভাষা থেকে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থসমূহ রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে অনুবাদের ব্যবস্থা El amor es mío স্নাতক পাশের সনদ লাভের জন্য, সংশ্লিষ্ট অনুষদের চাহিদা সাপেক্ষে, একজন শিক্ষার্থীকে ইংরেজি ছাড়াও অপর একটি ভাষা শেখা বাধ্যতামূলক করতে হবে। ৪.৭.৫ ইংরেজি ভাষাকে বাংলাদেশের দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ঘোষণা করা দরকার। ইংরেজি ভাষা জানা থাকলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষের সঙ্গে সহজেই যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা যায়। এই যোগাযোগ উচ্চশিক্ষা, কর্মসংস্থান ও ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য সুবিধাজনক। তাছাড়া, পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার জ্ঞানকাণ্ডে কেবলমাত্র ইংরেজি ভাষার মাধ্যমেই প্রবেশ করা যায়। জ্ঞানচর্চা ও বৈশ্বিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষা একরকম অপরিহার্য। তাই মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে, শাস্ত্র হিসেবে নয়, বরং একটি ভাষা হিসেবে কার্যকর উপায়ে ইংরেজি শেখার ব্যবস্থা করতে হবে।	ড. সৈয়দ নিজার ও অন্যান্য
		বাংলা ভাষার পাশাপাশি সব জাতিগোষ্ঠীর ভাষার সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান।	কল্লোল মোস্তফা
		প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। তবে অন্য জনগোষ্ঠীর ভাষা বিকাশেও রাষ্ট্র কোনোরকম নিয়ন্ত্রণ করবে না।	শহীদুল্লাহ ফরায়জী
অনুচ্ছেদ ৪(জাতীয় সংগীত,পতাকা,প্রতীক)	৪। (১) প্রজাতন্ত্রের জাতীয় সঙ্গীত "আমার সোনার বাংলা"র প্রথম দশ চরণ। (২) প্রজাতন্ত্রের জাতীয় পতাকা হইতেছে সবুজ ক্ষেত্রের উপর স্থাপিত রক্তবর্ণের একটি ভরাট বৃত্ত। (৩) প্রজাতন্ত্রের জাতীয় প্রতীক হইতেছে উভয় পার্শ্বে ধান্যশীর্ষবেষ্টিত, পানিতে ভাসমান জাতীয় পুষ্প শাপলা, তাহার শীর্ষদেশে পাটগাছের তিনটি পরস্পরসংযুক্ত পত্র, তাহার উভয় পার্শ্বে দুইটি করিয়া তারকা। (৪) উপরি-উক্ত দফাসমূহ-সাপেক্ষে জাতীয় সঙ্গীত, পতাকা ও প্রতীক সম্পর্কিত বিধানাবলী আইনের দ্বারা নির্ধারিত হইবে।	আমার সোনার বাংলা বাদ দিয়ে নতুন ভাবে জাতীয় সংগীত রচনা করতে হবে।	প্রফেসর ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম

	প্রথম ভাগ: প্রজাতন্ত্র		
অনুচ্ছেদ/অংশ	**বর্তমান সংবিধান**	**সুপারিশ**	**প্রস্তাবকের নাম**
		"জাতীয় সঙ্গীতের পরিবর্তন করে বাংলাদেশকেন্দ্রিক জাতীয় সংগীত নির্ধারণ। জাতীয় সংগীত গাইতে কাউকে বাধ্য না করা।"	ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী
		জাতীয় সঙ্গীতের কোনো শব্দ বা স্পিরিট ইসলামী আকিদার সাথে সাংঘর্ষিক নয় এ মর্মে ইসলামী আইনবেত্তার লিখিত মতামত নিতে হবে।	
অনুচ্ছেদ ৪ক (জাতির পিতার প্রতিকৃতি)	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পীকার ও প্রধান বিচারপতির কার্যালয় এবং সকল সরকারী ও আধা-সরকারী অফিস, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষের প্রধান ও শাখা কার্যালয়, সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাস ও মিশনসমূহে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করিতে হইবে	"৪ (ক) অনুচ্ছেদটি বিলুপ্তিক্রমে নিম্নরূপ বাক্যাবলী দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে: বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সা.)-কে অবমাননার উদ্দেশ্যে ব্যক্তি,গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, প্রতিষ্ঠান, প্রচার মাধ্যম কর্তৃক লেখনি, চিত্র বা অভিব্যক্তির মাধ্যমে কোনো কার্য (কমিশন/অমিশন) করা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় হবে।"	অ্যাডভোকেট আব্দুর রহমান
		জাতির পিতার অস্তিত্ব বিলোপ করতে হবে। কারো মুর্তিই প্রদর্শন করা যাবে না।	প্রফেসর ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম
		'জাতির পিতা' ধারনা ও আইন বাদ দেয়া।	অরূপ রাহী
		এ অনুচ্ছেদটি সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হোক	"১. ইলিরা দেওয়ান ২. শায়খ আহমাদুল্লাহ ও মুফতি আব্দুল্লাহ মাসুম ৩. মুফতি সাইফুল ইসলাম ৪. জাস্টিস মতিন ৫. এস এইচ চৌধুরী"
		জাতির পিতা অর্থে ব্যক্তির ছবির বদলে জাতীয় স্মৃতিসৌধ এবং শহীদ মিনারের প্রতিকৃতি রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পীকার ও প্রধান বিচারপতির কার্যালয় এবং সকল সরকারী ও আধা-সরকারী অফিস, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষের প্রধান ও শাখা কার্যালয়, সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাস ও মিশনসমূহে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করতে হবে।	মুসা আল হাফিজ
		আইন দ্বারা নির্ধারিত প্রতিষ্ঠাতা অভিভাবক (Founding Fathers) ফাউন্ডিং ফাদার্সদের প্রতিকৃতি- রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার ও প্রধান বিচারপতির কার্যালয় এবং সকল সরকারি ও আধা-সরকারি অফিস, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের প্রধান ও শাখা কার্যালয়, সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাসসমূহে সংরক্ষিত হবে।	শহীদুল্লাহ ফরায়জী
অনুচ্ছেদ ৬ (নাগরিকত্ব)	"[৬। (১) বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে। (২) বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসাবে বাঙালী এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন।]"	শাসিত প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের প্রধান ও শাখা কার্যালয়, সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাসসমূহে সংরক্ষিত হবে।	ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী
		বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন।	অরূপ রাহী
		বাংলাদেশের সকল জনগণ তো জাতি হিসেবে বাঙালি নয়। ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠিরা জাতি হিসেবে তাদের স্বতন্ত্র পরিচয় ডিজার্ব করে। সংবিধানে তাঁদের স্বতন্ত্র পরিচয় স্বিকৃতি পাক।	এস এইচ চৌধুরী
		৬(১)(২) অনুচ্ছেদকে একত্রে মার্চ করে নিম্নোক্তভাবে পরিমার্জন করা, "বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্বাচিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন ।	ইলিরা দেওয়ান
		(১) বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে। (২) বাংলাদেশের বাঙালি জনগোষ্ঠী জাতি হিসেবে বাঙালি, কিন্তু অন্যান্য জাতিসত্তার নাগরিকগণও স্ব-স্ব জাতীয় পরিচয়ে পরিচিত হতে পারবে কিন্তু নাগরিক হিসেবে সকলেই বাংলাদেশী।	শহীদুল্লাহ ফরায়জী

	প্রথম ভাগ: প্রজাতন্ত্র		
অনুচ্ছেদ/অংশ	**বর্তমান সংবিধান**	**সুপারিশ**	**প্রস্তাবকের নাম**
অনুচ্ছেদ ৭ (সংবিধানের প্রাধান্য)	"(১) প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ; এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে। (২) জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসমঞ্জস হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে।"	প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ- এটি বাদ দিয়ে সকল ক্ষমতার মালিক সৃষ্টিকর্তা মহাল আল্লাহ, এটি উল্লেখ করতে হবে।	প্রফেসর ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম
		সকল ক্ষমতার উৎস আল্লাহ তায়ালা। প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক [আল্লাহ তায়ালার প্রতিনিধি] জনগণ যা রাষ্ট্র ধর্ম ইসলামের অনুগত হইবে; এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে।	"১. শায়খ আহমাদুল্লাহ ও মুফতি আব্দুল্লাহ মাসুম, ২. মুফতি সাখাওয়াত হোসেন রাজী"
		৭ (১) ইসলামী শরীয়ার বিধান মতে সকল ক্ষমতার একমাত্র মালিক আল্লাহ। ৭ (২) জনগণের প্রতিনিধি দ্বারা জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে। ৭ (৩) জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তি রূপে এই সংবিধান (কোরআনের সাথে সাংঘর্ষিক না হওয়া সাপেক্ষে) প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোনো আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসামাঞ্জস্য হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামাঞ্জস্য পূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে।	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক
		"সকল ক্ষমতার মালিক জনগণকে স্বীকার করা হলেও ক্ষমতার প্রয়োগের মালিকানা সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান সমূহের হাতে দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের চতুর্থভাগ থেকে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে জনগণের ক্ষমতাকে কারা কীভাবে কতটুকু প্রয়োগ করবেন। বস্তুত সংবিধান বলছে ক্ষমতা জনগণের, কিন্তু তার প্রয়োগের মালিক মুখতার নির্বাহী বিভাগের ওসিলায় প্রধানমন্ত্রী। ক্ষমতার সেই প্রয়োগ দিন শেষে জনগণের ক্ষমতাকে সমর্থন করে না। পাঁচ বছর পরে একবার ভোট দিয়ে দেবার নাম জনগণের সকল ক্ষমতার মালিকানা নয়। বস্তুত এটা একটা কথার কথায় পরিণত হয়েছে, প্রয়োগের অর্থে যা সোনার পাথর বাটির অর্থ গ্রহণ করেছে। প্রকৃতপক্ষে ধর্মে বিশ্বাসী জনগণ বিশ্বাস করে না যে, জনগণ সকল ক্ষমতার সার্বভৌম মালিক।"	মুসা আল হাফিজ
		সকল ক্ষমতার মালিক না বলে আমরা বলতে পারি, জনগণ প্রজাতন্ত্রের কর্তাসত্তা এবং প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতা প্রয়োগের বৈধতা/ ন্যায্যতা দানকারী হল জনগণ। ক্ষমতা প্রয়োগের বৈধতা দানকারী হিসেবে জনগণকে স্পষ্টতা দিতে হবে। এতে রাজনীতিবিদ এবং সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা এটি মনে রাখতে বাধ্য থাকবে যে, জনগণের বিরুদ্ধে কাজ করলে তা আইনের নামে আপাতত ন্যায্যতা পেলেও যদি সেটা জনগণের ক্ষতি করে, তাহলে তা অবৈধ হয়ে যাবে ভবিষ্যতে। তাই তারা ফ্যাসিবাদী হওয়া থেকে বিরত থাকবে।	
		সকল ক্ষমতার উৎস আল্লাহ তায়ালা। প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক [আল্লাহ তায়ালার প্রতিনিধি] জনগণ যা রাষ্ট্র ধর্ম ইসলামের অনুগত হইবে; এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে।	মুফতি সাইফুল ইসলাম
		"সকল ক্ষমতার উৎস আল্লাহ তায়ালা। প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক [আল্লাহ তায়ালার প্রতিনিধি রূপে] জনগণ; এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কতৃর্ত্বে কার্যকর হবে। তবে ইসলাম অমান্য করে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ এই সংবিধানের অধীন ও কতৃর্ত্বে কার্যকর কর যাবে না।	মাহফূযুল হক

প্রথম ভাগ: প্রজাতন্ত্র

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম
অনুচ্ছেদ ৭ক এবং খ	৭ক। (১) কোন ব্যক্তি শক্তি প্রদর্শন বা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বা অন্য কোন অসাংবিধানিক পন্থায় - (ক) এই সংবিধান বা ইহার কোন অনুচ্ছেদ রদ, রহিত বা বাতিল বা স্থগিত করিলে কিংবা উহা করিবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ বা ষড়যন্ত্র করিলে; কিংবা (খ) এই সংবিধান বা ইহার কোন বিধানের প্রতি নাগরিকের আস্থা, বিশ্বাস বা প্রত্যয় পরাহত করিলে কিংবা উহা করিবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ বা ষড়যন্ত্র করিলে-তাহার এই কার্য রাষ্ট্রদ্রোহিতা হইবে এবং ঐ ব্যক্তি রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে দোষী হইবে। (২) কোন ব্যক্তি (১) দফায় বর্ণিত- (ক) কোন কার্য করিতে সহযোগিতা বা উস্কানি প্রদান করিলে; কিংবা (খ) কার্য অনুমোদন, মার্জনা, সমর্থন বা অনুসমর্থন করিলে তাহার এইরূপ কার্যও একই অপরাধ হইবে। (৩) এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত অপরাধে দোষী ব্যক্তি প্রচলিত আইনে অন্যান্য অপরাধের জন্য নির্ধারিত দণ্ডের মধ্যে সর্বোচ্চ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে। ৭খ। সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সংবিধানের প্রস্তাবনা, প্রথম ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, দ্বিতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, নবম- ক ভাগে বর্ণিত অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলী সাপেক্ষে তৃতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ এবং একাদশ ভাগের ১৫০ অনুচ্ছেদসহ সংবিধানের অন্যান্য মৌলিক কাঠামো সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমুহের বিধানাবলী সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন, রহিতকরণ কিংবা অন্য কোন পন্থায় সংশোধনের অযোগ্য হইবে।	৭ক ও ৭খ সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হোক	"১. ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী ২. ইলিরা দেওয়ান ৩. ব্যারিস্টার নাজির আহমদ ৪. সাংবাদিক অলিউল্লাহ নোমান ৫. ব্যারিস্টার ইকবাল হোসেন ৬. ব্যারিস্টার আলিমুল হক লিটন ৭. নাসরুল্লাহ খাঁন জুনায়েদ ৮.এস এইচ চৌধুরী"
		৭ (খ) অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত করতে হবে	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক
		Removing the “Eternal Clause” to Ensure Constitutional Flexibility The so-called “eternal clause” in Article 7B of the Constitution creates rigidity that hinders the Constitution’s ability to evolve with the needs of a changing society. Removing this clause would enable lawmakers to adapt the constitution to meet the requirements of future generations while respecting the country’s fundamental values.	K Shamsuddin Mahmood
৭ক		(ক) কোনো ব্যক্তি রাষ্ট্র পরিচালণার মূলনীতি 'গণতন্ত্র'কে প্রতারনার মাধ্যমে সমগ্র জনগণের ভোটাধিকার এবং অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে আইনগত ও নৈতিকভাবে সংবিধানের মর্মবস্তুকে উপেক্ষা করে সংবিধানের প্রতি জনগণের আস্থা, বিশ্বাস এবং প্রত্যয় বিনষ্ট করলে আইনের আওতায় আনা হবে। (খ) নির্বাচনকে প্রতারণা বা অপকৌশল করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার মাধ্যমে জনগণের সার্বভৌমত্বকে ক্ষুন্ন বা বাতিল করলে জনগণের অভ্যুত্থান, বিদ্রোহ বা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা থাকবে। যা জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা হিসাবে বিবেচনা করা হবে।	শহীদুল্লাহ ফরায়জী
৭খ		১৪২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংবিধান সংশোধন হবে। মৌলিক রূপান্তরে গণভোটের ব্যবস্থা থাকবে। তবে- ১) জনগণ সকল সার্বভৌমত্বের মালিক। ২) সংবিধানের প্রাধান্য। ৩) গণতন্ত্র। ৪) প্রজাতান্ত্রিক সরকার।	

	প্রথম ভাগ: প্রজাতন্ত্র		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম
অন্যান্য প্রস্তাব		Incorporating a Referendum Requirement for Critical Amendments. Specific provisions in the constitution—particularly those that define the state's nature or uphold fundamental principles—should not be amended without the people's consent through a referendum. This measure would prevent drastic changes to the constitution without broad public support. For instance, if a referendum requirement had been in place, removing the caretaker government system could have been decided with citizens' direct input, preventing unilateral action on issues of national importance. Such a requirement would safeguard the integrity of the constitution, ensuring that fundamental changes genuinely reflect the people's will.	K Shamsuddin Mahmood

দ্বিতীয় ভাগ: রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম
অনুচ্ছেদ ৮ (মূলনীতিসমূহ)	৮। (১) জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা- এই নীতিসমূহ এবং তৎসহ এই নীতিসমূহ হইতে উদ্ভূত এই ভাগে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলিয়া পরিগণিত হইবে। (২) এই ভাগে বর্ণিত নীতিসমূহ বাংলাদেশ-পরিচালনার মূলসূত্র হইবে, আইন-প্রণয়নকালে রাষ্ট্র তাহা প্রয়োগ করিবেন, এই সংবিধান ও বাংলাদেশের অন্যান্য আইনের ব্যাখ্যাদানের ক্ষেত্রে তাহা নির্দেশক হইবে এবং তাহা রাষ্ট্র ও নাগরিকদের কার্যের ভিত্তি হইবে, তবে এই সকল নীতি আদালতের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য হইবে না।	আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস হবে সব কাজের ভিত্তি। মূলনীতি থেকে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা বাদ দিতে হবে।	১. মুফতি সাখাওয়াত হোসেন রাজী, ২. প্রফেসর ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম
		৮ অনুচ্ছেদটি নিম্নরূপে প্রতিস্থাপিত হবে: (১) ন্যায় বিচারের মৌলিক নীতিমালা, সম্পদের ন্যায়বিত্তিক বণ্টন জনগণের অভিপ্রায়ের প্রকাশ হিসাবে গণতন্ত্র এবং তৎসহ এই নীতিসমূহ হইতে উদ্ভূত এই ভাগে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলিয়া পরিগণিত হইবে। (২) এই ভাগে বর্ণিত নীতিসমূহ বাংলাদেশ পরিচালনার মূলসূত্র হইবে, আইন -প্রণয়নকালে রাষ্ট্র তাহা প্রয়োগ করিবেন, এই সংবিধান ও বাংলাদেশের অন্যান্য আইনের ব্যাখাদানের ক্ষেত্রে তাহা নির্দেশক হইবে এবং তাহা রাষ্ট্র ও নাগরিকদের কার্যের ভিত্তি হইবে এবং এই সকল নীতি আদালতের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য হইবে।	মুফতি সাইফুল ইসলাম মাহফুযুল হক
		গণতন্ত্র, সাম্য, ন্যায়, ইনসাফ ও মানবিক মর্যাদা (human dignity)-র ভিত্তিতে যাতে সমাজ-রাষ্ট্র পরিচালিত হয়।	অরূপ রাহী
		বাতিল ও পঞ্চম সংশোধনী পুনর্বহাল। এক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবর্তে 'আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা, বিশ্বাস ও আনুগত্য' - প্রতিস্থাপিত হওয়া উচিৎ।	ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী
		রাষ্ট্র রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি এবং অন্যান্য নীতিসমূহকে আদালতের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য হিসেবে গণ্য করতে হবে।	শাহিদুল চৌধুরী
		সংবিধানের ৮ অনুচ্ছেদে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে ঘোষনা করা হয়েছে। কিন্তু এগুলোকে বলবৎ করতে আদালতে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না। সংবিধান হচ্ছে অপারেটিভ ডকুমেন্ট, এতে মতবাদ বা মতাদর্শ রাখা ঠিক না। মতবাদ বা মতাদর্শ সংবিধানে থাকলে সংবিধান নিয়ে টেনশন, বাগাড়ম্বর ও ঘনঘন পরিবর্তনের টেন্ডেন্সি কোনোভাবেই বন্ধ করা যাবে না।	১. ব্যারিস্টার নাজির আহমদ ২. সাংবাদিক অলিউল্লাহ নোমান ৩. ব্যারিস্টার ইকবাল হোসেন ব্যারিস্টার আলিমুল হক লিটন ৪. নাসরুল্লাহ খাঁন জুনায়েদ
		১.এ অংশে সংবিধানের কাঠামোগত পরিবর্তন প্রয়োজন। যেমন চার মূল নীতি ও সমাজতন্ত্রকে সামনে রেখে যে অনুচ্ছেদগুলো যুক্ত আছে সেখানে সামাজিক ন্যায় বিচার ও সাম্যকে প্রধান্য দিতে হবে। ২. মূলনীতি অংশে শাসন, আইন ও বিচার সর্বক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণ নীতি'র আলোকে সাংগঠনিক, কার্যক্রমগত ও আর্থিক ব্যবস্থা গৃহীত হবার নিদেশনা থাকতে হবে। ৩. কোন নির্বাচিত স্থানীয় সরকারকে আমলতন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করবে না। নির্বাচিত স্থানীয় সরকারগুলো স্ব- শাসিত হতে হবে। ৪. নির্বাহী বিভাগ ও বিচার বিভাগের পৃথকীকরণের মত আইন বিভাগকেও আইন বিভাগের বাইরে নির্বাহীর নানা বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার নীতি থাকতে হবে। আইনবিভাগের সদস্যগণ সরকার ও সরকারি দপ্তর কে জবাবদিহি করানোর জন্য যা করার তা করবে কিন্তু দৈনন্দিন প্রশাসন ও উন্নয়নের অর্থ ব্যয়- বণ্টনের সাথে সংযুক্ত হওয়া কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট রূপে গণ্য হবে।	অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদ

দ্বিতীয় ভাগ: রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম
		(ক) বাঙালি জাতীয়তাবাদের যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, তা অবাংলাভাষী ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সমূহের পরিচিতি ও অন্তর্ভুক্তিকে উপেক্ষা করে। সংবিধানে বাঙালি জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ অবাঙালি জনগোষ্ঠীকে স্বস্তি দেবে। ৬ অনুচ্ছেদে জাতি হিসেবে 'বাঙালি' এর বদলে সব নাগরিক 'বাংলাদেশি' হবে, এমন বিধান করা উচিত। বাংলাদেশী হিসেবে বিহারীসহ যে সব অবাঙালি জনগোষ্ঠী এখানকার ন্যায্য বাসিন্দা, তাদের উল্লেখ করতে হবে। (খ) ১৯৭৮ সালে জিয়াউর রহমানের সরকার সংবিধান থেকে জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্রকে খারিজ করেছিলেন। পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে একে পুনরায় ফিরিয়ে আনে হাসিনা সরকার; ২০১১ সালে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সমাজ বা অর্থনীতি আসলে কী প্রাসঙ্গিকতা বহন করে? যেখানে রাষ্ট্রের সর্বত্র মুক্তবাজার অর্থনীতির চর্চা হচ্ছে, সেখানে রাষ্ট্রের মূলনীতি অংশে সংবিধানে বলা হচ্ছে- সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে। (অনুচ্ছেদ-১০)। এখানে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বদলে ইনসাফ ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় নিশ্চিত করতে হবে। বস্তুত নাগরিক মধ্যবিত্তের একটি অংশের সমাজতান্ত্রিক লিপ্ততার স্মৃতিতর্পন ছাড়া আর কোন মূল্যে সংবিধানে সমাজতন্ত্রকে মূলনীতির মহিমা দেওয়া হচ্ছে, তা অবোধগম্য। একে বাদ দেওয়া দরকার। কারণ এটি একটি ব্যর্থ মতবাদ হিসেবে প্রমাণিত। (গ) ধর্মনিরেপেক্ষতা এদেশে ইসলামোফোবিয়া হয়ে হাজির হয়েছে বৃহত্তর অর্থে। ধর্মীয় ভাবাবেগ ও চর্চার বিরুদ্ধে যা অনবরত স্বৈরাচার জারি রেখেছে। রক্তচক্ষু প্রদর্শন করেছে এবং ইসলামী অনুশীলনকে মার্জিনালাইজ করেছে এবং নানা ক্ষেত্রে অপরাধিকরণ করেছে। ফলে ধর্মনিরপেক্ষতার এই স্বৈরাচারী ব্যবহার জনগণের অন্যান্য সাংবিধানিক অধিকারকে ক্ষুন্ন করেছে। বস্তুত ধর্মনিরপেক্ষতা প্রকৃত অর্থে ধর্মীয় কারণে নাগরিকদের প্রতি কোনো ধরণের বৈষম্যহীনতাকে নির্দেশ করে। সেটাই মুখ্য এবং এর কল্যাণী ব্যবহার নিশ্চিত করবার জন্য ধর্মনিরপেক্ষতার বদলে উপযুক্ত শব্দ ব্যবহারের প্রস্তাব করছি। যেমন, ধর্মীয় কারণে বৈষম্যলোপ। যেখানে সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মীয় নিপীড়ন ও ধর্মের অপব্যবহারের পথরুদ্ধ করা হবে।	মুসা আল হাফিজ
		১. গণতন্ত্র ২. সাম্য ৩. মানবিক মর্যাদা ৪. সামাজিক ন্যায়বিচার ৫. নাগরিক অধিকার	সারোয়ার তুষার
		রাষ্ট্রের অন্যতম মূলনীতি হবে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা, বিশ্বাস ও পরিপূর্ণ আনুগত্য।এর সঙ্গে সাংঘর্ষিক যে কোনো বিষয়ে সমর্থন বা অবস্থান গ্রহণ করা যাবে না।এটি পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের সংবিধানে রয়েছে। [যেমনঃ মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, সউদী আরব, কাতার, বাহরাইন, কুয়েত, ওমান, মিশর ইত্যাদি)। তাছাড়া এটি পঞ্চদশ সংশোধনীর পূর্বে আমাদের সংবিধানে উপস্থিত ছিল।	ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী
		মানবিক মর্যাদা নিজ থেকে প্রতিষ্ঠিত হয় না। তার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন হয় সাম্যাবস্থা ও সামাজিক ন্যায়ের। আমরা মনে করি, যা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে ন্যায্য-গণতন্ত্র, জাতি নিরপেক্ষতা, লিঙ্গ নিরপেক্ষতা, ধর্ম নিরপেক্ষতা, শ্রেণি ও গোষ্ঠী নিরপেক্ষতার মধ্যদিয়ে। আমাদের দৃষ্টিতে, এই পাঁচ নীতি একাধারে মূল অধিনীতি মানবায়নেরই বর্ধিত ও অধীনস্ত রূপ।	ড. সৈয়দ নিজার
		বিদ্যমান চার মূলনীতি অবিকল রাখা হোক	এম আর চৌধুরী

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম
		"(১) ক) জাতীয়তাবাদ: বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠন, বিনির্মাণ ও বিকাশের অপরিহার্য শর্ত এবং রাজনীতির অন্যতম নির্ণায়ক উপাদান জাতীয়তাবাদ। সাম্রাজ্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ এবং আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদ হবে মূল প্রেরণা। জাতীয়তাবাদ স্বাধীনতার পূর্বে এবং পরেও ক্রিয়াশীল। জাতীয়তাবাদকে আরো বিকশিত করে বিশ্বের অন্যান্য জাতিসত্তার সমকক্ষ এবং জাতিত্বকে আরো উন্নত করতে হবে। ঐক্য-সংহতি এবং আত্মরক্ষার ভিত্তি হবে জাতীয়তাবাদ। খ) রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিসত্তার আত্ম পরিচয়ের প্রশ্নেও রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রীয়ব্যবস্থা কোনো বৈষম্য প্রদর্শন করবে না। গ) ঔপনিবেশিকতার বিলোপসাধন করে সাম্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের প্রতিটি জাতিসত্তার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করাকে রাষ্ট্র অগ্রাধিকার প্রদান করবে। ২) বৈষম্যহীন সমাজ: আর্থ-সামাজিক, অসাম্য ও নিপীড়নমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা অতিক্রম করে- সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিকসুবিচার নিশ্চিত করার জন্য সামাজিকবিপ্লবকে ত্বরান্বিত করাই হবে প্রজাতন্ত্রের মূল লক্ষ্য। মানুষের উপর মানুষের শোষণ হতে মুক্তি লাভ করার জন্য সামাজিকবিপ্লবের দ্বারা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বৈষম্য নিরসনের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিকব্যবস্থা রূপান্তর করাই হবে চূড়ান্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। রাষ্ট্র এমন কোনো আইন প্রণয়ন করতে পারবে না, যা উপরোক্ত ত্রয়ী আদর্শকে খর্ব বা ক্ষুন্ন করতে পারে। ৩) অংশীদারিত্বের গণতন্ত্র: রাষ্ট্র পরিচালনার মূলভিত্তি হবে সমাজের সকল অংশের মানুষের অংশগ্রহণ ভিত্তিক অংশীদারিত্বের গণতন্ত্র। গণতন্ত্রকে ক্রমাগত সম্প্রসারিত করতে হবে এবং সর্বক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারণের স্তরে জনগণের সকল অংশের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। ৪) ধর্মীয় স্বাধীনতা বা সম্প্রীতি: রাষ্ট্র সকল ধর্মের স্বাধীনতা নিশ্চিত করবে। কারো কোনো ধর্মীয় অনুশাসনে রাষ্ট্র কোনোরূপ বিঘ্ন সৃষ্টি করবে না। সকল ধর্ম-বর্ণের সম্প্রীতি স্থাপন হবে সকল নাগরিকের নৈতিক কর্তব্য। ৮(২) এই ভাগে বর্ণিত নীতিসমূহ বাংলাদেশ পরিচালনার দিকনির্দেশনা। আইন প্রণয়নকালে রাষ্ট্র এই নির্দেশনাগুলো প্রয়োগ করবে। এই সংবিধান ও বাংলাদেশের অন্যান্য আইনের ব্যাখ্যা প্রদানে তা, নির্দেশক হবে এবং রাষ্ট্র ও নাগরিকের কার্যের ভিত্তি হবে।	শহীদুল্লাহ ফরায়জী
অনুচ্ছেদ ৯ (জাতীয়তাবাদ)	[৯। ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাঙালী জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করিয়া জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করিয়াছেন, সেই বাঙালী জাতির ঐক্য ও সংহতি হইবে বাঙালী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।]	"জাতিগত ও সাংস্কৃতিক পরিচয় স্বীকৃতি দেয়া মানুষ হিসেবে আমাদের পরিচয় বহুমাত্রিক | ব্যক্তিগত পর্যায়, সামাজিক ভাবে এবং রাষ্ট্রীয় মঞ্চে | তবে জন্মগতভাবে অপরিবর্তনশীল সে পরিচয় আমাদের অস্তিত্বে শাশ্বত-তা জাতিগত ও সাংস্কৃতিক পরিচয় | একজন মানুষ যেকোনো জাতির গণ্ডির মধ্যেই জন্মলাভ করে| নাগরিকত্ব, পারিবারিক সম্পর্ক এমনকি ধর্মীয় পরিচয়ও এই আধুনিক যুগে পালটে ফেলা অসম্ভব কিছু নয়। একমাত্র অপরিবর্তনশীল মানুষের জাতিগত পরিচয়| একজন বাঙালি-ঘরের সন্তান প্যারিসের অত্যাধুনিক বাড়িতে জন্ম নিয়ে সারাজীবন বসবাস করলেও সে বাঙালি জাতির গণ্ডিতেই থাকবে| ফ্রান্সের ককেশীয় কিংবা কালো মানুষের পাশাপাশি ফরাসি নাগরিক বিবেচিত হলেও এর ব্যত্যয় ঘটবে না| একই বিন্যাস দেখি -বাঙালি আমেরিকান/বাংলাদেশি আমেরিকান পরিচয়ে। আমাদের জাতিগত পরিচয়ের স্বীকৃতি তাই সন্দেহাতীতভাবে সংবিধানে স্বীকৃত হতে হবে| 'বাঙালী-জাতীয়তাবাদ ' এর বর্তমান গুরুত্ব যেন বজায় থাকে সংশোধিত সংবিধানে। এর পাশাপাশি যুক্ত করতে হবে, পার্বত্য চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ এবং দেশের অন্যান্য অঞ্চলে বসবাসরত আদিবাসী এবং ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বাদের নাম | তাদের অনন্য অস্তিত্বের স্বীকৃতি শুরু হতে হবে সংবিধান থেকেই| একই যুক্তিতে ভাষা এবং ধর্ম বিষয়ক স্বীকৃতি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। বাংলা ভাষার পাশাপাশি বাংলাদেশের অন্যান্য প্রচলিত ভাষা অন্তর্ভুক্তি করা এবং ইসলাম সহ বাংলাদেশ বিদ্যমান সকল ধর্মের উল্লেখ করা হতে পারে আধুনিক সংযোজন | বৈষম্য বিরোধী মানসিকতার প্রতিফলন দাবী করছি জাতিগত, ধর্মীয় এবং ভাষাগত পরিচয়ে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অধিকারের স্বীকৃতির মাধ্যমে |"	জাকিয়া আফরিন
		৯ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখিত বাঙালি শব্দের স্থলে বাংলাদেশি শব্দ প্রতিস্থাপিত হবে। অন্য সকল বর্ণনা অপরিবর্তিত থাকবে।	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক
		প্রতিস্থাপন করা হোক, ‘‘ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতিগতভাবে বিচিত্র, তবে রাজনৈতিকভাবে একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাংলাদেশী জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করেছেন, এই বাংলাদেশী জাতীর ঐক্য ও সংহতি হবে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি’	রাজা দেবাষীষ রায়, চাকমা
		এ অনুচ্ছেদের ‘ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একক সত্ত্বাবিশিষ্ট বাঙালি জাতি’ ও ‘বাঙালী জাতির’ শব্দগুচ্ছের পরিবর্তে দেশের সব জাতিগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতির নাগরিকগণের ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করিয়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করিয়াছেন, সেই নাগরিকগণের ঐক্য ও সংহতি হইবে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।	ইলিরা দেওয়ান

	দ্বিতীয় ভাগ: রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি		
অনুচ্ছেদ/অংশ	**বর্তমান সংবিধান**	**সুপারিশ**	**প্রস্তাবকের নাম**
		বাঙালি জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ।	প্রফেসর ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম
		বাংলাদেশে বসবাসকারী ও নাগরিকগণ জাতীয়তায় বাংলাদেশী বলে পরিচিত হবেন।	ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী
		জাতীয়তাবাদ মতবাদ প্রয়োজন নেই	আব্দুল্লাহ
		নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্ব এবং জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার বিধান করতে হবে।	অ্যাডভোকেট আব্দুর রহমান জীবল
		বাংলাদেশের সকল জাতিগত জনগোষ্ঠীকে স্বীকৃতি দেওয়া। জাতীয় পরিচয়ে শুধু "বাঙালি" পরিচয়ের পরিবর্তে সব জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা।	কল্লোল মোস্তফা
অনুচ্ছেদ ১০ (সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্তি)	১০।মানুষের উপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজলাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে।	"সমাজতান্ত্রিক" শব্দটি "ন্যায়বিচারভিত্তিক" শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপন।	ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী
		মানুষের উপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত ন্যায়ানুগ সমাজলাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে।	শায়খ আহমাদুল্লাহ ও মুফতি আব্দুল্লাহ মাসুম
		সুদমুক্ত ইসলামী অর্থনীতি হবে শোষনমুক্তির ভিত্তি	প্রফেসর ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম
		মানুষের উপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজলাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে শোষণবিহীন অংশীদারিত্বমূলক সুষ্ঠু অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে।	মাহফুজুল হক
		মানুষের উপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজলাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে শোষণবিহীন অংশীদারিত্বমূলক সুষ্ঠু অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে।	শায়খ আহমাদুল্লাহ ও মুফতি আব্দুল্লাহ মাসুম
		সমাজতন্ত্রকে রাষ্ট্রপরিচালনার অন্যতম মূলনীতি হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে।	এম আর চৌধুরী
		"মানুষের উপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজলাভ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে "শোষণবিহীন অংশীদারিত্বমূলক সুষ্ঠু অর্থনৈতিক ব্যবস্থা" প্রতিষ্ঠা করা হইবে।	"মুফতি সাইফুল ইসলাম মাহফুজুল হক"
অনুচ্ছেদ ১১ (গণতন্ত্র ও মানবাধিকার)	১১। প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হইবে ১২[* * *] ১৩[এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে]।	জনগণের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত মৌলিক মানবাধিকার ও নাগরিক অধিকার রক্ষায় বিল অব রাইটস রাখা।	ড. আহমেদ আনিসুর রহমান
		রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদ, জাতিসংঘ ঘোষিত মানবাধিকার বিষয়ে সিদ্ধান্ত এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত প্রথা ও রীতিনীতি বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকবে।	শাহিদুল চৌধুরী
		Honouring the Social Contract - The Preamble and Article 11 of the Constitution of Bangladesh, adopted in 1972, captures the main spirit of a Social Contract, that is, it sets out the agreement between the State and its citizens to uphold fundamental human rights, freedoms, and the intrinsic dignity of every individual. Any reform to the 1972 Constitution must be carried out within a Social Contract framework which binds the relationship between citizens and the State in mutual respect and accountability. This bond is not merely a legal requirement but a moral and ethical commitment that every citizen will be treated as an equal shareholder in determining the direction and pathway undertaken by the State.	Dr. Faustina Pereira
		"প্রজাতন্ত্র হবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকবে। রাষ্ট্র পরিচালনার মূলভিত্তি গণতন্ত্র। সকল মানুষের সমান অধিকারের প্রজাতন্ত্র। গণতন্ত্র ও মানবাধিকার অবিচ্ছেদ্য। রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবেও বাংলাদেশ হবে গণতান্ত্রিকপ্রজাতন্ত্র। সীমিত গণতন্ত্রকে ক্রমাগতভাবে অংশীদারিত্বের গণতন্ত্রে রূপান্তর করা, যেখানে সমাজের সকল অংশের-মানুষের মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকবে। ক) প্রশাসনের সকল পর্যায়ে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে রাষ্ট্রের সকল স্তরে সর্বস্তরের জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।	শহীদুল্লাহ ফরায়জী

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম
অনুচ্ছেদ ১২ (ধর্ম নিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা)	"ধর্ম নিরপেক্ষতা নীতি বাস্তবায়নের জন্য (ক) সর্ব প্রকার সাম্প্রদায়িকতা, (খ) রাষ্ট্র কর্তৃক কোন ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান, (গ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মীয় অপব্যবহার, (ঘ) কোন বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তাহার উপর নিপীড়ন বিলোপ করা হইবে।"	রাষ্ট্র পরিচালনা বিষয়ক সকল ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে হবে এবং সকল ধর্ম পালনকে সামাজিকভাবে গ্রহন যোগ্য করে তলার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।	জাকিয়া আফরিন
		এ ধারাটি অপরিবর্তিতভাবে অব্যহত রাখা হোক	রাজা দেবাশীষ রায়, চাকমা
		"রাষ্ট্র নাগরিকদের নিজ নিজ ধর্ম পালনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করবে। যেকোন বিশুদ্ধ ও প্রমাণিত ধর্মীয় আচারকে যে কোনরূপে কটাক্ষ করা, অথবা পালনকারী ব্যক্তিকে হেনস্থা করা বা অপবাদ দেয়া নিষিদ্ধ। আন্তঃধর্মীয় সুন্দর সহাবস্থান ও পারস্পরিক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী যেকোন প্রচেষ্টাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিহত করতে হবে। বিভিন্ন ধর্মের মানুষগণ একই দেশের নাগরিক হিসেবে পরস্পর সহযোগিতার মনোভাব বজায় রাখবে ও দেশের হেফাজতে একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করবে।"	ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী
		এই ধারাটি বাতিল করতে হবে	"১. শায়খ আহমাদুল্লাহ ও মুফতি আব্দুল্লাহ মাসুম, ২. মুফতি সাখাওয়াত হোসেন রাজী ৩.ড. শাফি আ. খালেদ"
		নেতিবাচক সাম্প্রদায়িকতামুক্ত ধর্মীয় প্রেরণা	ড. আহমেদ আনিসুর রহমান
		"নাগরিকদের ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ; নাগরিকদের নিজ নিজ ধর্ম পালনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। যেকোন বিশুদ্ধ ও প্রমাণিত ধর্মীয় আচারকে যে কোনরূপে কটাক্ষ করা, অথবা পালনকারী ব্যক্তিকে হেনস্থা করা বা অপবাদ দেয়া নিষিদ্ধ করতে হবে। আন্তঃধর্মীয় সহাবস্থান ও সম্প্রীতি: বিভিন্ন ধর্মের মানুষগণ একই দেশের নাগরিক হিসেবে পরস্পর সহযোগিতার মনোভাব বজায় রাখা এবং একে অন্যের উপর অত্যাচার হতে বিরত থাকার বিষয়টি সংবিধানে উল্লেখিত হতে পারে। বাংলাদেশ যুগ যুগ ধরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল নিদর্শন। আন্তঃধর্মীয় সুন্দর সহাবস্থান ও পারস্পরিক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী যেকোন প্রচেষ্টাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিহত করতে হবে।	ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী
		দেশের সংখ্যাগুরু ধর্মের প্রাধান্য রেখে অন্য ধর্মের ব্যক্তিদের অধিকার সংরক্ষণ	ড. আহমেদ আনিসুর রহমান
		"ধর্মীয় নিরপেক্ষতার" পরিবর্তে "ধর্মীয় সহিষ্ণুতা"	ড. আহমেদ আনিসুর রহমান
		ধর্মীয় স্বাধীনতা ও ধর্মহীনতার প্রতিরোধ	ড. আহমেদ আনিসুর রহমান
		"অনুচ্ছেদ ১২(গ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে। কিন্তু এটা সমস্যা ও অপব্যবহারের অনুকূল। বরং নিষিদ্ধ করা উচিত ধর্মের সহিংসতামূলক অপব্যবহার। সহিংসতা শব্দটি যোগ করতে হবে। কারণ শুধুমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার বিলোপ করার অজুহাত দিয়ে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করার জবরদস্তি হাজির হয়।"	মুসা আল হাফিজ
		১২ নং অনুচ্ছেদ নিম্নরূপে প্রতিস্থাপিত হবে: (ক) কোরআন বর্ণিত বিধানে সকল ধর্মের অনুসারীদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদা ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে।	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক
		ধর্মীয় অধিকার বাস্তবায়নের জন্য ক. প্রত্যেক নাগরিকের ধর্ম পালনের পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, খ. প্রত্যেক নাগরিকের সামাজিক ও পারিবারিক বিষয়গুলো নিজ ধর্ম অনুসারে সমাধান করা, গ. রাষ্ট্রধর্মের সাথে সাংঘর্ষিক আইন বর্জন করা, ঘ. যেকোনো ধর্মের অবমাননা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হইবে।	"মুফতি সাইফুল ইসলাম মাহফূযুল হক"
		ক) সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার করা যাবে না। খ) যেকোনো ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষ বা বৈষম্য বিলোপ করা হবে। আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন	শহীদুল্লাহ ফরায়জী

	দ্বিতীয় ভাগ: রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি		
অনুচ্ছেদ/অংশ	**বর্তমান সংবিধান**	**সুপারিশ**	**প্রস্তাবকের নাম**
অনুচ্ছেদ ১৩ (মালিকানার নীতি)	১৩। উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদনব্যবস্থা ও বন্টনপ্রণালীসমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক হইবেন জনগণ এবং এই উদ্দেশ্যে মালিকানা-ব্যবস্থা নিম্নরূপ হইবে: (ক) রাষ্ট্রীয় মালিকানা, অর্থাৎ অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান প্রধান ক্ষেত্র লইয়া সুষ্ঠু ও গতিশীল রাষ্ট্রায়ত্ত সরকারী খাত সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রের মালিকানা; (খ) সমবায়ী মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে সমবায়সমূহের সদস্যদের পক্ষে সমবায়সমূহের মালিকানা; এবং (গ) ব্যক্তিগত মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ব্যক্তির মালিকানা।	অনুচ্ছেদ ১৩(গ) এর পরে (ঘ) উপ-অনুচ্ছেদ সংযোজন করা- "(ঘ) সমষ্টিগত মালিকানা, অর্থাৎ প্রথাগত আইনভিত্তিক বাংলাদেশের অপরাপর জাতিগোষ্ঠীগুলোর সমষ্টিগত মালিকানা।"	ইলিরা দেওয়ান
		অনুচ্ছেদ ১৩কে সংশোধন করে বিভিন্ন জাতিসত্তার মানুষের ঐতিহ্যগত সামষ্টিক মালিকানার অধিকার এবং জনস্বার্থের নামে জোরপূর্বক নাগরিকদের কৃষি জমি অধিগ্রহণ ও বসতি উচ্ছেদ থেকে সুরক্ষার অধিকার আদালতের মাধ্যমে বলবতযোগ্য হিসেবে সংযুক্ত করতে হবে।	কল্লোল মোস্তফা
		সম্পদের মালিক হওয়ার উৎস হবে উত্তরাধিকার শারিরীক শ্রম এবং বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত অর্থ।	প্রফেসর ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম
অনুচ্ছেদ ১৪ (কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি)	১৪। রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতী মানুষকে-কৃষক ও শ্রমিককে-এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা।	প্রতিস্থাপন করা হোক, "রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দয়িত্ব হবে মেহনতী মানুষকে-কৃষক, শ্রমিক ও আদিবাসীদিগকে এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে- সকল প্রকার শেষণ হইতে মুক্তি দান করা"	রাজা দেবাষীষ রায়, চাকমা
		মেহনতী মানুষ , কৃষক ও শ্রমিক এবং সমাজের অনগ্রসর অংশসহ আপামর জনগণকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে।	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক
		কৃষকের, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার, তাঁদের রুটিরুজির সুরক্ষার নিশ্চয়তার বিধান সংবিধানে থাকতে হবে। সংবিধানে কর্মসংস্থানের অধিকার, সম্পত্তির অধিকার-এই বিষয়গুলোকে আরও বিস্তৃত ও সুনির্দিষ্ট করতে হবে।	মুসা আল হাফিজ
অনুচ্ছেদ ১৫ (মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা)	১৫। রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনশক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতিসাধন, যাহাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায়: (ক) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা; (খ) কর্মের অধিকার, অর্থাৎ কর্মের গুণ ও পরিমাণ বিবেচনা করিয়া যুক্তিসঙ্গত মজুরীর বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার; (গ) যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার; এবং (ঘ) সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতাপিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্যলাভের অধিকার।	রাষ্ট্রের দায়িত্ব নাগরিকদের "যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম, বিনোদন এবং অবসরের অধিকার" সুরক্ষা করা। "সর্বদা দায়িত্বে" থাকা বিধান পুলিশের এই অধিকারকে লঙ্ঘন করে।	খোদাবক্স চৌধুরী
		মানুষের মৌলিক অধিকারের পুনর্বিন্যাস জরুরী। মানুষ দেহ, মন ও আত্মার সমন্বিত সত্তা হিসেবে যে মৌলিক অধিকার দাবি করে, আমাদের সাংবিধানিক বয়ানে তার প্রতিফলন পূর্ণ নয়। মানুষের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক অধিকার ও চাহিদাকেও নিশ্চিত করতে হবে।	মুসা আল হাফিজ
		কেবল বস্তুগত ও সাংস্কৃতিক মানের উন্নতি দিয়ে তো চলবে না। বরং আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক মানের উন্নয়নও জরুরী। এই দিকটিও যোগ করতে হবে।	মুসা আল হাফিজ

দ্বিতীয় ভাগ: রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম
অনুচ্ছেদ ১৭	১৭। রাষ্ট্র (ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য; (খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য; (গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।	আরো তিনটি উপধারা যুক্ত করতে হবে-যথা (ঘ) রাষ্ট্র জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিটি ক্লাসে ধর্মীয় শিক্ষা ও উন্নত চরিত্রের প্রতিফলন ঘটাইবেন এবং এ দুইয়ের সাথে সাংঘর্ষিক শিক্ষা কার্যক্রম সাংবিধানিকভাবে বাতিল বলিয়া সাব্যস্ত করিবেন। (ঙ) জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিটি ক্লাসে ও লেভেলে ধর্মীয় শিক্ষা বাস্তবায়ন করিবেন। সে লক্ষ্যে লেভেল অনুযায়ী কওমি মাদ্রাসা ও আলিয়া মাদ্রাসা থেকে আদর্শিক ও চারিত্রিক সুনাম ও সার্টিফিকেটধারী আলেমদের নিয়োগ দান করিবেন (চ) অন্তর্ভুক্তিমূলক অথবা অংশগ্রহণমূলক সমাজ গঠনের নামে আমাদের পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক কোন কিছু শিক্ষাব্যবস্থায় সংযোজন করা যাবে না।	শায়খ আহমাদুল্লাহ ও মুফতি আব্দুল্লাহ মাসুম
		১৭ অনুচ্ছেদটি নিম্নরূপে প্রতিস্থাপন হবে: ১৭। রাষ্ট্র [(ক) দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক ধর্মীয় শিক্ষাসহ সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য; (খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য; (গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য; (ঘ) সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত বিদ্যমান ইসলাম ধর্মীয় শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নের জন্য;] কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক
		ক। গ্রন্থনীতি থাকা জরুরি। খ। মাধ্যমিক পর্যন্ত বাংলায় সকল পাঠদান করা জরুরি গ। একটি লাইব্রেরি/ গ্রন্থাগার মন্ত্রাণালয় থাকা উচিৎ। ঘ। সাহিত্য সংস্কৃতির ব্যক্তিগত উদ্যাগে গড়ে উঠা, সরকারের নিবন্ধিত প্রতিটি লাইব্ররীগুলো বিশেষভাবে ভূমিকা রাখতে পারে। খোলার রাখতে একজন গ্রন্থাগারিকের বেতন থাকা জরুরি। বাংলাদেশের নিজস্বতা, স্বায়ত্ব ও সাহিত্য সংস্কৃতিকে গুরুত্ব/ ফোকাস করে এমন দুই একটি বইকে জাতীয় বইয়ের ঘোষণা দিতে হবে।	ইমরান মাহফুজ
		গণশিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গণমাধ্যমকে অন্তর্ভুক্ত করা	ড. আহমেদ আনিসুর রহমান
		শিক্ষা ব্যবস্থায় বাঙালি ঐতিহ্যের সাথে আধুনিক বিজ্ঞানের সমন্বয়	ড. আহমেদ আনিসুর রহমান
		অনুচ্ছেদ ১৫ ও ১৭-এ উল্লেখিত অর্থনৈতিক অধিকারগুলোকে বিশেষত, সর্বজনীন শিক্ষা, চিকিৎসা সেবা, এবং সামাজিক নিরাপত্তার অধিকারকে আদালতের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে। এ জন্য রাষ্ট্রকে প্রয়োজনে নির্দিষ্ট সময় সীমা বেধে দেয়া যেতে পারে।	কল্লোল মোস্তফা
		মাধ্যমিক থেকেই শিক্ষার্থীদের সংবিধানের একটা সহজ পাঠ যুক্ত করতে হবে। এতে তারা সোচ্চার থাকবে নিজেদের বিষয়ে । র্তমানে স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসা জাতীয়করণের দাবি অত্যন্ত যৌক্তিক। আমরা যদি ইবতেদায়ী মাদ্রাসাগুলো লালন করতে না পারি তাহলে আগামীদিনে এদেশে ইসলামি শিক্ষার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। এদেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট রয়েছে। কিন্তু ইবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের কোন ব্যবস্থা নেই। এটা বৈষম্য। এই বৈষম্য নিরসন করা প্রয়োজন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ন্যায় স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসাগুলোকে জাতীয়করণ জরুরি।	ইমরান মাহফুজ
		(ঘ) রাষ্ট্র জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিটি ক্লাসে ধর্মীয় শিক্ষা ও উন্নত চরিত্রের প্রতিফলন ঘটাইবেন এবং এ দুয়ের সাথে সাংঘর্ষিক শিক্ষা কার্যক্রম সাংবিধানিকভাবে বাতিল বলিয়া সাব্যস্ত করিবেন।"	"মুফতি সাইফুল ইসলাম মাহফুযুল হক"
		জাতীয় ঐতিহ্যগত মূল্যবোধের আলোকে বাধ্যতামূলক সর্বজনীন আজীবন অবৈতনিক শিক্ষা	ড. আহমদ আনিসুর রহমান
অনুচ্ছেদ ১৮ (১) (২) (জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা)	"১৮। (১) জনগণের পুষ্টির স্তর-উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনকে রাষ্ট্র অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবেন এবং বিশেষতঃ আরোগ্যের প্রয়োজন কিংবা আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট অন্যবিধ প্রয়োজন ব্যতীত মদ্য ও অন্যান্য মাদক পানীয় এবং স্বাস্থ্যহানিকর ভেষজের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। (২) গণিকাবৃত্তি ও জুয়াখেলা নিরোধের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।"	"১৮ (২) - গণিকাবৃত্তি, সমকামিতা ও জুয়াখেলা নিরোধের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। ১৮(৩) - ধর্মীয় মূল্যবোধের ভিত্তিতে নৈতিক ও অনৈতিক কাজ নির্ধারণ করা হবে।"	ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী

	দ্বিতীয় ভাগ: রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম
		নৈতিকতার মানদন্ড: সংবিধানে নৈতিক কর্মকাণ্ডের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করা হলেও এটি নির্ধারণের কোন মানদন্ড নির্ধারণ করা হয়নি। এক্ষেত্রে ধর্মীয় মূল্যবোধকে নৈতিকতার মানদন্ড হিসেবে ঘোষণা করতে হবে। সংবিধানের ১৮ নং ধারায় মদ, জুয়া, গণিকাবৃত্তিসহ বিভিন্ন অনৈতিক কাজকে পরিষ্কারভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। একই ধারায়, বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায়, সমকামিতাকে অনৈতিক কাজ হিসেবে উল্লেখ করা জরুরি বলে মনে করছি।	
		"১৮ অনুচ্ছেদ নিম্নরূপে প্রতিস্থাপন হবে- (১) জনগণের পুষ্টির স্তর-উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনকে রাষ্ট্র অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া গণ্য করবে। (২) মদ ও অন্যান্য মাদক পানীয় এবং স্বাস্থ্যহানিকর ভেষজের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর আইন প্রণয়ন ও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। (২) গণিকাবৃত্তি ও জুয়াখেলা এবং অনুরূপ কার্যক্রম সম্পূর্ণ রূপে বন্ধে রাষ্ট্র কার্যকর আইন প্রণয়ন ও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।"	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক
অনুচ্ছেদ ১৮ক (পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন)		অপরিবর্তিত থাকবে	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক
অনুচ্ছেদ ১৯ (সুযোগের সমতা)	১৯। (১) সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন। (২) মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধাদান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। [(৩) জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন।]	বাংলাদেশ সংবিধানে উল্লিখিত মৌলিক অধিকারগুলোর মধ্যে অন্যতম নারী-পুরুষের সমতা| ধর্মবিষয়ক কিছু ব্যতিক্রম বাদে অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে এই সমতার অঙ্গীকার করা হয়েছে | মর্যাদায় সমতার এই বিধান প্রশংসনীয়| তৃতীয় লিঙ্গ বাংলাদেশে বর্তমানে স্বীকৃত জনগোষ্ঠী, নারী- পুরুষের পাশাপাশি তৃতীয় লিঙ্গের সমতার কথা সংযুক্ত করা ন্যায়সঙ্গত মনে করি |	জাকিয়া আফরিন
		অনগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে প্রথম গুরুত্ব পাওয়ার দাবিদার প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী ও হিজরা সম্প্রদায়।	প্রফেসর ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম
		জাতীয় জীবনের নানা অঙ্গনে যথাযোগ্য স্থানে ন্যায়ানুগ পদ্ধতিতে নারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন	শায়খ আহমাদুল্লাহ ও মুফতি আব্দুল্লাহ মাসুম
		জাতীয় জীবনের নানা অঙ্গনে যথাযোগ্য স্থানে ন্যায়ানুগ পদ্ধতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণের সুযোগ রাষ্ট্র নিশ্চিত করবেন	মুফতি সাইফুল ইসলাম মাহফুযুল হক
		Safeguards against majoritarianism: the provisions in Parts II and III of the Constitution, namely, the fundamental principles of state policy and fundamental rights, must be further bolstered and embedded with anti-discrimination mechanisms that prevent the tyranny of the majority over minority segments of citizens. Constitutional safeguards must be clearly set out to ensure that marginalised and historically under-represented voices are not only heard within the political and legal framework of the nation, but that effective steps are taken to actively amplify their voices. Such under-represented and marginalised individuals or groups may be marginalised based on their race, religion, ethnicity, gender, age, disability, profession, belief system or any other characteristic. Effective, empowered, independent transparent and publicly accountable institutions, such as a Human Rights Commission or Ombudsperson office, must oversee and address grievances related to discrimination and majoritarian abuses.	Dr. Faustina Pereira
		১৯ (১) ও (২) অপরিবর্তিত থাকবে। ১৯ (৩) নিম্নরূপে প্রতিস্থাপিত হবে: 'ইসলামী বিধানের আলোকে জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন।'	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক
		প্রতিবন্ধীদের জন্য সীমিত কোটা রাখা।	ড. আহমেদ আনিসুর রহমান

	দ্বিতীয় ভাগ: রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি		
অনুচ্ছেদ/অংশ	**বর্তমান সংবিধান**	**সুপারিশ**	**প্রস্তাবকের নাম**
অনুচ্ছেদ ২০ (অধিকার ও কর্তব্যরূপে কর্ম)	২০। (১) কর্ম হইতেছে কর্মক্ষম প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে অধিকার, কর্তব্য ও সম্মানের বিষয়, এবং "প্রত্যেকের নিকট হইতে যোগ্যতানুসারে ও প্রত্যেককে কর্মানুযায়ী"-এই নীতির ভিত্তিতে প্রত্যেকে স্বীয় কর্মের জন্য পারিশ্রমিক লাভ করিবেন। (২) রাষ্ট্র এমন অবস্থাসৃষ্টির চেষ্টা করিবেন, যেখানে সাধারণ নীতি হিসাবে কোন ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না এবং যেখানে বুদ্ধিবৃত্তিমূলক ও কায়িক-সকল প্রকার শ্রম সৃষ্টিধর্মী প্রয়াসের ও মানবিক ব্যক্তিত্বের পূর্ণতর অভিব্যক্তিতে পরিণত হইবে।	নাগরিকদের জন্য নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বিদ্যমান কর্মসংস্থান রক্ষা করা রাষ্ট্রের স্পষ্ট দায়িত্ব হিসেবে উল্লেখ করা। এ দায়িত্বকে বিচারিকভাবে প্রয়োগযোগ্য করা।	কল্লোল মোস্তফা
		কাজ করা নাগরিকদের জন্য একটি অধিকার, কর্তব্য এবং সম্মানের বিষয়। প্রত্যেককে তার সামর্থ্য অনুযায়ী কাজের জন্য ন্যায্য পারিশ্রমিক দেওয়া হবে। তবে পুলিশের সদস্য, বিশেষ করে কনস্টেবলরা, "সর্বদা দায়িত্বে" থাকার কারণে অতিরিক্ত কাজের কোনো স্বীকৃতি বা পারিশ্রমিক পান না।	খোদাবক্স চৌধুরী
		"২০ (২) নিম্নরূপে প্রতিস্থাপন: রাষ্ট্র জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সকল ধরনের আয় ও সম্পদ অর্জনের সকল কার্যকারণ ও উপাদান নির্মূলে আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ নিশ্চিত করবে।"	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক
		অনুচ্ছেদ ২০ সংশোধন করে নাগরিকের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বিদ্যমান কর্মসংস্থানের সুরক্ষায় রাষ্ট্রের দায়িত্বকে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে এবং তা আদালতের মাধ্যমে বলবতযোগ্য হতে হবে।	কল্লোল মোস্তফা
অনুচ্ছেদ ২১	"২১। (১) সংবিধান ও আইন মান্য করা, শৃঙ্খলা রক্ষা করা, নাগরিকদায়িত্ব পালন করা এবং জাতীয় সম্পত্তি রক্ষা করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য। (২) সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য।"	সাংবিধানিক বিধান লঙ্ঘনকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করা।	খোদাবক্স চৌধুরী
		প্রজাতন্ত্রের সেবায় থাকা ব্যক্তিদের দায়িত্ব অবহেলা: কোনো আইনে এ সংক্রান্ত বিধান না থাকা সত্ত্বেও দায়িত্ব অবহেলা শাস্তিযোগ্য অপরাধ করা প্রয়োজন।	খোদাবক্স চৌধুরী
		অনুচ্ছেদ ২১(১) সমস্ত দায়িত্ব নাগরিকদের কর্তব্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এতে করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এই দায়িত্ব দণ্ডবিধির "দায়িত্ব অবহেলা" ধারার আওতায় পড়বে।	খোদাবক্স চৌধুরী
		অনুচ্ছেদ ২১(২)-এ উল্লিখিত "জনগণের সেবা করুন" নির্দেশিকাকে আচরণ বিধিতে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এতে করে এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রজাতন্ত্রের সেবায় নিয়োজিত সকল ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য হবে।	খোদাবক্স চৌধুরী
		২১(১), (২)অপরিবর্তিত থাকবে এবং নিম্নবর্ণিত অনুচ্ছেদ যোগ হবে: ২১(৩) সুনাগরিক গঠনে পরিবার একটি মৌলিক প্রতিষ্ঠান বিধায় ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন পরিবার সংরক্ষণে রাষ্ট্র উপযুক্ত ব্যবস্থা করবে। ২১ (৪) জনগণের সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রজাতন্ত্রের সকল স্তরে নৈতিক গুনাবলী ও মেধা সম্পন্ন জনবল নিয়োগ নিশ্চিত করাসহ বিদ্যমান জনবলের মধ্যে নৈতিক স্থলনে পতিত ও মেধাহীন জনবলকে চিহ্নিত ও পর্যায়ক্রমে অপসারণে রাষ্ট্র উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক
অনুচ্ছেদ ২২ (নির্বাহী বিভাগ হইতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ)	২২। রাষ্ট্রের নির্বাহী অঙ্গসমূহ হইতে বিচারবিভাগের পৃথকীকরণ রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন।	মাসদার হোসেন মামলার রায়ে ১২টি নির্দেশনা ছিল, সেগুলোর আলোকে এটা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে হবে	জাস্টিস মতিন
		বিচার বিভাগ নির্বাহী বিভাগ ও আইন বিভাগ থেকে স্বাধীন থাকবে। তিন বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বজায় থাকবে।	শাহিদুল চৌধুরী
		The Bangladesh constitution since 1972 requires Judicial Independence.	Mohammad Nurul Minhaz
		রাষ্ট্র নির্বাহী বিভাগের প্রভাবমুক্ত স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করতে হবে	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক
		পৃথক ও স্বাধীন বিচার বিভাগ।	অরূপ রাহী

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম
		২২ অনুচ্ছেদ স্পষ্ট করে বলেছে "রাষ্ট্রের নির্বাহী অঙ্গসমূহ হইতে বিচারবিভাগের পৃথকীকরণ রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেনা" স্বতন্ত্র ও পৃথক বিভাগ হিসাবে গড়ে উঠার জন্য বিচারবিভাগের জন্য আলাদা সচিবালয় অতি জরুরী। তাছাড়া বিচারবিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করণ, আইনের শাসন প্রতিষ্টা ও সর্বোপরি নির্বাহী বিভাগের হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রন থেকে বিচারবিভাগকে রক্ষার জন্য বিচারবিভাগের আলাদা সচিবালয় প্রতিষ্টা সময়ের দাবী।	"১. ব্যারিস্টার নাজির আহমদ ২. সাংবাদিক অলিউল্লাহ নোমান ৩. ব্যারিস্টার ইকবাল হোসেন ৪. ব্যারিস্টার আলিমুল হক লিটন ৫. নাসরুল্লাহ খাঁন জুনায়েদ"
		Ensuring Judicial Independence through Structural Separation For a truly independent judiciary, the constitution must enforce the separation of the judiciary from the executive branch. Lower courts should be placed under the supervision of the Supreme Court or a separate judicial body, not under executive control. This change would reinforce the impartiality of the judiciary, free from political interference, ensuring that citizens receive fair and unbiased legal judgments. Judicial independence is essential for upholding the rule of law and protecting citizens' rights against any misuse of executive power.	K Shamsuddin Mahmood
		"Constitutional changes to reinforce this principle might include: ● Security of Tenure 1. ensure judges cannot be arbitrarily removed. 2. Removal should only occur through an established impeachment process or based on clear misconduct adjudicated by an independent body. ● Financial Autonomy: 1. The judiciary should have financial independence to prevent it from being influenced by the executive branch. 2. Amend the constitution requiring judicial budgets allotted by an independent financial commission, not by the executive or legislature. 3. Define and criminalize actions or attempts to pressure, bribe, or threaten judges. ● Separation of Powers: 1. Clarify the constitutional boundaries between the judiciary, legislature, and executive to prevent encroachment. 2. Establish constitutional safeguards against executive,such as limiting the power to issue ordinances that affect judicial functions."	তাসফিয়া আফরিন
অনুচ্ছেদ ২৩ (জাতীয় সংস্কৃতি)	২৩। রাষ্ট্র জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার রক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং জাতীয় ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলাসমূহের এমন পরিপোষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন, যাহাতে সর্বস্তরের জনগণ জাতীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে অবদান রাখিবার ও অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারেন।	ধর্মীয় মূল্যবোধের আলোকে রাষ্ট্র সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার রক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং জাতীয় ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলাসমূহের এমন পরিপোষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন, যাহাতে সর্বস্তরের জনগণ জাতীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে অবদান রাখিবার ও অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারেন।	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক
		নিম্নরূপে প্রতিস্থাপন করা হোক, "রাষ্ট্র জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার রক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীসমূহের ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলা সমূহের এমন পরিপোষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, যেন সর্বস্তরের জনগণ দেশের বহুমাত্রিক সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে অবদান রাখার ও অংশগ্রহণ করার সুযোগ লাভ করতে পারে"	রাজা দেবাষীষ রায়, চাকমা
অনুচ্ছেদ ২৩ক (উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠি ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি)	[২৩ক। রাষ্ট্র বিভিন্ন উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।]	আগামীর রাষ্ট্রীয় গঠনতন্ত্র থেকে 'সংখ্যালঘু', 'সংখ্যাগুরু', 'উপজাতি', 'আদিবাসী', 'ক্ষুদ্র জাতিসত্তা' ইত্যাদি সাবেকী পরিভাষাগুলো স্থায়ীভাবে মুছে দিতে হবে। যে জনগোষ্ঠী ঐতিহাসিকভাবে যে নামে পরিচিত হয়েছে রাষ্ট্রীয় গঠনতন্ত্রে তার নাম সেভাবেই উল্লেখিত হবে। যেমন 'চাকমা', 'মারমা', 'তঞ্চঙ্গ্যা' ইত্যাদি জনগোষ্ঠীগুলোকে তাদের নিজস্ব নামেই উল্লেখ করতে হবে, কোনোভাবেই 'পাহাড়ী', 'ক্ষুদ্র জাতিসত্তা' ইত্যাদি নামে নয়। একইভাবে হিন্দু, বুদ্ধিস্ট ইত্যাদি জনগোষ্ঠীগুলোকেও তাদের নিজস্ব পরিচয় দিয়ে উল্লেখ করতে হবে, কোনোভাবেই 'সংখ্যালঘু বা এই ধরণের কোনো বায়বীয় পরিচয়ে নয়। প্রতিটি জনগোষ্ঠীর প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রের কাছে শুধুমাত্র ব্যক্তি ও নাগরিকবলে বিবেচিত হবেন। অধিকার ও কর্তব্যের বেলায় তার গোষ্ঠীগত পরিচয় আদৌ আমলে নেওয়া যাবে না।	"১. মোহাম্মদ বসিরুল হক সিনহা, ২. মাসুদ জাকারিয়া"

	দ্বিতীয় ভাগ: রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি		
অনুচ্ছেদ/অংশ	**বর্তমান সংবিধান**	**সুপারিশ**	**প্রস্তাবকের নাম**
		রাষ্ট্র আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর সংস্কৃতি, ভাষা, রীতি, প্রথা, ঐতিহ্য, সাহিত্য, শিল্পকলা, ঐতিহাসিক নিদর্শন ইত্যাদি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন তথা বহুমাত্রিক সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে পৃষ্ঠপোষকতা করবে”	রাজা দেবাষীষ রায়, চাকমা
		পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে আদিবাসীদের জন্য কোটা না রেখে কর্মক্ষমতা বৃদ্ধিতে জোর দেওয়া	
		২৩ অনুচ্ছেদটি নিম্নোক্তভাবে পরিমার্জন করা- “রাষ্ট্র দেশের জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার রক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীসমূহের ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলাসমূহের এমন পরিপোষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন, যাহাতে সর্বস্তরের জনগণ দেশের বহুমাত্রিক সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে অবদান রাখিবার ও অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারেন। ২৩ক অনুচ্ছেদ-এর “উপজাতি”, “নৃ-গোষ্ঠী” ও মতো অপমানজনক শব্দসমূহ বাদ দিতে হবে। তদ্‌পরিবর্তে “বাংলাদেশের ভিন্ন ভিন্ন জাতিসত্তাসমূহ” শব্দগুচ্ছ যুক্ত করা, এবং শেষে যুক্ত করা- ""তাহাদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য দেশের বহুমাত্রিক সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে অবদান রাখিবার ও অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারেন।”	ইলিরা দেওয়ান
		রাষ্ট্র বিভিন্ন প্রান্তিক নৃগোষ্ঠীর প্রথাগত ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও লালন করার জন্য প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করবে। নারী, শিশু, তৃতীয় লিঙ্গ, প্রতিবন্ধীসহ সমাজের সকল অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর উন্নতির লক্ষ্যে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	শাহিদুল চৌধুরী
		পঞ্চদশ সংশোধনীর (২০১১) মাধ্যমে 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী'কে স্বীকৃতি দেয়া ছিল বাঙালি আধিপত্যকে সাংবিধানিকভাবে জায়েজ করার নামান্তর। তারই পরিপ্রেক্ষিতে অনেকেই দাবি করছেন পার্বত্য অঞ্চল সহ সমতলে যত আদিবাসী জনগোষ্ঠী রয়েছে তাদের স্ব স্ব জাতিগত পরিচয় সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হোক। এই দাবির যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য কিন্তু সেটি যথেষ্ট নয়।	রেহনুমা আহমেদ
		বিদ্যমান সংবিধান অনুযায়ী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষের নামকরণে আপত্তি লক্ষ্যনীয়। ফলে কমিশনকে এ বিষয়ে সুচিন্তিত দৃষ্টি দিতে হবে।	অধ্যাপক মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম
অনুচ্ছেদ ২৪ (জাতীয় স্মৃতিনিদর্শন, প্রভৃতি)	২৪। বিশেষ শৈল্পিক কিংবা ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন বা তাৎপর্যমন্ডিত স্মৃতিনিদর্শন, বস্তু বা স্থান-সমূহকে বিকৃতি, বিনাশ বা অপসারণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য রাষ্ট্র ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।	ধর্মীয় মূল্যবোধের আলোকে শৈল্পিক কিংবা ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন বা তাৎপর্যমন্ডিত স্মৃতিনিদর্শন, বস্তু বা স্থান-সমূহকে বিকৃতি, বিনাশ বা অপসারণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য রাষ্ট্র ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক
অনুচ্ছেদ ২৫ (আন্তর্জাতিক শান্তি নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন)	২৫। জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সমতার প্রতি শ্রদ্ধা, অন্যান্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং আন্তর্জাতিক আইনের ও জাতিসংঘের সনদে বর্ণিত নীতিসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা-এই সকল নীতি হইবে রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি এবং এই সকল নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র (ক) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তিপ্রয়োগ পরিহার এবং সাধারণ ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের জন্য চেষ্টা করিবেন; (খ) প্রত্যেক জাতির স্বাধীন অভিপ্রায় অনুযায়ী পথ ও পন্থার মাধ্যমে অবাধে নিজস্ব সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্ধারণ ও গঠনের অধিকার সমর্থন করিবেন; এবং (গ) সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ বা বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে সমর্থন করিবেন।	জাতিসংঘ ঘোষিত সার্বজনীন মানবাধিকারের স্বীকৃতি। - সকল মৌলিক মানবাধিকার, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের স্বীকৃতি। - জনশৃংখলা, জাতীয় নিরাপত্তা, মানহানি, অপরাধে প্ররোচনা, বন্ধু রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক, আদালত অবমাননা, নৈতিকতা ইত্যাদির অজুহাতে নাগরিকের মতপ্রকাশ, চিন্তা, ও বিবেকের স্বাধীনতাকে ক্ষুন্ন করার সুযোগ না রাখা বা সুযোগ সুনির্দিষ্টভাবে সীমিত করা।	" অরূপ রাহী "
		২৫ (ক) ও ২৫ (খ) অপরিবর্তিত থাকবে। ২৫ (গ) নিম্নরূপে প্রতিস্থাপিত হবে। ২৫ (গ) রাষ্ট্র পৃথিবীর যে কোনো স্থানে নির্যাতিত মুসলিম জনগোষ্ঠীর ন্যায্য দাবি আদায়ের সংগ্রামকে সমর্থণসহ সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ বা বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে সমর্থন করিবেন।	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক

দ্বিতীয় ভাগ: রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম
		The Constitution should have provision for National Defence & Security Council (NDSC).Proposed NDSC should be headed by the President as Chairperson, the Prime Minister & Leader of Opposition as Vice Chairs), Ministers in charge of Ministries of Defence, Finance & Foreign Affairs, and the three Chiefs of Staff (Army,Navy & Air Force as Members).The proposed NDSC should be given mandate to formulate and implement policies and programs for national defence and security.	Dr.Mohammed Parvez Imdad
		(২) জাতীয় প্রতিরক্ষানীতি: বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতায় রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ঝুঁকিকে বিবেচনায় নিয়ে প্রতিরক্ষা প্রশ্নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। ১) রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার স্বার্থে আক্রমণাত্মক নয়, প্রতিরোধমূলক নীতির ভিত্তিতে অবিলম্বে 'জাতীয় প্রতিরক্ষা কাউন্সিল গঠনপূর্বক যুগোপযোগী জাতীয় প্রতিরক্ষানীতি প্রণয়ন করা। ২) ১৮ বছরের উর্ধ্বে সকল নারী-পুরুষকে বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণ-সহ আইন প্রণয়ন করা।	শহীদুল্লাহ ফরায়জী
অন্যান্য প্রস্তাব			
		শুধু সাম্য নয়, ন্যায় ও ন্যায়ানুগতার ভিত্তিতে সমতা	ড. আহমদ আনিসুর রহমান
		৩.১ ন্যায্য গণতন্ত্র ধর্ম, জাতি, লিঙ্গ, গোষ্ঠী এবং শ্রেণির উপর ভিত্তি করে, সবার অধিকার সমান অধিকার নিশ্চিত করা, কাউকে বিমানব না করা। রাষ্ট্রজনের আকাঙ্ক্ষার সাপেক্ষে ক্ষমতার হস্তান্তরের ক্ষেত্রে দুটি নির্বাচিত সরকারের মধ্যবর্তী পর্বে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য থাকা উচিৎ নির্বাচনকালীন সরকার, যাতে নির্বাচনে রাষ্ট্রজনের আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ প্রতিফলন ঘটতে পারে। তাই আমরা, গণতন্ত্র নয়, ন্যায্য-গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জোরালো দাবি জানাই। ৩.২ জাতি নিরপেক্ষতা রাষ্ট্রের কোন জাতীয় দফা থাকতে পারে না। জাতীয়তাবাদ ভাষাভিত্তিক হোক বা নৃগোষ্ঠীভিত্তিক হোক-রাষ্ট্রজনে তা বিষাক্ত বিভেদের জন্ম দেবেই। এই ধরনের নীতি একই রাষ্ট্রে বসবাসরত অপরাপর ভাষাগোষ্ঠী বা নৃগোষ্ঠীকে শুধু অপরায়নী করে না, অধিকাংশক্ষেত্রে বিমানবে পরিণত করে। রাষ্ট্রের সকল অংশীজন অর্থাৎ রাষ্ট্রজনের সমান অধিকার নিশ্চিত করতে নতুন বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে অবশ্যই জাতি নিরপেক্ষ হতে হবে। ৩.৩ লিঙ্গ নিরপেক্ষতা আজকের ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে লিঙ্গ নিরপেক্ষতা মানবিক রাষ্ট্র ও ন্যায্য গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার এক অপরিহার্য শর্ত। এর সূত্রপাত ঘটতে পারে 'রাষ্ট্রপতি' নামক পুরুষবাচক শব্দ অপসারণ এর মধ্য দিয়ে। স্বাধীনতার ৫৩ বছর পরেও যখন একটি রাষ্ট্রে সরকারি দলিলে 'রাষ্ট্র প্রধান' শব্দটির ব্যবহার বা প্রচলন ঘটে না তখন সেটি নির্দেশ করে রাষ্ট্র কতখানি পুরুষালি চরিত্রে আবির্ভূত হয়। একইভাবে কেবলমাত্র নারী-পুরুষ পৃথক বর্গকে ভাগ করার মধ্যদিয়ে প্রতিষ্ঠা পায় অপরাপর লিঙ্গ বৈচিত্র্যময় জনগোষ্ঠীকে বঞ্চিত করার প্রয়াস। এই আলাপ শুধু অধিকার প্রতিষ্ঠার নয়, পৃথকভাবে দেখার সীমাবদ্ধতারও। বাংলাদেশের বর্তমান সংবিধানের ১৯, ২৭, ২৮ ও ২৯ নং অনুচ্ছেদে সমতা, সমান সুযোগ এর কথা বলা হলেও বাস্তব অবস্থা ভিন্ন হয়, যা আমাদেরকে এই দিকনির্দেশনা দেয়-বিদ্যমান সাংবিধানিক অধিকার লৈঙ্গিক ভেদাভেদ দূর করার জন্য যথেষ্ট নয়। ৩.৪ ধর্ম নিরপেক্ষতা মানবিক মর্যাদা, সাম্যবস্থা ও ন্যায্য গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হচ্ছে রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতা। ধর্মনিরপেক্ষ থাকার অর্থ এই নয় যে রাষ্ট্র জনগণের ধর্মচর্চা বাধা-বিপত্তি তৈরি করা। বরং রাষ্ট্রের ধর্ম নিরপেক্ষ থাকা মানে রাষ্ট্রজনের নিজ নিজ ধর্মচর্চার স্বাধীনতা নিশ্চিত করা এবং এর পাশাপাশি কোন রাষ্ট্রজন কোনো ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে বিমানবায়নের শিকার না হয় তার নিশ্চয়তা বিধান। আমাদের মনে রাখা দরকার, রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ না হলে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। ৩.৫ শ্রেণি ও গোষ্ঠী নিরপেক্ষতা বাংলাদেশের রাজনীতিতে ব্যবসায়ী শ্রেণির প্রভাব মুক্তিযুদ্ধের পর থেকেই লক্ষ্য করা যায়, শুধু প্রভাবই নয়, ব্যবসায়ীরা সংসদ সদস্য এবং মন্ত্রী হয়েছে। আমরা এও দেখেছি চালের ব্যবসায়ী খাদ্যমন্ত্রী হয়েছেন। ব্যবসার প্রসার এবং বিস্তারের রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রনীতি ব্যবহার করার উদাহরণ প্রচুর পাওয়া যায়। যার ফলে বাংলাদেশে যেমন দ্রুত বিত্তশালীদের সংখ্যা বেড়েছে পাশাপাশি ধনী এবং দরিদ্র অর্থনৈতিক ফারাক ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। আধুনিক রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অনিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদকে নিয়ন্ত্রণ করা। কিন্তু বাংলাদেশ রাষ্ট্র অধিকাংশ নীতি নেয়া হয় বিশেষ ব্যবসায়ী গোষ্ঠী বা বিত্তশালীদের সুযোগ-সুবিধা মাথায় রেখে। যা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তাই রাষ্ট্রের উচিত বিশেষ কোন শ্রেণিকে অর্থনৈতিক সুবিধা দেয়া থেকে বিরত থাকা। শ্রেণি প্রশ্নের নিরপেক্ষ থাকা (এর অর্থ এই নয় সমাজে পিছিয়ে পড়া জাতিগোষ্ঠীকে বিশেষ সহায়তা দেয়া থেকে রাষ্ট্র বিরত থাকবে)।	ড. সৈয়দ নিজার ও অন্যান্য

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম
		সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকারের সুরক্ষার জন্য সংবিধানে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান।	কল্লোল মোস্তফা
		Decentralization through Establishing Four Provinces: (a) Bangladesh should have FOUR PROVINCES. Each province will include two administrative Divisions and districts currently included within these divisions) Therefore, the administrative divisions could be incorporated into the four proposed provinces. (b) Each of the Four provinces will have a Governor and Parliament (100 members in each Provincial Parliament). The people will elect the Provincial Parliaments. The Chief Ministers will head the proposed Provincial Cabinets (that should not exceed ten Provincial Ministers). The structure and functioning of the proposed Provincial Parliament should be identical (at the provincial level) to that of the current Parliament (Jatiyo Sangshad).The opposition will also be expected to play a role in the provincial parliament.	Dr. Mohammed Parvez Imdad
		৪.৯.৩ কৃষি উৎপাদন ও খাদ্যব্যবস্থা বিষয়ক প্রস্তাব ৪.৯.৩.১ কেবল মানুষ নয়; সকল প্রাণ-প্রজাতির খাদ্যউৎস এবং প্রাকৃতিক খাদ্য-শৃংখল ব্যবস্থাকে সমুন্নত রেখে কৃষিপ্রতিবেশ ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে স্বীকৃতি দিয়ে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাকে বিকশিত করতে হবে। কেবলমাত্র মানুষ নয়; সকল প্রাণসত্তার আকাংখিত খাদ্য শর্তহীনভাবে নিশ্চিতকরণের ধারাবাহিকতা বজায় থাকতে হবে। এক্ষেত্রে কৃষিপ্রতিবেশবিদ্যাকে (এগ্রোইকোলজি) বাংলাদেশের কৃষিচর্চা ও উৎপাদনের মূল দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। ৪.৯.৩.২ কৃষিতে স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সংহারী সকল ধরণের রাসায়নিক কীটনাশাক, বৃদ্ধিকারক হরমোন, গবাদি প্রাণিসম্পদের ভ্যাকসিন ঔষধ, আগাছানাশক, সিনথেটিক সারের ব্যবহার পর্যায়ক্রমিকভাবে হ্রাসকরণের জন্য অঞ্চলভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি প্রাকৃতিক মাটি ও পুষ্টি ব্যবস্থাপনাকে গুরুত্ব দিয়ে শস্যবৈচিত্র্য, শস্যআবর্তন, দেশীয় শস্যফসলের বৈচিত্রা, ভূ-উপরিস্ত পালিসেচ ব্যবস্থাপনা, কুড়িয়ে পাওয়া অচাষকৃত বিকল্প খাদ্য উৎস সংরক্ষণ, অপ্রচলিত ফসল চাষ, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা, পারিবারিক পুষ্টি বাগান, প্রাকৃতিক দমন ও লোকায়ত অনুশীলন এবং কৃষক ও যুবদের নেতৃত্বে সৃজনশীল উপযোগী প্রায়োগিক কৃষি গবেষণাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে উৎসাহিত করতে হবে। ৪.৯.৩.৩ কৃষিব্যবস্থায় লিঙ্গ-জাতি-বয়স ও আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করে পারিবারিক কৃষিকে উৎসাহিত করতে হবে এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে কৃষক-জেলে ও প্রাকৃতিকসম্পদনির্ভর পেশাজীবীদের সামাজিক সম্মান কাঠামোগতভাবে স্বীকৃতি দিতে হবে। কৃষিতে যুব-তরুণ সমাজের যুক্ততার জন্য প্রণোদনা ও সহায়তা অব্যাহত রাখতে হবে। ৪.৯.৩.৪ ‘কৃষি জমি সুরক্ষা ও ভূমি ব্যবহার আইন ২০১৯’ এর খসড়া বিলটি দেশব্যাপি জনমত যাচাইয়ের মাধ্যমে দ্রুত চূড়ান্ত করতে হবে। কোনো উন্নয়ন অবকাঠামো ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য কৃষিজমির অধিগ্রহণ বাতিল করতে হবে এবং কৃষিজমিকে দেশের জাতীয়সম্পদ হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে। ৪.৯.৩.৫ নারী কৃষকের বীজ সার্বভৌমত্বকে মূল বীজচিন্তা হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। কৃষকের ঘরে ঘরে, গ্রামভিত্তিক এবং সমাজভিত্তিক বীজাগার গড়ে তোলার জন্য রাষ্ট্রীয় সহায়তা নিশ্চিত হতে হবে। কোনো কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান নয়, বীজ থাকবে গ্রামীণ কৃষকের মালিকানায়। বেসরকারি বীজখাতকে অনুৎসাহিত করে বীজ উৎপাদনে কৃষকসহ দেশীয় সরকারি প্রতিষ্ঠান। ও বীজাগারকে শক্তিশালি করতে হবে। হাইব্রিড বীজ সম্প্রসারণকে অনুৎসাহিত করে উচ্চফলনশীল জাত (উফশী) এবং দেশীয় (ন্যাটিভ ট্রাডিশনাল লোকাল সীড) প্রীজবৈচিত্র্য উৎপাদন, গবেষণা, উন্নয়ন, বিপণন ও চাষাবাদ বাড়াতে হবে। জেনেটিক্যালি মডিফায়েড অর্গানিজম (জীনপ্রযুক্তিতে বিকৃত বীজ) কিংবা জিএম ফসল ও বীজকে অনুমোদন দেয়া যাবে না এবং এ সংক্রান্ত সকল গবেষণা সুস্পষ্ট আইন মেনে জনসাধারণের কাছে কোনো তথ্য গোপন না করে করতে হবে। ৪.৯.৩.৬ স্থানীয় দেশীয় মাছবৈচিত্র্য সুরক্ষায় জলাভূমি, মৎস্য, অভয়াশ্রম নীতিমালার সংস্কার করতে হবে এবং এলাকাভিত্তিক মাছবৈচিত্র্য সুরক্ষাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে সহায়তা করা দরকার। দেশীয় জাতের গবাদি প্রাণিসম্প বৈচিত্র্য সুরক্ষায় কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। পরিবেশ ও বৈচিত্রা বিনষ্ট না করে জোনিং নীতিমালার মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের মতামতের ভিত্তিতে বাণিজ্যিক চিংড়ি ঘের এবং মৎস্যখামারের অনুমোদন দিতে হবে। ৪.৯.৩.৭ গ্রামীণ জনগোষ্ঠী এবং স্থানীয় সরকার ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে এলাকাভিত্তিক বাৎসরিক কৃষিপরিকল্পনা করতে হবে, যা, জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা সূচক এবং জাতীয় চাহিদাকে পূরণ করে। গ্রামীণ বেকার তরুণ যুবদের নিরাপদ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খামার গড়ে তোলা এবং বিপণনের ক্ষেত্রে ধারাবাহিক সহায়তা অব্যাহত রাখতে হবে।	ড. সৈয়দ নিজার ও অন্যান্য

	দ্বিতীয় ভাগ: রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম
		৪.৯.৩.৮ পাহাড়ি অঞ্চলের জুমচাষসহ আদিবাসীদের বৈচিত্র্যপূর্ণ কৃষিউৎপাদন, আঞ্চলিক ভিন্নতায় বিশেষ কৃষি উৎপাদনসমূহকে বৈষম্যহীনভাবে রাষ্ট্রীয় সহায়তা অব্যাহত রাখতে হবে। ৪.৯.৩.৯ হাঁস, মুরগি, গরু, ছাগল, ভেড়া, শূকর, কবুতর ইত্যাদি গবাদি প্রাণিসম্পদ এবং মৎস্যচাষে পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কোনো খাদ্য, রাসায়নিক বিষ ইত্যাদি ব্যবহার করা যাবে না। স্থানীয় কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ অফিসকে প্রতিনিয়ত তার এলাকায় নজরদারি করতে হবে। ৪.৯.৩.১০ বীজসম্পদ ও কৃষিসম্পর্কিত লোকায়ত জ্ঞান ও অনুশীলন এবং দেশজ প্রযুক্তির একতরফা বাণিজ্যিক পেটেন্টের বিরুদ্ধে এবং কৃষকের মেধাস্বত্ত্ব। অধিকার সুরক্ষায় রাষ্ট্রীয় আইন ও কর্মসূচি দৃশ্যমান হতে হবে। কৃষকের অনুমতি ব্যাতীত কোনো দেশীয় জীনসম্পদ ব্যবহার করা যাবে না। এক্ষেত্রে 'কৃষকের জাত সংরক্ষণ আইন ২০১৯' জনগণের মতামত ও পরামর্শে পুনঃসংশোধন করতে হবে। ৪.৯.৩.১১ মানুষসহ সকল প্রাণপ্রজাতির খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে ভবিষ্যত খাদ্যব্যবস্থার রূপান্তর হিসেবে 'খাদ্য সার্বভৌমত্ব' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। সংবিধানে 'খাদ্যসার্বভৌমত্ব' এবং 'খাদ্য অধিকারকে' মৌলিক অধিকার হিসেবে যুক্ত করতে হবে। ৪.৯.৩.১২ উৎপাদন থেকে উত্তোলন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, পরিবহন, বিপণন ও পরিবেশনের সকল পর্যায়ে খাদ্যকে নিরাপদ হতে হবে। খাদ্যদ্রব্যে কোনোধরণের ভেজাল, বিষাক্ত দ্রব্য, কৃত্রিম প্রিজারভেটিভ, ট্রান্সফ্যাট, কীটনাশক পরীক্ষাকে স্থানীয় জনগণের মাধ্যমে কমিটি তৈরি করে 'দেশব্যাপি সামাজিক নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা' গড়ে তুলেতে হবে। নিরাপদ খাদ্য আইন সংস্কারসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে দুর্নীতিমুক্ত জবাবদিহি ব্যবস্থার ভেতর আনতে হবে। ৪.৯.৩.১৩ আঞ্চলিক ও সাংস্কৃতিক খাদ্যবৈচিত্র্যকে রাষ্ট্রীয়ভাবে উৎসাহিতকরণের মাধ্যমে কর্পোরেট স্বাস্থ্যঝুঁকিপূর্ণ ফাস্টফুড আগ্রাসন রুখে দাঁড়াতে হবে। নিরাপদ, স্বাস্থ্যকর, দেশীয় সৃজনশীল খাবারকে নতুন প্রজন্মের ভেতর উপযোগী ও গ্রহণযোগ্য করে প্রচারের ক্ষেত্রে নানাধরণের গণমাধ্যম কাজ করতে পারে।	

তৃতীয় ভাগ: মৌলিক অধিকার

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম
অনুচ্ছেদ ২৬ (মৌলিক অধিকারের সহিত অসামঞ্জস্য আইন বাতিল)	২৬। (১) এই ভাগের বিধানাবলীর সহিত অসমঞ্জস সকল প্রচলিত আইন যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, এই সংবিধান-প্রবর্তন হইতে সেই সকল আইনের ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে। (২) রাষ্ট্র এই ভাগের কোন বিধানের সহিত অসমঞ্জস কোন আইন প্রণয়ন করিবেন না এবং অনুরূপ কোন আইন প্রণীত হইলে তাহা এই ভাগের কোন বিধানের সহিত যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে। ২০[(৩) সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত সংশোধনের ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।]	বিদ্যমান সংবিধান মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা না দিয়ে তা শর্তসাপেক্ষে হরণ করে। সকল শর্তসাপেক্ষ বাধা-নিষেধ উঠিয়ে দিয়ে মৌলিক অধিকারকে নিরঙ্কুশ করতে হবে।	সরোয়ার তুষার
		মৌলিক অধিকার খর্ব করে এমন সব আইন বাতিল করা	প্রফেসর ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম
		অলঙ্ঘনীয় মৌলিক অধিকার প্রদান করতে হবে।	অ্যাডভোকেট আব্দুর রহমান জীবল
		১৯৭৩ সালে দ্বিতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে ২৬ (৩) যুক্ত করে বস্তুত অনুচ্ছেদ ২৬ এ ঘোষিত মানবাধিকার সমূহকে কথার কথা বানিয়ে দেওয়া হয়। ১৮ টি মৌলিক অধিকারের মধ্যে ১৫টিকেই প্রচলিত আইনের নামে বন্দি করা হয়েছে। এসব অধিকারকে ক্ষমতাসীনদের এখতিয়ার থেকে মুক্ত করতে হবে।	মুসা আল হাফিজ
		ভবিষ্যতে মৌলিক বিধানাবলী সংশোধন করতে হলে গণভোটের বিধান রাখতে হবে। কেবল ৭৫% ভোট পেলেই মৌলিক বিধানাবলী সংশোধন করা যাবে। গত ৫০ বছরে আমরা দেখলাম অনেক ক্ষেত্রেই সরকারি দল এবং বিরোধী দল জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা বুঝতে পারেনা বা বুঝতে চায় না। যার জন্য গণভোটের সুযোগ রাখা খুবই জরুরী। একটি রাজনৈতিক দল বিভিন্ন কারণে পার্লামেন্টে ৭০ শতাংশেরও বেশি সিট পেয়ে যেতে পারে। তার মানে এই নয় যে জনগণ সব ইস্যুতেই সেই দলকে সাপোর্ট দিয়েছে। তাই গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে গণভোটের সুযোগ রাখাটা জরুরী।	
অনুচ্ছেদ ২৮ (ধর্ম, প্রভৃতি কারণে বৈষম্য)	২৮। (১) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না। (২) রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারীপুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন। (৩) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না। (৪) নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান-প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।	জাতি-ধর্ম-লিংগ-ভাষা -শ্রেণী- সামর্থ্য ইত্যাদির ভিত্তিতে কোনো প্রকার বৈষম্য না করার নীতি/ জাতি-ধর্ম-লিংগ-ভাষা - শ্রেণী- সামর্থ্য ইত্যাদির ভিত্তিতে বিরাজমান সকল বৈষম্য দূর করার নীতি	অরূপ রাহী
		নারী-পুরুষ কোনো ধর্মেই সমান অধিকারভোগী না। সব নাগরকি প্রজাতন্ত্রের সব কাজে যোগদানের যোগ্য; তবে স্ব স্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং উপাসানালয় এর ব্যতিক্রম।	প্রফেসর ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম
		২৮(২) রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারীপুরুষের ন্যায্য অধিকার লাভ করিবেন।	শায়খ আহমাদুল্লাহ ও মুফতি আব্দুল্লাহ মাসুম
		২৮ (১) ও ২৮ (৩) অনুচ্ছেদ অপরিবর্তিত থাকবে। ২৮ (২) এবং ২৮ (৪) অনুচ্ছেদ নিম্নরূপ প্রতিস্থাপিত হবে। ২৮ (২) পবিত্র কোরআন বর্ণিত বিধানের আলোকে রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারীপুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন। ২৮ (৪) পবিত্র কোরআন বর্ণিত বিধানের আলোকে রাষ্ট্রকে নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান-প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক

তৃতীয় ভাগ: মৌলিক অধিকার

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম
		২৮ (৪)-কে নিম্নেরূপে প্রতিস্থাপন করা হোক: "আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহ, নারী ও শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোনো অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হতে এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করবে না"	রাজা দেবাষীষ রায়, চাকমা
		আইন প্রয়োগে সমতা: আইনের প্রয়োগ সবার জন্য সমান হতে হবে। কোন বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর জন্য আইনের প্রয়োগ যেন কখনো পক্ষপাতদুষ্ট না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।	ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী
		২৮(২) রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারীপুরুষের ন্যায্য অধিকার লাভ করিবেন।	মুফতি সাইফুল ইসলাম মাহফূযুল হক
		The first kind of right is to ensure the continued democratic nature of the government. The second kind of right is to ensure that the majority does not trample the rights of minorities - particularly when these minorities are unlikely to be able to control the government democratically in the near future.	Mohammad Nurul Minhaz
		Ensuring inclusion, justice and equity: the equality provisions in Articles 27 and 28 of the Constitution must be bolstered to go beyond formulaic equality and ensure substantive equality. Equality without equity may result in further disadvantage. Therefore, effective mechanisms geared to achieve equity in outcomes, rather than only equity in opportunities, must be incorporated. Mechanisms for robust monitoring and evaluation to assess the impact and effectiveness of affirmative action policies by independent oversight bodies should be put in place to ensure transparency and accountability of the State. Such independent bodies will function with the stated objective to ensure inclusion, justice and equity to citizens who are particularly voiceless, hard to reach and far from sites of privilege and power. It will be the responsibility of the state to redress the systemic and historical inequalities that have hindered the progress of such groups, thereby promoting social justice and cohesion.	Dr. Faustina Pereira
		(১) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ, তৃতীয় লিঙ্গ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে না। (২) রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে সকল লিঙ্গ- সমান অধিকার লাভ করবে। (৩) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ, তৃতীয় লিঙ্গ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোনো বিনোদন ব্য বিশ্রামের স্থানে প্রবেশ কিংবা কোনো শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কাউকেই কোনোরূপ অক্ষমতা,বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাবে না। (৪) নারী, তৃতীয় লিঙ্গ বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন সরকারী নিয়োগ-লাভে সুযোগের সমতা	শহীদুল্লাহ ফরায়জী
অনুচ্ছেদ ২৯ (সরকারি নিয়োগলাভে সুযোগের সমতা)	২৯। (১) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে। (২) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না। (৩) এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই- (ক) নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশ যাহাতে প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে তাঁহাদের অনুকূলে বিশেষ বিধান-প্রণয়ন করা হইতে, (খ) কোন ধর্মীয় বা উপ-সম্প্রদায়ভুক্ত প্রতিষ্ঠানে উক্ত ধর্মাবলম্বী বা উপ-সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের জন্য নিয়োগ সংরক্ষণের বিধান-সংবলিত যে কোন আইন কার্যকর করা হইতে, (গ) যে শ্রেণীর কর্মের বিশেষ প্রকৃতির জন্য তাহা নারী বা পুরুষের পক্ষে অনুপযোগী বিবেচিত হয়, সেইরূপ যে কোন শ্রেণীর নিয়োগ বা পদ যথাক্রমে পুরুষ বা নারীর জন্য সংরক্ষণ করা হইতে রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।	২৯ (৩)-কে নিম্নরূপে প্রতিস্থাপন করা হোক: "ক) নাগরিকদের যে কোনো অনগ্রসর অংশ ও আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহ যাতে প্রজাতন্ত্রের কর্ম-এ উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ করতে পারে, সে উদ্দেশ্যে তার অনুকূলে বিশেষ বিধান প্রনয়ন করতে" রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করবে না।	রাজা দেবাষীষ রায়, চাকমা

	তৃতীয় ভাগ: মৌলিক অধিকার		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম
		কোন নাগরিক বা তার স্ত্রী, সন্তান, পিতা, মাতা বিদেশী নাগরিক হলে কোন সাংবিধানিক পদে নিয়োগ বা জনপ্রতিনিধি হতে পারবেন না।	আব্দুল্লাহ
		নাগরিকদের অনগ্রসর অংশ কারা এই ব্যাখ্যা থাকা উচিৎ	আব্দুল্লাহ
		(১) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকবে। (২) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের অযোগ্য হবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাবে না। (৩) এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই- (ক) নাগরিকদের যেকোনো অনগ্রসর অংশ যাতে প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ করতে পারেন, সে উদ্দেশ্যে তাদের অনুকূলে বিশেষ বিধান-প্রণয়ন করা হতে, (খ) কোনো ধর্মীয় বা উপ-সম্প্রদায়ভুক্ত প্রতিষ্ঠানে উক্ত ধর্মাবলম্বী বা উপ-সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের জন্য নিয়োগ সংরক্ষণের বিধান-সংবলিত যেকোনো আইন কার্যকর করা হতে, (গ) যেশ্রেণির কর্মের বিশেষ প্রকৃতির জন্য তা নারী বা পুরুষের পক্ষে অনুপযোগী বিবেচিত হয়, সেইরূপ যেকোনো শ্রেণির নিয়োগ বা পদ যথাক্রমে পুরুষ বা নারীর জন্য সংরক্ষণ করা হতে রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করবে না।	শহীদুল্লাহ ফরায়জী
অনুচ্ছেদ ৩০(বিদেশী খেতাব, প্রভৃতি গ্রহণ নিষিদ্ধকরণ)		রাষ্ট্র শ্রেণীবৈষম্য বা সামাজিকবৈষম্যের বীজ বপন করতে পারে এমন কোনো খেতাব প্রদান করবে না। তবে, গৌরবজনক বা বিভিন্ন বিষয়ে উৎকর্ষতার ক্ষেত্রে সম্মানসূচক পুরস্কার বা অ্যাওয়ার্ড দিতে পারবে। ক) রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোনো নাগরিক কোনো বিদেশী রাষ্ট্রের নিকট হতে কোনোরকম খেতাব, সম্মান, পুরস্কার বা ভূষণ গ্রহণ করবে না।	শহীদুল্লাহ ফরায়জী
অনুচ্ছেদ ৩১ (আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার)	৩১। আইনের আশ্রয়লাভ এবং আইনানুযায়ী ও কেবল আইনানুযায়ী ব্যবহারলাভ যে কোন স্থানে অবস্থানরত প্রত্যেক নাগরিকের এবং সাময়িকভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত অপরাপর ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অধিকার এবং বিশেষতঃ আইনানুযায়ী ব্যতীত এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না, যাহাতে কোন ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে।	আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার পেতে ব্যত্যয় হলে এর প্রতিকার বিধানের গ্যারান্টি দেওয়া।	প্রফেসর ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম
অনুচ্ছেদ ৩২ (জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকার রক্ষণ	৩২। আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতা হইতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না।	রাষ্ট্রীয় অর্থায়নে এবং উদ্যোগে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা এবং মৃত্যুদণ্ড প্রথা বিলোপ করা সময়ের দাবী।	জাকিয়া আফরিন
		নাগরিকদের জবরদস্তিমূলক প্রচেষ্টা থেকে সুরক্ষা প্রদানের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।	শাহিদুল চৌধুরী

তৃতীয় ভাগ: মৌলিক অধিকার

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম
অনুচ্ছেদ ৩৩ (গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ)	৩৩।[(১) গ্রেপ্তারকৃত কোন ব্যক্তিকে যথাসম্ভব শীঘ্র গ্রেপ্তারের কারণ জ্ঞাপন না করিয়া প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না এবং উক্ত ব্যক্তিকে তাঁহার মনোনীত আইনজীবীর সহিত পরামর্শের ও তাঁহার দ্বারা আত্মপক্ষ-সমর্থনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না। (২) গ্রেপ্তারকৃত ও প্রহরায় আটক প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে গ্রেপ্তারের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে (গ্রেপ্তারের স্থান হইতে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আনয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ব্যতিরেকে) হাজির করা হইবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত তাঁহাকে তদতিরিক্তকাল প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না। (৩) এই অনুচ্ছেদের (১) ও (২) দফার কোন কিছুই সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, (ক) যিনি বর্তমান সময়ের জন্য বিদেশী শত্রু; অথবা (খ) যাঁহাকে নিবর্তনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোন আইনের অধীন গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বা আটক করা হইয়াছে। (৪) নিবর্তনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোন আইন কোন ব্যক্তিকে ছয় মাসের অধিক কাল আটক রাখিবার ক্ষমতা প্রদান করিবে না যদি সুপ্রীম কোর্টের বিচারক রহিয়াছেন বা ছিলেন কিংবা সুপ্রীম কোর্টের বিচারকপদে নিয়োগলাভের যোগ্যতা রাখেন, এইরূপ দুইজন এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত একজন প্রবীণ কর্মচারীর সমন্বয়ে গঠিত কোন উপদেষ্টা-পর্ষদ্ উক্ত ছয় মাস অতিবাহিত হইবার পূর্বে তাঁহাকে উপস্থিত হইয়া বক্তব্য পেশ করিবার সুযোগদানের পর রিপোর্ট প্রদান না করিয়া থাকেন যে, পর্ষদের মতে উক্ত ব্যক্তিকে তদতিরিক্ত কাল আটক রাখিবার পর্যাপ্ত কারণ রহিয়াছে। (৫) নিবর্তনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোন আইনের অধীন প্রদত্ত আদেশ অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে আটক করা হইলে আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে যথাসম্ভব শীঘ্র আদেশদানের কারণ জ্ঞাপন করিবেন এবং উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে বক্তব্য-প্রকাশের জন্য তাঁহাকে যত সত্বর সম্ভব সুযোগদান করিবেন: তবে শর্ত থাকে যে, আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় তথ্যাদি-প্রকাশ জনস্বার্থবিরোধী বলিয়া মনে হইলে অনুরূপ কর্তৃপক্ষ তাহা প্রকাশে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিতে পারিবেন। (৬) উপদেষ্টা-পর্ষদ কর্তৃক এই অনুচ্ছেদের (৪) দফার অধীন তদন্তের জন্য অনুসরণীয় পদ্ধতি সংসদ আইনের দ্বারা নির্ধারণ করিতে পারিবেন।]	গ্রেফতার পরবর্তীতে যেভাবে একজন মানুষকে হেনস্থা করা হয় (সর্বসম্মুখে) এবং নির্যাতনের মধ্য দিয়ে অপরাধ স্বীকারে বাধ্য করা হয়, তা পৃথিবীতে বিরল। বিশ্বজুড়ে মৃত্যুদণ্ড ধীরে ধীরে কমে আসলেও বাংলাদেশে এখনও বিদ্যমান। এখনি এই বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে না দেখতে পারলে, আমরা পিছিয়ে পড়ব আরও"। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তিতে সই করে যে অধিকার আমরা কাগজে কলমে মেনে নিই, সেগুলো বাস্তবায়নে রাষ্ট্র যেন কালক্ষেপন না করতে পারে, সে বিষয়ে সংবিধানে দিকনির্দেশনা থাকতে হবে।	জাকিয়া আফরিন
		"৩৩ (১) ও ৩৩ (২) অপরিবর্তিত থাকবে। ৩৩ (৩)খ, (৪), (৫) ও (৬) অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হবে। এবং ৩ (ক) নিম্নরূপে প্রতিস্থাপিত হবে: ৩ (ক) যিনি বর্তমান সময়ের জন্য বিদেশী শত্রু এবং গুপ্তচর বৃত্তিতে নিয়োজিত বিদেশী রাষ্ট্রের কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা"	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক

তৃতীয় ভাগ: মৌলিক অধিকার

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম
		আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার' সংক্রান্ত ৩১, ৩২,৩৪,৩৬,৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২ অনুচ্ছেদ থেকে "বিশেষতঃ আইনানুযায়ী ব্যতীত" শব্দগুচ্ছটি বাদ দিতে হবে। (দেশ বা রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালনা করার জন্য যেসব মৌলিক বিধানাবলী গঠন করা হয় তার সমষ্টিকে সংবিধান বা গঠনতন্ত্র বলা হয়। বাংলাদেশ সংবিধানের তৃতীয় ভাগে মৌলিক অধিকার অধ্যায়ে যেসব অনুচ্ছেদে মৌলিক অধিকারের নীতিগুলো রয়েছে, সেসব অনুচ্ছেদে (যথা ৩১, ৩২, ৩৪, ৩৬, ৩৭,, ৩৮ ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২) - মৌলিক অধিকারগুলো সাথে "বিশেষতঃ আইনানুযায়ী ব্যতীত অথবা আইন-বিধি সাপেক্ষে" (Saving clause/parts) "যে বিধানসমূহ রয়েছে তা প্রকৃত অর্থে রাষ্ট্রের মৌলিক ধারণার পরিপন্থি বা সংবিধানের পরিপন্থি । এসব 'সংরক্ষণ অনুচ্ছেদ/ অংশ (Saving clause/ parts)' রাষ্ট্রকে অগণতান্ত্রিক পথে নিয়ে যায়। যে কোন সরকারগুলো ফ্যাসিস্ট হয়ে উঠে। একারণে এসব "বিশেষতঃ আইনানুযায়ী ব্যতীত অথবা আইন-বিধি সাপেক্ষে" শব্দগুচ্ছ বাদ দিতে হবে।)	ইলিরা দেওয়ান
অনুচ্ছেদ ৩৬ (বসবাস ও বসতি স্থাপনের অধিকার)	৩৬। জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ- সাপেক্ষে বাংলাদেশের সর্বত্র অবাধ চলাফেরা, ইহার যে কোন স্থানে বসবাস ও বসতিস্থাপন এবং বাংলাদেশ ত্যাগ ও বাংলাদেশে পুনঃপ্রবেশ করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।	পার্বত্য শান্তিচুক্তি বাতিল করতে হবে।	প্রফেসর ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম
		নিম্নরূপ প্রতিস্থাপন করা হোক, "জনস্বার্থ-এ অথবা আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহের স্বকীয়তা ও নিরাপত্তা রক্ষার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসংগত বাধা নিষেধ সাপেক্ষে বাংলাদেশের সর্বত্র বসতি স্থাপন এবং বাংলাদেশ ত্যাগ ও বাংলাদেশে পুনঃপ্রবেশ করার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকবে"	রাজা দেবাষীষ রায়, চাকমা
		জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ- সাপেক্ষে সমতল ও পাহাড় নির্বিশেষে বাংলাদেশের সর্বত্র অবাধ চলাফেরা, ইহার যে কোন স্থানে বসবাস ও বসতিস্থাপন এবং বাংলাদেশ ত্যাগ ও বাংলাদেশে পুনঃপ্রবেশ করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক
		""জনস্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিযুক্ত বাধানিষেধ - সাপেক্ষে" শব্দগুলো বাদ দিতে হবে এবং নতুন করে সংযোজন করা-জনস্বার্থে অথবা ভিন্ন ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীসমূহের স্বকীয়তা ও নিরাপত্তা রক্ষার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ সাপেক্ষে বাংলাদেশ ত্যাগ ও বাংলাদেশে পুনঃপ্রবেশ করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।"	ইলিরা দেওয়ান
		বাংলাদেশের সর্বত্র অবাধ চলাফেরা, যেকোনো স্থানে বসবাস ও বসতিস্থাপন এবং বাংলাদেশ ত্যাগ ও বাংলাদেশে পুনঃপ্রবেশ করার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকবে। তবে, অবাধ অধিকারের নামে বৈষম্যপূর্ণ সমাজব্যবস্থায় দুর্বল শ্রেণি বা ক্ষুদ্র-জনগোষ্ঠীর অধিকার সুরক্ষায় রাষ্ট্র ন্যায়সঙ্গত নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে।	শহীদুল্লাহ ফরায়জী
অনুচ্ছেদ ৩৭ (সমাবেশের অধিকার)	৩৭। জনশৃঙ্খলা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে শান্তিপূর্ণভাবে ও নিরস্ত্র অবস্থায় সমবেত হইবার এবং জনসভা ও শোভাযাত্রায় যোগদান করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।	সমাবেশে বাধা দেওয়ার যুক্তিসঙ্গত কারণগুলো স্পষ্ট করতে হবে।	প্রফেসর ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম
		নিম্নরূপ প্রতিস্থাপন করা হোক, "জনশৃঙ্খলা ও জনসাস্থ্যের সার্থ-এ বা আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহের স্বাকীয়তা ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসংগত বাধানিষেধ সাপেক্ষে শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্র অবস্থায় সমবেত হওয়ার এবং জনসভা ও শোভাযাত্রায় যোগদান করার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকবে।"	রাজা দেবাষীষ রায়, চাকমা
		রাষ্ট্রীয় কোনো অফিসে, ভবনে, প্রতিষ্ঠানে, বাসভবনে কোনো রাজনৈতিক দলের সভা, পরামর্শ, মিটিং, মিছিল করা যাইবে না।	মাহফুযুল হক
		৩৭ অনুচ্ছেদ "জনশৃঙ্খলা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তসঙ্গত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে" শব্দগুলো বাদ দিতে হবে।	ইলিরা দেওয়ান
		শান্তিপূর্ণভাবে ও নিরস্ত্র অবস্থায় সমবেত হওয়ার এবং জনসভা ও শোভাযাত্রায় যোগদান করার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকবে। ক) গোলযোগ বা সংঘাত-সংঘর্ষ অথবা রক্তপাতের আশঙ্কা থাকলে আদালতের নির্দেশে অধিক্ষেত্রভুক্ত এলাকায় সাময়িক বাধা-নিষেধ আরোপ করতে পারে।	শহীদুল্লাহ ফরায়জী

তৃতীয় ভাগ: মৌলিক অধিকার

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম
অনুচ্ছেদ ৩৮ (সংগঠনের স্বাধীনতা)	[৩৮।জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবেঃ তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তির উক্তরূপ সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার কিংবা উহার সদস্য হইবার অধিকার থাকিবে না, যদি- (ক) উহা নাগরিকদের মধ্যে ধর্মীয়, সামাজিক এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়; (খ) উহা ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ, জন্মস্থান বা ভাষার ক্ষেত্রে নাগরিকদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়; (গ) উহা রাষ্ট্র বা নাগরিকদের বিরুদ্ধে কিংবা অন্য কোন দেশের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী বা জঙ্গী কার্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়; বা (ঘ) উহার গঠন ও উদ্দেশ্য এই সংবিধানের পরিপন্থী হয়।]	৩৮ (ক) উহা নাগরিকদের মধ্যে ধর্মীয়, সামাজিক এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, জন-শৃঙ্খলা এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব বিনষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়;	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক
		রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের শর্ত গণতান্ত্রিক ও সহজ করা। রাজনৈতিক দলে জাতি-ধর্ম-লিংগ-সামর্থ্যসহ বহু বৈচিত্রের মানুষের অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্বের লক্ষ্যে ইতিবাচক পদক্ষেপী বিধান । - কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি নির্বাচনে জাতি-ধর্ম-লিংগ-সামর্থ্যসহ বহু বৈচিত্রের মানুষের অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্বের লক্ষ্যে ইতিবাচক পদক্ষেপী বিধান।	অরূপ রাহী
অনুচ্ছেদ ৩৯ (চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক্-স্বাধীনতা)	৩৯। (১) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তাদান করা হইল। (২) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা ও নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত-অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ-সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে (ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক্ ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের, এবং (খ) সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল।	"যথার্থ গণতন্ত্রের বুনিয়াদ হলো বাকস্বাধীনতা এবং ভিন্নমত ও প্রতিবাদ জানানোর অধিকার। প্রতিটি নাগরিকের জন্য এগুলো নিশ্চিত করতে হবে। এর পাশাপাশি কায়েমী স্বার্থবাদীদের দ্বারা এগুলোর অপব্যবহার রোধের উদ্দেশ্যে ফৌজদারী আদালত, প্রেস কাউন্সিল, লেবার কোর্ট ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রশাসনিক স্বায়ত্তশাসন দিয়ে একটি শক্তিশালী নাগরিকবান্ধব মেকানিজম প্রতিষ্ঠা করতে হবে।	১. মোহাম্মদ বসিরুল হক সিনহা, ২. মাসুদ জাকারিয়া
		৩৯ (১) আল্লাহর অস্তিত্ব, হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে সম্মান, ধর্মীয় অনুভূতি ও রাষ্ট্রের অখণ্ডতা এবং সার্বভৌমত্বকে আঘাত না করে চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তাদান করা হইল। ৩৯ (২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর বাধা নিষেধ সাপেক্ষে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা ও নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত-অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ-সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে (ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক্ ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের, এবং (খ) সংবাদ ক্ষেত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল।	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক
		এ ধারায় আরোপিত সকল শর্ত বাতিল করতে হবে। মৌলিক অধিকারগুলো প্রাকৃতিকভাবে প্রাপ্ত, এগুলো কোনো মানুষ তৈরি করে নি। প্রাকৃতিক আইনের ওপর মানুষের আরোপিত শর্ত যুক্ত হতে পারে না	জাস্টিস আবদুল মতিন
		উপধারা সংযুক্ত করতে হবে। চিন্ত ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক স্বাধীনতা (০২) এর ক: প্রত্যেক নাগরিকের বাক ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের, এবং (০২) এর খ: সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল। (০২) এর গ: বাক স্বাধীনতার নামের ধর্ম অবমাননা, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেয়া যাবে না। এমনটি হলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হইবে।	১. শায়খ আহমাদুল্লাহ ও মুফতি আব্দুল্লাহ মাসুম, ২. মুফতি সাখাওয়াত হোসেন রাজী ৩. মুফতি সাইফুল ইসলাম
		বাক স্বাধীনতার নামে ধর্ম অবমাননা, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়া যাবে না। এমনটি হলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হইবে।	মাহফুযুল হক

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম
		Freedom of speech: 1. No person shall be prosecuted or penalized in any way for any speech unless: a. It has direct incitement of violence. b. It has infringed on privacy and aggrieved individuals have complained. 2. Government can ask court to block publication and distribution of any speech, if the Government can prove that the speech falls in any of the following categories: a. Speech may cause public unrest b. Speech is insulting to religious sentiment. It must be demonstrated by historical precedence that similar speech has in fact been deemed insulting. c. Speech is intended to spread falsehood in a way that it may jeopardize public safety. 3. No person shall be prosecuted or incarcerated for defamation. But aggrieved individuals can bring civil liability suits for defamation seeking financial damage not exceeding the amount of quantifiable damage and associated legal or administrative fees. 4. No speech shall be considered as contempt of court or parliament unless it affects the proceedings. 5. No person shall be prosecuted, or no publication shall be hindered for criticizing any national symbol.	Mohammad Nurul Minhaz
		"Promotion of pluralism and protection of diversity: the founding principles of Bangladesh, together with the stated constitutional aspirations for an independent state where citizens enjoy freedom from all forms of exploitation, must be reinforced. Embracing these values paves the way for a society that thrives on the richness of its diversity, where every individual has the opportunity to contribute to the nation's growth and prosperity. Diversity in all its forms, including freedom of thought, opinion or expression across social and cultural realms, in particular, must be allowed to flourish and cannot be subjected to undue restrictions to conform to majoritarian pressures.	Dr. Faustina Pereira
		১) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হলো। ২) রাষ্ট্রে নিরাপত্তা, বিদেশি রাষ্ট্রসমূহের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এবং ব্যক্তিগত বা নৈতিকতার স্বার্থে ব্যক্তি এবং সমাজের অধিকারের সমন্বয়পূর্বক ন্যায়সঙ্গত বাধানিষেধ সাপেক্ষে।	শহীদুল্লাহ ফরায়জী
অনুচ্ছেদ ৪০ (পেশা/ বৃত্তির স্বাধীনতা)	৪০। আইনের দ্বারা আরোপিত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে কোন পেশা বা বৃত্তি-গ্রহণের কিংবা কারবার বা ব্যবসায়-পরিচালনার জন্য আইনের দ্বারা কোন যোগ্যতা নির্ধারিত হইয়া থাকিলে অনুরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন আইনসঙ্গত পেশা বা বৃত্তি-গ্রহণের এবং যে কোন আইনসঙ্গত কারবার বা ব্যবসায়-পরিচালনার অধিকার থাকিবে।	জুয়া, পতিতাবৃত্তি প্রভৃতি অনৈতিক পেশা নিষিদ্ধ করতে হবে।	প্রফেসর ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম
		৪০ অনুচ্ছেদটি নিম্ন রূপে প্রতিস্থাপিত হবে; ৪০। ১৮(২) অনুচ্ছেদ ও আইনের দ্বারা আরোপিত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে কোন পেশা বা বৃত্তি-গ্রহণের কিংবা কারবার বা ব্যবসায়-পরিচালনার জন্য আইনের দ্বারা কোন যোগ্যতা নির্ধারিত হইয়া থাকিলে অনুরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন আইনসঙ্গত পেশা বা বৃত্তি-গ্রহণের এবং যে কোন আইনসঙ্গত কারবার বা ব্যবসায়-পরিচালনার অধিকার থাকিবে।	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক
		সংযুক্তি প্রস্তাব বোল্ড করে দেয়া আছে- আইনের দ্বারা আরোপিত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে কোন পেশা বা বৃত্তি-গ্রহণের কিংবা কারবার বা ব্যবসায়-পরিচালনার জন্য আইনের দ্বারা কোন যোগ্যতা নির্ধারিত হইয়া থাকিলে অনুরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন আইনসঙ্গত পেশা বা বৃত্তি-গ্রহণের এবং যে কোন আইনসঙ্গত কারবার বা ব্যবসায়-পরিচালনার অধিকার থাকিবে। তবে শর্ত হলো তার দেশ, জাতি ও জনগণের ক্ষতি নিহিত ধর্মীয় আলোকে অবৈধ হতে পারবে না।	১. শায়খ আহমাদুল্লাহ ২. মুফতি আব্দুল্লাহ মাসুম ৩. মুফতি সাইফুল ইসলাম

	তৃতীয় ভাগ: মৌলিক অধিকার		
অনুচ্ছেদ/অংশ	**বর্তমান সংবিধান**	**সুপারিশ**	**প্রস্তাবকের নাম**
অনুচ্ছেদ ৪১ (ধর্মীয় স্বাধীনতা)	৪১। (১) আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা-সাপেক্ষে (ক) প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার রহিয়াছে; (খ) প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় ও উপ-সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের স্থাপন, রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অধিকার রহিয়াছে। (২) কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে যোগদানকারী কোন ব্যক্তির নিজস্ব ধর্ম-সংক্রান্ত না হইলে তাঁহাকে কোন ধর্মীয় শিক্ষাগ্রহণ কিংবা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উপাসনায় অংশগ্রহণ বা যোগদান করিতে হইবে না।	৪১(১) নং অনুচ্ছেদ অপরিবর্তিত থাকবে। ৪১(২) অনুচ্ছেদটি নিম্ন রুপে প্রতিস্থাপিত হবে; ৪১ (২) নিজস্ব ধর্ম-সংক্রান্ত না হইলে কোন নাগরিককে অন্য কোন ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ কিংবা অন্য কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা উপাসনায় অংশগ্রহণ বা যোগদান করিতে হইবে না। ৪১ (৩) অর্থ, সম্পদ বা অনুরূপ কোনো প্রলোভনের মাধ্যমে কোনো নাগরিককে ধর্মান্তরিত করা যাবে না।	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক
অনুচ্ছেদ ৪২ (সম্পত্তির অধিকার)	৪২। (১) আইনের দ্বারা আরোপিত বাধা নিষেধ-সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর বা অন্যভাবে বিলি-ব্যবস্থা করিবার অধিকার থাকিবে এবং আইনের কর্তৃত্ব ব্যতীত কোন সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্ত বা দখল করা যাইবে না। ২৪[(২) এই অনুচ্ছেদের (১) দফার অধীন প্রণীত আইনে ক্ষতিপূরণসহ বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্তকরণ বা দখলের বিধান করা হইবে এবং ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ কিংবা ক্ষতিপূরণ নির্ণয় ও প্রদানের নীতি ও পদ্ধতি নির্দিষ্ট করা হইবে; তবে অনুরূপ কোন আইনে ক্ষতিপূরণের বিধান অপর্যাপ্ত হইয়াছে বলিয়া সেই আইন সম্পর্কে কোন আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।]	৪২ (১) আইনের দ্বারা আরোপিত বাধা নিষেধ সাপেক্ষে, আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহের স্বকীয়তা ও নিরাপত্তা বিধান বিঘ্নিত না করে, প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর বা অন্যভাবে বিলি-ব্যবস্থা করার অধিকার থাকবে এবং আইনের কর্তৃত্ব ব্যতীত কোনো সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রয়ত্ব বা দখল করা যাবে না।	রাজা দেবাষীষ রায়, চাকমা
		"৪২। (১) অনুচ্ছেদ অপরিবর্তিত থাকবে। ৪২। (২) নিম্ন রুপে প্রতিস্থাপিত হবে; (২) এই অনুচ্ছেদের (১) দফার অধীন প্রণীত আইনে ক্ষতিপূরণসহ বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্তকরণ বা দখলের বিধান করা হইবে এবং ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ কিংবা ক্ষতিপূরণ নির্ণয় ও প্রদানের নীতি ও পদ্ধতি নির্দিষ্ট করা হবে। তবে, বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্তকরণ বা দখলের কারণে কোন নাগরিক বাস্তু ভিটাহীন হয়ে পড়লে রাষ্ট্র নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ প্রদানসহ পুর্নবাসন করবে।"	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক
		৪২ (২)এই অনুচ্ছেদের (১) দফার অধীনে প্রনীত আইনে ক্ষতিপূরণসহ বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্বকরণ বা দখলের বিধান করা হবে এবং ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ কিংবা ক্ষতিরূণ নির্ণয় ও প্রদানের নীতি ও পদ্ধতি নিরদিষ্ট করা হবে; তবে অনুরূপ কোনো আইনে ক্ষতিপূরণের বিধান অপর্যাপ্ত হয়েছে বলে সে আইনের বিরুদ্ধে আদালতে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না, তবে পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে অত্র উপ-অনুচ্ছেদের উল্লিখিত বাধা নিষেধ প্রযোজ্য হবে না	রাজা দেবাষীষ রায়, চাকমা
অনুচ্ছেদ ৪৩ (গৃহ ও যোগাযোগের রক্ষণ)	৪৩। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জনশৃঙ্খলা, জনসাধারণের নৈতিকতা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা নিষেধ-সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের (ক) প্রবেশ, তল্লাশী ও আটক হইতে স্বীয় গৃহে নিরাপত্তালাভের অধিকার থাকিবে; এবং (খ) চিঠিপত্রের ও যোগাযোগের অন্যান্য উপায়ের গোপনতারক্ষার অধিকার থাকিবে।	অপরিবর্তিত থাকবে	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক

তৃতীয় ভাগ: মৌলিক অধিকার

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম
		ক) প্রত্যেক নাগরিকের প্রবেশ, তল্লাশী ও আটক হতে স্বীয় গৃহে নিরাপত্তালাভের অধিকার থাকবে; এবং খ) ব্যক্তিগত ফোন, কম্পিউটার চিঠিপত্রের ও যোগাযোগের অন্যান্য উপায়ের গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার থাকবে। গ) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জন-শৃঙ্খলার স্বার্থে আদালতের অনুমতি ব্যতিরেকে উপরোক্ত অনুচ্ছেদের (ক এবং খ) প্রতিশ্রুত অধিকার থেকে কাউকে বঞ্চিত করা যাবে না।	শহীদুল্লাহ ফরায়জী
অনুচ্ছেদ ৪৪ (মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ)	৪৪। (১) এই ভাগে প্রদত্ত অধিকারসমূহ বলবৎ করিবার জন্য এই সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুযায়ী হাইকোর্ট বিভাগের নিকট মামলা রুজু করিবার অধিকারের নিশ্চয়তা দান করা হইল। (২) এই সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের অধীন হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতার হানি না ঘটাইয়া সংসদ আইনের দ্বারা অন্য কোন আদালতকে তাহার এখতিয়ারের স্থানীয় সীমার মধ্যে ঐ সকল বা উহার যে কোন ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষমতা দান করিতে পারিবেন।	মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ: সংবিধান স্বীকৃত মৌলিক অধিকারগুলো প্রবলভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।মানুষের সম্মান, বংশধারা ও বিবেকবুদ্ধির সংরক্ষণকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে।	ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী
		৪৪ (১) ও (২) অপরিবর্তিত থাকবে। ৪৪(৩) মর্মে নিম্ন রূপ অনুচ্ছেদ সংযোজিত হবে; ৪৪(৩) এই ভাগের অধিকার সমূহে বলবৎ করিবার নিমিত্ত আর্থিক অস্বচ্ছল নাগিরককে আদলতের আশ্রয় গ্রহণের জন্য রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে।	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক
অনুচ্ছেদ ৪৫ (শৃংখলামূক আইনের ক্ষেত্রে অধিকারের পরিবর্তন	৪৫। কোন শৃঙ্খলা-বাহিনীর সদস্য-সম্পর্কিত কোন শৃঙ্খলামূলক আইনের যে কোন বিধান উক্ত সদস্যদের যথাযথ কর্তব্যপালন বা উক্ত বাহিনীতে শৃঙ্খলারক্ষা নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে প্রণীত বিধান বলিয়া অনুরূপ বিধানের ক্ষেত্রে এই ভাগের কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।	সংবিধানের ৪৫ অনুচ্ছেদ শৃঙ্খলাবদ্ধ বাহিনীর সদস্যদের মৌলিক অধিকার সীমিত করে।	খোদাবক্স চৌধুরী এস এইচ চৌধুরী
		অপরিবর্তিত থাকবে	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক
		কোনো শৃঙ্খলা-বাহিনীর সদস্য-দম্পর্কিত কোন শৃঙ্খলামূলক আইনের যেকোন বিধান উক্ত সদস্যদের যথাযথ কর্তব্যপালন বা উক্ত বাহিনীতে শৃঙ্খলারক্ষা নিশ্চিত করবে। তবে অন্যায্য বরখাস্ত, জোরপূর্বক পদত্যাগ, অবসর, অসামঞ্জস্যপূর্ণ শান্তি এবং অধিকার ও সুযোগ-সুবিধার ওপর বেআইনি নিষেধাজ্ঞা আরোপে আইনগত অধিকার প্রযোজ্য হবে।	শহীদুল্লাহ ফরায়জী
অনুচ্ছেদ ৪৬ (দায়মুক্তি-বিধানের ক্ষমতা)	৪৬। এই ভাগের পূর্ববর্ণিত বিধানাবলীতে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি বা অন্য কোন ব্যক্তি জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের প্রয়োজনে কিংবা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে যে কোন অঞ্চলে শৃঙ্খলা-রক্ষা বা পুনর্বহালের প্রয়োজনে কোন কার্য করিয়া থাকিলে সংসদ আইনের দ্বারা সেই ব্যক্তিকে দায়মুক্ত করিতে পারিবেন কিংবা ঐ অঞ্চলে প্রদত্ত কোন দণ্ডাদেশ, দণ্ড বা বাজেয়াপ্তির আদেশকে কিংবা অন্য কোন কার্যকে বৈধ করিয়া লইতে পারিবেন।	৪৬ নং অনুচ্ছেদ নিম্ন রুপে প্রতিস্থাপিত হবে; ৪৬(১) এই ভাগের পূর্ববর্ণিত বিধানাবলীতে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি বা অন্য কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রের অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে যে কোন অঞ্চলে শৃঙ্খলা রক্ষা বা পুনর্বহালের প্রয়োজনে কোন কার্য করিয়া থাকিলে সংসদ আইনের দ্বারা সেই ব্যক্তিকে দায়মুক্ত করিতে পারিবেন কিংবা ঐ অঞ্চলে প্রদত্ত কোন দণ্ডাদেশ, দণ্ড বা বাজেয়াপ্তির আদেশকে কিংবা অন্য কোন কার্যকে বৈধ করিয়া লইতে পারিবেন। ৪৬ (২) স্বৈরাচার পতনে ২০২৪ এর গণ-আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের দ্বারা কৃত সকল কার্য রাষ্ট্র ও জনগণের কল্যাণে সম্পাদিত হয়েছে বিধায় তাদের সকল কার্যক্রম দায়মুক্ত হিসাবে গণ্য হবে।	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক
অনুচ্ছেদ ৪৭ (কতিপয় আইনের হেফাজত	৪৭। (১) নিম্নলিখিত যে কোন বিষয়ের বিধান-সংবলিত কোন আইনে (প্রচলিত আইনের ক্ষেত্রে সংশোধনীর মাধ্যমে) সংসদ যদি স্পষ্টরূপে ঘোষণা করেন যে, এই সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে বর্ণিত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহের কোন একটিকে কার্যকর করিবার জন্য অনুরূপ বিধান করা হইল, তাহা হইলে অনুরূপ আইন এই ভাগে নিশ্চয়কৃত কোন অধিকারের সহিত অসমঞ্জস কিংবা অনুরূপ অধিকার হরণ বা খর্ব করিতেছে, এই কারণে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে নাঃ	৪৭ অনুচ্ছেদ আপাতত অপরিবর্তিত থাকবে।	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক

তৃতীয় ভাগ: মৌলিক অধিকার

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম
	(ক) কোন সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্তকরণ বা দখল কিংবা সাময়িকভাবে বা স্থায়ীভাবে কোন সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ বা ব্যবস্থাপনা; (খ) বাণিজ্যিক বা অন্যবিধ উদ্যোগসম্পন্ন একাধিক প্রতিষ্ঠানের বাধ্যতামূলক সংযুক্তকরণ; (গ) অনুরূপ যে কোন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক, ব্যবস্থাপক, এজেন্ট ও কর্মচারীদের অধিকার এবং (যে কোন প্রকারের) শেয়ার ও স্টকের মালিকদের ভোটাধিকার বিলোপ, পরিবর্তন, সীমিতকরণ বা নিয়ন্ত্রণ; (ঘ) খনিজদ্রব্য বা খনিজ তৈল-অনুসন্ধান বা লাভের অধিকার বিলোপ, পরিবর্তন, সীমিতকরণ বা নিয়ন্ত্রণ; (ঙ) অন্যান্য ব্যক্তিকে অংশতঃ বা সম্পূর্ণতঃ পরিহার করিয়া সরকার কর্তৃক বা সরকারের নিজস্ব, নিয়ন্ত্রণাধীন বা ব্যবস্থাপনাধীন কোন সংস্থা কর্তৃক যে কোন কারবার, ব্যবসায়, শিল্প বা কর্মবিভাগ-চালনা; অথবা (চ) যে কোন সম্পত্তির স্বত্ব কিংবা পেশা, বৃত্তি, কারবার বা ব্যবসায়-সংক্রান্ত যে কোন অধিকার কিংবা কোন সংবিধিবদ্ধ সরকারী প্রতিষ্ঠান বা কোন বাণিজ্যিক বা শিল্পগত উদ্যোগের মালিক বা কর্মচারীদের অধিকার বিলোপ, পরিবর্তন, সীমিতকরণ বা নিয়ন্ত্রণ। (২) এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও প্রথম তফসিলে বর্ণিত আইনসমূহ (অনুরূপ আইনের কোন সংশোধনীসহ) পূর্ণভাবে বলবৎ ও কার্যকর হইতে থাকিবে এবং অনুরূপ যে কোন আইনের কোন বিধান কিংবা অনুরূপ কোন আইনের কর্তৃত্বে যাহা করা হইয়াছে বা করা হয় নাই, তাহা এই সংবিধানের কোন বিধানের সহিত অসমঞ্জস বা তাহার পরিপন্থী, এই কারণে বাতিল বা বেআইনী বলিয়া গণ্য হইবে না; [তবে শর্ত থাকে যে, এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই অনুরূপ কোন আইনকে সংশোধন, পরিবর্তন বা বাতিল করা হইতে নিবৃত্ত করিবে না।] [(৩) এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও গণহত্যাজনিত অপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ বা যুদ্ধাপরাধ এবং আন্তর্জাতিক আইনের অধীন অন্যান্য অপরাধের জন্য কোন সশস্ত্র বাহিনী বা প্রতিরক্ষা বাহিনী বা সহায়ক বাহিনীর সদস্য[২৪][বা অন্য কোন ব্যক্তি, ব্যক্তি সমষ্টি বা সংগঠন] কিংবা যুদ্ধবন্দীকে আটক, ফৌজদারীতে সোপর্দ কিংবা দণ্ডদান করিবার বিধান-সংবলিত কোন আইন বা আইনের বিধান এই সংবিধানের কোন বিধানের সহিত অসমঞ্জস বা তাহার পরিপন্থী, এই কারণে বাতিল বা বেআইনী বলিয়া গণ্য হইবে না কিংবা কখনও বাতিল বা বেআইনী হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না ।]"		
		প্রথম তফসিলে অন্যান্য বিধান সত্ত্বেও কার্যকর আইন- এর তালিকায়-"পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি ১৯০০" এর আইনটি | অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।	ইলিরা দেওয়ান

	তৃতীয় ভাগ: মৌলিক অধিকার		
অনুচ্ছেদ/অংশ	**বর্তমান সংবিধান**	**সুপারিশ**	**প্রস্তাবকের নাম**
		পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত কতিপয় আইনকে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন (প্রথম তফসিলে) এ আইন সমূহ অন্তর্ভুক্তি করা দরকার: পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশন আইন ১৯০০; রাঙ্গামাটি-পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ১৯৮৯; খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ১৯৮৯; বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ১৯৮৯; পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ১৯৯৮;	রাজা দেবাষীষ রায়, চাকমা
		৪৭ অনুচ্ছেদে অনেক বিধান আছে যা সরাসরি তৃতীয় ভাগে বর্ণিত মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত সংবিধানের অন্যান্য অনুচ্ছেদের সরাসরি বিপরীত ও সাংঘর্ষিক। সংবিধানের মধ্যে এ ধরণের বিপরীতমূখীতা ও সাংঘর্ষিকতা দূর করা দরকার।	"১. ব্যারিস্টার নাজির আহমদ ২. সাংবাদিক অলিউল্লাহ নোমান ৩. ব্যারিস্টার ইকবাল হোসেন ৪. নাসরুল্লাহ খাঁন জুনায়েদ ৫. ব্যারিস্টার আলিমুল হক লিটন "
অনুচ্ছেদ ৪৭ক (সংবিধানের কতিপয় বিধানের অপ্রযোজ্যতা)	"[৪৭ক। (১) যে ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদের (৩) দফায় বর্ণিত কোন আইন প্রযোজ্য হয়, সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই সংবিধানের ৩১ অনুচ্ছেদ, ৩৫ অনুচ্ছেদের (১) ও (৩) দফা এবং ৪৪ অনুচ্ছেদের অধীন নিশ্চয়কৃত অধিকারসমূহ প্রযোজ্য হইবে না। (২) এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও যে ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদের (৩) দফায় বর্ণিত কোন আইন প্রযোজ্য হয়, এই সংবিধানের অধীন কোন প্রতিকারের জন্য সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করিবার কোন অধিকার সেই ব্যক্তির থাকিবে না।]"	৪৭ (ক) অনুচ্ছেদ অপরিবর্তিত থাকবে	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক
		জনস্বার্থে ৪৭ ক অনুচ্ছেদ রহিত করতে হবে।	প্রফেসর ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম
অনুচ্ছেদ ৪৭খ (মৌলিক কর্তব্য) নতুন		১. প্রত্যেক নাগরিকের পবিত্র কর্তব্য দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপন এবং সর্বশক্তি দিয়ে মাতৃভূমিকে রক্ষা, বহিরাক্রমণ প্রতিরোধ, জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সংগীতকে সম্মান করা। ২. সেই সব মহৎ আদর্শ লালন করা যা সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রাম, আন্দোলন লড়াই ও গণঅভ্যুত্থানে আত্মোৎসর্গ করার অনুপ্রেরণা যুগিয়ে ছিলো। ৩. দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সুরক্ষার প্রশ্নটি দল-মত-পথের উর্ধ্বে স্থান দেওয়া। ৪. ধর্ম-বর্ণ আঞ্চলিকতা-সহ সকল ধরনের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম ক'রে সকলের মাঝে সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ থেকে অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং অংশীদারিত্বমূলক সমাজ গঠন করা। ৫. দেশজসংস্কৃতি, ঐতিহ্য, স্থাপত্য, মূল্যবোধ, স্বকীয় বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করা। ৬. নদী, জলাশয়, বন, বৃক্ষ-সহ প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা এবং অন্যান্য প্রাণীদের প্রতি সংবেদনশীল ও সহানুভূতিশীল হওয়া। ৭. নারীর প্রতি অসম্মানজনক, অবমাননাকর ও অমর্যাদাকর মানসিকতা পরিহার করা। ৮. একটি জ্ঞাননির্ভর নৈতিক-সমাজ গঠনে জনগণের জানমাল রক্ষা-সহ যেকোনো ধরনের সহিংসতাকে পরিহার করা। ৯. বৈষম্যমুক্ত ন্যায্য সমাজের পূর্বশর্ত হবে প্রত্যেক নাগরিকের ন্যায্যতা উপলব্ধির বোধ ও শুভ চিন্তার সামর্থ্য অর্জন করা। ১০. আত্ম-বিকাশের উৎকর্ষতার লক্ষ্যে ব্যক্তি এবং সমষ্টিগতভাবে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা এবং মহৎকীর্তি দ্বারা জীবনকে ক্রমাগত মহিমান্বিত করা।	শহীদুল্লাহ ফরায়জী
অন্যান্য প্রস্তাব		ভোটাধিকারকে সর্বোচ্চ মৌলিক অধিকার হিসেবে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	অ্যাডভোকেট আব্দুর রহমান জীবল
		সংবিধানের তৃতীয় ভাগের মৌলিক অধিকারের অনুচ্ছেদসমূহ বিশেষত ৩২ থেকে ৪৪ অনুচ্ছেদগুলোকে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, জনশৃংখলা, জনসাধারণের নৈতিকতা, জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে বা আইন বিধি নিষেধ ইত্যাদি শর্ত থেকে মুক্ত করে নিরঙ্কুশ মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।	কল্লোল মোস্তফা
		তথ্য জানার অধিকার এবং আকল বা মেধার সংরক্ষণ মৌলিক অধিকার এবং মূলনীতির ভেতর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। যেন ভবিষ্যতে মেধার ভিত্তিতে মেরিট বেইজ সিস্টেমে দেশকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করা যায়।	মুসা আল হাফিজ

	তৃতীয় ভাগ: মৌলিক অধিকার		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম
		The right to vote should be recognized as a fundamental right within the Constitution, protecting citizens' power to shape their government.	K Shamsuddin Mahmood
		Specific provisions are required to ensure the State's constitutional commitment to ensure every citizen has the opportunity and flexibility to use their rights and render obligations without fear or favor.No law or regulation shall be considered that is contradictory to principles of Quran and Sunnah.There is need to have focused mechanisms to ensure rights of every citizen (including minorities and vulnerable segments of the society) are duly protected. The Constitution need to have provisions for penalties for violations of oath of office undertaken under the Constitution. Zero tolerance must be exercised in this regard.	Dr.Mohammed Parvez Imdad
		ইন্টারনেট সুবিধার (অ্যাক্সেস) অধিকার	অ্যাডভোকেট ড. মহিউদ্দিন
		শোভন (ডিসেন্ট) কাজের পরিবেশের অধিকার	অ্যাডভোকেট ড. মহিউদ্দিন
		রাইট টু প্রটেকশন অব ডিজিটাল করেসপন্ডেন্স	অ্যাডভোকেট ড. মহিউদ্দিন
		শিক্ষার অধিকার	অ্যাডভোকেট ড. মহিউদ্দিন
		স্বাস্থ্য সেবার অধিকার	অ্যাডভোকেট ড. মহিউদ্দিন
		সামাজিক সুরক্ষার (সোশ্যাল সেফটি) অধিকার	অ্যাডভোকেট ড. মহিউদ্দিন
		রাইট টু এনভায়রনমেন্ট (পরিবেশ সুরক্ষার অধিকার)	অ্যাডভোকেট ড. মহিউদ্দিন
		অপরাধে ভুক্তভোগীর (ভিক্টিম) সুরক্ষার অধিকার	অ্যাডভোকেট ড. মহিউদ্দিন
		তথ্য জানার অধিকার (রাইট টু ইনফরমেশন)	অ্যাডভোকেট ড. মহিউদ্দিন
		ডিজিটাল বা টেকনোলজিকাল যেকোনো রেকর্ডস এবং যে কোনো ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস ব্যবহারে সুরক্ষার অধিকার	অ্যাডভোকেট ড. মহিউদ্দিন
		হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড সোশ্যাল জাস্টিস কমিশন প্রতিষ্ঠা করা	অ্যাডভোকেট ড. মহিউদ্দিন
		আগামীর বাংলাদেশের গঠনতন্ত্রে দেশের প্রতিটি নাগরিকের ব্যক্তিগত মর্যাদা, নিরাপত্তা, ন্যায়বিচার, শিক্ষা ও কর্মসংস্থান লাভের অধিকারকে মৌলিক নাগরিক অধিকার (Fundamental civil rights) বলে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত। এর পাশাপাশি ক্ষমতাধারীদের দায়িত্ব, অধিকারের সীমা ও সীমালঙ্ঘনের দায়ে উপযুক্ত সাজার বিষয়গুলো সুনির্দিষ্ট করতে হবে। এই বিষয়গুলি নিয়ে অবিলম্বে একটি 'নাগরিক অধিকার ও দায়িত্বের সনদ' (Charter of Civil Rights and Responsibilities) রাষ্ট্রীয় গঠনতন্ত্রের ১ম অংশে (Part I) সংযুক্ত করা উচিত।	মোহাম্মদ বসিরুল হক সিনহা, মাসুদ জাকারিয়া
		৪.৯.২ বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ু ন্যায্যতা বিষয়ক প্রস্তাব ৪.৯.২.১ ধনী রাষ্ট্রের লাগামহীন কর্পোরেট ভোগবিলাসিতা এবং নয়াউদারবাদী বাবস্থার কারণে প্রশ্নহীনভাবে বৃদ্ধি পাওয়া কার্বণ নিঃসরণ বৈশ্বিক উষ্ণতা ঘটাচ্ছে এবং যা সামগ্রিকভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী নয়। জলবায়ু পরবির্তনের সংকট ও অভিঘাতকে গুরুত্ব দিয়ে সকল মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের পরিকল্পনায় সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি ও দায়িত্ব যুক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে দেশের ভূক্তভোগী জনগণের সপক্ষে জলবায়ু ন্যায্যতা (ক্লাইমেট জাস্টিস) প্রতিষ্ঠাকে রাষ্ট্রের মৌলিক জলবায়ু-অঙ্গীকার হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। ৪.৯.২.২ খরা, তীব্র তাপদাহ, ঘূর্ণিঝড়, লবণাক্ততা, জোয়ারের উচ্চতা বৃদ্ধি, বন্যা, পাহাড়ি ঢল, অকাল বন্যা, অনাবৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, শৈত্যপ্রবাহ, বজ্রপাতসহ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সকল আপদ-বিপদকে সুনির্দিষ্টভাবে বিবেচনায় নিয়ে দেশের কৃষিপ্রতিবেশ ভিন্নতায় জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক জনবান্ধব কর্মকৌশল প্রণয়ন করতে হবে। জলবায়ু সংকটের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠী ও অঙ্গলের সামগ্রিক বিষয় বিবেচনায় এনে অগ্রাধিকারভিত্তিতে ধারাবাহিক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। ৪.৯.২.৩ জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক প্রাণবৈচিত্রা সনদ ১৯৯২ এবং প্যারিস জলবায়ু চুক্তিকে (২০১৫) গুরুত্ব দিয়ে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অভিযোজন চর্চা ও লোকায়ত জ্ঞানকে স্বীকৃতি দিয়ে জলবায়ু উপযোগী দেশীয় শস্যফসল ও স্থানীয় প্রযুক্তির উন্নয়ন ঘটিয়ে জাতীয় অভিযোজন পদক্ষেপ ও নীতি গ্রহণ করতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সংকটাপন্ন গ্রামীণ সংস্কৃতি এবং শিল্পকর্ম বিকাশে সহযোগিতা করতে হবে। এলাকাভিত্তিক অন্তর্ভুক্তিমূলক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে। ৪.১.২.৪ বৈশ্বিক প্রশমন উদ্যোগসমূহ প্রত্যক্ষভাবে দৃশ্যমানকরণ এবং বৈশ্বিক জলবায়ু তহবিল নিশ্চিতকরণে রাষ্ট্রের জলবায়ু-কূটনীতি জোরদার করতে হবে। জলবায়ু সম্মেলনে (কনফারেন্স অব পার্টিস/কপ) রাষ্ট্রপক্ষের প্রতিনিধিদলে দেশের ক্ষতিগ্রস্থ গ্রামীণ জনগোষ্ঠী, যুব সমাজ এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের যুক্ত করতে হবে।	ড. সৈয়দ নিজার ও অন্যান্য

	তৃতীয় ভাগ: মৌলিক অধিকার		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম
		৪.৯.২.৫ বহুজাতিক কোম্পানি ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান নির্ভর মিথ্যা জলবায়ু সমাধানগুলোকে কোনোভাবেই প্রকল্প হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না এবং কার্বন-বাণিজ্যের মতো বিষয়কে উৎসাহিত করা যাবে না। ৪.৯.২.৬ 'বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেম স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড অ্যাকশন প্ল্যান (২০০৯)', 'ন্যাশনাল এডাপটেশন প্ল্যান অব বাংলাদেশ (২০২৩-২০৫০)' এবং 'ন্যাশনালি ডিটারমাইন্ড কন্ট্রিবিউশন'সহ জলবায়ু সংশ্লিষ্ট আইন, নীতি, পরিকল্পনা, অর্থায়ন ও কর্মসূচিতে জনগণের মতামত, বাস্তবতা, সুপারিশ, উদ্যোগ এবং অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করতে হবে। ৪.৯.২.৭ বাংলাদেশ জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডসহ বৈশ্বিক জলবায়ু তহবিল, অভিযোজন তহবিল এবং অর্থায়নকে ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা ও জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকারভিত্তিতে বিবেচনা করে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর নেতৃত্বে প্রকর ও কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে এবং সকলক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে। ৪.১.২.৮ জলবায়ু পরির্বনের কারণে দেশার পরিবর্তনশীলতা ও স্থানান্তর এবং বাস্তুচ্যুতির ঘটনা গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে। এক্ষেত্রে জলবায়ুর কারণে জলবায়ু-উদ্বাস্ত মানুষের জন্য নতুন অভিবাসনন্তন নিরাপদ করতে হবে এবং এসব মানুষের জন্য মর্যাদার কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে হবে। জলবায়ু-উদ্বাস্ত হয়ে নগর এলাকায় বসবাসরত নগরদরিদ্রদের জন্য নাগরিক অধিকারের সুরক্ষা দিতে হবে। ৪.৯.২.৯ জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার শূণ্যকরণে এবং নবায়নযোগ্য সবুজ জ্বালানি শক্তির রূপান্তরে জনবান্ধব জ্বালানি রূপান্তর কর্মকৌশল প্রণয়ন করতে হবে। কৃষিজমি-জলাভূমি বিনষ্ট না করে নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে গ্রাম ও নগরের দরিদ্র জনগণের প্রবেশাধিকার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিশ্চিত করতে হবে।	
		৪.৬ জননিরাপত্তা ৪.৬.১ বিউপনিবেশিত পুলিশ মানে জনগণের পুলিশ। জনগণের নিরাপত্তা সেবা প্রদান হবে তার প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। জনগণের স্বার্থবিরোধী কোনো ধরনের কাজ ও তৎপরতায় তার অংশগ্রহণ করা চলবে না। তাই পুলিশি ব্যবস্থায় পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গোটা ব্যবস্থাকে বলপ্রয়োগধর্মী ধরনের বদলে সেবাধর্মী ধরন অনুসরণে পুনর্গঠন করতে হবে। এই পুনর্গঠন শুরু হতে পারে পুলিশ বাহিনীর নাম পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। আমাদের পুলিশ বাহিনীর এমন নাম হতে হবে যাতে নাম শোনা মাত্রই বিগত বাহিনী থেকে তার ধরন ও বৈশিষ্ট্যগত ভিন্নতা জনগণের কাছে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে আমাদের প্রস্তাব-জুলাই গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর নাম হবে-জননিরাপত্তা সেবা বাহিনী। নামকরণ যেকোনো নিরাপত্তা বাহিনীর তৎপরতাগত দিকের ইঙ্গিত। আমরা দৃঢ়ভাবে মনেকরি, নিরাপত্তা প্রদান (পুলিশিং) একটি সেবামূলক কাজ, এটি শুধু আসামি ধরার অ্যাডভেঞ্চার নয়-পুলিশের ভেতরে এই বোধ তৈরি করতে তার নাম পরিবর্তন হল প্রথম পদক্ষেপ। ৪.৬.২ বাংলাদেশের পুলিশের কার্যকর পরিবর্তন সাধন করতে হলে সে পরিবর্তন হতে হবে নিচ থেকে উপরের দিকে। বর্তমানে আমাদের মোট পুলিশের সংখ্যা আনুমানিক দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার যার মধ্যে কনস্টেবল, নায়েক ও এএসআই এর সংখ্যা দেড় লক্ষাধিক। এই বিপুল পরিমাণ পুলিশ সদস্যরা মামলা বা সাধারণ ডায়েরি আমলে নেয়ার মতো কোন কাজে যুক্ত নয়। ফলে পুলিশের সবচেয়ে বড় অংশই জনসেবার কার্যকর কাজগুলোর বাইরে থেকে যায়। আমরা মনেকরি, কনস্টেবলরা বর্তমানে কেবলমাত্র সরকারিসেবায় ব্যবহৃত হচ্ছে, তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে ক্রমশ জনসেবামূলক কাজে যুক্ত করা উচিত। ৪.৬.৩ পুলিশের স্বশস্ত্র ও নিরস্ত্র নামক বিভাজন বা বর্তমান কাঠামো সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করতে হবে। পুলিশি ব্যবস্থা মূলত হবে সামাজিক পুলিশিং ব্যবস্থা। এর সাথে ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি মোকাবেলায় থাকবে স্ট্রাইকিং ফোর্স। বাকি সমস্ত পুলিশ হবে নিরস্ত্র। ৪.৬.৪ জনগণকে পুলিশের সাথে সম্পৃক্ত করার সুনির্দিষ্ট কার্যপদ্ধতি থাকতে হবে। পুলিশের পুরস্কার ব্যবস্থায় অবশ্যই জনগণকে সম্পৃক্ত করতে হবে। নির্দিষ্ট সংখ্যক মনোনীতদের বিশেষ কাজের উল্লেখ করে সেখানে অনলাইনভিত্তিক ভোট বা মতামত চাইতে হবে। পুলিশের মূল্যায়নে জনগণের অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করতে হবে। কারণ সেবাগ্রহীতাই সেবার মানের শ্রেষ্ঠ বিচারক। ৪.৬.৫ পুলিশের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার খোলনলচে পরিবর্তন প্রয়োজন। অতিরিক্ত ড্রিল কমিয়ে আনা আবশ্যক। কারণ পুলিশ সেনা নয়। সামাজিক পুলিশ, ট্যুরিস্ট পুলিশ, স্ট্রাইকিং ফোর্স ইত্যাদি বিভাজন অনুযায়ী পুলিশের বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকতে হবে। ডি-এসকেলেশন পদ্ধতির উপর জোরারোপ করতে হবে। অভিযুক্ত মানেই অপরাধী নয়- এই দর্শনকে মাথায় রেখে পুলিশ যাতে অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ থেকে বিরত থাকে সেই কৌশলের নামই ডিএসকেলেশন। পুলিশের প্রশিক্ষণে বিশেষায়িত বিভাগ অনুযায়ী তার পাঠ্যক্রম সাজাতে হবে।	ড. সৈয়দ নিজার ও অন্যান্য

	তৃতীয় ভাগ: মৌলিক অধিকার		
অনুচ্ছেদ/অংশ	**বর্তমান সংবিধান**	**সুপারিশ**	**প্রস্তাবকের নাম**
		৪.৬.৬ পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের ধরন হতে হবে আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত। এক্ষেত্রে preparation and planning, engage and explain, Account, closure and evaluate বা সংক্ষেপে PEACE মডেল অথবা strategic use of evidenceবা সংক্ষেপে SUE মডেল অনুসরণ করা যেতে পারে। শরীরে ব্যাথা দেয়া গেলে সত্য বেরিয়ে আসে-এই ব্যাপক মিথ থেকে পুলিশের মনস্তাত্তিক পরিবর্তন ঘটাতে হবে। শারীরিক আঘাত কেবলমাত্র আঘাতকারীর শুনতে চাওয়া কথাকেই পুনরুৎপাদিত করে। এ সংক্রান্ত উপযুক্ত প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে। ৪.৬.৭ পুলিশের প্রতিটি কর্মকাণ্ড অনলাইন ডায়েরির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এবং গ্রেপ্তারের সাথে সাথে তা অনলাইন ডাটাবেজে যুক্ত করতে হবে এবং তা গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তির প্রদানকৃত পরিবারের বা নিকটজনের নাম্বারে স্বয়ংক্রিয় মেসেজের মাধ্যমে জানাতে হবে। ৪.৬.৮ পুলিশি হয়রানি সংক্রান্ত অভিযোগ জানানোর জন্য পুলিশের ওয়েবসাইটে স্বয়ংক্রিয় বাবস্থা থোকতে হবে। এছাড়া খানার সকল প্রদেয় সুবিধা অ্যাপের মাধ্যমে পরিচালনা করতে হবে। ৪.৬.৯ গ্রেস্বার এবং পুলিশ হেফাজতের দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশকে অবশ্যই বডি ক্যাম বাবহার করতে হবে। ৪.৬.১০ পুলিশি ব্যবস্থার আধুনিকায়নের স্বার্থে পুলিশের একটি গবেষণা সেল থাকতে হবে। ৪.৬.১১ অপরাধ তদন্ত পুরোপুরি পুলিশের বিশেষায়িত বিভাগের মাধ্যমে পরিচালনা করতে হবে। তদন্ত কার্যক্রম ওসির আওতামুক্ত করতে হবে। ৪.৬.১২ বর্তমানে পুলিশের তিন স্তরের নিয়োগ ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। কনস্টেবল, সাব-ইন্সপেক্টর ও বিসিএসের মাধ্যমে এএসপি পদে এসব নিয়োগ হয়ে থাকে। পুলিশের এই নিয়োগ ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে এবং একে স্বতন্ত্র সংগঠন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। পুলিশের নিয়োগ বিসিএসের আওতামুক্ত করে এর নিয়োগ হতে হবে স্বতন্ত্র কমিশনের মাধ্যমে। পুলিশের নিয়োগ ব্যবস্থা হতে হবে দ্বিস্তর বিশিষ্ট।	
		৪.৫ শিক্ষা ৪.৫.১ আমাদের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কোনো যোগাযোগ কিংবা জ্ঞানতাত্ত্বিক আন্তঃবিনিময় নেই। অথচ তাদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক থাকাটা খুবই জরুরি। বর্তমানে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে এই সকল প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে থাকে। কিন্তু তা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক স্থাপনের বিষয় নয়। যে-কারণে, আমাদের দেশের বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ পরস্পর বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো। এক্ষেত্রে স্বীয় পদে বহাল রেখে বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানে বদলির বিধান করা যেতে পারে। যেমন, একজন সহযোগী অধ্যাপক কিংবা অধ্যাপক স্ব-পদে থেকে ও সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করেও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদে সেবা প্রদান করতে পারেন। তাছাড়া, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর যে বদলির বিধান রয়েছে সেই বিধান মোটেও কার্যকর নেই। একটি নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘ সময় ধরে সেবা দেওয়ার কারণে সেবার মানের পাশাপাশি সেবাদানকারীর কর্মস্পৃহারও অবনতি ঘটে। (ভিজিটিং) পদ সৃষ্টি করা যেতে পারে। কোনো একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ""শিক্ষক"" যেন তার স্বীয় প্রতিষ্ঠানে সংযুক্ত থেকেই আরেক বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান করে খণ্ডকালীনভাবে সেখানে পাঠদান করতে পারেন, সেই ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যেতে পারে। অন্যদিকে, স্নাতক পাঠদানের জন্য কলেজসমূহকে ঢেলে সাজাতে হবে। দেখা যায়, একসময়ের স্বনামধন্য সরকারি কলেজগুলো এখন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি ও স্নাতক পর্যায়ের পরীক্ষা-গ্রহণের কেন্দ্রমাত্র হয়ে ওঠেছে। যার দরুন, পরীক্ষার হলসমূহে মাত্রাতিরিক্ত পাহারা দেওয়া ও অন্যান্য দাপ্তরিক কাজের কারণে শিক্ষকদের গবেষণা ও পাঠদানের উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি-গ্রহণের পর্যাপ্ত সময় থাকে না। এতে সংশ্লিষ্ট কলেজগুলোতে গবেষণা ও শ্রেণিকক্ষে পাঠদান-প্রক্রিয়া ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রযোজনে এক্ষেত্রে পরীক্ষার হল পাহারা দেওয়ার জন্য প্রত্যবেক্ষক পদে দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় শ্রেণির আলাদা লোকবল নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে। তাদের সহযোগিতায় একজন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে কয়েকটি কক্ষের দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষকদের ওপর চাপ কমানো যাবে। তাদের গবেষণার প্রতি আকৃষ্ট করতে হবে। কলেজসমূহে শিক্ষকরা যেন আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেই দিক বিবেচনায় নিয়ে পুস্তকভাতা, গবেষণা ও প্রকাশনা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধিসহ অন্যান্য খাতগুলোতেও বরাদ্দ বৃদ্ধি করা যেতে পারে। ৪.৫.২ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে গবেষণা-নির্ভর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করা দরকার। প্রাথমিকভাবে, কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়কে শুধুমাত্র গবেষণার জন্য ঢেলে সাজাতে হবে, যেখানে কোনো স্নাতক পর্যায়ের পাঠদান চলবে না, কেবলমাত্র দুই বছর মেয়াদী গবেষণা-ভিত্তিক স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিসির ব্যবস্থা থাকবে। আগেই উল্লিখিত হয়েছে, গবেষণাকেন্দ্রিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পূর্ব-সাধক,	ড. সৈয়দ নিজার ও অন্যান্য

তৃতীয় ভাগ: মৌলিক অধিকার

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম
		উত্তর-সাধক ও গবেষকদের জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে দায়মুক্তি থাকবে, কেননা, জ্ঞানচর্চার প্রাথমিক শর্তই হলো বিদ্যমান জ্ঞানকে প্রশ্নবিদ্ধ করা। স্নাতকোত্তর, এমফিল ও পিএইচডি পর্যায়ের অভিসন্দর্ভ যেকোনো প্রকার সেন্সরশিপের আওয়াতামুক্ত থাকবে। উপরন্তু, গবেষণাকেন্দ্রিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। তাদেরকে ছয় মাস মেয়াদী বাংলা ভাষা-বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়ার পাশাপাশি, সেখানকার পাঠ-নির্দেশনার মাধ্যম ইংরেজি করা দরকার। ৪.৫.৩ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে একটি সমন্বিত পরীক্ষা পদ্ধতি গড়ে তুলতে হবে। যেখানে একটি সমন্বিত পরীক্ষার মাধ্যমে তালিকাক্রম তৈরি করা যেতে পারে। পরবর্তীতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের চাহিদা অনুযায়ী সেই তালিকার ভিত্তিতে প্রার্থী নিয়োগ দেওয়া হবে। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থীর বিভিন্ন ভাষায় পারদর্শীতা, নিজস্ব ভাষায় দক্ষতা, গবেষণায় আগ্রহ, বিশ্লেষণী ক্ষমতা, সাবলীল যোগাযোগের সক্ষমতা, নীতি-নৈতিকতাকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা উচিৎ। এক্ষেত্রে, বাংলাদেশের যে-সকল শিক্ষার্থীরা দেশের বাইরে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি সম্পন্ন করেছে তাদের আকৃষ্ট করার দিকে মনোযোগ দিতে হবে। মধ্যে সমন্বয়ের ক্ষেত্রে আন্তঃক্যাডার বৈষম্য একটি বড়ো বাঁধা। বিভিন্ন ক্যাডারের মধ্যে বিরাজমান আন্তঃক্যাডার বৈষম্য দূর করা অত্যাবশ্যকীয়। যেমন শিক্ষা ক্যাডারে দেখা গেছে পদোন্নতি জনিত হতাশা বিরাজ করে, যা স্পষ্টভাবে জ্ঞানচর্চার অন্তরায়। এ-সকল কারণে, অনেকেই শিক্ষাক্ষেত্রে আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও অন্য চাকরিতে চলে যায়। ফলে, শিক্ষা ক্যাডারে পদোন্নতির জন্য একটি সুসমন্বিত বিধিমালা গঠন করা দরকার। সেই বিধিমালা অনুযায়ী নিয়মতান্ত্রিকভাবে পদোন্নতির ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে অন্যান্য ক্যাডারে বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধার সঙ্গে তা সমন্বয় করা আবশ্যক। এছাড়াও স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বৃত্তির সংখ্যা ও পরিমাণ ব্যাপকহারে বাড়াতে হবে। পিএইচডি পর্যায়ের গবেষণা বৈতনিক করতে হবে। গবেষণার মান অক্ষুন্ন রাখার লক্ষ্যে পিএইচডি ভর্তি-প্রক্রিয়া উন্নত করতে হবে। গবেষণার প্রতিটি ধাপে জবাবদিহিতার ব্যবস্থা করতে হবে এবং অভিসন্দর্ভটির হার্ডকপির পাশাপাশি সফট কপি সংশ্লিষ্ট আর্কাইভে সংরক্ষণ করতে হবে যা সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। কোনো পর্যায়ে তাতে কুম্ভিলকবৃত্তি ধরা পড়লে তা সংশ্লিষ্ট আইনের আওতায় এনে বিচার করতে হবে।	
		জনগণের মৌলিক অধিকার জাতীয় জরুরি অবস্থা বা অন্যকোনো অজুহাতে স্থগিত করা যাবে না। জীবন, খাদ্য শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান ও কর্মসংস্থান সর্বাধিক জরুরি ভিত্তিতে নিশ্চিত করতে হবে সকল নাগরিকের জন্য	অধ্যাপক হাসানুজ্জামান চৌধুরী
		ব্যক্তিস্বাধীনতার বিধান সংবিধানে যুক্ত করতে হবে। ব্যক্তি কি করবে না করবে, কার সাথে সখ্যতা করবে না করবে, এটা একান্ত ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভর করবে। কেউ কারো ব্যক্তিগত বিষয়ে জোর জবরদস্তি করতে পারবে না।	ড. শাফি আ. খালেদ
		For instance, Article 33 addressed safeguards as to arrest and detention but allows preventive detention which is prohibitory. This article gave some ground of right to know information. Why a person has to be arrested must be informed. Special power Act,1974 give authorities to detain even without reason based on suspense which often misused for political suppression. • Article 32, 36,37,38,39,40 though socio economic rights and give right to life, liberty, freedom of movement, religion, speech, occupation, safeguards to property, education and so on but these rights remain weak. An individual cannot exercise it in fullest capacity. If we see the article 32 there is a scope to interfere in individual rights –in accordance with law which means if something already mentioned in law, then it will not violate right to life. • Article 41 which enlighten the freedom of conscience to speech and religion but our judiciary exercise their power by using principle of reasonable restriction. All the citizen must have the right to practice their own religion as long as it’s not creating any conflict. • Article 39 though giving FR but imposing provision that if any contempt of court or in interest of the security of the state or decency morality must be followed by standards which sometime curtailing human rights. • Article 26,44 and 102 though giving fullest right to exercise their fundamental rights and enforcement but sometimes the system making it tough to individual. Suppose if an individual from marginal area faces any problem which curtailing their right, they cannot file any suit. Though 102 states any person aggrieved but again it imposing limitation on locus standi principle. • Article 45 stats provisions for military laws but reforms could ensure basic human right like fair trial, right to appeal.	Airin Riya, MD Inzamamul Haque Zim, Nina Ahmmed Shila, Shah Ariful Islam, Tahsan Rahman Arpy

	চতুর্থ ভাগ: নির্বাহী বিভাগ		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম
অনুচ্ছেদ ৪৮ (রাষ্ট্রপতি)	রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি	রাষ্ট্রপতি রিপাবলিক/জনতন্ত্রের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হবেন। তিনি সর্বময় সম্মানের অধিকারী হবেন এবং জনতন্ত্রের সকল কার্য তাঁর নামে সম্পাদিত হবে। রাষ্ট্রপতি সংসদের উভয় কক্ষের যৌথসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হবেন।	সরোয়ার তুষার
		অনুচ্ছেদটি বিলুপ্ত ও সংবিধানের ৫ম (পঞ্চম) সংশোধনীর সংশ্লিষ্ট অংশ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে।	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক
		"১. উপরাষ্ট্রপতির পদ সৃষ্টি করতে হবে। রাষ্ট্রপতি দেশের সংবিধান ও স্বার্বভৌমত্ত রক্ষা করবেন। এবং উপরাষ্ট্রপতি দেশের সম্পদ রক্ষা করবেন। ২. রাষ্ট্রপতি জনগণের জান-মানের নিরাপত্তার অভিভাবক এবং উপরাষ্ট্রপতি গনগণের ও রাষ্ট্রের সম্পদের অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করবেন। ৩. রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতিকে সৎ, ঋণখেলাপী মুক্ত, নির্দলীয়, বিচক্ষণ, সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য ন্যূনতম ষাট বছর বয়সী, স্নাতকোত্তর এবং দেশের জন্য সম্মানজনক কোন কাজের জন্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি থাকতে হবে। রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি এবং তাঁদের স্ত্রীদের দ্বৈত নাগরিকত্ব থাকতে পারবে না। ৪. জাতীয় সংসদের সদস্যদের সরাসরি ভোটে রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন। একবারের বেশি কেউ রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হতে পারবেন না। রাষ্ট্রপতির বিদেশ ভ্রমণ বা সামরিক অসুস্থতায় উপরাষ্ট্রপতি সাময়িক দায়িত্ব পালন করবেন। সংসদ ভেঙে দেবার কারণে সাংবিধানিক সংকট এড়াতে এই দায়িত্ব আর স্পিকারকে দেয়া হবে না। "	ডঃ শায়খ আহমদ
		The President would have an Advisory Council of 12 members - each member nominated for 12 years, and each year the oldest member is replaced with a new one by the current President. This council will effectively play the role of Senate (and House of Lords). This Advisory Council will be responsible for nominating semi-judicial, non-policy-making bodies like election commission, PSC, JSC etc. The President will nominate the Supreme Court judges with consent from the Advisory Council.	Mohammad Nurul Minhaz
		সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি ভোটপ্রাপ্তির ভিত্তিতে প্রধান দশটি রাজনৈতিক দলের পরামর্শ গ্রহণ করবেন।	শাহিদুল চৌধুরী
		ক্ষমতার ভারসাম্য: রাষ্ট্রপতি কখন প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করতে পারেন তার স্পষ্ট মানদণ্ড নির্দিষ্ট করা।	অ্যাডভোকেট ড. মহিউদ্দিন
		প্রস্তাবিত বিধান: কেবলমাত্র প্রধানমন্ত্রী, প্রধান বিচারপতি ও সুপ্রিম কোর্টের অন্যান্য বিচারক নিয়োগ এবং সংসদে বিল ফেরত পাঠানো ছাড়া সব কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবেন।	অ্যাডভোকেট ড. মহিউদ্দিন
		শর্ত থাকে যে, রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করা থেকে বিরত থাকবেন যদি এই ধরনের পরামর্শ এই সংবিধানের বিধানের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয় বা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সম্মতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়।	অ্যাডভোকেট ড. মহিউদ্দিন
		সরাসরি ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতে হবে।	১. মোঃ আলী হোসেন, ২. প্রফেসর ড. মইনুল ইসলাম ৩. Mohammad Nurul Minhaz ৪. Rahib Shahriar, A.K.M Aoula Shadik Sardar, Mim Tasnia Prapti, Khandaker Shahla Tasnim, MD. EASIN ARAFAT
		রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত হবেন। তাদের দলের সঙ্গে সম্পৃক্ততা থাকতে পারে বা নাও থাকতে পারে। তারা রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব ভাগাভাগি করবেন যা সংবিধান দ্বারা নির্ধারিত হবে এবং জাতীয় নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার মতো বিসয়গুলো দেখাশোনা করবেন। তবে যুদ্ধ ঘোষণা কিংবা জরুরি অবস্থা ঘোষণা করার ক্ষমতা সংসদের হাতে থাক উচিত, এবং তা উভয় কক্ষের যৌথ অধিবেশনে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার মাধ্যমে অনুমোদিত হতে হবে।	মো. জাহেদুর রহমান
		সংসদ ভেঙে দেওয়ার পরিস্থিতি ব্যতীত রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণে বাধ্য থাকবেন না।	অ্যাডভোকেট আব্দুর রহমান জীবল
		রাষ্ট্রপতি নিজ বিবেচনায় স্বাধীনভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।	শাহিদুল চৌধুরী
		ভাইস প্রেসিডেন্টের পদ তৈরি করতে হবে	মাওলানা মো. ইলিয়াছুর রহমান

চতুর্থ ভাগ: নির্বাহী বিভাগ

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম
অনুচ্ছেদ ৪৮ (১)		বাংলাদেশের একজন রাষ্ট্রপতি থাকিবেন, যিনি আইন অনুযায়ী বাংলাদেশের জনগণের প্রত্যক্ষ নির্বাচিত হইবেন।	ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী
অনুচ্ছেদ ৪৮ (২)			
অনুচ্ছেদ ৪৮ (৩)		প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শমুখীতা থেকে প্রেসিডেন্টকে মুক্ত করতে হবে। তাই এ উপধারা বাদ দিতে হবে।	জাস্টিস অ. মতিন
		"সংবিধানের ৪৮(৩) অনুচ্ছেদ সংশোধন করে রাষ্ট্রপতিকে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করার বিধান বাতিল করত হবে। এর মাধ্যমে অ্যাটর্নি জেনালের, মহা হিসাব নিরীক্ষক, সরকারি কর্ম কমিশন, বিচারক ইত্যাদি পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর সংশ্লিষ্টতা দূর করতে হবে। "	কল্লোল মোস্তফা
		দুইবারের বেশি যেন কেউ প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেন্ট থাকতে না পারেন এবং কোনো দলের নেতৃত্বে থাকতে না পারেন এমন অনুচ্ছেদ সংবিধানে যুক্ত করতে হবে	১. কল্লোল মোস্তফা ২. অধ্যাপক হাসানুজ্জামান চৌধুরী ৩. মুসা আল হাফিজ ৪. ড. মো. আবুল কালাম আযাদ 5. Rahib Shahriar, A.K.M Aoula Shadik Sardar, Mim Tasnia Prapti, Khandaker Shahla Tasnim, MD. EASIN ARAFAT
		The president shall be given power to sack the prime minister or any minister, if he deem fit for the interest of the country. The president shall also be given power to dissolve the parliament, if he deem fit for the interest of the country.	Md. Shamsul Arefin Arif
		Article 48(3) shall also need to be amended to release the President from appointment of Judges with the advice of the Prime Minister as this has a huge political influence over the judiciary sector. This creates the problem of having the Judges working in favour of the ruling party of the Prime Minister. This places undue power in the hands of the president, and ultimately, in the hands of the Prime Minister. Therefore, the doctrine of political question arises here.	তাসফিয়া আফরিন
		Only the president, the speaker, the chief justice and the prime minister can use national flag during their move by vehicle. No minister will be allowed to use national flag.	Md. Shamsul Arefin Arif
		Article 48 of the Constitution of Bangladesh requires reform because, under the current framework, the President serves primarily as a ceremonial head of state with limited powers. The President's role is heavily subordinated to the Prime Minister, restricting their ability to act independently or serve as an effective check on the executive branch. If this system remains unchanged then human rights will be affected in many ways such as The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) in Article 21 and the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) in Article 25 emphasize the right of every citizen to participate in the conduct of public affairs, directly or through representatives.5 Firstly, the citizens are indirectly excluded from influencing the selection of the President, as the decision is confined to members of Parliament and secondly, this suppresses the voices of minority parties and their constituencies, which contradicts the principle of equal political participation.	Airin Riya, MD Inzamamul Haque Zim, Nina Ahmmed Shila, Shah Ariful Islam, Tahsan Rahman Arpy
		Article 48. (3) In the exercise of all his functions, save only that of appointing the Prime Minister pursuant to clause (3) article and the Chief Justice pursuant to clause (1) article 95, and the Proclamation of Emergency pursuant to article 141A, the President shall act in accordance with the advice of the Prime Minister. If the Prime Minister has given advice, there must be documentary evidence, and the advice must be kept confidential; the court can inquire about it.	

	চতুর্থ ভাগ: নির্বাহী বিভাগ		
অনুচ্ছেদ/অংশ	**বর্তমান সংবিধান**	**সুপারিশ**	**প্রস্তাবকের নাম**
		" (১) বাংলাদেশের একজন রাষ্ট্রপতি থাকবেন, যিনি আইন অনুযায়ী সংসদ-সদস্যগণ (সংসদের উভয় 'কক্ষ) কর্তৃক নির্বাচিত হবেন। ২) রাষ্ট্রপ্রধানরূপে রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের অন্য সকল ব্যক্তির উর্ধ্বে স্থান লাভ করবেন। এই সংবিধান ও অন্যকোনো আইনের দ্বারা তাঁকে প্রদত্ত এবং তাঁর উপর অর্পিত সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কর্তব্য পালন করিবেন। (৩) এই সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের (৩) দফা অনুসারে প্রধানমন্ত্রী, ৯৫ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুসারে প্রধানবিচারপতি এবং বিচারক নিয়োগ ছাড়াও নির্বাচন কমিশন, পাবলিক সার্ভিস কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন-সহ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের ক্ষেত্র ব্যতীত রাষ্ট্রপতি তাঁর অন্য সকল দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করবেন; তবে শর্ত থাকে যে, প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে আদৌ কোনো পরামর্শদান করেছেন কি না এবং ক'রে থাকলে কী পরামর্শ দান করেছেন, কোনো আদালত সেই সম্পর্কে কোনো প্রশ্নের তদন্ত করতে পারবেন না। (৪) প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় ও পররাষ্ট্রীয় নীতি সংক্রান্ত বিষয়াদি সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত রাখবেন এবং রাষ্ট্রপতি অনুরোধ করলে যেকোনো বিষয় মন্ত্রিসভায় বিবেচনার জন্য পেশ করবেন। ৫) বাংলাদেশে একজন উপরাষ্ট্রপতি থাকবেন। যিনি সংসদের উভয় কক্ষের সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হবেন এবং পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষের স্পিকার বা অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করবেন। ৬) রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি হওয়ার যোগ্যতা:- কোনো ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য হবেন না, যদি তিনি- (ক) পঁয়ত্রিশ বৎসরের কম বয়স্ক হন অথবা (খ) সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য না হন; অথবা (গ) কখনো এই সংবিধানের অধীন অপসারিত হয়ে থাকেন। "	শহীদুল্লাহ ফরায়জী
অনুচ্ছেদ ৪৯ (ক্ষমা প্রদর্শনের অধিকার)	কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যে-কোন দণ্ডের মার্জনা, বিলম্বন ও বিরাম মঞ্জুর করিবার এবং যে-কোন দণ্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকিবে।	কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যে-কোন দণ্ডের মার্জনা, বিলম্বন ও বিরাম মঞ্জুর করিবার এবং যে-কোন দণ্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করিবার জন্য আক্রান্ত ব্যক্তি বা তার পরিবারের নিকট সুপারিশ করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকিবে।	ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী
		রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত দণ্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকিবে; এবং কোন নাগরিক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত দণ্ড মার্জনা, বিলম্বন, বিরাম মঞ্জুর করিবার এবং তা মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করিবার ক্ষমতা কেবলমাত্র ক্ষতিগ্রস্থ নাগরিক বা তার অভিভাবক বা তার উত্তরাধিকারীদের থাকিবে।	মাহফুযুল হক
		কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যে-কোন দণ্ডের মার্জনা, বিলম্বন ও বিরাম মুঞ্জুর করিবার এবং যে-কোন দণ্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করিতে সুপারিশ করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকিবে।	মুফতি সাইফুল ইসলাম
		রাষ্ট্রপতির ক্ষমার অধিকার রোহিত করতে হবে। ক্ষমা করতে পারবে শুধু ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ও পরবিারের।	প্রফেসর ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম
		"কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যে-কোন দণ্ডের মার্জনা, বিলম্বন ও বিরাম মঞ্জুর করিবার এবং যে-কোন দণ্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করিতে সুপারিশ করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকিবে। "	শায়খ আহমাদুল্লাহ ও মুফতি আব্দুল্লাহ মাসুম
		রাষ্ট্রপতি দণ্ড মওকুফ বা ক্ষমা ঘোষণা করতে পারবেন। তবে এতে আইনসভার উচ্চকক্ষের প্রস্তাব/পরামর্শ প্রয়োজন হবে।	সরোয়ার তুষার
		হত্যা সহ অন্যান্য গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত কোন আসামিকে সাধারণ ক্ষমার অধিকার রাষ্টপতির আর থাকবে না।	ড. শায়খ আহমদ
		The President shall have the power to remit, suspend, or reduce any sentence, but such decision shall be taken by the President in consultation with the Chief Justice and two former Chief Justices and two former judges of the Appellate Division.	Ashikur Rahman Ashik

	চতুর্থ ভাগ: নির্বাহী বিভাগ		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম
		Power to Veto can be given to The President . In the case of important decisions of the government, taking President's consultations must be made mandatory and a separate Veto playing power can be given to the President. He can exercise his veto playing authority by his office or different Commission.	"Rahib Shahriar, A.K.M Aoula Shadik Sardar, Mim Tasnia Prapti, Khandaker Shahla Tasnim, MD. EASIN ARAFAT"
		রাষ্ট্রপতি কারও সাজা মওকুফ করতে পারবেন না।	শাহিদুল চৌধুরী
		কোনো আদালত ট্রাইবুনাল বা অন্যকোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যেকোনো দণ্ডের মার্জনা, বিলম্বন ও বিরাম মঞ্জুর করার এবং যেকোনো দণ্ড মওকুফ বা হ্রাস করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকবে। তবে শর্ত থাকে যে, তা অবশ্যই বিচক্ষণতা ও নৈতিকতার ভিত্তিতে ন্যায়সঙ্গত হতে হবে।	শহীদুল্লাহ ফরায়জী
অনুচ্ছেদ ৫০ (রাষ্ট্রপতি-পদের মেয়াদ)	৫০। (১) এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি কার্যভার গ্রহণের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসরের মেয়াদে তাঁহার পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন: তবে শর্ত থাকে যে, রাষ্ট্রপতির পদের মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার উত্তরাধিকারী-কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত তিনি স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন। (২) একাদিক্রমে হউক বা না হউক-দুই মেয়াদের অধিক রাষ্ট্রপতির পদে কোন ব্যক্তি অধিষ্ঠিত থাকিবেন না। (৩) স্পীকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে রাষ্ট্রপতি স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন। (৪) রাষ্ট্রপতি তাঁহার কার্যভারকালে সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন না, এবং কোন সংসদ-সদস্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইলে রাষ্ট্রপতিরূপে তাঁহার কার্যভার গ্রহণের দিনে সংসদে তাঁহার আসন শূন্য হইবে।	এক মেয়াদের বেশি কেউ রাষ্ট্রপতি থাকতে পারবেন না।	অ্যাডভোকেট আব্দুর রহমান জীবল
		রাষ্ট্রপতি দুই মেয়াদের বেশি দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না।	"১. শাহিদুল চৌধুরী ২. কল্লোল মোস্তফা ৩. অধ্যাপক হাসানুজ্জামান চৌধুরী ৪. মোহাম্মদ আহসানুল করিম ৫. Rahib Shahriar, A.K.M Aoula Shadik Sardar, Mim Tasnia Prapti, Khandaker Shahla Tasnim, MD. EASIN ARAFAT"
		রাষ্ট্রপতি পদের মেয়াদ চার বছর হবে	"মোহাম্মদ আহসানুল করিম শাহিদুল চৌধুরী"
		মেয়াদ শেষে বা পূর্বে গণপরিষদ ভেঙ্গে গেলে নব গণ পরিষদ নির্বাচনের ৯০ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন	মোহাম্মদ আহসানুল করিম
		One person should only be allowed to serve only for two terms as the President. It may be possible to allow a second term of a sitting President without a new election if all major parties would accept him as a fair and neutral person.	Mohammad Nurul Minhaz
		১. রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি চার বছরের জন্য নিযুক্ত হবেন। ২. রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি একই পদে একবারের বেশি থাকতে পারবেন না।	ড. শায়খ আহমদ
		The president must hand over power to his successor within 90 days of the expiry of the term. If there is an extraordinary situation, the President can hold the office for 180 days, after which the post of President will be vacant. If a president remains in office for more than 90 days after the expiration of his term, he shall not be eligible for election to the presidency.	Ashikur Rahman Ashik

চতুর্থ ভাগ: নির্বাহী বিভাগ

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম
		" ১) সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে কার্যভার গ্রহণের তারিখ হতে রাষ্ট্রপতি বা উপরাষ্ট্রপতি চার বছর মেয়াদে তাঁর পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন। ২) একাধিক ক্রমে হোক বা না হোক দুই মেয়াদের অধিক রাষ্ট্রপতি পদে কোনো ব্যক্তি অধিষ্ঠিত থাকবেন না। ৩) রাষ্ট্রপতি উপরাষ্ট্রপতির নিকট এবং উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির নিকট স্বীয় পদ, ত্যাগ করতে পারবেন। ৪) রাষ্ট্রপতি বা উপরাষ্ট্রপতি থাকাকালীন সংসদ সদস্য হওয়ার যোগ্য হবেন না; সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর কেউ যদি রাষ্ট্রপতির পদে আসীন হন, তাহলে রাষ্ট্রপতি হিসেবে কার্যভার গ্রহণের দিন থেকে তাঁর সংসদ সদস্য পদ শূন্য হবে।"	শহীদুল্লাহ ফরায়জী
অনুচ্ছেদ ৫১ (রাষ্ট্রপতির দায়মুক্তি)	"৫১। (১) এই সংবিধানের ৫২ অনুচ্ছেদের হানি না ঘটাইয়া বিধান করা হইতেছে যে, রাষ্ট্রপতি তাঁহার দায়িত্ব পালন করিতে গিয়া কিংবা অনুরূপ বিবেচনায় কোন কার্য করিয়া থাকিলে বা না করিয়া থাকিলে সেইজন্য তাঁহাকে কোন আদালতে জবাবদিহি করিতে হইবে না, তবে এই দফা সরকারের বিরুদ্ধে কার্যধারা গ্রহণে কোন ব্যক্তির অধিকার ক্ষুন্ন করিবে না। (২) রাষ্ট্রপতির কার্যভারকালে তাঁহার বিরুদ্ধে কোন আদালতে কোন প্রকার ফৌজদারী কার্যধারা দায়ের করা বা চালু রাখা যাইবে না এবং তাঁহার গ্রেফতার বা কারাবাসের জন্য কোন আদালত হইতে পরোয়ানা জারী করা যাইবে না।"	অনুচ্ছেদটি বিলুপ্ত ও সংবিধানের ৫ম (পঞ্চম) সংশোধনীর সংশ্লিষ্ট অংশ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে।	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক
		(১) এই সংবিধানের ৫২ অনুচ্ছেদের হানি না ঘটিয়ে বিধান করা হয়েছে যে, রাষ্ট্রপতি তাঁর দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কিংবা অনুরূপ বিবেচনায় কোনো কার্য ক'রে থাকলে বা না করে থাকলে সেজন্য তাঁকে কোনো আদালতে জবাবদিহি করতে হবে না, তবে এই দফা সরকারের বিরুদ্ধে কার্যধারা গ্রহণে কোনো ব্যক্তির অধিকার ক্ষুন্ন করবে না। (২) রাষ্ট্রপতি বা উপরাষ্ট্রপতি কার্যভারকালে তাঁর বিরুদ্ধে কোনো আদালতে কোনো প্রকার ফৌজদারী কার্যধারা দায়ের করা বা চালু রাখা যাবে না এবং তাঁর গ্রেফতার বা কারাবাসের জন্য কোনো আদালত হতে পরোয়ানা জারী করা যাবে না।	শহীদুল্লাহ ফরায়জী

	চতুর্থ ভাগ: নির্বাহী বিভাগ		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম
অনুচ্ছেদ ৫২ (রাষ্ট্রপতির অভিশংসন)	৫২। (১) এই সংবিধান লংঘন বা গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগে রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসিত করা যাইতে পারিবে; ইহার জন্য সংসদের মোট সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের স্বাক্ষরে অনুরূপ অভিযোগের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া একটি প্রস্তাবের নোটিশ স্পীকারের নিকট প্রদান করিতে হইবে; স্পীকারের নিকট অনুরূপ নোটিশ প্রদানের দিন হইতে চৌদ্দ দিনের পূর্বে বা ত্রিশ দিনের পর এই প্রস্তাব আলোচিত হইতে পারিবে না; এবং সংসদ অধিবেশনরত না থাকিলে স্পীকার অবিলম্বে সংসদ আহবান করিবেন। (২) এই অনুচ্ছেদের অধীন কোন অভিযোগ তদন্তের জন্য সংসদ কর্তৃক নিযুক্ত বা আখ্যায়িত কোন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃপক্ষের নিকট সংসদ রাষ্ট্রপতির আচরণ গোচর করিতে পারিবেন। (৩) অভিযোগ-বিবেচনাকালে রাষ্ট্রপতির উপস্থিত থাকিবার এবং প্রতিনিধি-প্রেরণের অধিকার থাকিবে। (৪) অভিযোগ-বিবেচনার পর মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে অভিযোগ যথার্থ বলিয়া ঘোষণা করিয়া সংসদ কোন প্রস্তাব গ্রহণ করিলে প্রস্তাব গৃহীত হইবার তারিখে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইবে। (৫) এই সংবিধানের ৫৪ অনুচ্ছেদ-অনুযায়ী স্পীকার কর্তৃক রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব-পালনকালে এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলী এই পরিবর্তন-সাপেক্ষে প্রযোজ্য হইবে যে, এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় স্পীকারের উল্লেখ ডেপুটি স্পীকারের উল্লেখ বলিয়া গণ্য হইবে এবং (৪) দফায় রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইবার উল্লেখ স্পীকারের পদ শূন্য হইবার উল্লেখ বলিয়া গণ্য হইবে; এবং (৪) দফায় বর্ণিত কোন প্রস্তাব গৃহীত হইলে স্পীকার রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালনে বিরত হইবেন।	অনুচ্ছেদটি বিলুপ্ত ও সংবিধানের ৫ম (পঞ্চম) সংশোধনীর সংশ্লিষ্ট অংশ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে।	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক
		52 (2) If any charge is brought against the President, the investigation of the charge will be done by the Judiciary. 52 (4) If the charges brought against the President are found to be true after an investigation, the President shall vacate his office.	Ashikur Rahman Ashik
		In Article 52 impeachment of the President has been mentioned. The procedure for impeaching the President could be revised, making it either more stringent or less cumbersome depending on the desired balance of power. Introduce a more transparent impeachment process, requiring bipartisan consensus and a judicial inquiry to prevent misuse of this provision for political gain. A two-thirds majority vote of the members of Parliament will be required to impeach the President or, by two-third majority of the referendum.	Rahib Shahriar, A.K.M Aoula Shadik Sardar, Mim Tasnia Prapti, Khandaker Shahla Tasnim, MD. EASIN ARAFAT
		(১) এই সংবিধান লংঘন বা গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগে রাষ্ট্রপতি বা উপরাষ্ট্রপতিকে অভিশংসিত করা যাবে। এর জন্য সংসদের মোট সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের স্বাক্ষরে অনুরূপ অভিযোগের বিবরণ লিপিবদ্ধ ক'রে একটি প্রস্তাবের নোটিশ স্পিকারের নিকট প্রদান করতে হবে; স্পিকারের নিকট অনুরূপ নোটিশ প্রদানের দিন হতে চৌদ্দ দিনের পূর্বে বা ত্রিশ দিনের পর এই প্রস্তাব আলোচিত হতে পারবে না এবং সংসদ অধিবেশন চলমান না থাকলে স্পিকার অবিলম্বে সংসদ আহবান করবেন। (২) এই অনুচ্ছেদের অধীন কোনো অভিযোগ তদন্তের জন্য সংসদ কর্তৃক নিযুক্ত বা আখ্যায়িত কোনো আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃপক্ষের নিকট সংসদ, রাষ্ট্রপতির আচরণ গোচর করতে পারবেন। (৩) অভিযোগ-বিবেচনাকালে রাষ্ট্রপতি বা উপরাষ্ট্রপতির উপস্থিত থাকার এবং প্রতিনিধি-প্রেরণের অধিকার থাকবে। (৪) অভিযোগ-বিবেচনার পর মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে অভিযোগ যথার্থ হিসেবে ঘোষণা ক'রে সংসদ কোনো প্রস্তাব গ্রহণ করলে, প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার তারিখে রাষ্ট্রপতি বা উপরাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হবে।	শহীদুল্লাহ ফরায়জী

	চতুর্থ ভাগ: নির্বাহী বিভাগ		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম
অনুচ্ছেদ ৫৩ (অসামর্থ্যের কারণে রাষ্ট্রপতির অপসারণ)	"৫৩। (১) শারীরিক বা মানসিক অসামর্থ্যের কারণে রাষ্ট্রপতিকে তাঁহার পদ হইতে অপসারিত করা যাইতে পারিবে; ইহার জন্য সংসদের মোট সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের স্বাক্ষরে কথিত অসামর্থ্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া একটি প্রস্তাবের নোটিশ স্পীকারের নিকট প্রদান করিতে হইবে। (২) সংসদ অধিবেশনরত না থাকিলে নোটিশ প্রাপ্তিমাত্র স্পীকার সংসদের অধিবেশন আহবান করিবেন এবং একটি চিকিৎসা-পর্ষদ (অতঃপর এই অনুচ্ছেদে ""পর্ষদ"" বলিয়া অভিহিত) গঠনের প্রস্তাব আহবান করিবেন এবং প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উত্থাপিত ও গৃহীত হইবার পর স্পীকার তৎক্ষণাৎ উক্ত নোটিশের একটি প্রতিলিপি রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা করিবেন এবং তাঁহার সহিত এই মর্মে স্বাক্ষরযুক্ত অনুরোধ জ্ঞাপন করিবেন যে, অনুরূপ অনুরোধ জ্ঞাপনের তারিখ হইতে দশ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি যেন পর্ষদের নিকট পরীক্ষিত হইবার জন্য উপস্থিত হন। (৩) অপসারণের জন্য প্রস্তাবের নোটিশ স্পীকারের নিকট প্রদানের পর হইতে চৌদ্দ দিনের পূর্বে বা ত্রিশ দিনের পর প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া যাইবে না, এবং অনুরূপ মেয়াদের মধ্যে প্রস্তাবটি উত্থাপনের জন্য পুনরায় সংসদ আহবানের প্রয়োজন হইলে স্পীকার সংসদ আহবান করিবেন। (৪) প্রস্তাবটি বিবেচিত হইবার কালে রাষ্ট্রপতির উপস্থিত থাকিবার এবং প্রতিনিধি-প্রেরণের অধিকার থাকিবে। (৫) প্রস্তাবটি সংসদে উত্থাপনের পূর্বে রাষ্ট্রপতি পর্ষদের দ্বারা পরীক্ষিত হইবার জন্য উপস্থিত না হইয়া থাকিলে প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া যাইতে পারিবে এবং সংসদের মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে তাহা গৃহীত হইলে প্রস্তাবটি গৃহীত হইবার তারিখে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইবে। (৬) অপসারণের জন্য প্রস্তাবটি সংসদে উস্থাপিত হইবার পূর্বে রাষ্ট্রপতি পর্ষদের নিকট পরীক্ষিত হইবার জন্য উপস্থিত হইয়া থাকিলে সংসদের নিকট পর্ষদের মতামত পেশ করিবার সুযোগ না দেওয়া পর্যন্ত প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া যাইবে না। (৭) সংসদ কর্তৃক প্রস্তাবটি ও পর্ষদের রিপোর্ট (যাহা এই অনুচ্ছেদের (২) দফা অনুসারে পরীক্ষার সাত দিনের মধ্যে দাখিল করা হইবে এবং অনুরূপভাবে দাখিল না করা হইলে তাহা বিবেচনার প্রয়োজন হইবে না) বিবেচিত হইবার পর সংসদের মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে প্রস্তাবটি গৃহীত হইলে তাহা গৃহীত হইবার তারিখে রাষ্ট্রপতি পদ শূন্য হইবে।"	দুরারোগ্য ব্যাধি, মৃত্যু, অভিশংসন বা অন্য কোন কারণে রাষ্ট্রপতির পদ খালি হলে উপরাষ্ট্রপতি পরবর্তী রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে সাময়িকভাবে রাষ্ট্রপতির ভূমিকা পালন করবেন। তেমনিভাবে দুরারোগ্য ব্যাধি, মৃত্যু, অভিশংসন বা অন্য কোন কারণে উপরাষ্ট্রপতির পদ খালি হলে পরবর্তী উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে সাময়িকভাবে উপরাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন। অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করার জন্য রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্র থেকে অতিরিক্ত কোন পারিতসিক বা সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন না।	ড. শায়খ আহমদ
		অনুচ্ছেদটি বিলুপ্ত ও সংবিধানের ৫ম (পঞ্চম) সংশোধনীর সংশ্লিষ্ট অংশ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে।	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক

চতুর্থ ভাগ: নির্বাহী বিভাগ

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম
		(১) শারীরিক বা মানসিক অসামর্থ্যের কারণে রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতিকে তাঁর পদ থেকে অপসারিত করা যাবে, এর জন্য সংসদের মোট সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের স্বাক্ষরে কথিত অসামর্থ্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ ক'রে একটি প্রস্তাবের নোটিশ স্পিকারের নিকট প্রদান করতে হবে। (২) সংসদ অধিবেশনরত না থাকলে নোটিশ প্রাপ্তিমাত্র স্পিকার সংসদের অধিবেশন আহবান করবেন এবং একটি চিকিৎসা-পর্ষদ (অতঃপর এই অনুচ্ছেদে "পর্ষদ" বলে অভিহিত) গঠনের প্রস্তাব আহবান করবেন এবং প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উত্থাপিত ও গৃহীত হওয়ার পর স্পিকার তৎক্ষণাৎ উক্ত নোটিশের একটি প্রতিলিপি রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা করবেন এবং তাঁর সাথে এই মর্মে স্বাক্ষরযুক্ত অনুরোধ জ্ঞাপন করবেন যে, অনুরূপ অনুরোধ জ্ঞাপনের তারিখ হতে দশ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি বা উপরাষ্ট্রপতি যেন পর্ষদের নিকট পরীক্ষিত হওয়ার জন্য উপস্থিত হন। (৩) অপসারণের জন্য প্রস্তাবের নোটিশ স্পিকারের নিকট প্রদানের পর হতে চৌদ্দ দিনের পূর্বে বা ত্রিশ দিনের পর প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া যাবে না এবং অনুরূপ মেয়াদের মধ্যে প্রস্তাবটি উত্থাপনের জন্য পুনরায় সংসদ আহবানের প্রয়োজন হলে স্পিকার সংসদ আহবান করবেন। (৪) প্রস্তাবটি বিবেচিত হওয়ারকালে রাষ্ট্রপতি বা উপরাষ্ট্রপতির উপস্থিত থাকার এবং প্রতিনিধি-প্রেরণের অধিকার থাকবে। (৫) প্রভাবটি সংসদে উত্থাপনের পূর্বে রাষ্ট্রপতি বা উপরাষ্ট্রপতি পর্ষদের দ্বারা পরীক্ষিত হওয়ার জন্য উপস্থিত না হয়ে থাকলে ভোটে দেওয়া যেতে পারে এবং সংসদের মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত হলে রাষ্ট্রপতি বা উপরাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হবে।	শহীদুল্লাহ ফরায়জী
অনুচ্ছেদ ৫৪ (অনুপস্থিতি প্রভৃতি-কালে রাষ্ট্রপতি পদে স্পীকার)	৫৪। রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে রাষ্ট্রপতি দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে ক্ষেত্রমত রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত কিংবা রাষ্ট্রপতি পুনরায় স্বীয় কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত স্পীকার রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করিবেন।	৫৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতে স্পিকার রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন। কিন্তু স্পিকার যদি অসমর্থ বা অনুপস্থিত হন তাহলে কে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন এই বিষয়টি সংবিধান অনুধাবন (contemplate) করেনি। এ ব্যাপারে আরো সুস্পষ্ট ও inclusive বিধান থাকা দরকার।	১. ব্যারিস্টার নাজির আহমদ ২. সাংবাদিক অলিউল্লাহ নোমান ৩. ব্যারিস্টার ইকবাল হোসেন ৪. ব্যারিস্টার আলিমুল হক লিটন ৫. নাসরুল্লাহ খাঁন জুনায়েদ
		অনুচ্ছেদটি বিলুপ্ত ও সংবিধানের ৫ম (পঞ্চম) সংশোধনীর সংশ্লিষ্ট অংশ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে।	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক
		রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্যকোনো কারণে রাষ্ট্রপতি দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে ক্ষেত্রমত রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত কিংবা রাষ্ট্রপতি পুনরায় স্বীয় কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন।	শহীদুল্লাহ ফরায়জী
২য় পরিচ্ছেদ প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা			
অনুচ্ছেদ ৫৫ (মন্ত্রীসভা)	"৫৫। (১) প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের একটি মন্ত্রিসভা থাকিবে এবং প্রধানমন্ত্রী ও সময়ে সময়ে তিনি যেরূপ স্থির করিবেন, সেইরূপ অন্যান্য মন্ত্রী লইয়া এই মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে। (২) প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বা তাঁহার কর্তত্বে এই সংবিধান-অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রযুক্ত হইবে। (৩) মন্ত্রিসভা যৌথভাবে সংসদের নিকট দায়ী থাকিবেন। (৪) সরকারের সকল নির্বাহী ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতির নামে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করা হইবে। (৫) রাষ্ট্রপতির নামে প্রণীত আদেশসমূহ ও অন্যান্য চুক্তিপত্র কিরূপে সত্যায়িত বা প্রমাণীকৃত হইবে, রাষ্ট্রপতি তাহা বিধিসমূহ-দ্বারা নির্ধারণ করিবেন এবং অনুরূপভাবে সত্যায়িত বা প্রমাণীকৃত কোন আদেশ বা চুক্তিপত্র যথাযথভাবে প্রণীত বা সম্পাদিত হয় নাই বলিয়া তাহার বৈধতা সম্পর্কে কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না। (৬) রাষ্ট্রপতি সরকারী কার্যাবলী বন্টন ও পরিচালনার জন্য বিধিসমূহ প্রণয়ন করিবেন।	যিনি প্রধানমন্ত্রী হবেন, তাকে দলীয় প্রধানের পদ ছাড়তে হবে। ক্ষমতাকে বিকেন্দ্রিকরণ করা এবং অনুচ্ছেদ ৪৮ (৩), অনুচ্ছেদ ৫৫, অনুচ্ছেদ ৫৬ (১) অনুচ্ছেদ ৫৮ (২) এবং অনুচ্ছেদ ৭০ প্রধানমন্ত্রীকে যে একচ্ছত্র ক্ষমতা দেয়, তার মধ্যে পরিবর্তন আনা। প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে নির্বাহী ক্ষমতার একটা ভারসামাপূর্ণ কাঠামো স্থির করতে হবে।	"মুসা আল হাফিজ এস এইচ চৌধুরী"

	চতুর্থ ভাগ: নির্বাহী বিভাগ		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম
		একজন ব্যক্তি দুইবারের বেশি প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না।	ড. শায়খ আহমদ
		প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা হ্রাস করে রাষ্ট্রপতির সাথে ভারসাম্য আনতে হবে।	প্রফেসর ড. মইনুল ইসলাম Mohammad Nurul Minhaz Ashikur Rahman Ashik
		মন্ত্রী নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর একচ্ছত্র আধিপত্য কমাতে হবে।	প্রফেসর ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম
		৫০ (২) অনুচ্ছেদের অনুরূপ বিধান সংযোজনক্রমে অনুচ্ছেদটি বিলুপ্ত ও সংবিধানের ৫ম (পঞ্চম) সংশোধনীর সংশ্লিষ্ট অংশ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে।	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক
		প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের একটি মন্ত্রিসভা থাকিবে এবং প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতির সাথে আলোচনার মাধ্যম, সময়ে সময়ে তিনি যেরূপ স্থির করিবেন, সেইরূপ অন্যান্য মন্ত্রী লইয়া এই মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে।	ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী
		সংবিধানের ৫৫(৩) অনুচ্ছেদ সংশোধন করে সংসদের কাছে মন্ত্রিসভার সদস্যদের যৌথ জবাবদিহির পাশাপাশি ব্যক্তিগত জবাবদিহির বিধান রাখতে হবে	কল্লোল মোস্তফা
		"(১) প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের একটি মন্ত্রিসভা থাকবে এবং প্রধানমন্ত্রী ও সময়ে সময়ে তিনি যেরূপ স্থির করবেন, সেরূপ উপপ্রধানমন্ত্রী বা অন্যান্য মন্ত্রী নিয়ে এই মন্ত্রিসভা গঠিত হবে। (২) প্রধানমন্ত্রী সরকারের নির্বাহী প্রধান। (৩) মন্ত্রিসভা যৌথভাবে এবং একক ভাবে সংসদের নিকট দায়ী থাকবেন। (৪) সরকারের সকল নির্বাহীব্যবস্থা রাষ্ট্রপতির নামে গৃহীত হয়েছে বলে প্রকাশ করা হবে। (৫) রাষ্ট্রপতির নামে প্রণীত আদেশসমূহ ও অন্যান্য চুক্তিপত্র কীরূপে সত্যায়িত বা প্রমাণীকৃত হবে, রাষ্ট্রপতি তা বিধিসমূহ-দ্বারা নির্ধারণ করবেন এবং অনুরূপভাবে সত্যায়িত বা প্রমাণীকৃত কোনো আদেশ বা চুক্তিপত্র যথাযথভাবে প্রণীত বা সম্পাদিত হয়নি বলে তার বৈধতা সম্পর্কে কোনো আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না। (৬) রাষ্ট্রপতি সরকারী কার্যাবলী বণ্টন ও পরিচালনার জন্য বিধিসমূহ প্রণয়ন করবেন।	শহীদুল্লাহ ফরায়জী
অনুচ্ছেদ ৫৬ (মন্ত্রীগণ)	"৫৬। (১) একজন প্রধানমন্ত্রী থাকিবেন এবং প্রধানমন্ত্রী যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, সেইরূপ অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রী থাকিবেন। (২) প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রীদিগকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দান করিবেন: তবে শর্ত থাকে যে, তাঁহাদের সংখ্যার অন্যূন নয়-দশমাংশ সংসদ-সদস্যগণের মধ্য হইতে নিযুক্ত হইবেন এবং অনধিক এক-দশমাংশ সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে মনোনীত হইতে পারিবেন। (৩) যে সংসদ-সদস্য সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন বলিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতীয়মান হইবেন, রাষ্ট্রপতি তাঁহাকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করিবেন। (৪) সংসদ ভাংগিয়া যাওয়া এবং সংসদ-সদস্যদের অব্যবহিত পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মধ্যবর্তীকালে এই অনুচ্ছেদের (২) বা (৩) দফার অধীন নিয়োগ দানের প্রয়োজন দেখা দিলে সংসদ ভাংগিয়া যাইবার অব্যবহিত পূর্বে যাঁহারা সংসদ-সদস্য ছিলেন, এই দফার উদ্দেশ্যসাধনকল্পে তাঁহারা সদস্যরূপে বহাল রহিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।"	Cabinet Ministers & Minister and Members of Parliament for more than one term.Repeated terms in public officers breed autocracy and profiteering that goes against people’s interests. Positions of Chair and Members of Constitutional bodies (for eg Public Service Commission, Governor Bangladesh Bank, Anti-Corruption committee, Comptroller and Auditor General) shall not exceed three years,without provisions for further extension.	Dr. Mohammed Parvez Imdad
		অনুচ্ছেদটি বিলুপ্ত ও সংবিধানের ৫ম (পঞ্চম) সংশোধনীর সংশ্লিষ্ট অংশ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে।	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক
		একজন প্রধানমন্ত্রী থাকবেন। এরপর প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান বিচারপতি, বাইতুল মুকাররমের খতীব, সকল স্বাধীন কমিশনের প্রধানগণ, তিন বাহিনীর প্রধানগণ সমন্বয়ে গঠিত কমিটি কর্তৃক যেরূপ নির্ধারিত করিবেন সেইরূপ অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ—মন্ত্রী থাকিবেন।	মাহফুযুল হক

চতুর্থ ভাগ: নির্বাহী বিভাগ

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম
		"একজন প্রধানমন্ত্রী থাকিবেন। এরপর প্রধানমন্ত্রী ও সুশীল ও বিদ্বান শ্রেণীর সমন্বয়ে গঠিত পরামর্শ কমিটি কর্তৃক যেরূপ নির্ধারণ করা হইবে, সেইরূপ অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রী থাকিবেন।"	মুফতি সাইফুল ইসলাম
		সংযুক্তি প্রস্তাব বোল্ড করে দেয়া আছে- একজন প্রধানমন্ত্রী থাকিবেন। এরপর প্রধানমন্ত্রী ও সুশীল ও বিদ্বান শ্রেণীর সমন্বয়ে গঠিত পরামর্শ কমিটি কর্তৃক যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, সেইরূপ অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রী থাকিবেন। উক্ত সুশীল ও বিধান শ্রেণীতে আলেম প্রতিনিধিও যুক্ত থাকিবেন। পাশাপাশি বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, সে হিসেবে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী মুসলিম হতে হইবে।	শায়খ আহমাদুল্লাহ ও মুফতি আব্দুল্লাহ মাসুম
		মন্ত্রিসভার সকল সিদ্ধান্ত সংসদীয় দল চ্যালেঞ্জ করতে পারবে। প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিসভার সদস্য নির্বাচন করবেন, তবে সংসদের অনুমোদন নিতে হবে। মন্ত্রীদের দপ্তর বণ্টন ও রদবদল করতে পারবেন, কিন্তু অপসারণে সংসদের অনুমোদন লাগবে।	সরোয়ার তুষার
		রাষ্ট্রপতি সংসদের উভয় কক্ষের যৌথসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের আস্থাভাজন ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেবেন।	সরোয়ার তুষার
		প্রধানমন্ত্রী হলে তিনি দল, সংসদীয় দলের প্রধান এবং সংসদ নেতা হতে পারবেন না।	সরোয়ার তুষার ড. শায়খ আহমদ
		প্রধানমন্ত্রী কোনো দলের কর্মসূচিতে, মিটিংয়ে, সভায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না	মাহফূযুল হক
		দলীয় প্রধান/সভাপতি প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না।	অ্যাডভোকেট আব্দুর রহমান জীবল
		The cabinet could be structured to include members from major political parties in proportion to their parliamentary seats, promoting a more inclusive approach to governance. Additionally, the power to remove a minister should be contingent upon a two-thirds majority vote in Parliament. The constitution should limit any individual to a maximum of two terms as Prime Minister.	K Shamsuddin Mahmood
		The constitution of Bangladesh needs reformation as the current provision allows the Prime Minister to remove ministers without requiring any justification, which creates room for arbitrary decisions, often stifling dissent. To address this issue there needs to be a clear list of legitimate grounds for requesting a minister's resignation.	Airin Riya, MD Inzamamul Haque Zim, Nina Ahmmed Shila, Shah Ariful Islam, Tahsan Rahman Arpy

অনুচ্ছেদ ৫৭ (প্রধানমন্ত্রীর পদের মেয়াদ)	৫৭। (১) প্রধানমন্ত্রীর পদ শূন্য হইবে, যদি- (ক) তিনি কোন সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট পদত্যাগপত্র প্রদান করেন; অথবা (খ) তিনি সংসদ-সদস্য না থাকেন। (২) সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন হারাইলে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করিবেন কিংবা সংসদ ভাংগিয়া দিবার জন্য লিখিতভাবে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শদান করিবেন এবং তিনি অনুরূপ পরামর্শদান করিলে রাষ্ট্রপতি, অন্য কোন সংসদ-সদস্য সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন নহেন এই মর্মে সন্তুষ্ট হইলে, সংসদ ভাংগিয়া দিবেন। (৩) প্রধানমন্ত্রীর উত্তরাধিকারী কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীকে স্বীয় পদে বহাল থাকিতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই অযোগ্য করিবে না।	দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে প্রধানমন্ত্রীকে অভিশংসন করা যাবে	মাহমুদুল হাসান, যুগ্ম সদস্য সচিব, ঢাকা উত্তর
		A person can serve as PM only for nine years in total.	Mohammad Nurul Minhaz
		সর্বশেষ প্রধানমন্ত্রীর পরিবারের কাউকে প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য আমন্ত্রণ করা যাবে না	মাহফূযুল হক
		একনাগারে দুই মেয়াদের বেশী প্রধানমন্ত্রী না থাকা	অ্যাডভোকেট আব্দুর রহমান জীবন

	চতুর্থ ভাগ: নির্বাহী বিভাগ		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম
		একজন ব্যক্তি দুইবারের বেশি প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না	১. ইমরান মাহফুজ ২. অরূপ রাহী ৩. কল্লোল মোস্তফা ৪. সরোয়ার তুষার ৫. শাহিদুল চৌধুরী ৬. মাহমুদুল হাসান, যুগ্ম সদস্য সচিব, ঢাকা উত্তর, ৭. প্রফেসর ড. মইনুল ইসলাম ৮. মাহফূযুল হক ৯. অধ্যাপক হাসানুজ্জামান চৌধুরী
		অনুচ্ছেদটি বিলুপ্ত ও সংবিধানের ৫ম (পঞ্চম) সংশোধনীর সংশ্লিষ্ট অংশ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে।	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক
		দলের প্রধান হলে দেশের প্রধানমন্ত্রী হতে পারবে না।	১. ইমরান মাহফুজ ২. অধ্যাপক হাসানুজ্জামান চৌধুরী
		প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য আমন্ত্রিত বা মনোনীত হলে দলীয় সকল পদ ত্যাগ/ইস্তফা দিয়ে শপথ পাঠ করতে হবে	মাহফূযুল হক
		The tenure of elected Parliament shall be four years. Similar will be length of duration of the proposed Upper House.	Dr. Mohammed Parvez Imdad
		রাষ্ট্রপতির জন্য প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দূর করা।	কল্লোল মোস্তফা
		অনুচ্ছেদ ৫৭(২) থেকে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সংসদ ভেঙে দেয়ার বিধান বাদ দিতে হবে। প্রধানমন্ত্রী কোনো অন্যায়-দুর্নীতি করলে সংখ্যাগরিষ্ঠ সংসদ সদস্যদের ভোটের মাধ্যমে তাকে অপসারণ করার বিধান যোগ করতে হবে। প্রধানমন্ত্রীকে অপসারণ করার পর পরবর্তী নির্বাচনের আগ পর্যন্ত অর্ন্তবর্তী বা তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের বিধান যোগ করতে হবে।	কল্লোল মোস্তফা
		একাধিক ক্রমে হোক বা না হোক দুই মেয়াদের অধিক প্রধানমন্ত্রী পদে কোনো ব্যক্তি অধিষ্ঠিত থাকবেন না।	শহীদুল্লাহ ফরায়জী

[অনুচ্ছেদ ৫৮ক (পরিচ্ছেদের প্রয়োগ)] (বর্তমানে বিলুপ্ত অনুচ্ছেদ)		সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিলক্রমে ৫৮ (ক) অনুচ্ছেদটি পুনর্বহাল হবে	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক
২ক পরিচ্ছেদ-- নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার: অনুচ্ছেদ ৫৮খ হইতে ৫৮ঙ (বর্তমানে বিলুপ্ত পরিচ্ছেদ)	"২ক পরিচ্ছেদ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার [সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন)-এর ২১ ধারাবলে পরিচ্ছেদটি বিলুপ্ত।] [বিলুপ্ত]সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন)-এর ২১ ধারাবলে পরিচ্ছেদটি বিলুপ্ত"	১৩-তম সংশোধনী (তত্ত্বাবধায়ক সরকার) পুনঃবহাল করতে হবে	১. জাস্টিস মতিন, ২. প্রফেসর ড. মইনুল ইসলাম ৩. ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী ৪. ডঃ শায়খ আহমদ ৫. ড. মো. আবুল কালাম আযাদ 6. Ashikur Rahman Ashik
		তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও অন্যান্য উপদেষ্টা নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বিচার বিভাগকে জড়ানো যাবে না।	প্রফেসর ড. মইনুল ইসলাম
		The Constitution should have provisions for Referendum to solicit people's views directly on key national issue. Should there be need for Interim Government to come up for unavoidable or unforeseen circumstances,that interim Government should be constitutionally mandated to work as National Government for term not exceeding two years.The Referendum should also be able to provide opportunity to give legal or constitutional leverage to Interim Government.	Dr. Mohammed Parvez Imdad
		তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন পরিচালনার ব্যবস্থা পুনর্বহাল করা।	কল্লোল মোস্তফা মো. মোশারেফ হোসেন বিশ্বাস

চতুর্থ ভাগ: নির্বাহী বিভাগ			
অনুচ্ছেদ/অংশ	**বর্তমান সংবিধান**	**সুপারিশ**	**প্রস্তাবকের নাম**
		Interim or Caretaker Government to support Election Commission in holding national elections.General Elections should be held under Interim Government or Caretaker Government. The proposed Interim or Caretaker Government should take over three months before scheduled date of general elections,and hand over power to the elected representatives of the people within subsequent three months of the holding of elections. The Interim Government should give policy guidance as well as required administrative support to the Election Commission in conducting free,fair and credible elections. The Election Commission should have ten members including a Chairperson and the current Election Commission Law should be restructured to ensure effectiveness and transparency in the electoral process.	Dr. Mohammed Parvez Imdad
		তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যবস্থা বিলুপ্তির মত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা একক দলের হাতে না থাকা নিশ্চিত করতে জাতীয় ঐকমত্যের বিধান চালু।	কল্লোল মোস্তফা
		সংসদীয় এবং রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পরিচালনার জন্য তিন মাসের একটি অর্ন্তবর্তী সরকার (তত্ত্বাবধায়ক সরকার) ধারণাকে সমর্থন করি। তবে প্রধান বিচারপতি এই অর্ন্তবর্তী সরকারের প্রধান হওয়া উচিত নয়। প্রধান বিচারপতির সকল রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার উর্ধ্বে থাকা উচিত। উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, উভয় কক্ষের নেতা এবং সংখ্যালঘু নেতা সমন্বয়ে একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করা যেতে পারে। এই কমিটির সমস্ত সর্বসম্মতিক্রমে অর্ন্তবর্তী সরকারের প্রধান এবং উপদেষ্টাদের নির্বাচন করবেন। সংসদ বিলুপ্তির ৩০ দিন আগে এই কমিটি গঠন করা যেতে পারে	মো. জাহেদুর রহমান
		The constitution itself should mandate the formation of an all-party government as the first transitional government. All the rules for the transitional government should also be articulated in the constitution. The blueprint should be such that it can be used for forming pre-election care-taker governments in future.	Mohammad Nurul Minhaz
		সংবিধানে 'নির্দলীয়, নিরপেক্ষ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার' ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে।	অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদ
		আগামী দুই জাতীয় নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হতে পারে। এরপর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যবস্থা পুরোপুরি উঠিয়ে দেয়া উচিত।	সরোয়ার তুষার
	৩য় পরিচ্ছেদ স্থানীয় শাসন		
অনুচ্ছেদ ৫৯ (স্থানীয় শাসন)	"৫৯। (১) আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক এককাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে। (২) এই সংবিধান ও অন্য কোন আইন-সাপেক্ষে সংসদ আইনের দ্বারা যেরূপ নির্দিষ্ট করিবেন, এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় উল্লিখিত অনুরূপ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান যথোপযুক্ত প্রশাসনিক এককাংশের মধ্যে সেইরূপ দায়িত্ব পালন করিবেন এবং অনুরূপ আইনে নিম্নলিখিত বিষয় সংক্রান্ত দায়িত্ব অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবে: (ক) প্রশাসন ও সরকারী কর্মচারীদের কার্য; (খ) জনশৃংখলা রক্ষা; (গ) জনসাধারণের কার্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন-সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।"	অনুচ্ছেদ ৫৯(২) এর শেষে সংযোজন করা- "(৩) ভিন্ন ভিন্ন জাতিগোষ্ঠী বসবাসরত এলাকা পার্বত্য খাগড়াছড়ি, পার্বত্য রাঙামাটি ও পার্বত্য বান্দরবান জেলাত্রয় সমন্বয়ে গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি বিশেষ অঞ্চল হিসেবে বিশেষ আইনের মাধ্যমে প্রশাসিত হইবে, এবং সংশ্লিষ্ট জেলা ও অঞ্চলের পরিষদসমূহে স্থানীয় ভিন্ন ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর জনগণের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকিবে। (৪) দেশের ভিন্ন ভিন্ন জাতিগোষ্ঠী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোর স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে উক্ত অঞ্চলে বসবাসরত ভিন্ন ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর নারী আসন সহ জাতিগোষ্ঠীসমূহের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকিবে।	ইলিরা দেওয়ান
		স্থানীয় অঞ্চলের উন্নয়ন কর্মকান্ডে স্থানীয় সরকারের কর্তৃত্ব ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে	কল্লোল মোস্তফা এস এইচ চৌধুরী
		জেলা ও উপজেলা প্রশাসন এবং আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তাদেরকে নিজ নিজ স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে জবাবদিহির বিধান রাখতে হবে	কল্লোল মোস্তফা

	চতুর্থ ভাগ: নির্বাহী বিভাগ		
অনুচ্ছেদ/অংশ	**বর্তমান সংবিধান**	**সুপারিশ**	**প্রস্তাবকের নাম**
		"১. সংবিধানে 'স্থানীয় সরকার' নামক কোন শব্দ নেই। আছে 'স্থানীয় শাসন ও স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান'। কিন্তু ইংরেজীতে' Local Government' আছে। এটি অনুবাদকের অসতর্কতা। সংবিধানের ১৫৩ ধারা বা অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলা হচ্ছে মূল পাঠ। তাই বাংলায় স্থানীয় সরকার"" প্রতিস্থাপন করতে হবে। ২. ৫৯(১) এ যে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে ৫৯ (২) তা কায়দা করে প্রত্যাহার করে তা জাতীয় সংসদকে দিয়ে দেয়া হয়েছে। ফলে এতদিন পর্যন্ত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সেবাদানকারী কোন সরকারি দপ্তরকে কাজে লাগাতে পারেনি। স্থানীয় সরকার যে সব সেবাদানের অঙ্গীকার সংবিধান দিয়েছে তা মূলত সরকারি দপ্তরগুলোই দিয়ে যাচ্ছে। সেবা ব্যবস্থার সমস্ত অর্থ আমলাতন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করে।"	Professor Tofail Ahmed
		স্থানীয় সরকার নির্বাচনে দলীয় প্রতীক ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে হবে। জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে স্থানীয় সরকারের সকল পর্যায়ের প্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন।	ড. শায়খ আহমদ
		নতুন উপ-অনুচ্ছেদ যুক্ত করা হোক: "তবে উপ-অনুচ্ছে ১-এ বরণিত কোনো কিছুই নির্বাচিত, মনোনীত, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বা অন্যান্যভাবে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ-র মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ আদিবাসী অধ্যষিত প্রশাসনিক একক বা অন্য কোনো ভৌগোলিক বা জনমিতিক এলাকায় স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত সনাতনি প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অব্যহত রাখার ক্ষেত্রে অন্য কোনো রকম স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করবে না।	রাজা দেবাষীষ রায়, চাকমা
		স্থানীয় সরকারের গঠন ও ক্ষমতা সম্পর্কে সংবিধানে সুস্পষ্ট বিধান থাকতে হবে যাতে স্থানীয় সরকার প্রকৃত অর্থে একটা সরকার হিসেবে কাজ করতে পারে এবং কেন্দ্রীয় সরকার থেকে স্বাধীন একটি সরকার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে।	এস এইচ চৌধুরী
		● Enhancing accountability and transparency. If perfect Check and Balance procedure can be conducted, this article will be a credible one. ● Ensuring effective representation and regular election. ● Increasing training and development capacity and technical assistance. ● Dividing power in accordance with qualifications but not in political team's favour. ● Explicit consideration of power such as: Taxation powers, budgeting authority, service delivery authority. ● Public Hearings and Consultations: local government bodies must conduct public hearings and consultations to involve citizens in decision-making processes. ● Dedicated revenue resources and flexible budgeting is also an important issue to calculate expenditures and to make proper economic decisions.	Ashikur Rahman Ashik
অনুচ্ছেদ ৬০ (স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা)	৬০। এই সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদের বিধানাবলীকে পূর্ণ কার্যকরতাদানের উদ্দেশ্যে সংসদ আইনের দ্বারা উক্ত অনুচ্ছেদে উল্লিখিত স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় প্রয়োজনে কর আরোপ করিবার ক্ষমতাসহ বাজেট প্রস্তুতকরণ ও নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রদান করিবেন।]	১) অনুচ্ছেদে কর আরোপের ক্ষমতার কথা বলা হলেও কার্যকর সব কর খাত কেন্দ্রিয় সরকারের হাতে, স্থানীয় সরকার গৃহকর ও সেবার কিছু ফি ছাড়া তেমন কোন উৎসে কর আদায় করতে পারে না। আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রিয় সরকার তার প্রাপ্ত রাজস্ব স্থানীয় সরকারের সাথে আনুপাতিক হারে শেয়ার করবে। এটিকে Fiscal decentralization or Tax Sharing বলা হয়। ৬০ অনুচ্ছেদে তাই উপরোক্ত নীতির আলোতে নতুনভাবে লিখতে হবে। কেন্দ্রিয় সরকার স্থানীয় সরকারকে অনুদান (Grant) নয়, রাজস্ব ভাগাভাগি করবে। কারণ সরকারের আহরিত রাজস্বে তাদের অংশ আছে, সে অধিকারে বিকেন্দ্রীকরন নীতির আলোকে অধিকার হিসাবে স্থানীয় সরকার কেন্দ্রিয় রাজস্বের হকদার। ২) দেশের সরকার সংসদীয় পদ্ধতিতে গঠিত কিন্তু স্থানীয় সরকার 'রাষ্ট্রপতি শাসিত' সরকারের আদলে আয়ুব খানের সময় থেকে চলে আসছে। এখানে চেয়ারম্যান বা মেয়র সকল ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। এ ব্যবস্থাকে সংসদীয় ব্যবস্থায় রূপান্তর প্রয়োজন। সংসদ বা কাউন্সিল হবে প্রতিটি স্তরের ক্ষমতা চর্চার কেন্দ্রবিন্দু। ৩) সাংগঠনিক কাঠামো, নির্বাচন পদ্ধতি ও অর্থায়নের সুষ্ঠু ব্যবস্থার জন্য সংবিধানে গ্যারান্টি ক্লজ যুক্ত করতে হবে। এ বিষয়ে রেফারেন্সের জন্য ভারতীয় সংবিধানের ৭৩ ও ৭৪ তম সংশোধনী দেখা যেতে পারে।"	Professor Tofail Ahmed
		"এই সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদের বিধানাবলীকে পূর্ণ কার্যকরতাদানের উদ্দেশ্যে সংসদ আইনের দ্বারা উক্ত অনুচ্ছেদে উল্লেখিত স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে কার্যকর স্ব- শাসিত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় রূপান্তর করারসহ স্থানীয় প্রয়োজনে আইন প্রণয়ন, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, করারোপ করার ক্ষমতাসহ বাজেট প্রস্তুতকরণ ও নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রদান করবেন।।	শহীদুল্লাহ ফরায়জী

চতুর্থ ভাগ: নির্বাহী বিভাগ

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম
অনুচ্ছেদ ৬১ (সর্বাধিনায়কতা)		▪ Civilian Supremacy: The Constitution should explicitly state that the military is subordinate to civilian authority. ▪ A Parliamentary Committee on Defense Affairs should be established to investigate or overlook military budgets, procurements, and operations. ▪ A stronger, independent judiciary can hold military personnel accountable for any human rights abuses or violations of the law.	
		বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহের সর্বাধিনায়কতা রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত হবে এবং আইনের দ্বারা তাহর প্রয়োগ নিয়ন্ত্রিত হবে। ক) সংসদের আইনের দ্বারা 'জাতীয় প্রতিরক্ষা কাউন্সিল' গঠন করবে।	শহীদুল্লাহ ফরায়জী
অনুচ্ছেদ ৬২	৬০। এই সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদের বিধানাবলীকে পূর্ণ কার্যকরতাদানের উদ্দেশ্যে সংসদ আইনের দ্বারা উক্ত অনুচ্ছেদে উল্লিখিত স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় প্রয়োজনে কর আরোপ করিবার ক্ষমতাসহ বাজেট প্রস্তুতকরণ ও নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রদান করিবেন।]	১৫-তম সংশোধনী বাতিল করতে হবে। তবে ৬৬ (২-ক) সংরক্ষণ করা যেতে পারে। ১৫ তম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের বিরাট অংশকে অকার্যকর করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতের আইনসভাকে অক্ষম করা হয়েছে।	জাস্টিস মতিন
		▪ Clear guidelines for the tenure and retirement age of high-ranking military officers should be established. ▪ A legitimate mechanism should be implemented to ensure civilian supremacy and align military actions with national security policy.	
অনুচ্ছেদ ৬৩ (যুদ্ধ)	"৬৩। (১) সংসদের সম্মতি ব্যতীত যুদ্ধ ঘোষণা করা যাইবে না কিংবা প্রজাতন্ত্র কোন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিবেন না। 33[* * *]"	▪ Parliamentary Approval for Military Operations is a necessary thing . Parliament should have the authority to approve major military operations, especially those involving significant deployments or potential casualties. ▪ Require a supermajority vote in Parliament to ensure broad consensus on such a critical decision. ▪ Transparency and accountability by sharing legal and authentic informations. Then , it will be easier for the government as well as military forces to take decisions. ▪ Strengthen diplomatic efforts to resolve conflicts peacefully. Lack of diplomatic efforts and arguments lead to temporary riots even the country is our neighbouring country. ▪ Prioritize international law and human rights in all military actions.	
		(১) উভয় সংসদের (উচ্চকক্ষ এবং জাতীয় সংসদ) সম্মতি ব্যতীত যুদ্ধ ঘোষণা করা যাবে না।	শহীদুল্লাহ ফরায়জী
অনুচ্ছেদ ৬৪ (এটর্নি জেনারেলের নিয়োগ)	"৬৪। (১) সুপ্রীম কোর্টের বিচারক হইবার যোগ্য কোন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের অ্যাটর্নি-জেনারেল পদে নিয়োগদান করিবেন। (২) অ্যাটর্নি-জেনারেল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত সকল দায়িত্ব পালন করিবেন। (৩) অ্যাটর্নি-জেনারেলের দায়িত্বপালনের জন্য বাংলাদেশের সকল আদালতে তাঁহার বক্তব্য পেশ করিবার অধিকার থাকিবে। (৪) রাষ্ট্রপতির সন্তোষানুযায়ী সময়সীমা পর্যন্ত অ্যাটর্নি-জেনারেল স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত পারিশ্রমিক লাভ করিবেন।"	এটর্নী জেনারেলের দায়িত্ব সম্পর্কিত সুস্পষ্ট বিধান সংবিধানে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।	এস এইচ চৌধুরী

	চতুর্থ ভাগ: নির্বাহী বিভাগ		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম
		"৬৪ (৫) এর বিধান সাপেক্ষে ৬৪(১), (২), (৩) ও (৪) প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধিত হবে। নিম্নরূপে ৬৪ (৫) মর্মে অনুচ্ছেদ সংযোজিত হবে; ৬৪ (৫) স্থায়ীভাবে স্বতন্ত্র আইন দ্বারা বিচার প্রশাসনের অধীনে 'প্রসিকিউশন সার্ভিস' গঠনে অ্যাটর্নি-জেনারেলসহ রাষ্ট্রের সকল আইন কর্মকর্তার নিয়োগ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত করতে সংসদ প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করবে।"	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক
		According to Article 64(1), a proposal to guarantee the exercise of independent powers by the president in the matter of appointment of the Attorney General. According to Article 64(2)(3) scope of the attorney general's powers and functions can be increased.	Ashikur Rahman Ashik
		(১) সুপ্রীম কোর্টের বিচারক হওয়ার যোগ্য কোনো ব্যক্তিকে অনুসন্ধান কমিটির মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের অ্যাটর্নি-জেনারেল পদে নিয়োগদান করবেন। (২) অ্যাটর্নি-জেনারেল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত সকল দায়িত্ব পালন করবেন। (৩) অ্যাটর্নি-জেনারেলের দায়িত্বপালনের জন্য বাংলাদেশের সকল আদালতে তাঁর বক্তব্য পেশ করার অধিকার থাকবে। (৪) রাষ্ট্রপতির সন্তোষানুযায়ী সময়সীমা পর্যন্ত অ্যাটর্নি জেনারেল স্বীয় পদে বহাল থাকবেন এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত পারিশ্রমিক লাভ করবেন।	শহীদুল্লাহ ফরায়জী
অন্যান্য প্রস্তাব		সংসদ, নির্বাহী বিভাগ ও বিচার বিভাগের স্বকীয় ভিত্তিক পৃথকীকরণ ও সমন্বয়	মোহাম্মদ আহসানুল করিম
		নির্বাহী বিভাগ জাতীয় সংসদের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে এবং মতামত সংগ্রহ ও গুরুত্ব প্রদানের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে জনগণের কাছে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে। সরকারের সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নকাজে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও মতামতের যথাযথ গুরুত্ব প্রদান নিশ্চিত করা হবে।	শাহিদুল চৌধুরী
		The 3 ministers for the ministry of home affairs, ministry of laws and ministry of finance do all the evil jobs to harass the opponents of the government. Minister for the ministry of home affairs by false cases through the police harass the opponents. The minister for the ministry of laws influencing the judges to give directive judgments against the opponents. The minister for the ministry of finance do false cases by income tax laws & VAT laws against the opponents. These 3 ministers must be appointed from nonpolitical men who were never involved with any political parties, these 3 shall be appointed by the president through his 10% quota. These 3 ministers will never be allowed to attend any meeting or other event of any political parties.	Shamsul Arefin Arif
		Only the president, the speaker, the chief justice and the prime minister can use national flag during their move by vehicle. No minister will be allowed to use national flag.	Md. Shamsul Arefin Arif
		"প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের প্রধান হবেন। প্রতিরক্ষা বা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রী থাকতে পারবেন না। বাহিনীগুলোর 'চেইন অব কমান্ড' আইন ও বিধি দ্বারা সুরক্ষিত থাকবে। চেইন অব কমান্ডে হস্তক্ষেপ অবৈধ হবে, তবে কার্যক্রমের জবাবদিহি নিশ্চিত করা হবে।	সরোয়ার তুষার
		প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য থাকতে হবে	১. জাস্টিস মতিন ২. অরূপ রাহী ৩. Mohammad Nurul Minhaz ৪. ড. মো. আবুল কালাম আযাদ
		"নির্বাহী বিভাগের ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা সীমিত করা। - প্রশাসনিক ট্রাইবুনাল বাতিল বা সীমিত করা। - এটর্নী জেনারেল নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনা, মেয়াদ সীমিত করা। - ' প্রিভেন্টিভ ডিটেনশন' বিধান বা অনুরুপ কোনো বিধান বাতিল করা। - সকল শৃঙ্খলা বাহিনীর ক্ষমতার সীমা নির্দিষ্টকরা। - সকল প্রকার দায়মুক্তি আইন/অধ্যাদেশ পুনর্বিবেচনা করে মানবাধিকার, নাগরিক অধিকারের সাথে সংগতি পূর্ণ করা।"	অরূপ রাহী
		সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে ভুল কাজের জন্য প্রধানমন্ত্রীর অভিশংসন করার বিধান যুক্ত করা।	কল্লোল মোস্তফা
		নির্বাহী বিভাগ বিচার বিভাগের প্রত্যাশা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানকে কর্তব্য হিসেবে গণ্য করবে।	শাহিদুল চৌধুরী
		নির্বাহী আদেশে কোন মামলা প্রত্যাহার করা যাবে না।	শাহিদুল চৌধুরী

চতুর্থ ভাগ: নির্বাহী বিভাগ

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম
		রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিপরিষদ এবং জাতীয় সংসদকে যে পরামর্শ প্রদান করবেন, তা মান্যতা প্রদান করা নির্বাহী বিভাগ ও আইন বিভাগের দায়িত্ব।	শাহিদুল চৌধুরী
		প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় তার সমস্ত সম্পদ ও সম্পত্তি স্টেট ব্যাংকের অধীনে চলে যাবে।	সরোয়ার তুষার
		প্রধানমন্ত্রী, সংসদ নেতা এবং রাজনৈতিক দলের প্রধান ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি হবেন।	সরোয়ার তুষার
		সংসদ সদস্যদের জন্য নির্দিষ্ট মানের শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকতে হবে	অধ্যাপক হাসানুজ্জামান চৌধুরী
		৪.১খ. নির্বাহী এবং অন্তর্বর্তী নির্বাহী পরিষদ ৪.১খ.১ রাষ্ট্রপতি নির্বাচন: * একটি ইলেক্টোরাল কলেজের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন, যার মধ্যে উভয় কক্ষের সদস্য এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা থাকবেন। ৪.১খ.২ প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভা: * জন পরিষদ থেকে বর্তমান পদ্ধতিতে গঠিত হবে। * তারা জন পরিষদের প্রতি দায়বদ্ধ থাকবে। ৪.১খ.৩ প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ সীমা: * কেউ টানা বা ভিন্ন সময়ে দুইবারের বেশি প্রধানমন্ত্রী পদে থাকতে পারবেন না। ৪.১খ.৪ অন্তর্বর্তী নির্বাহী পরিষদ: * জন পরিষদের বিলুপ্তির পরে রাষ্ট্র পরিষদ থেকে নির্বাচনের মাধ্যমে ৯ সদস্য ভিত্তিক অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাহী পরিষদ গঠন করা হবে। * এই পরিষদ নির্বাচনকালীন সরকার হিসেবে ৩ বা ৪ মাস কাজ করবে এবং রাষ্ট্র পরিষদের প্রতি সম্মিলিতভাবে দায়বদ্ধ থাকবে। ৪.১খ.৫ পরিষদের চেয়ারপারসন: * চেয়ারপারসন পরিষদের সভার নেতৃত্ব দেবেন। * সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে, এবং রাষ্ট্রপতি শুধুমাত্র পরিষদের সম্মিলিত পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবেন। ৪.১খ. ৬ স্থানীয় সরকার: * স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষমতা স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা হবে। তাদের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক এবং আর্থিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হবে।	ড. সৈয়দ নিজার ও অন্যান্য
		১. নিয়োগ ও অপসারণ: * সংবিধান সংস্থার সদস্যদের নিয়োগ এবং অপসারণের প্রক্রিয়া সংবিধান আদালতের বিচারকদের মাতাই হবে। ৪.৪ প্রশাসনিক ব্যবস্থা বাংলাদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থা কাঠামো ও বৈশিষ্ট্যগত উভয় দিক থেকেই দারুণভাবে ঔপনিবেশিক। কাঠামোর দিক থেকে এটি অতিকেন্দ্রিভূত একটি বাবস্থা। যে কোন নির্দেশনা এখানে প্রবাহিত হয় উপর থেকে নিচের দিকে। এর অবশ্যম্ভাবী ফল হল এ ধরনের প্রশাসনিক কাঠামো কোনভাবেই জনগণের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দিবে না এবং তা মারাত্মকভাবে আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় আক্রান্ত হবে। ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক বাবস্তা দিল ঔপনিবেশিক সরকারবে সুদৃঢ় করার ব্যবস্থা। সেক্ষেত্রে বিউপনিবেশিত সরকার ব্যবস্থা হবে জনগণের প্রযোজন মেটানোর ব্যবস্থা। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আমলা, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও রাষ্ট্রজনের একটা পরিপূরক সম্পর্ক থাকার কথা। আমলাদের ওপরে থাকেন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। আর নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির ওপরে থাকে রাষ্ট্রজন। অর্থাৎ আমলারা সরকারের স্থায়ী অংশ হলেও তারা এই অস্থায়ী নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মেনে চলতে বাধা হন বা এ পদ্ধতি কাজ করে, কারণ এই প্রতিনিধিদের পেছনে থাকে রাষ্ট্রজন। রাষ্ট্রের অংশীজনদের যদি কোনো রাষ্ট্র ব্যবস্থায় গৌণ করে তোলা যায় তাহলে সবচেয়ে বেশি লাভ হয় সুবিধালোভী আমলাদের। কারণ তাতে রাষ্ট্রজনকে হারিয়ে ক্ষমতায় থাকা জনপ্রতিনিধিরা দুর্বল হয়ে পড়েন। ফলে আমলাদের সঙ্গে হায়ারারকির সম্পর্কের বদলে সৃষ্টি হয় চুক্তিভিত্তিক লেনদেনের সম্পর্ক। এমন সম্পর্ক তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়া ভখনই শুরু হয়, যখন সরকার ব্যবস্থায় 'সাড়া' দেয়ার কোনো প্রক্রিয়া থাকে না, অর্থাৎ রাষ্ট্রজনের কোনো সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকে না। রাষ্ট্রজনের সেবা নিশ্চিতকরণে আমরা নিম্নবর্ণিত প্রস্তাব উপস্থাপন করছি- ৪.৪.১ প্রশাসনিক ব্যবস্থার মূল্যায়নে রাষ্ট্রজনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। সরকারি সকল কর্মকাণ্ডে জনগণ যাতে মতামত দিতে পারে সেই ব্যবস্থা রাখতে হবে। ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সেবা সংক্রান্ত অভিযোগ দাখিলের ব্যবস্থা রাখতে হবে। ৪.৪.২ সরকারি কর্মকর্তাদের পারফরম্যান্স ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে কি পারফরম্যান্স ইন্ডিকেটর (কেপিআই) থাকতে হবে এবং তার যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। ৪.৩. সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান ৪.৪.৩ সরকারি কর্মকর্তাদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে গোপনীয় বার্ষিক প্রতিবেদনের গুরুত্ব ৩০ শতাংশে নামিয়ে এনে কাস্টমার ফিডব্যাক বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পারফরম্যান্স মূল্যায়নের নির্দিষ্ট মাপকাঠির প্রয়োগ ঘটাতে হবে।	ড. সৈয়দ নিজার ও অন্যান্য

চতুর্থ ভাগ: নির্বাহী বিভাগ

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম
		৪.৪.৪ পদোন্নতির ক্ষেত্রে বিদ্যমান কোটা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করে প্রশাসনিক ক্যাডারের ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে এবং বিদ্যমান ক্যাডার বৈষম্য দূর করতে হবে। ৪.৪.৫ প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ হতে হবে আরোহ পদ্ধতিতে। স্থানীয় সরকার থেকে প্রান্ত সুপারিশকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে। ৪.৪.৬ সরকারি পৃষ্ঠপোষকতাসম্পন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচি থেকে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের দূরে রাখতে হবে। কর্মকর্তাদের বদলির সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে যেখানে নির্দিষ্ট সময়ের আগে বদলি করা যাবে না এমন বিধান থাকতে হবে। প্রশাসনিক বদলির প্রক্রিয়া দেখভালের জন্য স্বতন্ত্র একটি সংস্থা থাকবে। সংস্থার কার্যপ্রণালী যথাসম্ভব রাষ্ট্রজনের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। ৪.৪.৭ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে প্রশাসনের প্রাণকেন্দ্র ধরে বাকি সংস্কার করতে হবে এবং স্থানীয় সরকার বাবস্থাকে যথাসম্ভব স্বাধীনতা দিতে হবে। ৪.৪.৮ বাংলাদেশ কর্মকমিশনের নিয়োগ পরীক্ষাকে বিশেষায়িত করতে হবে।	
		কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, স্থানীয় সরকারের ক্ষমতায়ন, উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকারের অংশগ্রহণ, নিচ থেকে ওপরে বাজেট প্রক্রিয়া প্রবর্তন, 'আমলাতন্ত্র রাজনৈতিক নেতৃত্বের অধীন' এ ধারণাটিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে জনগণের অংশগ্রহণ বাড়ানো কার্যকর স্থানীয় শাসনের চাবিকাঠি। সংবিধানে প্রদত্ত খুবই সংক্ষিপ্ত এবং অপর্যাপ্ত কাঠামো ও বিদ্যমান আইনসমূহ স্থানীয় সরকারকে অদক্ষ ও অকার্যকর করেছে। স্থানীয় সরকার নিয়ে আমার কিছু প্রস্তাবনা আছে : ক. সব সিটি করপোরেশন স্ব স্ব নির্বাচিত সিটি গভর্নরের নেতৃত্বে থাকা উচিত। গভর্নর সরাসরি সব ইউটিলিটি সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানগুলো, নগর পরিকল্পনা ও অবকাঠামো অনুমোদনকারী প্রতিষ্ঠান, নগরের অবকাঠামো ও সড়ক নির্মাণ ও উন্নয়নকারী প্রতিষ্ঠান, নগরের ভূমি অফিস এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো নিয়ন্ত্রণ করবেন। খ. একইভাবে, সব জেলা চেয়ারম্যান সরাসরি নির্বাচিত হয়ে জেলা গভর্নর নামে পরিচিত হবেন। সব উন্নয়ন কার্যক্রম এ অফিসের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। জেলার সেবা ও আইন প্রয়োগকারী অফিসগুলো জেলা গভর্নরের অধীনে থাকবে। পৌরসভাসমূহ জেলা গভর্নরের অধীনে থাকবে। গ. একজন সিটি গভর্নর এবং জেলা গভর্নর সংসদের উচ্চকক্ষের সদস্য হবেন। ঘ. উপজেলা চেয়ারম্যান নিজ নিজ উপজেলায় উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হবেন। সব সহায়ক সরকারি অফিস তার অধীনে থাকবে। উপজেলা চেয়ারম্যান এবং স্থানীয় সংসদ সদস্য (নিম্ন সভা বা সাধারণ সভার) জেলা পরিষদের সদস্য হবেন।	মো. জাহেদুর রহমান
		কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, স্থানীয় সরকারের ক্ষমতায়ন, উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকারের অংশগ্রহণ, নিচ থেকে ওপরে বাজেট প্রক্রিয়া প্রবর্তন, 'আমলাতন্ত্র রাজনৈতিক নেতৃত্বের অধীন' এ ধারণাটিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে জনগণের অংশগ্রহণ বাড়ানো কার্যকর স্থানীয় শাসনের চাবিকাঠি। সংবিধানে প্রদত্ত খুবই সংক্ষিপ্ত এবং অপর্যাপ্ত কাঠামো ও বিদ্যমান আইনসমূহ স্থানীয় সরকারকে অদক্ষ ও অকার্যকর করেছে। স্থানীয় সরকার নিয়ে আমার কিছু প্রস্তাবনা আছে : ক. সব সিটি করপোরেশন স্ব স্ব নির্বাচিত সিটি গভর্নরের নেতৃত্বে থাকা উচিত। গভর্নর সরাসরি সব ইউটিলিটি সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানগুলো, নগর পরিকল্পনা ও অবকাঠামো অনুমোদনকারী প্রতিষ্ঠান, নগরের অবকাঠামো ও সড়ক নির্মাণ ও উন্নয়নকারী প্রতিষ্ঠান, নগরের ভূমি অফিস এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো নিয়ন্ত্রণ করবেন। খ. একইভাবে, সব জেলা চেয়ারম্যান সরাসরি নির্বাচিত হয়ে জেলা গভর্নর নামে পরিচিত হবেন। সব উন্নয়ন কার্যক্রম এ অফিসের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। জেলার সেবা ও আইন প্রয়োগকারী অফিসগুলো জেলা গভর্নরের অধীনে থাকবে। পৌরসভাসমূহ জেলা গভর্নরের অধীনে থাকবে। গ. একজন সিটি গভর্নর এবং জেলা গভর্নর সংসদের উচ্চকক্ষের সদস্য হবেন। ঘ. উপজেলা চেয়ারম্যান নিজ নিজ উপজেলায় উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হবেন। সব সহায়ক সরকারি অফিস তার অধীনে থাকবে। উপজেলা চেয়ারম্যান এবং স্থানীয় সংসদ সদস্য (নিম্ন সভা বা সাধারণ সভার) জেলা পরিষদের সদস্য হবেন।	মো. জাহিদুর রহমান
		Articles 48-54 would require amendments, needing a two-thirds majority in Parliament.	Rahib Shahriar, A.K.M Aoula Shadik Sardar, Mim Tasnia Prapti, Khandaker Shahla Tasnim, MD. EASIN ARAFAT

	চতুর্থ ভাগ: নির্বাহী বিভাগ		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম
		(১) বিদ্যমান মহকুমাসমূহ জেলায় ও থানাসমূহ মহকুমায় উন্নীতকরণ এবং ৪টি বিভাগকে ৯টি বিভাগে বিভক্তি ও গ্রাম-ইউনিয়ন এলাকাকে ৩টির বদলে ৯টি ওয়ার্ড/পল্লীতে বিভক্তি: (২) নিয়োগকৃত বা নির্বাচিত প্রশাসকের নেতৃত্বে বিভাগ/আঞ্চলিক পরিষদ গঠণ। জনসংখ্যা ১৫ কোটির উপরে হলে, বিভাগগুলোকে প্রদেশে রূপান্তর করা, (৩) ঢাকা চট্টগ্রাম, ও খুলনা মহানগরকে কয়েকটি নগর উপ-অঞ্চলে বিভক্ত করা, (৪) সকল স্থানীয় পরিষদে প্রতিনিধিত্বের মেয়াদ ৪ বছর এবং দুবছর পর পর অর্ধেকাংশ নির্বাচন (৫) নির্বাহী প্রধানপদে কারও দুইবারের বেশী না হওয়ার ব্যবস্থা এবং বয়স ন্যূনত ৩৫ বছর করা:	মোহাম্মদ আহসানুল করিম
		বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কার্য প্রণালী জনগণের জানা নেই। তবে রাষ্ট্রে সকল দপ্তরের কার্যপ্রণালী জনগণের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করার বিধান করা।	মো. মোশারেফ হোসেন বিশ্বাস
		১. স্থানীয় নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের প্রভাব মুক্ত রাখা এবং দলের প্রতীক ব্যবহার না করা, কোন ব্যক্তির পক্ষে কোনো রাজনৈতিক দল সমর্থন করলে তার প্রার্থীতা বাতিল হবে, তার বিধান রাখা। ২. স্থানীয় প্রতিনিধিরা তাদের মেয়াদ শেষে কোন রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত/সংযুক্ত হতে পারবে না তার বিধান রাখা। ৩. কোনো পেশাগত প্রতিষ্ঠানের বা হলে ছাত্র রাজনীতি থাকবে না। যেমন- মেডিকেল কলেজ, প্রকৌশলী বিশ্ববিদ্যালয়, সাধারন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র রাজনীতি থাকবে, তবে ক্যাম্পাসের বাহিরে রাজপথে ও দলীয় কার্যালয়ে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার দলীয় কার্যক্রম, মিটিং, মিছিল, সভা, সভাবেশ করা যাবে না। ছাত্রাবাসে কোনো প্রকার রাজনৈতিক দলের কমিটি থাকবে না এবং ছাত্রাবাস/হল দখলদারিত্ব থাকবে না তাহার বিধান রাখা। ৩. ছাত্র সংসদ নির্বাচনে কোনো প্রকার রাজনৈতিক দলের সমর্থন ও প্রার্থী থাকবে না। কোনো প্রকার সংগঠনের প্রার্থী থাকবে না তাহার বিধান করা।	মো. মোশারেফ হোসেন বিশ্বাস

	পঞ্চম ভাগ: আইনসভা		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম
অনুচ্ছেদ ৬৫ (সংসদ-প্রতিষ্ঠা)	৬৫। (১) "জাতীয় সংসদ" নামে বাংলাদেশের একটি সংসদ থাকিবে এবং এই সংবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে প্রজাতন্ত্রের আইনপ্রণয়ন-ক্ষমতা সংসদের উপর ন্যস্ত হইবে: তবে শর্ত থাকে যে, সংসদের আইন-দ্বারা যে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে আদেশ, বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন বা আইনগত কার্যকরতাসম্পন্ন অন্যান্য চুক্তিপত্র প্রণয়নের ক্ষমতার্পণ হইতে এই দফার কোন কিছুই সংসদকে নিবৃত্ত করিবে না। (২) একক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকাসমূহ হইতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে আইনানুযায়ী নির্বাচিত তিন শত সদস্য লইয়া এবং এই অনুচ্ছেদের (৩) দফার কার্যকরতাকালে উক্ত দফায় বর্ণিত সদস্যদিগকে লইয়া সংসদ গঠিত হইবে; সদস্যগণ সংসদ-সদস্য বলিয়া অভিহিত হইবেন। ৩৪[(৩) সংবিধান (সপ্তদশ সংশোধন) আইন, ২০১৮ প্রবর্তনকালে বিদ্যমান সংসদের অব্যবহিত পরবর্তী সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে শুরু করিয়া পঁচিশ বৎসরকাল অতিবাহিত হইবার অব্যবহিত পরবর্তীকালে সংসদ ভাংগিয়া না যাওয়া পর্যন্ত পঞ্চাশটি আসন কেবল মহিলা-সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে এবং তাঁহারা আইনানুযায়ী পূর্বোক্ত সদস্যদের দ্বারা সংসদে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির ভিত্তিতে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হইবেন: তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার কোন কিছুই এই অনুচ্ছেদের (২) দফার অধীন কোন আসনে কোন মহিলার নির্বাচন নিবৃত্ত করিবে না।] ৩৫[(৩ক) সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ প্রবর্তনকালে বিদ্যমান সংসদের অবশিষ্ট মেয়াদে এই অনুচ্ছেদের (২) দফায় বর্ণিত প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত তিন শত সদস্য এবং (৩) দফায় বর্ণিত পঞ্চাশ মহিলা-সদস্য লইয়া সংসদ গঠিত হইবে।] (৪) রাজধানীতে সংসদের আসন থাকিবে।	অনুচ্ছেদটি বিলুপ্ত ও সংবিধানের ৫ম (পঞ্চম) সংশোধনীর সংশ্লিষ্ট অংশ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে।	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক
		"দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট। - উচ্চকক্ষে সমাজের সকল 'সঙ্খ্যালঘুকৃত'(minoritized), প্রচলিত অর্থে যাদের 'মাইনোরিটি" বলা হয় (যেমন, ধর্মীয়, জাতিগত, লিংগীয়, সামর্থ্যগত (ability-disability) তাদের প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরা।	অরূপ রাহী
		সংসদে দুই কক্ষ থাকবে। উচ্চ কক্ষ ও নিম্ন কক্ষ। সংসদে নতুন কোনো আইন পাশ হলে তা অনুমোদনের জন্য উচ্চকক্ষে প্রেরণ করতে হবে।	১. মাহমুদুল হাসান, যুগ্ম সদস্য সচিব, ঢাকা উত্তর ২. মো. জাহেদুর রহমান ৩. ড. আহমেদ আনিসুর রহমান ৪. ড. মো. আবুল কালাম আযাদ
		নির্বাচিত সরকারের পাঁচ বছর সম্পন্ন হলে রাষ্ট্রপতির নিকট পদত্যাগ করবে। এরপর রাষ্ট্রপতির অনুরোধে উচ্চকক্ষ বা ন্যায়পালগণ তিন মাসের মধ্যে নির্বাচন আয়োজন করবে।	মাহমুদুল হাসান, যুগ্ম সদস্য সচিব, ঢাকা উত্তর

	পঞ্চম ভাগ: আইনসভা		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম
		আনুপাতিক হারে প্রাপ্ত ভোটের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন দলের ও নিরপেক্ষ বিভিন্ন পেশার দক্ষ ও প্রতিষ্ঠিত সদস্যদের নিয়ে উচ্চ কক্ষ গঠিত হলে বর্তমান সংসদীয় অবস্থার গুনগত পরিবর্তন আনতে পারবে বলে ধারণা করা যায়। বিভিন্ন মহল থেকে কথা উঠলেও বাস্তবায়ন হওয়ার সম্ভাবনা এতদিন ছিল না বললেই চলে। তবে দেশের বৃহৎ একটি রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদ গঠনের অঙ্গিকার আসার পর এটি বাস্তবে রূপ লাভ করার সমূহ সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে	১. ব্যারিস্টার নাজির আহমদ ২. সাংবাদিক অলিউল্লাহ নোমান ৩. ব্যারিস্টার ইকবাল হোসেন ৪. ব্যারিস্টার আলিমুল হক লিটন ৫. নাসরুল্লাহ খাঁন জুনায়েদ
		সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতি চালু করতে হবে।	"১. প্রফেসর ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম ২. মুসা আল হাফিজ ৩. মারুফা আক্তার"
		এককেন্দ্রিক সরকার কাঠামো থাকুক তবে জাতীয় সংসদ দ্বি-কক্ষবিশিস্ট হবে এটি অনেকের একটি অঙ্গিকার। উচ্চ কক্ষের গঠন, ক্ষমতা, সদস্যদের যোগ্যতা নিম্ন কক্ষ থেকে স্বতন্ত্র হবে। তবে সরকার গঠন ও অপসারণ এবং বাজেট বিল পাশে নিম্ন কক্ষের একাধিপত্য থাকবে। একই বিষয় ৭০ অনুচ্ছেদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হতে পারে।	অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদ
		সংসদের মেয়াদকাল ০৪ (চার) বৎসর করা।	১. মোঃ আলী হোসেন, ২. প্রফেসর ড. মইনুল ইসলাম ৩. ইমরান মাহফুজ ৪. ড. শায়খ আহমদ
		দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্ট করা যেতে পারে। যেখানে নীম্ন কক্ষের ৩০০ আসনে বর্তমান পদ্ধতিতে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হবেন। কিন্ত উচ্চ কক্ষে সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতিতে ১০০ জন সদস্য নির্বাচিত হবে। রাজনৈতিক দলের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারকদের মনোনেয়নের ভিত্তিতে উচ্চকক্ষের সদস্য নির্বাচিত হবেন।	প্রফেসর ড. মইনুল ইসলাম
		নারীদের জন্য সংরক্ষিত ৫০ টি আসন বাদ দিয়ে সংসদের মোট আসনের এক তৃতীয়াংশ নারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। সংরক্ষিত এসব আসনে নারীরা জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন। রোটেশন ভিত্তিতে দেশের প্রতিটি জেলায় এক তৃতীয়াংশ আসনে শুধু নারীরা নির্বাচন করার বিধান করতে হবে।	প্রফেসর ড. মইনুল ইসলাম
		আমাদের সংসদে ৫০ জন নারী সদস্যের সংরক্ষিত আসন রাখার বিধান বাদ দিয়ে এক-তৃতীয়াংশ সদস্য নারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকতে হবে, যেখানে নারীরা সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হবেন। রোটেশন ভিত্তিতে প্রতিটি নির্বাচনে দেশের প্রতিটি জেলায় এক-তৃতীয়াংশ আসনে শুধু নারীদের নির্বাচন করার বিধান করতে হবে।	ইমরান মাহফুজ
		সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে বৃহৎ দলের একাধিপত্য ঠেকাতে এবং ছোট বড় সকল দলের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে বর্তমানের এলাকা ভিত্তিক ফার্স্ট পাস্ট দা পোষ্ট পদ্ধতির নির্বাচন ব্যবস্থা সংশোধন করে ফার্স্ট পাস্ট দা পোষ্ট ও সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচনব্যবস্থা (প্রোপারশনাল রিপ্রেজেন্টেশন সিস্টেম) অর্থাৎ মিশ্র পদ্ধতির নির্বাচনের বিধান করতে হবে। এ জন্য প্রয়োজনে সংসদের আসন সংখ্যা বাড়ানো যেতে পারে।	কল্লোল মোস্তফা
		নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা	কল্লোল মোস্তফা
		সংসদ গঠিত হবে তিনটি শ্রেণির সদস্যদের সমন্বয়ে: -২০০টি আসনে সরাসরি নির্বাচিত ২০০ জন সদস্য। -১০০ জন সদস্য প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে রাজনৈতিক দলগুলোর মনোনীত সদস্য। -৫০ জন নারী সদস্য প্রাপ্ত ভোটের আনুপাতিক হারে মনোনীত।	শাহিদুল চৌধুরী
		ডেমোগ্রাফি এন্ড জেন্ডার ভাবনাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিতে হবে। বিদ্যমান কাঠামোতে থাকা সংরক্ষিত নারী আসন সংখ্যা জনমিতিক পরিমাপে উন্নীত করা (কমপক্ষে আনুপাতিক হারে সম সংখ্যা বা অর্ধেক) এবং সরাসরি নির্বাচনের বিধান প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।	অধ্যাপক মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম
		সংসদে আসন বিন্যাসে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জনমিতিক আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা (২০২২ জনশুমারিতে ৫০টি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অস্তিত্ব এসেছে) এবং এ সংক্রান্ত কার্যকর সংজ্ঞা নির্ধারণ দরকার।	
		উভয় কক্ষে সংরক্ষিত নারী সদস্যের বিধান সরাসরি নির্বাচন ব্যবস্থার অধীনে আনতে হবে। দেশ স্বাধীন হবার ৫০ বছর পর একইভাবে অনির্বাচিত সংরক্ষণ ব্যবস্থার কোন যুক্তি থাকেতে পারে না।	অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদ
		দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন	১. মুসা আল হাফিজ ২. অধ্যাপক হাসানুজ্জামান চৌধুরী ৩. ড. শায়খ আহমদ ৪. ফাইজা বর্ণা

	পঞ্চম ভাগ: আইনসভা		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম
		Article 65 this article is about the establishment of parliament. The reformed version of this article should include provisions ensuring diversity, which is mandatory participation for marginalized communities. This includes women, indigenous person or a person who can feel the similar situation of an individual. This would ensure that all opinion is being heard in the legislative process. In brief we are trying to say there need to participation of every stage people not only elite society	Airin Riya, MD Inzamamul Haque Zim, Nina Ahmmed Shila, Shah Ariful Islam, Tahsan Rahman Arpy
		সরকারের মেয়াদ হবে ৪ বছর। ৩০০ আসনের মধ্যে ৫০-৬০টি আসনে ভোট ২ বছর পর অনুষ্ঠিত হবে। ক্ষমতাসীন দল যেন সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রশ্নের মুখোমুখি হয়, এজন্য মধ্যবর্তী নির্বাচনের ব্যবস্থা থাকবে। সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকলে আস্থা ভোট অনুষ্ঠিত হবে।	
		সংসদের নাম পরিবর্তন করে ""আইনসভা"" রাখতে হবে। এটি দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট হবে: -উচ্চকক্ষ: রাষ্ট্রসভা আসন সংখ্যা: ১০০টি, নির্বাচন হবে সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতিতে, ২৫টি আসনে মধ্যবর্তী সময়ে নির্বাচন হবে। রাষ্ট্রসভার ১০০ আসনের মধ্যে: কমপক্ষে ৩৩টি আসনে আইন দ্বারা তফসিলভুক্ত পেশাজীবী (কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, আইনজীবী, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, কৃষিবিদ, সাংবাদিক) এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মনোনয়ন নিশ্চিত করতে হবে। -নিম্নকক্ষ: গণসভা-আসন সংখ্যা: ২৫০টি, ৫০টি আসনে মধ্যবর্তী সময়ে নির্বাচন হবে। গণসভার ২৫০ আসনে সরাসরি প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। সংরক্ষিত আসন রাখা যেতে পারে।	সরোয়ার তুষার
		The constitution should transition from a unitary to a bicameral parliamentary system. In this model, a directly elected lower house would represent the general populace, while an upper house could be composed of representatives from various societal sectors, including professionals, ethnic minorities, and other marginalized groups. This upper house could serve as a critical check on the lower house's decisions, ensuring that legislation is well-considered, inclusive, and aligned with the interests of all citizens, thus enriching the democratic process.	K Shamsuddin Mahmood
		"Bicameral Legislative System is necessary for Bangladesh.With a population of 180 million, TWO HOUSES are required that should include the current Jatiyo Sangshad (Parliament) and an Upper House (that may be called Rastriyo Upadesta Parishad). The proposed Upper House will be ejected by members of the Jatiyo Sangshad (current Parliament) The proposed Upper House will have Advisory roles and different from the roles of the Jatiyo Sangshad.40% seats should be reserved for women in both Houses of the Parliament.The proposed Upper House will also Treasury and Opposition members but have no roles in context of law-making"	Dr. Mohammed Parvez Imdad
		ছাত্র সংসদ (অনুচ্ছেদ- ৬৫ এ): বাংলাদেশের আঞ্চলিক বিস্তৃতির মধ্যে চারটি আঞ্চলিক ছাত্র সংসদ প্রতিষ্ঠা হবে। সংবিধানে বর্ণিত শর্ত অনুসারে, তত্ত্বাবধান ও কাজ করার ক্ষমতা পাবেন।	অ্যাডভোকেট ড. মহিউদ্দিন
		ছাত্র সংসদগুলো নিজ নিজ অঞ্চলের অবকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষাগত উন্নতি, আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনের বিষয়ে কাজ করবেন। ছাত্র সংসদ দ্বারা নেওয়া সিদ্ধান্তগুলো প্রাসঙ্গিক বা মনোনীত মন্ত্রণালয় দ্বারা কার্যকর করা হবে।	অ্যাডভোকেট ড. মহিউদ্দিন
		দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা থাকবে। উচ্চ কক্ষ বিশেষজ্ঞ ও আইনজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা গঠন করা যেতে পারে এবং নীম্ন কক্ষে জনগণের ভোটে নির্বাচিত ব্যক্তি থাকবেন।	এস এইচ চৌধুরী
		অনুচ্ছেদ ৬৫(৩ক)-এর পরে নতুন অনুচ্ছেদ ৬৫ (৩খ) সংযোজন করা- দেশের ভিন্ন ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীসমূহের জনসংখ্যার স্বল্পতা এবং প্রান্তিকতার প্রেক্ষিতে জাতীয় সংসদে তাদের অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণের জন্য প্রত্যক্ষভাবে সংবিধানে আসন সংরক্ষণের সংবিধিবদ্ধ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন ।	ইলিরা দেওয়ান

পঞ্চম ভাগ: আইনসভা			
অনুচ্ছেদ/অংশ	**বর্তমান সংবিধান**	**সুপারিশ**	**প্রস্তাবকের নাম**
		"দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ থাকবে। উচ্চ কক্ষ বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থ যেমন-বাক স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, পরিচয়, মূল্যবোধ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, অর্থনীতি, প্রতিরক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে দায়িত্ব পালন করবেন। নীম্ন কক্ষের সদস্যরা স্থানীয় স্বার্থ নিয়ে কাজ করবেন। সংসদে আসন সংখ্যা হবে ৩৩৩ (৩০৩+৩০)। এই পরিষদের নির্বাচন হবে জনসংখ্যা অনুপাতে। মানে প্রতি ছয় লক্ষ মানুষের জন্য একজন সংসদ সদস্য। উচ্চ কক্ষের সদস্যদের মেয়াদ হবে ৬ বছরের।	ড. শাফি আ. খালেদ
		ছাত্র সংসদের সদস্যদের পদের মেয়াদ দ্বিবার্ষিক হবে, সদস্যপদ পাওয়ার জন্য সর্বোচ্চ বয়সসীমা ত্রিশ বছর।	অ্যাডভোকেট ড. মহিউদ্দিন
		জাতীয় নির্বাচনে সংখ্যানুপাতিক হারে আসন বন্টন হবে। প্রাপ্ত ভোটের আনুপাতিক হারে দলগুলো সংসদে আসন পাবে।	ড. শায়খ আহমদ
		The Cabinet of such a transitional government should be filled in a vote- proportional way. Cabinet positions should be selected by the parties in round robin fashion (portfolio precedence may be given to smaller parties). The transitional PM should be nominated by the President in consultation with the political parties, so that such a transitional PM would have majority support in the cabinet.	Mohammad Nurul Minhaz
		"First Pass Fifty method: 1. Candidates for parliament can be independent or nominated by political parties. 2. If one candidate gets 50%+ vote, he is declared winner. The votes for candidates who lost electoral money, should be ignored - remaining votes will be used to determine the percentage	Mohammad Nurul Minhaz
		"সংরক্ষিত আসন শুধু নারীর জন্য নয়, জনসংখ্যার অনুপাতে বাড়াতে হবে • জাতিগত এবং আদিবাসী সংখ্যালঘু • প্রতিবন্ধী ব্যক্তি • সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠী আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য এই ব্যবস্থা চালু করা উচিত। এই প্রতিনিধিরা সদস্যদের দ্বারা ভোট দেওয়ার পরিবর্তে জনগণের দ্বারা সরাসরি নির্বাচিত হতে পারে সংসদের বৈধতা নিশ্চিত করতে প্রতিনিধিত্বের জন্য সংরক্ষিত আসন বিভিন্ন সেক্টর থেকে হতে পারে। • শিক্ষা • শ্রম এবং ট্রেড ইউনিয়ন • কৃষি • ছোট ব্যবসা	ফাইজা বর্ণা
		গণপরিষদ (প্রথম কক্ষ) ও সিনেট (দ্বিতীয় কক্ষ) এর সমন্বয়ে দ্বিকক্ষ সংসদ ব্যবস্থা	মোহাম্মদ আহসানুল করিম
		সংসদের উভয় কক্ষের প্রতিনিধিত্বের মেয়াদ হবে ৪ বছর। সিনেট (দ্বিতীয় কক্ষ)-এর অর্ধেকাংশ অথবা গণপরিষদ (প্রথম কক্ষ) ও সিনেট (দ্বিতীয়কক্ষ) চক্রাকারে দুই বছর পর পর নির্বাচন হবে।	মোহাম্মদ আহসানুল করিম
		There should be a separate parliament and presidential election system for the state because if we see the president is elected by the members of parliament not by the people of Bangladesh for that reason the general will of the people doesn't express by the people of Bangladesh so here the democracy remains invalid. So, there must be Articles in constitution for election of member of parliaments and also for the election of president.	মারুফা আক্তার
		"উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষের সমন্বয়ে দেশের জাতীয় সংসদ (পার্লামেন্ট) হবে দুইকক্ষ বিশিষ্ট। ক. নিম্নকক্ষ' হবে ৩০০ সদস্য বিশিষ্ট। নিম্নকক্ষে রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত এলাকা ভিত্তিক নির্বাচিত প্রতিনিধি থাকবেন। খ. উচ্চকক্ষ ২০০ সদস্য বিশিষ্ট। উচ্চকক্ষে থাকবেন:- ১. শ্রম-কর্ম-পেশায় নিয়োজিত (শ্রমজীবী, কর্মজীবী, পেশাজীবী) ব্যক্তিদের দ্বারা নির্দলীয় বা অদলীয়ভাবে নির্বাচিত সদস্য। ২. প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের দ্বারা নির্দলীয় বা অদলীয়ভাবে নির্বাচিত নারী সদস্য। ৩. 'ক্ষুদ্র জাতিসত্তা'র নাগরিকদের দ্বারা নির্দলীয় বা অদলীয়ভাবে নির্বাচিত সদস্য। ৪. রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত সদস্য। (মূলত প্রতিরক্ষা বাহিনী এবং আমলা-কর্মকর্তা ও শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ অন্যান্য পেশার মধ্য থেকে) ৫. জাতীয় নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোট অনুযায়ী আনুপাতিক হারে রাজনৈতিক দলসমূহের মনোনীত সদস্য। ক. উচ্চকক্ষ'র অধ্যক্ষ থাকবেন উপ-রাষ্ট্রপতি। খ. জাতীয় সংসদের (উভয় কক্ষ) মেয়াদকাল হবে ৪ (চার) বছর।	শহীদুল্লাহ ফরায়জী

	পঞ্চম ভাগ: আইনসভা		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম
		কোনো নির্বাচনে কোনো রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরূপে মনোনীত হয়ে কোনো ব্যক্তি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলে তিনি যদি (ক) সংসদে অনাস্থা প্রস্তাবের উপর দলের বিপক্ষে ভোটদান করেন- তাহলে সংসদে তার আসন শূন্য হবে।	শহীদুল্লাহ ফরায়জী
অনুচ্ছেদ ৬৬ (সংসদে নির্বাচিত হইবার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা)	"৬৬। (১) কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক হইলে এবং তাঁহার বয়স পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হইলে এই অনুচ্ছেদের (২) দফায় বর্ণিত বিধান-সাপেক্ষে তিনি সংসদের সদস্য নির্বাচিত হইবার এবং সংসদ-সদস্য থাকিবার যোগ্য হইবেন। (২) কোন ব্যক্তি সংসদের সদস্য নির্বাচিত হইবার এবং সংসদ-সদস্য থাকিবার যোগ্য হইবেন না, যদি (ক) কোন উপযুক্ত আদালত তাঁহাকে অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষণা করেন; (খ) তিনি দেউলিয়া ঘোষিত হইবার পর দায় হইতে অব্যাহতি লাভ না করিয়া থাকেন; (গ) তিনি কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করেন কিংবা কোন বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা বা স্বীকার করেন; (ঘ) তিনি নৈতিক স্খলনজনিত কোন ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া অন্যূন দুই বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং তাঁহার মুক্তিলাভের পর পাঁচ বৎসরকাল অতিবাহিত না হইয়া থাকে; ৩৬[***] ৩৭[(ঙ) তিনি ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগসাজশকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশের অধীন কোন অপরাধের জন্য দণ্ডিত হইয়া থাকেন; (চ) আইনের দ্বারা পদাধিকারীকে অযোগ্য ঘোষণা করিতেছে না, এমন পদ ব্যতীত তিনি প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন; অথবা] (ছ) তিনি কোন আইনের দ্বারা বা অধীন অনুরূপ নির্বাচনের জন্য অযোগ্য হন। ৩৮[(২ক) এই অনুচ্ছেদের (২) দফার (গ) উপ-দফা তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তি জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক হইয়া কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করিলে এবং পরবর্তীতে উক্ত ব্যক্তি- (ক) দ্বৈত নাগরিকত্ব গ্রহণের ক্ষেত্রে, বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ত্যাগ করিলে; কিংবা (খ) অন্য ক্ষেত্রে, পুনরায় বাংলাদেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করিলে- এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে তিনি বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন না।] ৩৯[(৩) এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে কোন ব্যক্তি কেবল রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপ-মন্ত্রী হইবার কারণে প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত বলিয়া গণ্য হইবেন না।] (৪) কোন সংসদ-সদস্য তাঁহার নির্বাচনের পর এই অনুচ্ছেদের (২) দফায় বর্ণিত অযোগ্যতার অধীন হইয়াছেন কি না কিংবা এই সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ অনুসারে কোন সংসদ-সদস্যের আসন শূন্য হইবে কি না, সে সম্পর্কে কোন বিতর্ক দেখা দিলে শুনানী	কোন বিচারক কিংবা রাষ্ট্রের যেকোন কর্মচারি চাকুরি হইতে অবসর গ্রহণের পর ৫ বছর অতিক্রান্ত না হইলে জাতীয় বা স্থানীয় কোন নির্বাচনে প্রার্থী হইতে পারিবেন না কিংবা কোন রাজনৈতিক দলের সদস্যপদ গ্রহণ করিতে পারিবেন না।	ড. শায়খ আহমদ

পঞ্চম ভাগ: আইনসভা			
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম
	ও নিষ্পত্তির জন্য প্রশ্নটি নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রেরিত হইবে এবং অনুরূপ ক্ষেত্রে কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে। (৫) এই অনুচ্ছেদের (৪) দফার বিধানাবলী যাহাতে পূর্ণ কার্যকরতা লাভ করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশনকে ক্ষমতাদানের জন্য সংসদ যেরূপ প্রয়োজন বোধ করিবেন, আইনের দ্বারা সেইরূপ বিধান করিতে পারিবেন।		
		"অনুচ্ছেদটি বিলুপ্ত ও সংবিধানের ৫ম (পঞ্চম) সংশোধনীর সংশ্লিষ্ট অংশ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে। তবে প্রাসঙ্গিক অংশে নিম্ন রূপ অংশ সংযোজিত হবে- 'রাষ্ট্রীয় অনুমতি সাপেক্ষে কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জনকারী বাংলাদেশি নাগরিক সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণে অধিকারী হবেন।"	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক
		একজন ব্যক্তি তিনবারের বেশি সংসদ সদস্য হতে পারবেন না।	মাহমুদুল হাসান, যুগ্ম সদস্য সচিব, ঢাকা উত্তর
		সংসদ নির্বাচনের প্রার্থীর শিক্ষা ও অন্যান্য যোগতা নির্দিষ্ট করা।	মোঃ আলী হোসেন
		দেশ ও জাতির স্বার্থে মেধাবী, দক্ষ ও অভিজ্ঞ সরকারি, আধাসরকারি ও স্বারিত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের নিবেদিত প্রাণ চাকুরীজীবিদের নাগরিক ও মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চাকরি হতে অবসর গ্রহনের পর পরই জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণের সুযোগদানের জন্য সংবিধান পরিপন্থি ও বৈষম্যমূলক গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ ১২ (১) (চ) ধারা বাতিল করার লক্ষ্যে সক্রিয় ভূমিকা পালনের অন্তরালে সংবিধান সংস্কার করার নেয়া প্রস্তাবনায় অন্তর্ভুক্ত করা।	মোঃ আলী হোসেন
		সংবিধান অনুযায়ী সরকারি, আধাসরকারি ও স্বায়িত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত ব্যক্তিগণ সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না। সেখানে উল্লেখ নেই যে, সরকারি চাকরি থেকে অবসর নেয়ার ০৩ (তিন) বছর পার না হলে কেউ সংসদ সদস্য নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না। সে মতে গনপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ ১২ (১) (চ) ধারাটি সংবিধান পরিপন্থী বিধায় সংস্কার তথা বাতিল করা প্রয়োজন।	মোঃ আলী হোসেন
		রাজনৈতিক দলগুলোর জেলা কমিটির কেউ সংসদ সদস্য (এমপি) হতে পারবেন না। ৭৫ বছর বয়সের পর কোনো ব্যক্তি সংসদ সদস্য (এমপি) হতে পারবেন না।	অ্যাডভোকেট আব্দুর রহমান জীবল
		পদে থাকাকালীন কোনও রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব দিতে পারবেন না।	কল্লোল মোস্তফা
		সংবিধান অনুযায়ী সরকারি, আধাসরকারি ও স্বায়িত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত ব্যক্তিগণ সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না। সেখানে উল্লেখ নেই যে, সরকারি চাকরি থেকে অবসর নেয়ার ০৩ (তিন) বছর পার না হলে কেউ সংসদ সদস্য নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না। সে মতে গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ ১২ (১) (চ) ধারাটি সংবিধান পরিপন্থী বিধায় সংস্কার তথা বাতিল করা প্রয়োজন।	"১. অধ্যাপক ডা এ.কে. এম ফজলুর রহমান ২. অধ্যাপক ড. ইকয়ামুল হক"
		সংসদ সদস্যদের একমাত্র কাজ হবে আইন প্রণয়ন। উন্নয়ন কার্যক্রম স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের হাতে ছেড়ে দিতে হবে।	ড. শায়খ আহমদ
		সংসদে সরকার দলীয় প্রধান, দলের প্রধান ও প্রধানমন্ত্রী একই ব্যক্তি হতে পারবেন না।	শাহিদুল চৌধুরী
		"জন্মসূত্রে বাংলাদেশি নাগরিক যারা দ্বৈত-নাগরিকত্ব নিয়েছেন তাদের জন্য সংবিধানের বৈষম্যমূলক ৬৬(২)(গ) অনুচ্ছেদটি বিলুপ্ত করা দরকার। অপরদিকে দেড় কোটির উপরে প্রবাসী অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার প্রায় ১০% বাংলাদেশের বাহিরে বসবাস করছেন। তারা বাংলাদেশের নাগরিক ও বাংলাদেশের অর্থনীতির লাইফ লাইন। চার লক্ষ চাকমা উপজাতির জন্য প্রতিটি সরকারে তাদের প্রতিনিধিত্ব থাকে, বর্তমান অন্তবর্তী সরকারেও আছে। কিন্তু আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে দেড় কোটি প্রবাসীদের জন্য কোনো সরকারেই প্রবাসী প্রতিনিধি রাখা হয়নি। তাই দেড় কোটি উপরে প্রবাসীদের মধ্য থেকে ১০% সংসদে ও সরকারে প্রতিনিধিত্বের জন্য পরিষ্কার সাংবিধানিক প্রভিশন রাখার সুপারিশ করা যেতে পারে।	"ব্যারিস্টার নাজির আহমদ সাংবাদিক অলিউল্লাহ নোমান ব্যারিস্টার ইকবাল হোসেন ব্যারিস্টার আলিমুল হক লিটন নাসরুল্লাহ খাঁন জুনায়েদ"
		"সংসদ সদস্য হওয়ার জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকতে হবে। যে ব্যক্তি সংসদে একজন আইন প্রণেতা হবেন, তাকে আইনের খসড়া তৈরির জন্য আইনটি বুঝতে হবে।রসুতরাং, যিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হবেন তার কমপক্ষে একটি স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে এবং পাবলিক সার্ভিস অভিজ্ঞতা, নেতৃত্ব জ্ঞান থাকতে হবে।	ফাইজা বর্ণা
		There should be a provision in the constitution which implements that, any person having any personal, pecuniary or direct interest in any matter which is considered by the Parliamentary Committee should be disqualified to become an MP.	ফাইজা বর্ণা

	পঞ্চম ভাগ: আইনসভা		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম
		Article 66, about the qualification and this should be reformed so that the capabilities of an individual may not exclude by the interference of political power or lowering age limits or any legal criteria for participation of young people and rural communities. Suppose education though important but sometimes even an educated person involve him in corruption so on the basis of people's choice need to appoint a representative.	"Airin Riya, MD Inzamamul Haque Zim, Nina Ahmmed Shila, Shah Ariful Islam, Tahsan Rahman Arpy"
অনুচ্ছেদ ৬৭ (সদস্যদের আসন শূন্য হওয়া)	৬৭। (১) কোন সংসদ-সদস্যের আসন শূন্য হইবে, যদি (ক) তাঁহার নির্বাচনের পর সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে নব্বই দিনের মধ্যে তিনি তৃতীয় তফসিলে নির্ধারিত শপথগ্রহণ বা ঘোষণা করিতে ও শপথপত্রে বা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরদান করিতে অসমর্থ হন: তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ মেয়াদ অতিবাহিত হইবার পূর্বে স্পীকার যথার্থ কারণে তাহা বর্ধিত করিতে পারিবেন; (খ) সংসদের অনুমতি না লইয়া তিনি একাদিক্রমে নব্বই বৈঠক-দিবস অনুপস্থিত থাকেন; (গ) সংসদ ভাঙ্গিয়া যায়; (ঘ) তিনি এই সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদের (২) দফার অধীন অযোগ্য হইয়া যান; অথবা (ঙ) এই সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদে বর্ণিত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। (২) কোন সংসদ-সদস্য স্পীকারের নিকট স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন, এবং স্পীকার- কিংবা স্পীকারের পদ শূন্য থাকিলে বা অন্য কোন কারণে স্পীকার স্বীয় দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে ডেপুটি স্পীকার- যখন উক্ত পত্র প্রাপ্ত হন, তখন হইতে উক্ত সদস্যের আসন শূন্য হইবে।	নির্ধারিত সংসদীয় এলাকার এক শতাংশ ভোটারের স্বাক্ষরযুক্ত আবেদন স্পীকারের কাছে জমা দিয়ে সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা যাবে।	শাহিদুল চৌধুরী
		Article 67 to 69 disqualification, clearer rule for disqualification that introduced moral behavior and that could implement human rights. For example, in respect of responsibility in leadership if anyone found guilty or violates any rights of human, he should be disqualified from holding that office.	Airin Riya, MD Inzamamul Haque Zim, Nina Ahmmed Shila, Shah Ariful Islam, Tahsan Rahman Arpy
অনুচ্ছেদ ৬৮ (সংসদ-সদস্যদের [পারিশ্রমিক] প্রভৃতি)	৬৮। সংসদের আইন-দ্বারা কিংবা অনুরূপভাবে নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক আদেশের দ্বারা যেরূপ নির্ধারিত হইবে, সংসদ-সদস্যগণ সেইরূপ [পারিশ্রমিক], ভাতা ও বিশেষ-অধিকার লাভ করিবেন।	"অনুচ্ছেদটি নিম্নরূপে প্রতিস্থাপিত হবে; ৬৮। সংসদের আইন-দ্বারা কিংবা অনুরূপভাবে নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক আদেশের দ্বারা যেরূপ নির্ধারিত হইবে, সংসদ-সদস্যগণ সেইরূপ পারিশ্রমিক পাবেন। এর অতিরিক্ত কোনোরূপ সুবিধা লাভের অধিকারী হবেন না।	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক
অনুচ্ছেদ ৬৯ (শপথগ্রহণের পূর্বে আসন গ্রহণ বা ভোট দান করিলে সদস্যের অর্থদণ্ড)	৬৯। কোন ব্যক্তি এই সংবিধানের বিধান অনুযায়ী শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিবার এবং শপথপত্রে বা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরদান করিবার পূর্বে কিংবা তিনি সংসদ-সদস্য হইবার যোগ্য নহেন বা অযোগ্য হইয়াছেন জানিয়া সংসদ-সদস্যরূপে আসনগ্রহণ বা ভোটদান করিলে তিনি প্রতি দিনের অনুরূপ কার্যের জন্য প্রজাতন্ত্রের নিকট দেনা হিসাবে উসুলযোগ্য এক হাজার টাকা করিয়া অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।	"অনুচ্ছেদটি নিম্নরূপে প্রতিস্থাপিত হবে ৬৯। কোন ব্যক্তি এই সংবিধানের বিধান অনুযায়ী শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিবার এবং শপথপত্রে বা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরদান করিবার পূর্বে কিংবা তিনি সংসদ-সদস্য হইবার যোগ্য নহেন বা অযোগ্য জানিয়াও সংসদ-সদস্যরূপে আসনগ্রহণ বা ভোটদান করিলে তিনি অনুরূপ কার্যের জন্য ফৌজদারী অভিযোগে অভিযুক্ত ও দৈনিক পঞ্চাশ হাজার টাকা হারে অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।"	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক

	পঞ্চম ভাগ: আইনসভা		
অনুচ্ছেদ/অংশ	**বর্তমান সংবিধান**	**সুপারিশ**	**প্রস্তাবকের নাম**
অনুচ্ছেদ ৭০ (রাজনৈতিক দল হইতে পদত্যাগ বা দলের বিপক্ষে ভোটদানের কারণে আসন শূন্য হওয়া)	"[৭০। কোন নির্বাচনে কোন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরূপে মনোনীত হইয়া কোন ব্যক্তি সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইলে তিনি যদি- (ক) উক্ত দল হইতে পদত্যাগ করেন, অথবা (খ) সংসদে উক্ত দলের বিপক্ষে ভোটদান করেন, তাহা হইলে সংসদে তাঁহার আসন শূন্য হইবে, তবে তিনি সেই কারণে পরবর্তী কোন নির্বাচনে সংসদ-সদস্য হইবার অযোগ্য হইবেন না।]"		
		সংবিধানের প্রধান ত্রুটি ৭০ নম্বর অনুচ্ছেদ। সরকারী দল হোক কিংবা বিরোধী দল হোক সকল দলের নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের উপর দলীয় প্রধানের একচ্ছত্র ক্ষমতা প্রদানের এই ধারাটি ভিন্ন মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে পুরোপুরি হরণ করে নিয়েছে। সুতরাং, ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে শুধু 'নো কনফিডেন্স মোশনের' ক্ষেত্রে দলকে সমর্থন করার বাধ্যবাধকতা বহাল রেখে অন্য সকল আইন প্রণয়ন ও মত প্রকাশের ক্ষেত্রে বিধি নিষেধ তুলে দিতে হবে।	প্রফেসর ড. মইনুল ইসলাম, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
		অর্থ বিল ও অনাস্থা ভোট ছাড়া সংসদ সদস্যরা দলের সিদ্ধান্তের বাইরে ভোট দিতে পারবে।	অ্যাডভোকেট ড. মহিউদ্দিন
		দলের বিরুদ্ধে সংসদে কথা বলা বা ভোট দেওয়া যাবে। তাতে সংসদ সদস্য পদ খারিজ হবে না।	মাহমুদুল হাসান, যুগ্ম সদস্য সচিব, ঢাকা উত্তর
		দলের বিরুদ্ধে সংসদে কথা বলা বা ভোট দেওয়া যাবে। তাতে সংসদ সদস্য পদ খারিজ হবে না।	প্রফেসর ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম ড. শায়খ আহমদ
		সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে দলের বিরুদ্ধে অনাস্থা ভোট ছাড়া আর সকল ক্ষেত্রে সংসদ সদস্য কর্তৃক দলের বিপক্ষে ভোট দানের সুযোগ তৈরি করতে হবে	কল্লোল মোস্তফা
		কোনো নির্দলীয় সংসদ সদস্য কোনো রাজনৈতিক দলে যোগ দিলে তার সদস্যপদ বাতিল হবে।	শাহিদুল চৌধুরী
		Article 70 of the constitution shall be null & void.	Shamsul Arefin Arif
		অনুচ্ছেদ বাদ বা আমূল সংস্কার করা, স্বৈরাচারী বা স্বেচ্ছাচারী ব্যবস্থা নির্মূলে ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা এবং একটি বৈষম্যহীন সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় আমাদের সবারই দায়বদ্ধতা রয়েছে।	অধ্যাপক মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
		দলের বিপক্ষে ভোট প্রদানসংক্রান্ত বাধানিষেধ বাতিল করতে হবে। ৭০ অনুচ্ছেদ, কার্যপ্রণালি বিধি এবং স্থায়ী কমিটির ক্ষমতা সংস্কার করে সংসদকে কার্যকর করা জরুরী।	মুসা আল হাফিজ
		বিভিন্ন ইস্যুতে সংসদে ভোটাভুটির ক্ষেত্রে এমপিদের ফ্লোর ক্রসিং করার সুযোগ দিতে হবে। যেন তারা তাদের দলের সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়েও সংসদে ভোট দিতে পারেন এবং এর জন্য যেন তারা যেন বহিষ্কৃত না হয। তাছাড় তাদের ইচ্ছে হলে সরকারি বা নিজ দল থেকে সরে এসে স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য হিসেবে থাকার সুযোগ দিতে হবে।	
		Abolishing Article 70 to Enable Independent Decision-Making for MPs. Removing Article 70 would allow MPs the freedom to vote according to their conscience and the interests of their constituents, rather than merely following the directives of party leadership.	K Shamsuddin Mahmood
		Specific clauses need to be incorporated in the Constitution to resist " authoritarianism" and promoting democratic norms and practices within political parties. These provisions should be aligned to relevant electoral and representation regulations In this context,the Constitution should give clear indications to resist probable tendencies towards autocratic democracy or democratic autocracy in future.There is need to revoke/restructure Article 70 of the Constitution to facilitate free,fair and impartial discussions even outside party lines and if required in the greater interest of the country and people.	Dr. Mohammed Parvez Imdad,

	পঞ্চম ভাগ: আইনসভা		
অনুচ্ছেদ/অংশ	**বর্তমান সংবিধান**	**সুপারিশ**	**প্রস্তাবকের নাম**
		বাংলাদেশের সংবিধান থেকে ৭০ অনুচ্ছেদের মতো এমন অযৌক্তিক, বিবেক বিরোধী ও সংসদ সদস্যদের মৌলিক অধিকার পরিপন্থি এই কালো অনুচ্ছেদ হয় বিলুপ্ত করা দরকার নতুবা কমপক্ষে শর্ত শিথিল করে এমন পর্যায়ে আনা দরকার যে সরকারের প্রতি অনাস্থা প্রস্তাব ব্যতিত অন্য সব ক্ষেত্রে এমপিরা নিজের বিবেক থেকে ভোট দিতে পারবেন	"ব্যারিস্টার নাজির আহমদ সাংবাদিক অলিউল্লাহ নোমান ব্যারিস্টার ইকবাল হোসেন ব্যারিস্টার আলিমুল হক লিটন নাসরুল্লাহ খাঁন জুনায়েদ"
		Article 70 Restriction on floor crossing. This article limits member from voting against own party. But this article could allow members to vote against the party if that Bill or law is connected to public interest, which will ensure the practice of conscience, equality, freedom of expression	"Airin Riya, MD Inzamamul Haque Zim, Nina Ahmmed Shila, Shah Ariful Islam, Tahsan Rahman Arpy"
		সংসদ সদস্যদের সংসদে মত প্রকাশ ও বিলে ভোট প্রদানে স্বাধীনতা আনা, সে লক্ষ্যে বর্তমান '৭০ অনুচ্ছেদ সংস্কার করা।	অরূপ রাহী
		৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল করতে হবে। এধরনের কোনো বিধান রাখা যাবে না মতো কোনো বিধান রাখা যাবে না।	"অ্যাডভোকেট আব্দুর রহমান জীবল ইলিরা দেওয়ান অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক"
		৭০ অনুচ্ছেদ সংস্কার করতে হবে	তাসফিয়া আফরিন
		"সংসদ সদস্যরা দল বদল করলে, অন্য কোনো রাজনৈতিক দলে যোগ দিলে বা দলের সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করলে তার সংসদ সদস্য পদ শূন্য হবে। তবে আস্থা ভোটের ক্ষেত্রে দলের বিপক্ষে ভোট দেওয়া যাবে না। অন্য সকল বিষয়ে স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার অধিকার থাকবে।	সরোয়ার তুষার
		"Allowing floor crossing without restrictions will be counter productive. We should note that MPs should be accountable to their electorates as well as the party that nominated them. A political party also should not get a free pass for failing to nominate a trust-worthy person as MP. With those in mind, I shall propose following restrictions on floor crossing: 1. MPs elected as independents should never be penalized for floor crossing even if after elections they join a party. 2. A party can request to void the position of its MPs for floor crossing or for other reasons so long it can democratically decide to do so. More on this later. 3. If a party has requested to void a position of an MP, party must pay full cost of recall election or byelection. 4. In the recall election there can be only two candidates. One is the deposed MP if he chooses to run as an independent and the other is a new candidate nominated by the party. This is to make it like a referendum where all other parties may potentially stand behind the independent candidate. 5. If there are not two candidates for recall election – that is either party does not have a new candidate or the deposed MP would not run, then there would be an open by-election to elect a new MP (the declining party(s) of recall cannot take part in by-election). As mentioned above, whether recall election or byelection, the deposing party must pay the full cost of the election."	Mohammad Nurul Minhaz
		"MPs the opportunity to vote independently on issues unrelated to the stability of the government: Bills that don't have financial ramifications or constitutional revisions are examples of ordinary legislation. Discussions pertaining to regional, social, or environmental issues that need a localized response. Discussions or policy recommendations that don't impact the government's ability to survive. Limiting Floor-Crossing Provisions: Restrict the ""anti-defection"" clause's application to important issues like: • Votes for confidence or no-confidence motion. • Approving the budget. • Measures to modify the constitution, when party discipline is crucial.12"	ফাইজা বর্ণা

	পঞ্চম ভাগ: আইনসভা		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম
অনুচ্ছেদ ৭১ (দ্বৈত-সদস্যতায় বাধা)	"৭১। (১) কোন ব্যক্তি একই সময়ে দুই বা ততোধিক নির্বাচনী এলাকার সংসদ-সদস্য হইবেন না। (২) কোন ব্যক্তির একই সময়ে দুই বা ততোধিক নির্বাচনী এলাকা হইতে নির্বাচনপ্রার্থী হওয়ায় এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় বর্ণিত কোন কিছুই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিবে না, তবে তিনি যদি একাধিক নির্বাচনী এলাকা হইতে নির্বাচিত হন তাহা হইলে- (ক) তাঁহার সর্বশেষ নির্বাচনের ত্রিশ দিনের মধ্যে তিনি কোন্ নির্বাচনী এলাকার প্রতিনিধিত্ব করিতে ইচ্ছুক, তাহা জ্ঞাপন করিয়া নির্বাচন কমিশনকে একটি স্বাক্ষরযুক্ত ঘোষণা প্রদান করিবেন এবং তিনি অন্য যে সকল নির্বাচনী এলাকা হইতে নির্বাচিত হইয়াছিলেন, অতঃপর সেই সকল এলাকার আসনসমূহ শূন্য হইবে; (খ) এই দফার (ক) উপ-দফা মান্য করিতে অসমর্থ হইলে তিনি যে সকল আসনে নির্বাচিত হইয়াছিলেন, সেই সকল আসন শূন্য হইবে; এবং (গ) এই দফার উপরি-উক্ত বিধানসমূহ যতখানি প্রযোজ্য, ততখানি পালন না করা পর্যন্ত নির্বাচিত ব্যক্তি সংসদ-সদস্যের শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিতে ও শপথপত্রে বা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরদান করিতে পারিবেন না।"	"৭১ অনুচ্ছেদটি বিলুপ্ত ও নিম্নরূপে প্রতিস্থাপিত হবে; ৭১। কোনো ব্যক্তি একই সময়ে একাধিক নির্বাচনী এলাকার সংষদ সদস্য পদে প্রার্থী হতে পারবেন না।"	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক
		Article 71 to 79 is about electoral process which is the major issue on this year but it is essential to put system to ensure fair election. By transparency and preventing electoral fraud by using the technology should be reformed. Ensuring easy to vote and participation in parliamentary proceeding for public. This will empower the citizen of Bangladesh to contribute directly on the legislative process	"Airin Riya, MD Inzamamul Haque Zim, Nina Ahmmed Shila, Shah Ariful Islam, Tahsan Rahman Arpy"

	পঞ্চম ভাগ: আইনসভা		
অনুচ্ছেদ/অংশ	**বর্তমান সংবিধান**	**সুপারিশ**	**প্রস্তাবকের নাম**
অনুচ্ছেদ ৭২ (সংসদের অধিবেশন)	"৭২। (১) সরকারী বিজ্ঞপ্তি-দ্বারা রাষ্ট্রপতি সংসদ আহবান , স্থগিত ও ভঙ্গ করিবেন এবং সংসদ আহবানকালে রাষ্ট্রপতি প্রথম বৈঠকের সময় ও স্থান নির্ধারণ করিবেন: ৪৩[তবে শর্ত থাকে যে,৪৪[১২৩ অনুচ্ছেদের (৩) দফার (ক) উপ-দফায় উল্লিখিত নব্বই দিন সময় ব্যতীত অন্য সময়ে] সংসদের এক অধিবেশনের সমাপ্তি ও পরবর্তী অধিবেশনের প্রথম বৈঠকের মধ্যে ষাট দিনের অতিরিক্ত বিরতি থাকিবে না: তবে আরও শর্ত থাকে যে, এই দফার অধীন তাঁহার দায়িত্ব পালনে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক লিখিতভাবে প্রদত্ত পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিবেন।] (২) এই অনুচ্ছেদের (১) দফার বিধানাবলী সত্ত্বেও সংসদ-সদস্যদের যে কোন সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হইবার ত্রিশ দিনের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠানের জন্য সংসদ আহবান করা হইবে। (৩) রাষ্ট্রপতি পূর্বে ভাঙ্গিয়া না দিয়া থাকিলে প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইলে সংসদ ভাঙ্গিয়া যাইবে: তবে শর্ত থাকে যে, প্রজাতন্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত থাকিবার কালে সংসদের আইন-দ্বারা অনুরূপ মেয়াদ এককালে অনধিক এক বৎসর বর্ধিত করা যাইতে পারিবে, তবে যুদ্ধ সমাপ্ত হইলে বর্ধিত মেয়াদ কোনক্রমে ছয় মাসের অধিক হইবে না। (৪) সংসদ ভঙ্গ হইবার পর এবং সংসদের পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্বে রাষ্ট্রপতির নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, প্রজাতন্ত্র যে যুদ্ধে লিপ্ত রহিয়াছেন, সেই যুদ্ধাবস্থার বিদ্যমানতার জন্য সংসদ পুনরাহবান করা প্রয়োজন, তাহা হইলে যে সংসদ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছিল, রাষ্ট্রপতি তাহা আহবান করিবেন। (৫) এই অনুচ্ছেদের (১) দফার বিধানাবলী-সাপেক্ষে কার্যপ্রণালী-বিধি-দ্বারা বা অন্যভাবে সংসদ যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, সংসদের বৈঠকসমূহ সেইরূপ সময়ে ও স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে।"	রাষ্ট্রপতি শুধুমাত্র আইনসভার নেতার পরামর্শক্রমে সময়ের আগে সংসদ ভেঙে দিতে পারবেন।	সরোয়ার তুষার
		সংসদের জরুরি বৈঠক আহ্বানে রাষ্ট্রপতিকে প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও সংসদ নেতা পরামর্শ দিতে পারবেন।	সরোয়ার তুষার
		অনুচ্ছেদটি বিলুপ্ত ও সংবিধানের ৫ম (পঞ্চম) সংশোধনীর সংশ্লিষ্ট অংশ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে।	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক
অনুচ্ছেদ ৭৩ (সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণ ও বাণী)	"৭৩। (১) রাষ্ট্রপতি সংসদে ভাষণ দান এবং বাণী প্রেরণ করিতে পারিবেন। (২) সংসদ-সদস্যদের প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনের পর প্রথম অধিবেশনের সূচনায় এবং প্রত্যেক বৎসর প্রথম অধিবেশনের সূচনায় রাষ্ট্রপতি সংসদে ভাষণ দান করিবেন। (৩) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণ শ্রবণ বা প্রেরিত বাণী প্রাপ্তির পর সংসদ উক্ত ভাষণ বা বাণী সম্পর্কে আলোচনা করিবেন।"	অনুচ্ছেদটি বিলুপ্ত ও সংবিধানের ৫ম (পঞ্চম) সংশোধনীর সংশ্লিষ্ট অংশ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে।	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক

	পঞ্চম ভাগ: আইনসভা		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম
অনুচ্ছেদ ৭৩ক (সংসদ সম্পর্কে মন্ত্রীগণের অধিকার)	"৭৩ক। (১) প্রত্যেক মন্ত্রী সংসদে বক্তৃতা করিতে এবং অন্যভাবে ইহার কার্যাবলীতে অংশগ্রহণ করিতে অধিকারী হইবেন, তবে যদি তিনি সংসদ-সদস্য না হন, তাহা হইলে তিনি ভোটদান করিতে পারিবেন না এবং তিনি কেবল তাঁহার মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত বিষয় সম্পর্কে বক্তব্য রাখিতে পারিবেন । (২) এই অনুচ্ছেদে ""মন্ত্রী"" বলিতে প্রধানমন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রী অন্তর্ভুক্ত।"	অনুচ্ছেদটি বিলুপ্ত ও সংবিধানের ৫ম (পঞ্চম) সংশোধনীর সংশ্লিষ্ট অংশ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে।	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক
অনুচ্ছেদ ৭৪ (১) স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার		ডেপুটি স্পীকার বিরোধী দল থেকে নির্বাচিত হবেন।	ড. শায়খ আহমদ
		অনুচ্ছেদটি বিলুপ্ত ও সংবিধানের ৫ম (পঞ্চম) সংশোধনীর সংশ্লিষ্ট অংশ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে।	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক
		স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার একই দলের পক্ষ থেকে হতে পারবেন না।	শাহিদুল চৌধুরী
অনুচ্ছেদ ৭৫ (কার্যপ্রণালী-বিধি, কোরাম প্রভৃতি)		অনুচ্ছেদটি বিলুপ্ত ও সংবিধানের ৫ম (পঞ্চম) সংশোধনীর সংশ্লিষ্ট অংশ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে।	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক
অনুচ্ছেদ ৭৬ (সংসদের স্থায়ী কমিটিসমূহ)	"৭৬। (১) ৫০[* * *] সংসদ-সদস্যদের মধ্য হইতে সদস্য লইয়া সংসদ নিম্নলিখিত স্থায়ী কমিটিসমূহ নিয়োগ করিবেন: (ক) সরকারী হিসাব কমিটি; (খ) বিশেষ-অধিকার কমিটি; এবং (গ) সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধিতে নির্দিষ্ট অন্যান্য স্থায়ী কমিটি। (২) সংসদ এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় উল্লিখিত কমিটিসমূহের অতিরিক্ত অন্যান্য স্থায়ী কমিটি নিয়োগ করিবেন এবং অনুরূপভাবে নিযুক্ত কোন কমিটি এই সংবিধান ও অন্য কোন আইন-সাপেক্ষে (ক) খসড়া বিল ও অন্যান্য আইনগত প্রস্তাব পরীক্ষা করিতে পারিবেন; (খ) আইনের বলবৎকরণ পর্যালোচনা এবং অনুরূপ বলবৎকরণের জন্য ব্যবস্থাদি গ্রহণের প্রস্তাব করিতে পারিবেন; (গ) জনগুরুত্বসম্পন্ন বলিয়া সংসদ কোন বিষয় সম্পর্কে কমিটিকে অবহিত করিলে সেই বিষয়ে কোন মন্ত্রণালয়ের কার্য বা প্রশাসন সম্বন্ধে অনুসন্ধান বা তদন্ত করিতে পারিবেন এবং কোন মন্ত্রণালয়ের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংগ্রহের এবং প্রশ্নাদির মৌখিক বা লিখিত উত্তরলাভের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন; (ঘ) সংসদ কর্তৃক অর্পিত যে কোন দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন। (৩) সংসদ আইনের দ্বারা এই অনুচ্ছেদের অধীন নিযুক্ত কমিটিসমূহকে (ক) সাক্ষীদের হাজিরা বলবৎ করিবার এবং শপথ, ঘোষণা বা অন্য কোন উপায়ের অধীন করিয়া তাঁহাদের সাক্ষ্যগ্রহণের, (খ) দলিলপত্র দাখিল করিতে বাধ্য করিবার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।"	আইন, অর্থ, স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ে স্থায়ী কমিটির সভাপতি হিসেবে বিরোধীদলের সদস্যদের বাধ্যতামূলক মনোনয়ন দিতে হবে। যেন এই মন্ত্রণালযগুলো নজরদারিত ও জবাবদিহিতায় থাকে	মুসা আল হাফিজ
		প্রধানমন্ত্রীকে জবাবদিহি করার জন্য সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ক্ষমতার পরিধি নির্ধারণ করা।	অ্যাডভোকেট ড. মহিউদ্দিন

	পঞ্চম ভাগ: আইনসভা		
অনুচ্ছেদ/অংশ	**বর্তমান সংবিধান**	**সুপারিশ**	**প্রস্তাবকের নাম**
		প্রস্তাবিত বিধান: প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীগণ পৃথকভাবে এবং সম্মিলিতভাবে সংসদের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন। সংসদীয় স্থায়ী কমিটি প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীদের কার্যকারিতা পরীক্ষা করতে পারে, আইন লঙ্ঘন পাওয়া গেলে, কমিটি যথাযথ সিদ্ধান্তের জন্য সংসদে প্রতিবেদন দেবে।	অ্যাডভোকেট ড. মহিউদ্দিন
		সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমকে জবাবদিহির আওতায় আনার জন্য শক্তিশালী ও কার্যকর সংসদীয় স্থায়ী কমিটি প্রয়োজন। এ জন্য সংবিধানের ৭৬ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে বিরোধীদলের নেতৃত্ব বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং সংসদীয় কমিটির সুপারিশ যেন সরকার গুরুত্বের সাথে নিতে বাধ্য হয় তার বিধান যুক্ত করতে হবে।	কল্লোল মোস্তফা
		সংসদীয় কমিটি গঠনের জন্য সংসদ নেতা তার নিজ সংসদীয় দলের পক্ষ থেকে প্রস্তাব আনবেন। তবে প্রস্তাবটি সংসদ চূড়ান্ত করবে।	সরোয়ার তুষার
		"সংসদীয় কমিটি মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করতে পারবে। শুনানি এবং সুপারিশের ভিত্তিতে প্রস্তাব সংসদে পাঠাবে। সুপারিশ ভোটাভুটির মাধ্যমে চূড়ান্ত করা হবে। "	সরোয়ার তুষার
		অনুচ্ছেদটি বিলুপ্ত ও সংবিধানের ৫ম (পঞ্চম) সংশোধনীর সংশ্লিষ্ট অংশ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে।	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক
		পাবলিক একাউন্টস কমিটির প্রধানের পদ বিরোধী দলের নেতার জন্য সংরক্ষিত থাকবে। তবে বিরোধী দলের নেতা কোনো রাজনৈতিক দলের প্রধান হতে পারবেন না।	শাহিদুল চৌধুরী
অনুচ্ছেদ ৭৭ (ন্যায়পাল)	"৭৭। (১) সংসদ আইনের দ্বারা ন্যায়পালের পদ-প্রতিষ্ঠার জন্য বিধান করিতে পারিবেন। (২) সংসদ আইনের দ্বারা ন্যায়পালকে কোন মন্ত্রণালয়, সরকারী কর্মচারী বা সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষের যে কোন কার্য সম্পর্কে তদন্ত পরিচালনার ক্ষমতাসহ যেরূপ ক্ষমতা কিংবা যেরূপ দায়িত্ব প্রদান করিবেন, ন্যায়পাল সেইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবেন। (৩) ন্যায়পাল তাঁহার দায়িত্বপালন সম্পর্কে বাৎসরিক রিপোর্ট প্রণয়ন করিবেন এবং অনুরূপ রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপিত হইবে।"	ওমবুডসম্যান বা ন্যায়পালের বিধান বহাল থাকবে। এটিকে আরও শক্তিশালী করতে হবে।	অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদ
		ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠা করতে হবে।	"১. মাহমুদুল হাসান, যুগ্ম সদস্য সচিব, ঢাকা উত্তর, ২. প্রফেসর ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম, ৩. ড. মো. মনিরুল হুদা "
		একনেকে পাশ হওয়া সব নথিপত্র ন্যায়পালের দপ্তরে অনুমোদনের জন্য পাঠাতে হবে।	মাহমুদুল হাসান, যুগ্ম সদস্য সচিব, ঢাকা উত্তর
		অনুচ্ছেদটি বিলুপ্ত ও সংবিধানের ৫ম (পঞ্চম) সংশোধনীর সংশ্লিষ্ট অংশ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে।	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক
		যে কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তি করার আগে ন্যায়পালের অনুমোদন লাগবে।	মাহমুদুল হাসান, যুগ্ম সদস্য সচিব, ঢাকা উত্তর
		"একটি উপধারা যুক্ত করতে হবে- (১) সংসদ আইনের দ্বারা ন্যায়পালের পদ-প্রতিষ্ঠার জন্য বিধান করিতে হইবে। (২) সংসদ আইনের দ্বারা ন্যায়পালকে কোন মন্ত্রণালয়, সরকারি কর্মচারী বা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের যেকোনো কার্য সম্পর্কে তদন্ত পরিচালনার ক্ষমতাসহ যেরূপ ক্ষমতা কিংবা যে রূপ দায়িত্ব প্রদান করিবেন ন্যায়পাল সেইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবেন। (৩) ন্যায়পাল তাঁহার দায়িত্বপালন সম্পর্কে বাৎসরিক রিপোর্ট প্রণয়ন করিবেন এবং অনুরূপ রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপিত হইবে। (৯) ন্যায়পালের সদস্যদের মধ্যে দেশের সুশীল সমাজ ও বুদ্ধিজীবীদের পাশাপাশি আলেমদের অংশগ্রহণও নিশ্চিত করতে হবে।"	শায়খ আহমাদুল্লাহ ও মুফতি আব্দুল্লাহ মাসুম

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম
		"(১), ""সংসদ আইনের দ্বারা ন্যায়পালের পদ-প্রতিষ্ঠার জন্য বিধান করিতে হইবে। (২) সংসদ আইনের দ্বারা ন্যায়পালকে কোন মন্ত্রণালয়, সরকারী কর্মচারী বা সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষের যে কোন কার্য সম্পর্কে তদন্ত পরিচালনার ক্ষমতাসহ যেরূপ ক্ষমতা কিংবা যেরূপ দায়িত্ব প্রদান করিবেন, ন্যায়পাল সেইরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবেন। (৩) ন্যায়পাল তাঁহার দায়িত্বপালন সম্পর্কে বাৎসরিক রিপোর্ট প্রণয়ন করিবেন এবং অনুরূপ রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপিত হইবে। (৯) ন্যায়পালের সদস্যদের মধ্যে দেশের সুশীল সমাজ ৪ বুদ্ধিজীবিদের পাশাপাশি আলেমদের অংশগ্রহণও নিশ্চিত করা হইবে।"	"মুফতি সাইফুল ইসলাম মাহফূযুল হক"
		রাষ্ট্রপতি ন্যায়পালকে নির্দেশ দিতে পারবেন যেকোনো ব্যক্তি, সংস্থা বা কর্মবিভাগ সম্পর্কে তদন্ত বা নিরীক্ষা করতে।	সরোয়ার তুষার
		"রাষ্ট্রে একজন প্রধান ন্যায়পাল এবং আইনের দ্বারা আরও বেশ কয়েকজন ন্যায়পাল নিয়োগ করা হবে। প্রধান ন্যায়পাল সরকারি বিভাগ, তার অধীন কর্মবিভাগসহ রিপাবলিকের সীমানার সকল প্রতিষ্ঠান (রাজনৈতিক দল বাদে) আইনানুগ ও বিধি সম্মতভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে কিনা তা তদন্ত ও নিরীক্ষা করতে পারবেন। তিনি প্রয়োজনীয় আইন-বিধি প্রণয়নের জন্য সংসদ ও রাষ্ট্রপতির কাছে প্রস্তাব পাঠাতে পারবেন। "	সরোয়ার তুষার
		"একজন প্রধান ও আরো দুজন সদস্য নিয়ে ন্যায়পাল গঠিত হতে পারে। ন্যায়পাল প্রধান ও সদস্যদের রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দিবেন। ন্যায়পাল প্রধান ও সদস্যগণ অবসরপ্রাপ্ত বিচারক হতে পারেন। মেয়াদ হবে তিন বছর। ন্যায়পাল প্রধান ও সদস্যদের ব্যক্তিগত ও পরিবারের সদস্যদের দ্বৈত নাগরিকত্ব থাকতে পারবে না। উচ্চ আদালতের বিচারপতি, সার্চ কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন সহ সকল সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও সদস্যদের দুর্নীতির অভিযোগ তদন্ত করবেন। দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি এবং অনৈতিকতার অভিযোগ প্রমানিত হলে ন্যায়পাল দ্রুত তদন্ত করে কঠোরতর শাস্তির ব্যবস্থা নেয়ার জন্য মামলা করবেন। ন্যায়পাল কমিশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ এলে রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে এটর্নী জেনারেলের অফিস তদন্ত কাজ পরিচালনা করবেন এবং প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে তিন বিচারপতির সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চে বিচার পরিচালনা করবেন। "	ড. শায়খ আহমদ
		প্রধান ন্যায়পাল ও অন্যান্য ন্যায়পালের অপসারণ/অভিশংসন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতিদের অনুরূপ পদ্ধতিতে করা হবে। প্রধান ন্যায়পাল সংসদ ও তার অধীনস্থ কমিটিসমূহের কাছে জবাবদিহি করবেন।	সরোয়ার তুষার
অনুচ্ছেদ ৭৮ (সংসদ ও সদস্যদের বিশেষ অধিকার ও দায়মুক্তি)	"৭৮। (১) সংসদের কার্যধারার বৈধতা সম্পর্কে কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না। (২) সংসদের যে সদস্য বা কর্মচারীর উপর সংসদের কার্যপ্রণালীনিয়ন্ত্রণ, কার্যপরিচালনা বা শৃঙ্খলারক্ষার ক্ষমতা ন্যস্ত থাকিবে, তিনি এই সকল ক্ষমতাপ্রয়োগ সম্পর্কিত কোন ব্যাপারে কোন আদালতের এখতিয়ারের অধীন হইবেন না। (৩) সংসদে বা সংসদের কোন কমিটিতে কিছু বলা বা ভোটদানের জন্য কোন সংসদ-সদস্যের বিরুদ্ধে কোন আদালতে কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না। (৪) সংসদ কর্তৃক বা সংসদের কর্তৃত্বে কোন রিপোর্ট, কাগজপত্র, ভোট বা কার্যধারা প্রকাশের জন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন আদালতে কোন কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না। (৫) এই অনুচ্ছেদ-সাপেক্ষে সংসদের আইন-দ্বারা সংসদের, সংসদের কমিটিসমূহের এবং সংসদ-সদস্যদের বিশেষ-অধিকার নির্ধারণ করা যাইতে পারিবে।"	"৭৮। (১) সংসদের কার্যধারার বৈধতা সম্পর্কে কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না। তবে শরিয়্যাহ কমিশনে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে। "	শায়খ আহমাদুল্লাহ ও মুফতি আব্দুল্লাহ মাসুম
		অনুচ্ছেদটি বিলুপ্ত ও সংবিধানের ৫ম (পঞ্চম) সংশোধনীর সংশ্লিষ্ট অংশ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে।	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক

	পঞ্চম ভাগ: আইনসভা		
অনুচ্ছেদ/অংশ	**বর্তমান সংবিধান**	**সুপারিশ**	**প্রস্তাবকের নাম**
		"সংসদের কার্যধারার বৈধতা সম্পর্কে কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না। তবে শরিআহ কমিশনে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে"	মুফতি সাইফুল ইসলাম
	"২য় পরিচ্ছেদ আইন প্রনয়ন ও অর্থসংক্রান্ত পদ্ধতি"		
অনুচ্ছেদ ৮০ (আইন প্রণয়ন পদ্ধতি)	"৮০। (১) আইনপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে সংসদে আনীত প্রত্যেকটি প্রস্তাব বিল আকারে উত্থাপিত হইবে। (২) সংসদ কর্তৃক কোন বিল গৃহীত হইলে সম্মতির জন্য তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করিতে হইবে। ৫১[(৩) রাষ্ট্রপতির নিকট কোন বিল পেশ করিবার পর পনর দিনের মধ্যে তিনি তাহাতে সম্মতিদান করিবেন কিংবা অর্থবিল ব্যতীত অন্য কোন বিলের ক্ষেত্রে বিলটি বা তাহার কোন বিশেষ বিধান পুনর্বিবেচনার কিংবা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্দেশিত কোন সংশোধনী বিবেচনার অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া একটি বার্তাসহ তিনি বিলটি সংসদে ফেরত দিতে পারিবেন; এবং রাষ্ট্রপতি তাহা করিতে অসমর্থ হইলে উক্ত মেয়াদের অবসানে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।] (৪) রাষ্ট্রপতি যদি বিলটি অনুরূপভাবে সংসদে ফেরত পাঠান, তাহা হইলে সংসদ রাষ্টপতির বার্তাসহ তাহা পুনর্বিবেচনা করিবেন; এবং সংশোধনীসহ বা সংশোধনী ব্যতিরেকে 52[***] সংসদ পুনরায় বিলটি গ্রহণ করিলে সম্মতির জন্য তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হইবে এবং অনুরূপ উপস্থাপনের সাত দিনের মধ্যে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিবেন; এবং রাষ্ট্রপতি তাহা করিতে অসমর্থ হইলে উক্ত মেয়াদের অবসানে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে। (৫) সংসদ কর্তৃক গৃহীত বিলটিতে রাষ্ট্রপতি সম্মতিদান করিলে বা তিনি সম্মতিদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইলে তাহা আইনে পরিণত হইবে এবং সংসদের আইন বলিয়া অভিহিত হইবে।"	"যেকোন বিল পাসের জন্য: সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন লাগবে। সংবিধান সংশোধনের জন্য: সংসদের তিন-চতুর্থাংশ সদস্যের সমর্থন লাগবে। "	শাহিদুল চৌধুরী
		অনুচ্ছেদটি বিলুপ্ত ও সংবিধানের ৫ম (পঞ্চম) সংশোধনীর সংশ্লিষ্ট অংশ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে।	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক
	"৩য় পরিচ্ছেদ অধ্যাদেশপ্রণয়ন-ক্ষমতা"		

	পঞ্চম ভাগ: আইনসভা		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম
অনুচ্ছেদ ৯৩ (অধ্যাদেশ প্রণয়ন ক্ষমতা)	"৯৩। (১) ৫৭[সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থায় অথবা উহার অধিবেশনকাল ব্যতীত] কোন সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট আশু ব্যবস্থাগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইলে তিনি উক্ত পরিস্থিতিতে যেরূপ প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিবেন, সেইরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিতে পারিবেন এবং জারী হইবার সময় হইতে অনুরূপভাবে প্রণীত অধ্যাদেশ সংসদের আইনের ন্যায় ক্ষমতাসম্পন্ন হইবে: তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার অধীন কোন অধ্যাদেশে এমন কোন বিধান করা হইবে না, (ক) যাহা এই সংবিধানের অধীন সংসদের আইন-দ্বারা আইনসঙ্গতভাবে করা যায় না; (খ) যাহাতে এই সংবিধানের কোন বিধান পরিবর্তিত বা রহিত হইয়া যায়; অথবা (গ) যাহার দ্বারা পূর্বে প্রণীত কোন অধ্যাদেশের যে কোন বিধানকে অব্যাহতভাবে বলবৎ করা যায়। (২) এই অনুচ্ছেদের (১) দফার অধীন প্রণীত কোন অধ্যাদেশ জারী হইবার পর অনুষ্ঠিত সংসদের প্রথম বৈঠকে তাহা উপস্থাপিত হইবে এবং ইতঃপূর্বে বাতিল না হইয়া থাকিলে অধ্যাদেশটি অনুরূপভাবে উপস্থাপনের পর ত্রিশ দিন অতিবাহিত হইলে কিংবা অনুরূপ মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে তাহা অননুমোদন করিয়া সংসদে প্রস্তাব গৃহীত হইলে অধ্যাদেশটির কার্যকরতা লোপ পাইবে। (৩) সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থার কোন সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট ব্যবস্থা-গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইলে তিনি এমন অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিতে পারিবেন, যাহাতে সংবিধান-দ্বারা সংযুক্ত তহবিলের উপর কোন ব্যয় দায়যুক্ত হউক বা না হউক, উক্ত তহবিল হইতে সেইরূপ ব্যয়নির্বাহের কর্তৃত্ব প্রদান করা যাইবে এবং অনুরূপভাবে প্রণীত কোন অধ্যাদেশ জারী হইবার সময় হইতে তাহা সংসদের আইনের ন্যায় ক্ষমতাসম্পন্ন হইবে। (৪) এই অনুচ্ছেদের (৩) দফার অধীন জারীকৃত প্রত্যেক অধ্যাদেশ যথাশীঘ্র সংসদে উপস্থাপিত হইবে এবং সংসদ পুনর্গঠিত হইবার তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে এই সংবিধানের ৮৭, ৮৯ ও ৯০ অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলী প্রয়োজনীয় উপযোগীকরণসহ পালিত হইবে।"	অধ্যাদেশ প্রণয়নের আগে তা সংসদের উচ্চকক্ষ, সংসদীয় কমিটি বা সুপ্রিম কোর্টের সংশ্লিষ্ট বিভাগের মতামত/পরামর্শ গ্রহণের পর প্রণীত হবে।	সরোয়ার তুষার
অন্যান্য প্রস্তাব		সংসদ সদস্যদের দায়িত্ব আইন প্রণয়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা।	কল্লোল মোস্তফা
		তিন মেয়াদের বেশি কেউ জাতীয় সংসদের সদস্য হতে পারবেন না।	শাহিদুল চৌধুরী
		সংসদ সদস্যরা অনাস্থা ভোট ছাড়া বাকি সব প্রস্তাবে স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারবেন।	শাহিদুল চৌধুরী
		পার্লামেন্টে বিরোধীদল যেন নিষ্ক্রিয় না থাকে সেজন্য বিরোধী দলের সদস্যদের দিয়ে একটি শ্যাডো ক্যাবিনেট (shadow cabinet) তৈরি করার বিধান রাখা এবং সংসদে তাদের কথা বলার বাড়তি সুবিধা দেওয়া দরকার। যেন সরকারি দলের পলিসির বিরুদ্ধে বিরোধী দল যুক্তিসঙ্গত উন্নত পলিসি দিতে বাধ্য হয় এবং জনগণ বিরোধীদলের মেধা যাচাইয়ের সুযোগ পায়। (ব্রিটেন এর ওয়েস্ট মিনিস্টার মডেলে এই বিধান রয়েছে)	Musa Al Hafiz

পঞ্চম ভাগ: আইনসভা

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম
		৫ আগষ্টের পর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রত্যাশিত নতুন সংবিধানে প্রধান বিরোধী দল, বিরোধী দলের নেতা ও শ্যাডো ক্যাবিনেটের ব্যাপারে সুস্পষ্ট বিধান সন্নিবেশিত করা উচিৎ। এতে গণতন্ত্র সুদৃঢ় হবে, নির্বাহী বিভাগের জবাবদিহীতা নিশ্চিত হবে ও সংসদীয় গণতন্ত্রের ভারসাম্য এবং ঐতিহ্য বজায় থাকবে।	"১. ব্যারিস্টার নাজির আহমদ ২. সাংবাদিক অলিউল্লাহ নোমান ৩. ব্যারিস্টার ইকবাল হোসেন ৪. ব্যারিস্টার আলিমুল হক লিটন ৫. নাসরুল্লাহ খাঁন জুনায়েদ"
		"আইনসভা ৪.১.১ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ দুটি কক্ষ নিয়ে গঠিত হওয়া উচিত: * রাষ্ট্র পরিষদ উচ্চকক্ষ হিসেবে। * জন পরিষদ নিম্নকক্ষ হিসেবে। ৪.১.২ রাষ্ট্র পরিষদ: * ১০০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে। * সদস্যরা সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক পক্ষ বা দলগুলোর মধ্যে প্রাপ্ত ভোটের অনুপাত অনুসারে নিজ নিজ রাজনৈতিক দল বা পক্ষ দ্বারা মনোনীত হবেন। ৪.১.৩ জন পরিষদ: * ৪০০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে। এর মধ্যে ১০০ জন সংরক্ষিত নারী আসন থেকে নির্বাচিত হবেন। * জন পরিষদের ৪০০ প্রতিনিধিই প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে নির্বাচিত হবেন। ৪.১.৪ যদি উভয় কক্ষ কোনো সাধারণ আইন সম্পর্কে একমত না হয়, তবে জন পরিষদ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। বিকল্পভাবে, উভয় কক্ষের যৌথ অধিবেশন ডেকে মতপার্থক্য সমাধান করা যেতে পারে। ৪.১.৫ সংবিধান সংশোধনী বা বিশেষ আইন (যেমন: নির্বাচনী আইন, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, জরুরি অবস্থা ঘোষণা, আর্থিক আইন, চুক্তি অনুমোদন, জাতীয় নিরাপত্তা আইন, বিকেন্দ্রীকরণ আইন, এবং গণভোট আইন) উভয় কক্ষের পৃথক অনুমোদন প্রয়োজন। * সংবিধান সংশোধনী আইন: উভয় কক্ষেই দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে পাস হতে হবে। ৪.১.৬ সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ শুধুমাত্র অনাস্থা প্রস্তাব এবং জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়া উচিত। ৪.১.৭ প্রতিনিধি পরিষদ প্রথম বৈঠকের পাঁচ বছর পর বিলুপ্ত হবে যদি না তার আগেই ভিন্নভাবে বিলুপ্ত হয়। ৪.১.৮ রাষ্ট্র পরিষদ, জন পরিষদ বিলুপ্তির ৩ বা ৪ মাস পরে বিলুপ্ত হবে। এই সময়ে রাষ্ট্র পরিষদ সীমিত ক্ষমতার অধীনে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রয়োগ করবে।"	ড. সৈয়দ নিজার ও অন্যান্য
		There shall be a VC appointing body in the University grant commission. The UGC though open competition will appoint VC of the public university.	Md. Shamsul Arefin Arif
		পার্লামেন্টে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং পলিসি ডিবেটগুলোতে সেরা রোল প্লে করার জন্য সেরা এমপিদের পুরস্কৃত করা উচিত। তাহলে সংসদে বিতর্কের মান আরো বাড়বে এবং জনগণের ট্যাক্সের টাকায় চলা পার্লামেন্ট জনগণকে ফায়দা দিবে। (ভারতে এর উদাহরণ আছে)	মুসা আল হাফিজ
		বিরোধী দলীয় নেতা ছায়া-মন্ত্রীসভা গঠনের অধিকারী হবেন। সংসদীয় কমিটিগুলোকে সরকারের নীতির সমালোচনা প্রেরণের দায়িত্ব থাকবে বিরোধী দলীয় নেতার উপর।	সরোয়ার তুষার
		The Constitution should have provisions for "Shadow Cabinet" comprised of selected members of the Opposition or parties outside the Government (Treasury Bench) and alliance.The Shadow Cabinet will be mandated to critically review policies and offer solutions to the National Cabinet as well as the Parliamentary Standing Committees. This could be useful in ensuring adequate monitoring and evaluation of government institutions,enable addressing policy challenges and constraints,and in effectively achieving and implementing public policies and programs.	Dr.Mohammed Parvez Imdad
		সংবিধানের সকল সংশোধন গণভোটে পাশ হতে হবে। বিশেষত জন মালিকানা, জন আমানতদারি, সার্বভৌমত্ব, জন ক্ষমতায়ন এবং মৌলিক অধিকার এবং বৈদেশিক চুক্তি বিষয়াদি	অধ্যাপক হাসানজ্জামান চৌধুরী

পঞ্চম ভাগ: আইনসভা

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম
		মার্কিন কংগ্রেসের ন্যায় যে কোন বিল পাস করতে হলে, দুই পরিষদে/সভায় প্রস্তাবিত বিল দুটির মধ্যে হুবহু অর্থাৎ আক্ষরিক মিল থাকতে হবে। তবেই প্রেসিডেন্ট সেই পাশ করা বিলে সই কিংবা নাকচ করতে পারেন।তবে উচ্চ কক্ষের দুই তৃতীয়াংশের ভোটে প্রেসিডেন্টের ভোট অকার্যকর করতে পারে।	ড. শাফি আ. খালেদ
		জাতীয় সংসদে বিরোধীদলের নেতার পদমর্যাদা উপপ্রধানমন্ত্রীর সমকক্ষ হতে পারে।	ড. শায়খ আহমদ
		আন্তর্জাতিক চুক্তি করার আগে সংসদে পাশ করে নিতে হবে।	ড. শায়খ আহমদ
		"Reforms proposal of Bangladesh Constitution on the basis of my Academic Experience. Proposal 1. The National Parliament of Bangladesh should be bicameral. Then there will be an opportunity for a proper scrutiny of the legal side. And will be closed the opportunity to pass laws against the interests of the country or the people. Reputed, experience and famous people in different fields of the country can be nominated for a specific term in the upper house of the parliament. They may be nominated by the committee recommending (a committee of nine members consisting of members of constitutional institutions with equal number of members from government and opposition parties under the leadership of the Speaker of National Parliament can appoint Chief Justice and other Judges with the final approval of the President people's Republic of Bangladesh) the appointment of High Court Judges. 2. Except Money bill of Constitutional Body, the Honorable Members of Parliament can vote against any bill or proposal, even if it is a proposal or bill of their own party. 3. The National Parliament will have a strong technical committee for the greater interest of the country. From time to time, the committee will work under the leadership of the concerned member of the Upper House of Parliament. The committee will have a parliament office and man power including a secretary in the secretariat of National Parliament. When an opinion is to be given on the issue, then this committee may be constituted with one or more members from among those who are experts in the country and a representative of the concern ministry. At the same time, multiple committee can be formed for different issues. However, in this case, the respective members of the Upper House of Parliament will preside over that committee. The secretary will provide secretarial support to all the committees with his manpower. This technical committee will be formed according to the decision of the Upper House or the demand of the lower House of the Parliament. a committee of nine members consisting of members of constitutional institutions with equal number of members from government and opposition parties under the leadership of the Speaker of National Parliament can appoint Chief Justice and other Judges with the final approval of the President people's Republic of Bangladesh. The committee may have one member on behalf of the President. In that case, the number of members of that committee will be 11.4. The governance form of Bangladesh can be Parliament system of government or Presidential system. But if the parliamentary form of government, the President will be elected by the people's vote and not by the vote of members of the parliament. In this case, there should be a proper constitutional balance between the powers of the Prime Minister and the President for the needs and welfare of the country. In this system, the prime minister is the head of government and the president is the head if state. If there is no proper balance of power, the government has got the chance to become autocratic. There is no welfare of the country. State system of system of government is not immutable. It may change with time and country needs. 5. The term or tenure of parliament will be four years. However, who will be the Prime Minister or the President, he cannot be head of the parliamentary party at the same time.	ড. মো. মনিরুল হুদা, এনডিসি

	পঞ্চম ভাগ: আইনসভা		
অনুচ্ছেদ/অংশ	**বর্তমান সংবিধান**	**সুপারিশ**	**প্রস্তাবকের নাম**
	অনুচ্ছেদ ৭৭ (নতুন প্রস্তাব)	6. No individual will be Prime Minister or President of Bangladesh more than two times, whether it is consecutively or non-consecutively. 7. To maintain a proper halance of power between the three organs of the government (the Legislative, the Executive and the Judiciary). 8. Although the provision of Ombudsmen is in constitution, no government has implemented it till this date, therefore it is necessary to keep the post in the constitution and make its implementation mandatory. 9. Take measures to ensure provision in the constitution to make the judicial review power of the supreme court more effective, because it is one of the checks and balances that maintains the separation of power between the three organs of the state.	
		১. আইন সভার কার্যপ্রণালীতে স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার নির্দলীয় অর্থাৎ স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যদের নিয়োগ দেয়ার ব্যবস্থা করা। ২. আইন সভার সদস্যদের ক্ষমতা সীমিত করা। তারা শুধু আইন প্রণয়ন করবে, মন্ত্রীদের কাজের জবাবদিহি করার বিধান ও আইন সভার সদস্যরা কোনো প্রকার আইন প্রণয়ন করা, রাষ্ট্রে মন্ত্রণালয়ের কাজের জবাবদিহি ব্যতিরেকে কোনো প্রকার স্থানীয় প্রশাসনের উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে না, তার বিধান রাখা।	মো. মোশারেফ হোসেন বিশ্বাস
		১. প্রত্যক্ষভোটে নির্বাচিত সংসদ সদস্য ছাড়া পরোক্ষভোটে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের সংবিধান সংশোধনী ক্ষমতা রহিতকরণ, অথবা প্রত্যক্ষভোটে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের আনুপাতিক হারে দলীয় প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা: ২. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও রাষ্ট্রপতির আইন প্রনয়ণে ভূমিকার জন্যে ন্যূনত ভেটো ক্ষমতা: ৩. গণপরিষদ (প্রথমকক্ষ) ভেঙ্গে যাওয়া ছাড়া সিনেট (দ্বিতীয়কক্ষ) কক্ষ থেকে মন্ত্রী না হওয়ার ব্যবস্থা: মন্ত্রিপরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ না হওয়ার গণপরিষদ (প্রথমকক্ষ)-এর জন্য সংরক্ষণ ক্ষেত্রবিশেষে সিনেট (দ্বিতীয়কক্ষ) এর সম্মতিক্রমে সংবিধানিক পদে নিয়োগ ব্যবস্থা: ৪. বর্তমান সেক্রেটারিয়েট পদ্ধতির (সচিব মন্ত্রণালয়ের প্রধান নির্বাহী) বদলে মিনিষ্টারিয়েট পদ্ধতির (মন্ত্রী মন্ত্রণালয়ের প্রধান নির্বাহী) ব্যবস্থা	মোহাম্মদ আহসানুল করিম
		১. যদি কোন ব্যক্তির সেবা করার জন্য আগ্রহ জাগে তবে স্বতন্ত্রভাবে সংসদ নির্বাচনে ও স্থানীয় নির্বাচনে অংশগ্রহন করার বিধান করা। ২. নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠা হইতে বর্তমান পর্যন্ত সকল রাজনৈতিক দলের কমিটির তালিকা নির্বাচন কমিশনে দাখিল করার বিধান রাখা। ৩. যারা রাজনৈতিক দলের সদস্য বা নিজে, পুত্র-কন্যা, পরবর্তী বংশধর কোনো সরকারী চাকুরীতে আবেদনও করতে পারবে না ও নিয়োগ পাবে না তার বিধান করা। ৪. সরকারী চাকুরীজীবীরা কোন সরকারের আদেশ মতে কার্যক্রম করতে পারবে না, তারা শুধু সংশ্লিষ্ট দপ্তরে কার্যপ্রণালী মোতাবেক কার্য সম্পাদন করবে তার বিধান রাখা।	মো. মোশারেফ হোসেন বিশ্বাস

	৬ষ্ঠ ভাগ: বিচার বিভাগ		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম
অনুচ্ছেদ ৯৪ (সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠা)	"৯৪। (১) "বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট" নামে বাংলাদেশের একটি সর্বোচ্চ আদালত থাকিবে এবং আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ লইয়া তাহা গঠিত হইবে। (২) প্রধান বিচারপতি (যিনি ""বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি"" নামে অভিহিত হইবেন) এবং প্রত্যেক বিভাগে আসনগ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপতি যেরূপ সংখ্যক বিচারক নিয়োগের প্রয়োজন বোধ করিবেন, সেইরূপ সংখ্যক অন্যান্য বিচারক লইয়া সুপ্রীম কোর্ট গঠিত হইবে। (৩) প্রধান বিচারপতি ও আপীল বিভাগে নিযুক্ত বিচারকগণ কেবল উক্ত বিভাগে এবং অন্যান্য বিচারক কেবল হাইকোর্ট বিভাগে আসন গ্রহণ করিবেন। (৪) এই সংবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারক বিচারকার্য পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবেন।	সুপ্রিম কোর্টের স্থায়ী আসন রাজধানীতে থাকবে। তবে প্রধান বিচারপতির অনুমতিক্রমে দেশের যেকোনো স্থানে হাইকোর্ট বিভাগের আসন স্থাপন করা যাবে।	শাহিদুল চৌধুরী
		শারীয়াহ বিভাগ চালু ও ইসলামী কাজী নিয়োগ: সুপ্রীম কোর্ট অথবা হাইকোর্টে শারীয়াহ বিভাগ স্থাপন করা উচিৎ। মুসলিমদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয়সমূহ ফয়সালার ক্ষেত্রে শরীয়াহ আইন সম্পর্কে গভীর জ্ঞানসম্পন্ন আলেমদের এসকল বিভাগে কাজী হিসেবে নিয়োগ দিতে হবে।	ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী
		দেশের সকল বিভাগীয় শহরে হাইকোর্ট স্থাপন করে পর্যাপ্ত সংখ্যক বিচারক নিয়োগ দিতে হবে।	ড. শায়খ আহমদ
অনুচ্ছেদ ৯৫ (বিচারক-নিয়োগ)	"[৯৫। (১) প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শ করিয়া রাষ্ট্রপতি অন্যান্য বিচারককে নিয়োগদান করিবেন। (২) কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক না হইলে, এবং (ক) সুপ্রীম কোর্টে অন্যূন দশ বৎসরকাল এ্যাডভোকেট না থাকিয়া থাকিলে; অথবা (খ) বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে অন্যূন দশ বৎসর কোন বিচার বিভাগীয় পদে অধিষ্ঠান না করিয়া থাকিলে; অথবা (গ) সুপ্রীমকোর্টের বিচারক পদে নিয়োগলাভের জন্য আইনের দ্বারা নির্ধারিত যোগ্যতা না থাকিয়া থাকিলে ; তিনি বিচারকপদে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না। (৩) এই অনুচ্ছেদে "সুপ্রীম কোর্ট" বলিতে এই সংবিধান প্রবর্তনের পূর্বে যে কোন সময়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে যে আদালত হাইকোর্ট হিসাবে এখতিয়ার প্রয়োগ করিয়াছে, সেই আদালত অন্তর্ভুক্ত হইবে।]"	নিম্নরূপে ৯৫(১) প্রতিস্থাপিত হবে; ৯৫ (১) আপীল বিভাগের জেষ্ঠ্যতম বিচারক রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হইবেন এবং আপীল বিভাগের অন্যান্য বিচারকগণও প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শ ক্রমে হাইকোর্ট বিভাগের বিচারকগণের মধ্য হতে জেষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দান করিবেন। ৯৫ (২) সংসদ প্রণীত আইনের বিধান অনুযায়ী প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে হাইকোর্ট বিভাগের বিচারকগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন। ৯৫(৩) অনুচ্ছেদ অপরিবর্তিত থাকবে।	অ্যাডভোকেট আব্দর রফিক
		প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন।	অ্যাডভোকেট ড. মহিউদ্দিন
		শর্ত থাকে যে, প্রধান বিচারপতিসহ আপিল বিভাগে বিচারকদের নিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি দুইজন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শক্রমে করবেন।	অ্যাডভোকেট ড. মহিউদ্দিন
		হাইকোর্ট বিভাগে অন্যান্য বিচারকদের নিয়োগ রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি এবং আপিল বিভাগের সবচেয়ে সিনিয়র দুই বিচারপতির সাথে পরামর্শ করে করবেন।	অ্যাডভোকেট ড. মহিউদ্দিন
		হাইকোর্টের বিচারপতিদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠরা আপিল বিভাগে নিয়োগ পাবেন। আর আপিল বিভাগের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি প্রধান বিচারপতি হবেন।	মাহমুদুল হাসান, যুগ্ম সদস্য সচিব, ঢাকা উত্তর
		বিচারপতি নিয়োগে প্রধানবিচারপতির একক ক্ষমতার স্থলে নিয়োগ বোর্ড থাকতে পারে।	প্রফেসর ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম
		৯৫ (২-গ) বিচারকের যোগ্যাতার বিষয়ে আইন তৈরি করা দরকার। কোনো আইন এখনও নেই।	জাস্টিস মতিন

৬ষ্ঠ ভাগ: বিচার বিভাগ			
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম
		প্রধান বিচারপতি পদটি স্থায়ী না রেখে পর্যায়ক্রমে পালন করা হবে। আপিল বিভাগের শীর্ষস্থানীয় ৫ বিচারপতি জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে দায়িত্ব পালন করবেন। এটি ঢাকা বা স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় চেয়ারের মতো একটি ব্যবস্থা হবে।	সরোয়ার তুষার
		সংসদ সদস্যদের পরামর্শের ভিত্তিতে প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতিদের রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দিবেন।	শায়খ আহমাদুল্লাহ ও মুফতি আব্দুল্লাহ মাসুম
		অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি দেশের কোন লাভজনক পদে নিয়োগ পাবেন না।	প্রফেসর ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম
		১. সকল স্তরের বিচারক নিয়োগ, বদলী, বেতন-ভাতাদি এবং চাকুরিচ্যুতি জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে করতে হবে। জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন গঠন হবে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের মাধ্যমে। ২. সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের সুপারিশের ভিত্তিতে আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের বিচারকদের নিয়োগ দিবেন রাষ্ট্রপতি। সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠন হবে প্রধান বিচারপতি ও আপিল বিভাগের দু জন বিচারপতির সমন্বয়ে। ৩. প্রধান বিচারপতি নিয়োগে জ্যেষ্ঠতা লঙ্ঘন না করা উচিত।	প্রফেসর ড. মইনুল ইসলাম
		১. বিচার বিভাগে নিযুক্ত সকল শ্রেনীর বিচারকের কর্মস্থল নির্ধারণ, পদোন্নতি ও ছুটি মঞ্জুরি সহ শৃঙ্খলা বিধান সুপ্রিম কোর্টের উপর ন্যস্ত থাকেবে। ২. পরীক্ষা কিংবা মূল্যায়ন ব্যবস্থা ব্যতীত হাইকোর্ট বা আপিল বিভাগের বিচারক নিয়োগ দেয়া যাবে না। ৩. রাজনৈতিক দলের সাথে জীবনের কোন সময় সম্পৃক্ততা থাকলে বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দেয়া যাবে না ৪. বিচার বিভাগের জন্য পৃথক স্বাধীন সচিবালয়ের বিধান থাকতে হবে	আব্দুল্লাহ
		বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে (ধারা ৯৫(১) এবং ৯৮ অনুযায়ী) রাষ্ট্রপতির নিজস্ব পরামর্শদাতা পদ্ধতি নিশ্চিত করা।	কল্লোল মোস্তফা
		১০ বছরের বা তার বেশি অভিজ্ঞতা থাকা সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট থেকে বিচারক নিয়োগের বিধান বাতিল করতে হবে। কারণ এ ধরনের বিধান থাকলে রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগ হওয়ার সুযোগ বেশি থাকে। তাছাড়া অভিজ্ঞ অ্যাডভোকেট মানে ভালো বিচারক-এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই।	কল্লোল মোস্তফা
		রাষ্ট্রপতি প্রধান দশটি রাজনৈতিক দলের পরামর্শক্রমে এবং নিজ বিবেচনায় যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়োগ প্রদান করবেন।	শাহিদুল চৌধুরী
		প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারককে নিয়োগদান সংসদ পরামর্শের ভিত্তিতে করিবেন।	মুফতি সাইফুল ইসলাম
		উচ্চ আদালতের বিচারকগণ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমশনের মাধ্যমে সততা, নিরোপেক্ষতা ও দক্ষতার আলোকে নির্বাচিত হয়ে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন নিয়ে যোগদানপত্র পাবেন।	ড. শায়খ আহমদ
		সকল সাবেক প্রধান বিচারপতি, বর্তমান প্রধান বিচারপতি, বাইতুল মুকাররামের খতীব, সকল স্বাধীন কমিশনের প্রধানগণ, তিন বাহিনীর প্রধানগণ সমন্বয়ে গঠিত কমিটির পরামর্শের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতি নিযুক্ত হইবেন।	মাহফূযুল হক
		Establishing a Transparent Process for Appointing the Chief Justice To prevent undue political influence in the judiciary, the appointment of the Chief Justice should be based on a process of judicial self-regulation. Following India's model, this could involve the outgoing Chief Justice and a collegium of senior judges recommending a successor. Such a system would strengthen judicial independence, as it allows the judiciary to govern its own leadership. By entrusting the judiciary with the power to recommend its own Chief Justice, the constitution would promote stability, competence, and integrity within the highest court.	K Shamsuddin Mahmood
		অনুচ্ছেদ ৯৫ সংস্কার করতে হবে	Airin Riya, MD Inzamamul Haque Zim, Nina Ahmmed Shila, Shah Ariful Islam, Tahsan Rahman Arpy

অনুচ্ছেদ ৯৬ (বিচারকের পদের মেয়াদ)		"৯৬ (১) অনুচ্ছেদ অপরিবর্তিত থাকবে। ৯৬ (২), (৩) ও (৪) অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত ও ৫ম (পঞ্চম) সংশোধনীর সংশ্লিষ্ট অংশ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে।"	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক

	৬ষ্ঠ ভাগ: বিচার বিভাগ		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম
		1. Clearly define term limits or retirement ages for judges to prevent undue concentration of power and ensure institutional stability. ● Reformation in Representation: 1. Include constitutional provisions to promote diversity in judicial appointments (gender, ethnicity, and socioeconomic backgrounds) to reflect society's composition and perspectives.	তাসফিয়া আফরিন
		অনুচ্ছেদ ৯৬ সংশোধন করতে হবে	"Airin Riya, MD Inzamamul Haque Zim, Nina Ahmmed Shila, Shah Ariful Islam, Tahsan Rahman Arpy"
অনুচ্ছেদ ৯৭ (অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি নিয়োগ)		অনুচ্ছেদটি বিলুপ্ত ও ৫ম (পঞ্চম) সংশোধনীর সংশ্লিষ্ট অংশ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক
অনুচ্ছেদ ৯৮ (সুপ্রীম কোর্টের অতিরিক্ত বিচারকগণ)		৯৮নং অনুচ্ছেদটি নিম্নরূপে প্রতিস্থাপিত হবে। ৯৫ (২) বিধান অনুসরণ সাপেক্ষে ৯৮নং অনুচ্ছেদটি অপরিবর্তিত থাকবে।	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক
অনুচ্ছেদ ৯৯ (অবসর গ্রহণের পর বিচারকগণের অক্ষমতা)		অপরিবর্তিত থাকবে	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক
		1. The opportunities a retired judge should be given are1. If a retired judge is given the opportunity to work in the executive of the government it will give the executive department of the government another level of strength. By using the experience and expertise and the training of analysis and reasoning, giving a retired judge a position in the executive body of the government will have a remarkable effect on things like policymaking, decision making if the government. This will strengthen the government and gain the public trust and confidence in the government by assigning a respectable retired judge to the government executive body. 2. As judges are trained to be fair and unbiased and they have the skill of leadership, recruiting them as non-judicial administrators will reduce corruption and have accountability in the non-judicial administrative sectors. Many top leading administrative agencies need a person who has proper knowledge to navigate complex legal situations so a retired judge can be a perfect fit for that with the experience they have. 3. Many state owned enterprises and companies deal with foreign companies and foreign governments. If a retired judge is given a position in those companies and enterprises then it would be more reliable for the foreign company and government as it will ensure that the company will have fairness and stability as it falls into a judge's characteristics that they will be fair and have the skill of proper leadership	তাসফিয়া আফরিন
		কোনো ব্যক্তি বিচারকরূপে দায়িত্ব পালন করে থাকলে উক্ত পদ হতে অবসর গ্রহণের বা অপসারিত হওয়ার পর তিনি কোনো আদালত বা কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট ওকালতি বা কার্য করবেন না এবং প্রজাতন্ত্রের কোনো লাভজনক পদে নিয়োগ লাভের যোগ্য হবেন না।	শহীদুল্লাহ ফরায়জী
অনুচ্ছেদ ১০০ (সুপ্রীম কোর্টের আসন)	[১০০। রাজধানীতে সুপ্রীম কোর্টের স্থায়ী আসন থাকিবে, তবে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লইয়া প্রধান বিচারপতি সময়ে সময়ে অন্য যে স্থান বা স্থানসমূহ নির্ধারণ করিবেন, সেই স্থান বা স্থানসমূহে হাইকোর্ট বিভাগের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে।]	করে থাকলে উক্ত পদ হতে অবসর গ্রহণের বা অপসারিত হওয়ার পর তিনি কোনো আদালত বা কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট ওকালতি বা কার্য করবেন না এবং প্রজাতন্ত্রের কোনো লাভজনক পদে নিয়োগ লাভের যোগ্য হবেন না।	অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদ
		অপরিবর্তিত থাকবে	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক

	৬ষ্ঠ ভাগ: বিচার বিভাগ		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম
অনুচ্ছেদ ১০১ (হাইকোর্ট বিভাগের এখতিয়ার)	[১০১। এই সংবিধান বা অন্য কোন আইনের দ্বারা হাইকোর্ট বিভাগের উপর যেরূপ আদি, আপীল ও অন্যপ্রকার এখতিয়ার ও ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে, উক্ত বিভাগের সেইরূপ এখতিয়ার ও ক্ষমতা থাকিবে।]	অপরিবর্তিত থাকবে	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক
অনুচ্ছেদ ১০২ (কতিপয় আদেশ ও নির্দেশ প্রভৃতি দানের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতা)	(৫) প্রসংগের প্রয়োজনে অন্যরূপ না হইলে এই অনুচ্ছেদে "ব্যক্তি" বলিতে সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহ অথবা কোন শৃংখলা-বাহিনী সংক্রান্ত আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল ব্যতীত কিংবা এই সংবিধানের ১১৭ অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হয়, এইরূপ কোন ট্রাইব্যুনাল ব্যতীত যে কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল অন্তর্ভুক্ত হইবে।	অপরিবর্তিত থাকবে	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক
অনুচ্ছেদ ১০৩ (আপীল বিভাগের এখতিয়ার)	"১০৩। (১) হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিক্রী, আদেশ বা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল শুনানীর ও তাহা নিষ্পত্তির এখতিয়ার আপীল বিভাগের থাকিবে। (২) হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিক্রী, আদেশ বা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল বিভাগের নিকট সেই ক্ষেত্রে অধিকারবলে আপীল করা যাইবে, যে ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগ (ক) এই মর্মে সার্টিফিকেট দান করিবেন যে, মামলাটির সহিত এই সংবিধান-ব্যাখ্যার বিষয়ে আইনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত রহিয়াছে; অথবা ৬৭[(খ) কোন মৃত্যুদণ্ড বহাল করিয়াছেন কিংবা কোন ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন ; অথবা] (গ) উক্ত বিভাগের অবমাননার জন্য কোন ব্যক্তিকে দণ্ডদান করিয়াছেন; এবং সংসদে আইন-দ্বারা যেরূপ বিধান করা হইবে, সেইরূপ অন্যান্য ক্ষেত্রে। (৩) হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিক্রী, আদেশ বা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে যে মামলায় এই অনুচ্ছেদের (২) দফা প্রযোজ্য নহে, কেবল আপীল বিভাগ আপীলের অনুমতিদান করিলে সেই মামলায় আপীল চলিবে। (৪) সংসদ আইনের দ্বারা ঘোষণা করিতে পারিবেন যে, এই অনুচ্ছেদের বিধানসমূহ হাইকোর্ট বিভাগের প্রসঙ্গে যেরূপ প্রযোজ্য, অন্য কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনালের ক্ষেত্রেও তাহা সেইরূপ প্রযোজ্য হইবে।"	১০৩ (২) (খ) কোন মৃত্যুদণ্ড বহাল করিয়াছেন কিংবা কোন ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন যাহা রাষ্ট্রধর্ম ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক হইবে না।	শায়খ আহমাদুল্লাহ ও মুফতি আব্দুল্লাহ মাসুম
		অপরিবর্তিত থাকবে	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক
		১০৩ (২) (খ) তে "কোন মৃত্যুদণ্ড বহাল করিয়াছেন কিংবা কোন ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। যাহা রাষ্ট্রধর্ম ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক হইবে না।"	মুফতি সাইফুল ইসলাম
অনুচ্ছেদ ১০৫		অনুচ্ছেদ ১০৫ সংস্কার করতে হবে	তাসফিয়া আফরিন
অনুচ্ছেদ ১০৬ (সুপ্রীম কোর্টের উপদেষ্টামূলক এখতিয়ার)			
অনুচ্ছেদ ১০৭ (সুপ্রীম কোর্টের বিধি প্রণয়ন ক্ষমতা)		অনুচ্ছেদ ১০৭ সংস্কার করতে হবে	তাসফিয়া আফরিন

	৬ষ্ঠ ভাগ: বিচার বিভাগ		
অনুচ্ছেদ/অংশ	**বর্তমান সংবিধান**	**সুপারিশ**	**প্রস্তাবকের নাম**
অনুচ্ছেদ ১০৯ (আদালতসমূহের উপর তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ)	১০৯। হাইকোর্ট বিভাগের অধঃস্তন সকল ৬৯[আদালত ও ট্রাইব্যুনালের] উপর উক্ত বিভাগের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা থাকিবে।	এ ধারা অর্থহীন হয়ে পড়েছে ১১৬-তম ধারার জন্য। ১১৬ ধারা বাতিল করতে হবে	জাস্টিস মতিন
অনুচ্ছেদ ১১০		অনুচ্ছেদ ১১০ সংস্কার করতে হবে	তাসফিয়া আফরিন
	"২য় পরিচ্ছেদ অধস্তন আদালত"		
অনুচ্ছেদ ১১১ (সুপ্রীম কোর্টের রায়ের বাধ্যতামূলক কার্যকরতা)	১১১। আপীল বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত আইন হাইকোর্ট বিভাগের জন্য এবং সুপ্রীম কোর্টের যে কোন বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত আইন অধস্তন সকল আদালতের জন্য অবশ্যপালনীয় হইবে।	আপীল বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত আইন হাইকোর্ট বিভাগের জন্য এবং সুপ্রীম কোর্টের যে কোনো বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত আইন নির্বাহী বিভাগসহ দেশের অধস্তন সকল আদালতের জন্য অবশ্য পালনীয় হইবে।	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক
অনুচ্ছেদ ১১২ (সুপ্রীম কোর্টের সহায়তা)	১১২। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানার অন্তর্ভুক্ত সকল নির্বাহী ও বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ সুপ্রীম কোর্টের সহায়তা করিবেন।	প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানার অন্তর্ভুক্ত সকল নির্বাহী ও বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ সুপ্রীম কোর্টের আদেশ কার্যকর করতে বাধ্য থাকবেন।	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক
অনুচ্ছেদ ১১৪ (অধস্তন আদালত-সমূহ প্রতিষ্ঠা)	১১৪। আইনের দ্বারা যেরূপ প্রতিষ্ঠিত হইবে, সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত সেইরূপ অন্যান্য অধস্তন আদালত থাকিবে।	"বিচার বিভাগের সর্বনিম্ন স্তর হবে গ্রাম আদালত। বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ স্তর হবে সুপ্রিম কোর্ট। "	শাহিদুল চৌধুরী
		নিম্ন আদালতের কর্তৃত্ব এবং বিচারক নিয়োগ সুপ্রীম কোর্টের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে।	সরোয়ার তুষার
		"১১৪ অনুচ্ছেদটি নিম্নরূপে প্রতিস্থাপিত হবে- ১১৪(১) আইনের দ্বারা যেরূপ প্রতিষ্ঠিত হবে, সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত সেইরূপ অন্যান্য অধস্তন আদালত থাকিবে। ১১৪(২) অনুচ্ছেদ ২ক, ৩১ এবং ৪১ এর মর্মমতে দেশের গরিষ্ঠ জনগনের অভিপ্রায়ের প্রতিফলন হিসেবে আইনের দ্বারা নির্ধারিত প্রয়োজনীয় সংখ্যক শরিয়া আদালত থাকবে। ১১৪(৩) শরিয়া আদালত প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত রাষ্ট্র/সরকার প্রয়োজনীয় কাঠামো এবং আইনি Provision তৈরী করবে। ১১৪(৪) বিচারপ্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে বিদ্যমান আদালত বা শরিয়া আদালত এর যে কোন একটি বাছাই করার ক্ষেত্রে স্বাধীন এখতিয়ার জনগনের থাকবে।"	
অনুচ্ছেদ ১১৫ (অধস্তন আদালতে নিয়োগ)	[১১৫। বিচারবিভাগীয় পদে বা বিচার বিভাগীয় দায়িত্বপালনকারী ম্যাজিস্ট্রেট পদে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক উক্ত উদ্দেশ্যে প্রণীত বিধিসমূহ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নিয়োগদান করিবেন।]	বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগের কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত করতে হবে। স্বাধীন উচ্চ আদালতের অধীনে থাকবে নিম্ন আদালত। অধস্তন আদালতে নিয়োগ, বদলি, প্রমোশন ইত্যাদি বিষয় সুপ্রীম কোর্টের কর্তৃত্বে থাকবে। এজন্য গঠন করা যেতে পারে সুপ্রীম কোর্ট সচিবালয়। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর নির্বাহী বিভাগের কর্তৃত্ব থাকবে না।	Musa Al Hafiz
		অনুচ্ছেদটি নিম্ন রুপে প্রতিস্থাপিত হবেঃ সুপ্রীমকোর্টের স্বাধীন তত্ত্বধানে সংসদ প্রণীত আইনে প্রতিযোগীতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে বিচারবিভাগীয় পদে বা বিচার বিভাগীয় দায়িত্বপালনকারী ম্যাজিস্ট্রেট পদে রাষ্ট্রপতি নিয়োগদান করিবেন।।	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক
অনুচ্ছেদ ১১৬ (অধঃস্তন আদালত সমূহের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা)	[১১৬। বিচার-কর্মবিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিদের এবং বিচারবিভাগীয় দায়িত্বপালনে রত ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ন্ত্রণ (কর্মস্থল- নির্ধারণ, পদোন্নতিদান ও ছুটি মঞ্জুরীসহ) ও শৃংখলাবিধান রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তাহা প্রযুক্ত হইবে।]	এ ধারাটি বাদ দিতে হবে। ১৯৭২ সংবিধানের ১১৬ নং ধারা পুনরায় বহাল করা যেতে পারে, যাতে হাইকোর্ট বিভাগের হাতে নিম্নআদালনের তদারকির দায়িত্ব থাকে।	জাস্টিস মতিন
		অপরিবর্তিত থাকবে	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক
		অধস্তন আদালতে দায়িত্ব পালনরত ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ন্ত্রণের (কর্মস্থল নির্ধারণ, পদোন্নতিদান, ছুটি মঞ্জুরিসহ) দায়িত্ব সুপ্রিম কোর্টের ওপর ন্যাস্ত করতে হবে।	"১. কল্লোল মোস্তফা ২. ড. শায়খ আহমদ"
		অনুচ্ছেদ ১১৬ সংস্কার ও সংশোধন করতে হবে	তাসফিয়া আফরিন
অনুচ্ছেদ ১১৬ (ক)	এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে বিচার-কর্মবিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ এবং ম্যাজিস্ট্রেটগণ বিচারকার্য পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবেন।	অনুচ্ছেদ ১১৬ (ক) সংস্কার ও সংশোধন করতে হবে	তাসফিয়া আফরিন

	৬ষ্ঠ ভাগ: বিচার বিভাগ		
অনুচ্ছেদ/অংশ	**বর্তমান সংবিধান**	**সুপারিশ**	**প্রস্তাবকের নাম**
	"৩য় পরিচ্ছেদ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল "		
অনুচ্ছেদ ১১৭ (প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালসমূহ)		১১৭ অনুচ্ছেদটি নিম্নরূপে প্রতিস্থাপিত হবে; ১১৭। সুপ্রীম কোর্টের স্বাধীন তত্ত্বাবধানে; ১১৭ (১) ও (২) অনুচ্ছেদ অপরিবর্তিত থাকবে।	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক
"ষষ্ঠ ক ভাগ-জাতীয়দল [সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪নং আইন)এর ১৪নং আইন-এর ৪১ ধারাবলে বিলুপ্ত।]"		পঞ্চম সংশোধনীর সংশ্লিষ্ট অংশ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে।	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক
অন্যান্য প্রস্তাব	সাংবিধানিক আদালত গঠন	সাংবিধানিক মামলার জন্য আলাদা সাংবিধানিক আদালত বসবে। সাংবিধানিক আদালতের ফরমেশন: আপিল বিভাগের বিচারপতিদের পাশাপাশি হাইকোর্ট বিভাগের সর্বজ্যেষ্ঠ বিচারপতি। সাবেক প্রধান বিচারপতি। প্রয়োজনে আরও কয়েকজন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হবে, যাতে ভারসাম্য নিশ্চিত করা যায়।	সরোয়ার তুষার
	গণমুখী প্রশাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন	বিচার বিভাগীয় ভার্চুয়ালাইজেশন করা	অ্যাডভোকেট ড. মহিউদ্দিন
		মোবাইল এবং ভার্চুয়াল কোর্ট: দেওয়ানী, ফৌজদারি ও রাজস্ব মামলায় অভিন্নতা নিশ্চিত করতে মোবাইল বা ভার্চুয়াল আদালত কখন এবং কীভাবে কাজ করতে পারে তার জন্য নিয়ম ঠিক করা।	অ্যাডভোকেট ড. মহিউদ্দিন
		সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করা	অ্যাডভোকেট ড. মহিউদ্দিন
	সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল	সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের গঠন করতে হবে: সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিলে থাকবেন: -বিচারপতিরা -সর্বশেষ অবসরে যাওয়া প্রধান বিচারপতি -জাতীয় সংসদের স্পিকার	সরোয়ার তুষার
	আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা	দুর্নীতিমুক্ত ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। দ্বৈত ধারার বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বিভাগীয় শহরে হাইকোর্টের শাখা বেঞ্চ স্থাপন করতে হবে। বিচার বিভাগকে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন করতে হবে।	অ্যাডভোকেট আব্দুর রহমান জীবল
		সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের পরামর্শক্রমে, রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারকদের অপসারণ করতে পারবেন।	শাহিদুল চৌধুরী
		সংবিধানের ১০৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অধঃস্তন সকল আদালত ও ট্রাইব্যুনালের উপর তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা থাকবে হাইকোর্ট বিভাগের। এটি সুচারুরূপে নিশ্চিত করতেও পূর্নাঙ্গ (full fledged) সচিবালয় দরকার। তাই সংবিধানের ৭৯ অনুচ্ছেদে যেভাবে সংসদের নিজস্ব সচিবালয় থাকার কথা বলা হয়েছে ঠিক অনুরুপভাবে বিচারবিভাগের জন্য স্বতন্ত্র সচিবালয়ের জন্য পৃথক অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্ত করা উচিৎ যাতে কোনো রাজনৈতিক সরকার অবজ্ঞা করতে না পারে ।	"ব্যারিস্টার নাজির আহমদ সাংবাদিক অলিউল্লাহ নোমান ব্যারিস্টার ইকবাল হোসেন ব্যারিস্টার আলিমুল হক লিটন নাসরুল্লাহ খাঁন জুনায়েদ"
		There shall be a constitution curt in the High court Division, where any aggrieved person can file case against the decision of any constitutional positions.	Md. Shamsul Arefin Arif
		Section 54 of the criminal procedure code shall be null & void, all government use this section to harass the opponents	Md. Shamsul Arefin Arif
		কোনো বিচারকের বিরুদ্ধে চাকরিরত অবস্থায় বা অবসরে যাওয়ার পর কোনো ফৌজদারি অভিযোগের তদন্ত সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল করবে। অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।	সরোয়ার তুষার
		There is a need for high court branches at provincial levels. Provisions for the Jury at both lower and higher courts should be anchored to ensure effective and efficient dispensation of justice. The Constitution should strengthen existing clauses aimed at promoting fundamental rights and add a reflection of strong safeguards to protect the weak and vulnerable segments of the society, and in address grievances and complaints of every citizen Three tier/ layered local government:,Upazila,Union and Village (Gram) may be identified as the three tiers of the restructured decentralized local administrative. Structure.	Dr.Mohammed Parvez Imdad

৬ষ্ঠ ভাগ: বিচার বিভাগ

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম
		৪.২ বিচার বিভাগ ৪.২.১. সংবিধান আদালত: * বাংলাদেশের জন্য একটি সংবিধান আদালত প্রতিষ্ঠা করা হবে, যা আইন ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের সাংবিধানিক পর্যালোচনা করবে। ৪.২.২ সুপ্রিম কোর্ট অব জাস্টিস: * এটি বিদ্যমান সুপ্রিম কোর্টের অন্যান্য ক্ষমতা যেমন প্রশাসনিক আইনের পর্যালোচনা কার্যকর করবে। ৪.২.৩. অসামঞ্জস্যতার ঘোষণা: * সুপ্রিম কোর্ট অব জাস্টিস যদি কোনো আইন সংবিধানের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ মনে করে, তবে তারা একটি ঘোষণা প্রদান করবে এবং এটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য সংবিধান আদালতে পাঠাবে। ৪.২.৪. সংবিধান সংশোধনী পর্যালোচনা: * সংবিধান আদালত সংবিধান সংশোধনী পর্যালোচনা করতে পারবে না, যদি সংশোধনী গণভোটের মাধ্যমে গৃহীত হয়। ৪.২.৫. বিচারকদের নিয়োগ: * সংবিধান আদালতের বিচারকরা রাষ্ট্রপতির দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন। * নিম্নকক্ষে (জন পরিষদ) সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং উচ্চকক্ষে (রাষ্ট্র পরিষদ) দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ অনুমোদন প্রয়োজন। ৪.২.৬. বিচারকদের অপসারণ: * উভয় কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে বিচারকদের অপসারণ করা যেতে পারে। ৪.২.৭. স্থায়ী বেঞ্চ: * সুপ্রিম কোর্টের অধীন হাইকোর্ট বিভাগের স্থায়ী বেঞ্চ প্রশাসনিক বিভাগগুলোর রাজধানীতে স্থাপন করা হবে। ৪.২.৮. বিচার বিভাগের বিকেন্দ্রীকরণ: * অধস্তন বিচার বিভাগকে সুপ্রিম কোর্টের অধীনে সম্পূর্ণ পর্যবেক্ষণে আনা হবে। * এটি উপজেলা পর্যায়ে বিকেন্দ্রীভূত করা হবে। ৪.৩. সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান ১. নিয়োগ ও অপসারণ: * সংবিধান সংস্থার সদস্যদের নিয়োগ এবং অপসারণের প্রক্রিয়া সংবিধান আদালতের বিচারকদের মাতাই হবে।	ড. সৈয়দ নিজার ও অন্যান্য
		"বিচার বিভাগ তখনই স্বাধীন হতে পারে, যখন প্রধান বিচারপতি এবং আপিল বিভাগের অন্যান্য বিচারকের নিয়োগ আইন সভা এবং নির্বাহী শাখার প্রভাবমুক্ত হয়। উপরাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে গঠিত একটি কমিটি রাষ্ট্রপতির কাছে প্রধান বিচারপতিসহ প্রতিটি শূন্য পদের বিপরীতে তিনজন সম্ভাব্য প্রার্থীর একটি তালিকা উপস্থাপন করবে। প্রধানমন্ত্রী, উভয় কক্ষের নেতা এবং বিরোধীদলের নেতা এ কমিটির অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। উপস্থাপিত তালিকা থেকে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত প্রার্থীকে ওপরের কক্ষে আলোচনা হওয়ার পর সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে অনুমোদন দিতে হবে। বিচার বিভাগের বার্ষিক বাজেট বিচার বিভাগই প্রণয়ন করবে এবং সংসদের উভয় কক্ষের অনুমোদনের জন্য তা পেশ করা হবে। যদি উভয় কক্ষ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাজেট অনুমোদন করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে রাষ্ট্রপতি সরাসরি বাজেট অনুমোদন করতে পারেন। বিচার বিভাগ কার্যকরভাবে স্বাধীন হলেও বিচার বিভাগের ব্যয় সম্পর্কে জানা এবং তাদের মতামত দেওয়ার অধিকার জনগণের রয়েছে; কারণ এটি 'করদাতাদের অর্থ'। নিচের কক্ষ সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে রাষ্ট্রপতি, প্রধান বিচারপতি বা আপিল বিভাগের বিচারকদের অভিশংসন প্রস্তাব আনতে পারে। ওপরের কক্ষ এটি দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে অনুমোদন করতে পারবে। ন্যূনতম পাঁচ সদস্যের একটি বিচার কমিশন গঠন করা উচিত। এ কমিশন প্রধান বিচারপতির কার্যালয় থেকে প্রেরিত নিম্ন আদালত থেকে উচ্চ আদালত পর্যন্ত বিচারকদের শৃঙ্খলাভঙ্গ ও অপসারণসংক্রান্ত বিষয়াদি নিষ্পত্তি করবে। একটি জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন বিচার বিভাগের নতুন নিয়োগের বিষয়গুলো, যার মধ্যে উচ্চ আদালতের বিচারকরাও অন্তর্ভুক্ত, পরিচালনা করবে। উচ্চ আদালতের বিচারকদের ক্ষেত্রে, কমিশন প্রতি শূন্যপদের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে প্রধান বিচারপতির মাধ্যমে তিনজন সম্ভাব্য প্রার্থীর একটি প্যানেল প্রেরণ করবে। রাষ্ট্রপতি, প্রধান বিচারপতি এবং জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে উচ্চ আদালতের বিচারক নিয়োগ হবে। সব বিচারকের চাকরির শর্তাবলী একটি পৃথক জুডিশিয়াল সার্ভিস আইনের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। ন্যায়বিচার বিলম্বিত হলে তা ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত করার সমতুল্য। উচ্চ আদালতকে আটটি প্রশাসনিক বিভাগে বিন্যস্ত করার এখনই উপযুক্ত সময়।"	মো. জাহিদুর রহমান

৬ষ্ঠ ভাগ: বিচার বিভাগ

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম
		অনুচ্ছেদ ৯৪ থেকে ১১৩ সংস্কার করা হোক	"এবিএম আশরাফুল জেমিমা আফরিন খান শাহ জিদ খান মোসা. মাহমুদা আক্তার মৌ"
		Establishment of an Independent Judicial Appointment Commission: 1. Create a constitutionally guaranteed body independent of the executive and legislature to oversee judicial appointments. ● Merit-Based Criteria: 1. Constitutional provisions should mandate clear, merit-based criteria for appointing judges, including professional qualifications, ethical standards, and judicial temperament. 2. The selection process should prioritize competence, impartiality, and experience over political affiliations or connections. ● Transparent Appointment Procedures: 1. The judicial appointment process, including vacancies, qualifications of candidates, and reasons for selection, must be publicly disclosed. 2. Hold public interviews for higher judicial appointments to ensure public trust. ● Checks and Balances in Appointments: 1. Establish a process where judicial appointments are subject to approval by a balanced and non-political body. 2. Limit the executive's discretionary power in appointing judges to prevent politicization.	তাসফিয়া আফরিন
		"১. সুপ্রীমকোর্টের আপীল ও হাইকোর্ট বিভাগ পৃথকীকরণ এবং বিভাগভিত্তিক হাইকোর্ট ব্যবস্থা ২. সুপ্রীমকোর্টের বিচারকের সংখ্যা ন্যূনত ৯ জনে উন্নীতকরণ এবং তিনজন বিচারকের ভিত্তিতে সিভিল, ফৌজদারী ও প্রশাসনিক আর্থিক নিয়মিত কোর্টসহ বিশেষ কোর্টব্যবস্থা: ৩. প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে দুজন জ্যৈষ্ঠবিচারক এবং, সংসদ ও নির্বাহী বিভাগ থেকে একজন করে প্রতিনিধির নিয়ে ৫ সদস্যের সুপ্রীম জুডিসিয়াল কাউন্সিল গঠণ। এর উপর সুপ্রীমকোর্টের বিচারক নিয়োগ সুপারিশের ক্ষমতা অর্পণ। "	মোহাম্মদ আহসানুল করিম
		১. পৃথক বিচার বিভাগীয় সচিবালয় গঠন করা, যাতে বিচার বিভাগে কোন সরকার বা অন্য কোন অধিদপ্তর হস্তক্ষেপ করতে না পারে। উচ্চতর ও নিম্নতম আদালতে বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি বা তার বংশ রাজনৈতিক দর্শনে বিশ্বাসী তাদেরকে নিয়োগ দেওয়া যাবে না। বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে উচ্চ আদালতে প্রতিনিয়ত প্র্যাকটিক করেন এবং কোন রাজনৈতিক দর্শন বিশ্বাসী ব্যতিত সৎ, যোগ্যতা, নিষ্ঠাবান মেধাবী এডভোকেট থেকে ৩০%, বক্রী ৭০% নিম্ন আদালতের বিচারকদের থেকে নিয়োগ প্রদান করার বিধান রাখা। এখানে কোন প্রকার জৈষ্ঠ্যতা লংঘন করা যাবে না তার বিধান রাখা। ২. বিচার বিভাগীয় মনিটারিং সেল গঠন করা, যারা দূর্নীতি করবে তাদের বিষয়ে তাৎক্ষনিক বহিস্কার করা এবং নিরপেক্ষ তদন্ত সাপেক্ষে শাস্তির বিধান করা। ৩. যেক্ষেত্রে কোন বিচার বিভাগীয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দর্শন বা পিতা, ভাই, বোন, সন্তান, স্ত্রী, কেহ যদি রাজনৈতিক দর্শনে বিশ্বাসী, তবে ঐ ব্যক্তি চাকুরী হতে বহিস্কার ও সরাসরি জেলখানায় পাঠানোর বিধান করা।	মো. মোশারেফ হোসেন বিশ্বাস

	সপ্তম ভাগ: নির্বাচন		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম
অনুচ্ছেদ ১১৮ (নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা)	১১৮। [(১) প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অনধিক চারজন নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া] বাংলাদেশের একটি নির্বাচন কমিশন থাকিবে এবং উক্ত বিষয়ে প্রণীত কোন আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়োগদান করিবেন। (২) একাধিক নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া নির্বাচন কমিশন গঠিত হইলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার তাহার সভাপতিরূপে কার্য করিবেন। (৩) এই সংবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে কোন নির্বাচন কমিশনারের পদের মেয়াদ তাঁহার কার্যভার গ্রহণের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসরকাল হইবে এবং (ক) প্রধান নির্বাচন কমিশনার-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এমন কোন ব্যক্তি প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগলাভের যোগ্য হইবেন না; (খ) অন্য কোন নির্বাচন কমিশনার অনুরূপ পদে কর্মাবসানের পর প্রধান নির্বাচন কমিশনাররূপে নিয়োগলাভের যোগ্য হইবেন, তবে অন্য কোনভাবে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগলাভের যোগ্য হইবেন না। (৪) নির্বাচন কমিশন দায়িত্বপালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবেন এবং কেবল এই সংবিধান ও আইনের অধীন হইবেন। (৫) সংসদ কর্তৃক প্রণীত যে কোন আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে নির্বাচন কমিশনারদের কর্মের শর্তাবলী রাষ্ট্রপতি আদেশের দ্বারা যেরূপ নির্ধারণ করিবেন, সেইরূপ হইবে; তবে শর্ত থাকে যে, সুপ্রীম কোর্টের বিচারক যেরূপ পদ্ধতি ও কারণে অপসারিত হইতে পারেন, সেইরূপ পদ্ধতি ও কারণ ব্যতীত কোন নির্বাচন কমিশনার অপসারিত হইবেন না। (৬) কোন নির্বাচন কমিশনার রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ করিয়া স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।"	আইন দ্বারা বলবত হবে। গত সরকার যে আইনটি করেছে তা যথাযথ নয়। আইনটি সংশোধন করা হোক	জাস্টিস মতিন
		প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অনধিক চারজন নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া বাংলাদেশের একটি নির্বাচন কমিশন থাকিবে এবং উক্ত বিষয়ে প্রণীত কোন আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে এবং উপ-অনুচ্ছেদ (৭) অনুযায়ী গঠিত সার্চ কমিটির সুপারিশের আলোকে রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়োগদান করিবেন।	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক
		স্বাধীন নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন কমিশনার নিয়োগে সংসদের বিরোধীদলীয় অংশগ্রহণ ও ভারসাম্যমুলক ভূমিকা নিশ্চিত করা।	অরূপ রাহী
		রাষ্ট্রপতি সংসদ সদস্যদের পরামর্শক্রমে নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ দান করবেন।	শায়খ আহমাদুল্লাহ ও মুফতি আব্দুল্লাহ মাসুম
		নির্বাচন কমিশনারের সংখ্যা সাত জন করা যেতে পারে।	প্রফেসর ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম
		কমিশনার নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রদান নির্বাচন কমিশনার হবেন সদ্য বিদায়ী প্রধান বিচারপতি, সদস্য হবেন দুইজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, একজন প্রফেসর মানের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক, একজন আইনজীবী, একজন ব্যবসায়ী, একজন এনজিও কর্মকর্তা বা একজন সাংবাদিক।	প্রফেসর ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম
		ন্যায়পালকে কাজের তদারকির দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে।	প্রফেসর ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম
		স্বাধীন নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠার বিধান রাখতে হবে এবং নির্বাচনে কমিশনের কর্মকর্তা ব্যতীত অন্য কেউ প্রিজাইডিং অফিসার ও রিটার্নিং অফিসার হতে পারবেন না।	অ্যাডভোকেট আব্দুর রহমান জীবল

	সপ্তম ভাগ: নির্বাচন		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম
		নির্বাচন কমিশনের স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করতে সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে দুই-তৃতীয়াংশ সংসদ সদস্যদের অনুমোদনের ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশনের সদস্য নিয়োগের বিধান করতে হবে।	কল্লোল মোস্তফা
		নির্বাচন কমিশনের স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করতে পৃথক বাজেটের ব্যবস্থা থাকতে হবে যেন বাজেটের জন্য নির্বাহী বিভাগের উপর নির্ভরশীল থাকতে না হয়।	কল্লোল মোস্তফা
		সুনির্দিষ্ট আইন লংঘন ছাড়া নির্বাচন কমিশনের সদস্যদের যেন অপসারণ করা না যায় তার বিধান রাখতে হবে।	কল্লোল মোস্তফা
		ইলেকশন কমিশন গঠনের ক্ষেত্রে সার্চ কমিটির প্রধান সংসদীয় বিরোধী দলের মতামতের ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া উচিত। বাকি সদস্যদের ক্ষেত্রে একটি নিরপেক্ষ নিয়ম অনুসরণ করা যেতে পারে।	Musa Al Hafiz
		শক্তিশালী ও স্বাধীন নির্বাচন কমিশন থাকতে হবে।	সরোয়ার তুষার
		"প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অনধিক চার জন নির্বাচন কমিশনারকে লইয়া বাংলাদেশের একটি নির্বাচন কমিশন থাকিবে এবং উক্ত বিষয়ে প্রণীত কোন আইনের বিধানাবলী-সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি ও সংসদের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের পরামর্শক্রমে প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়োগদান করিবেন।"	মুফতি সাইফুল ইসলাম
		"১১৮ (৭) হিসেবে নিম্নরূপে একটি অনুচ্ছেদ সংযোজিত হবে- (১) প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনার নিয়োগদানের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রস্তাবনা উপস্থাপনের জন্য নিম্নরূপ সদস্য নিয়ে একটি সার্চ কমিটি গঠিত হবে- ক. প্রথিতযশা ইসলামী পন্ডিত ব্যক্তিত্ব-০২ জন খ. হাইকোর্ট বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারক-০২ জন গ. সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী- ০২ জন ঘ. বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক- ০২ জন ঙ. অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র সিভিল সার্ভেন্ট ০২ জন চ. প্রথিতযশা ট্যাকনোক্রাট ০১ জন (২) সার্চ কমিটির সদস্য হওয়ার যোগ্যতা- ক. স্থানীয় বা জাতীয় পর্যায়ের কোন রাজনীতির সাথে বা পেশাগত কোন সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত থাকতে পারবেন না। খ. চারিত্রিক স্বচ্ছতা, সততা এবং দল নিরপেক্ষতার সুনাম থাকতে হবে। (৩) বয়সে জ্যেষ্ঠতম সদস্য সার্চ কমিটির সভার সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। (৪) রাষ্ট্রপতির অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে উপরে বর্ণিত বিধান অনুসরণক্রমে আইন মন্ত্রণালয় সার্চ কমিটি গঠন করবে এবং সার্চ কমিটির কর্মপরিধি নির্ধারণ করবে। (৫) আইন মন্ত্রণালয় সার্চ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে এবং সার্চ কমিটির নিকট হতে প্রাপ্ত প্রস্তাব পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করবে।"	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক
		Secondly, there is no article regarding the role and power of election commissioner. It is only said like that in constitution that in Article 118 (5) "Subject to the provisions of any law made by Parliament, the conditions of service of Election Commissioners shall be such as the President may, by order, determine" So here if we see the commissioner will do that which is been prescribed by the parliament or by president. But the problem rises here the previous parliament will do such things or prescribe the laws which are for the benefit for itself. So there should be some strict rules and regulations about the role and power of the election commissioner.	মারুফা আক্তার
		Fifthly, under article 118(5), "Subject to the provisions of any law made by Parliament, the conditions of service of Election Commissioners shall be such as the President may, by order, determine: Provided that an Election Commissioner shall not be removed from his office except in like manner and on the like grounds as a Judge of the [Supreme Court]".	মারুফা আক্তার

	সপ্তম ভাগ: নির্বাচন		
অনুচ্ছেদ/অংশ	**বর্তমান সংবিধান**	**সুপারিশ**	**প্রস্তাবকের নাম**
অনুচ্ছেদ ১১৯ (নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব)	১১৯। ৭৫[(১) রাষ্ট্রপতি পদের ও সংসদের নির্বাচনের জন্য ভোটার-তালিকা প্রস্তুতকরণের তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ এবং অনুরূপ নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং নির্বাচন কমিশন এই সংবিধান ও আইনানুযায়ী (ক) রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করিবেন; (খ) সংসদ-সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করিবেন; (গ) সংসদে নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ করিবেন; এবং (ঘ) রাষ্ট্রপতির পদের এবং সংসদের নির্বাচনের জন্য ভোটার-তালিকা প্রস্তুত করিবেন।] (২) উপরি-উক্ত দফাসমূহে নির্ধারিত দায়িত্বসমূহের অতিরিক্ত যেরূপ দায়িত্ব এই সংবিধান বা অন্য কোন আইনের দ্বারা নির্ধারিত হইবে, নির্বাচন কমিশন সেইরূপ দায়িত্ব পালন করিবেন।"	নির্বাচন কমিশন ১১৯ অনুযায়ী কার্যতালিকা তাতে ইসির স্থানীয় নির্বাচন করার সুনিদিস্ট উল্লেখ নেই। এটি ১১৯(২) এর অতিরিক্ত কাজ হিসাবে সরকারের অনুরোধে করে থাকে। ১১৯(১) এর কর্ম তালিকায় "স্থানীয় সরকার পরিষদসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠান করিবে" এ জাতীয় একটি লাইন সংযোজন করলে ইসি স্বাধীনভাবে তপসিল ঘোষনা করে স্থানীয় নির্বাচনসমূহ করতে সক্ষম হবে।	অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদ
		পঞ্চম সংশোধনীর সংশ্লিষ্ট অংশ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক
অনুচ্ছেদ ১২০ (নির্বাচন কমিশনের কর্মচারীগণ)		পঞ্চম সংশোধনীর সংশ্লিষ্ট অংশ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক
অনুচ্ছেদ ১২১ (প্রতি এলাকার জন্য একটিমাত্র ভোটার তালিকা)		পঞ্চম সংশোধনীর সংশ্লিষ্ট অংশ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক
অনুচ্ছেদ ১২২ (ভোটের-তালিকায় নামভুক্তির যোগ্যতা)	"১২২। (১) প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার-ভিত্তিতে 76[* * *] সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে (২) কোন ব্যক্তি সংসদের নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত কোন নির্বাচনী এলাকায় ভোটার-তালিকাভুক্ত হইবার অধিকারী হইবেন, যদি (ক) তিনি বাংলাদেশের নাগরিক হন; (খ) তাঁহার বয়স আঠার বৎসরের কম না হয়; 77[(গ) কোন যোগ্য আদালত কর্তৃক তাঁহার সম্পর্কে অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষণা বহাল না থাকিয়া থাকে; ঘ) তিনি ঐ নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী বা আইনের দ্বারা ঐ নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী বিবেচিত হন; এবং (ঙ) তিনি ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগসাজশকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশের অধীন কোন অপরাধের জন্য দণ্ডিত না হইয়া থাকেন।] 78[* * *]"	অপরিবর্তিত থাকবে	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক
		প্রবাসীদের ভোটাধিকার প্রয়োগের ব্যবস্থা করা	মারুফা আক্তার

	সপ্তম ভাগ: নির্বাচন		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম
অনুচ্ছেদ ১২৩ (নির্বাচন-অনুষ্ঠানের সময়)	"১২৩। ৭৯[(১) রাষ্ট্রপতি-পদের মেয়াদ অবসানের কারণে উক্ত পদ শূন্য হইলে মেয়াদ-সমাপ্তির তারিখের পূর্ববর্তী নব্বই হইতে ষাট দিনের মধ্যে শূন্য পদ পূরণের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে: তবে শর্ত থাকে যে, যে সংসদের দ্বারা তিনি নির্বাচিত হইয়াছেন সেই সংসদের মেয়াদকালে রাষ্ট্রপতির কার্যকাল শেষ হইলে সংসদের পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত অনুরূপ শূন্য পদ পূর্ণ করিবার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে না, এবং অনুরূপ সাধারণ নির্বাচনের পর সংসদের প্রথম বৈঠকের দিন হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতির শূন্য পদ পূর্ণ করিবার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। (২) মৃত্যু, পদত্যাগ বা অপসারণের ফলে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইলে পদটি শূন্য হইবার পর নব্বই দিনের মধ্যে, তাহা পূর্ণ করিবার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।] ৮০[(৩) সংসদ-সদস্যদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে (ক) মেয়াদ-অবসানের কারণে সংসদ ভাংগিয়া যাইবার ক্ষেত্রে ভাংগিয়া যাইবার পূর্ববর্তী নববই দিনের মধ্যে; এবং (খ) মেয়াদ-অবসান ব্যতীত অন্য কোন কারণে সংসদ ভাংগিয়া যাইবার ক্ষেত্রে ভাংগিয়া যাইবার পরবর্তী নববই দিনের মধ্যে: তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার (ক) উপ-দফা অনুযায়ী অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত ব্যক্তিগণ, উক্ত উপ-দফায় উল্লিখিত মেয়াদ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত, সংসদ সদস্যরূপে কার্যভার গ্রহণ করিবেন না।] (৪) সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া ব্যতীত অন্য কোন কারণে সংসদের কোন সদস্যপদ শূন্য হইলে পদটি শূন্য হইবার নব্বই দিনের মধ্যে উক্ত শূন্যপদ পূর্ণ করিবার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে ৪1[:তবে শর্ত থাকে যে, যদি প্রধান নির্বাচন কমিশনারের মতে, কোন দৈব-দুর্বিপাকের কারণে এই দফার নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে উক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব না হয়, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদের শেষ দিনের পরবর্তী নব্বই দিনের মধ্যে উক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।]"	১২৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংসদ না ভেঙ্গে নির্বাচন করা যাবে যা সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে বিরল ও নজীরবিহীন এবং এক সাথে ৩০০+৩০০ মোট ৬০০ এমপি স্বল্পসময়ের জন্য হলেও নির্বাচিত থাকেন একসাথে! এই বিধানের প্র্যাকটিস পতিত সরকার করেছেনও। এমন হাস্যকর বিধান বাতিল করা দরকার।	"১. ব্যারিস্টার নাজির আহমদ ২. সাংবাদিক অলিউল্লাহ নোমান ৩. ব্যারিস্টার ইকবাল হোসেন ৪. ব্যারিস্টার আলিমুল হক লিটন ৫. নাসরুল্লাহ খাঁন জুনায়েদ"
		পঞ্চম সংশোধনীর সংশ্লিষ্ট অংশ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক
		জাতীয় নির্বাচনের পূর্বে রাজনৈতিক দলগুলোকে প্রস্তুতি স্বরূপ দুই মাস সময় দিতে হবে।	ড. শাফি আ. খালেদ
		Article 123 there must amendment needed such as if there is no caretaker government yet the current government will not able to exercise its executive power or control any force like army or police etc.	মারুফা আক্তার
অনুচ্ছেদ ১২৫ (নির্বাচনী আইন ও নির্বাচনের বৈধতা)		পঞ্চম সংশোধনীর সংশ্লিষ্ট অংশ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক
অনুচ্ছেদ ১২৬ (নির্বাচন কমিশনকে নির্বাহী কর্তৃপক্ষের সহায়তা দান)	১২৬। নির্বাচন কমিশনের দায়িত্বপালনে সহায়তা করা সকল নির্বাহী কর্তৃপক্ষের কর্তব্য হইবে।	সংবিধানের ১২৬ অনুচ্ছেদে সরকারি দপ্তরসমূহকে নির্বাচনকালিন সময়ে কমিশনকে সহায়তার কথা বলা আছে কিন্তু সহায়তা না করলে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা বিধান নাই তা যুক্ত করতে হবে।	অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদ

	সপ্তম ভাগ: নির্বাচন		
অনুচ্ছেদ/অংশ	**বর্তমান সংবিধান**	**সুপারিশ**	**প্রস্তাবকের নাম**
		there in article 126 it is said that the executive need to assist election commission. There should be also an article needed to be added that the election commission needed to have its own force or military or a part of force or military which will help them to control the election time situation and also to maintain law regarding that time.	মারুফা আক্তার
		পঞ্চম সংশোধনীর সংশ্লিষ্ট অংশ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক
অন্যান্য প্রস্তাব	গণভোট	কমিশনের সুপারিশগুলোকে সংবিধানে অন্তর্ভূক্ত করার জন্য একটি গণভোট আয়োজন অনস্বীকার্য।	প্রফেসর ড. মইনুল ইসলাম
		গণভোটের ব্যবস্থা রাখা	মাওলানা মো. ইলিয়াছুর রহমান
		ভবিষ্যতে যদি কোনো সময় শাসনতন্ত্র পরিবর্তন, সংশোধন, পরিমার্জন, সংযোজন করার প্রয়োজন হয় 'জনস্বার্থে জনগনের গণভোটাভুটির পর সংসদে উপস্থাপন, সংসদের আইন প্রনেতাগন ভোটাভুটির মাধ্যমে পাস করার ব্যবস্থা রাখা।	মো. মোশারেফ হোসেন বিশ্বাস
		ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে একজন ভোটার দেশের যে কোন প্রান্ত থেকে ই-মেইলে (আমেরিকায় রয়েছে) বা তার জন্য তুলনামূলক সুবিধাজনক যে কোনো কেন্দ্র থেকেও ভোট দিতে পারার বিধান রাখা দরকার।	মুসা আল হাফিজ
		It is essential to establish accountability for the Election Commission to ensure that elections are impartial, transparent, and reflective of the public's true will.	K Shamsuddin Mahmood
		প্রতি বছর ডিসেম্বরের মধ্যে ভোটার তালিকা হালনাগাদ করা হবে।	প্রফেসর ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম
		নির্দলীয় নির্বাচনী শাসন:নির্বাচনকালীন সময়ে নির্দলীয় নির্বাচনী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হবে।	অ্যাডভোকেট ড. মহিউদ্দিন
		এ জন্য নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে পরামর্শ করে রাষ্ট্রপতি কিছু অরাজনৈতিক বা সংসদ সদস্য না এমন ব্যক্তিদের প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেবেন।	অ্যাডভোকেট ড. মহিউদ্দিন
		এই পরিষদের মেয়াদ চার মাসের বেশি হবে না।	অ্যাডভোকেট ড. মহিউদ্দিন
		১. নির্বাচন কমিশনের জবাবদিহিতা বাড়ানো। ২. নির্বাচন পরিচালনায় সংসদ ও নির্বাচন কমিশনের ভুমিকা পরিষ্কার করা।	অরূপ রাহী
		সুস্থ্য গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার জন্য বহুদলীয় রাজনীতি ব্যবস্থার সংস্কার	ড. আহমেদ আনিসুর রহমান
		বিশ্ববিদ্যালয়ে অবশ্যই ছাত্র সংসদ নির্বাচন দিতে হবে নির্দিষ্ট সময়ে।	ইমরান মাহফুজ
		নির্বাচন কমিশন, আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো দল-নিরপেক্ষ ও শক্তিশালী হয়ে উঠার আগ পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের ব্যবস্থা পুনর্বহাল করতে হবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিল করতে হলে জাতীয় ঐক্যমত্যের বিধান রাখতে হবে যেন কোনো একক দল সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিল করতে না পারে।	কল্লোল মোস্তফা
		ইভিএম মেশিনে ভোটদান বাতিল করতে হবে	অধ্যাপক হাসানুজ্জামান চৌধুরী
		কোনোভাবেই নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর নির্বাচন অনুষ্ঠান বন্ধ করা যাবে না	অধ্যাপক হাসানুজ্জামান চৌধুরী
		সকল ভোটকেন্দ্র যার যার রেজাল্টসহ সব পক্ষের স্বাক্ষর করে সকল প্রার্থী ও এজেন্টসহ জনসম্মুখে উপস্থিত করতে হবে।	অধ্যাপক হাসানুজ্জামান চৌধুরী
		নতুন সুষ্ঠু ভোটার তালিকা তৈরি করতে হবে। প্রার্থীদের সম্পদের সঠিক হিসাব দিতে হবে। আরও বদলাতে হবে। নির্বাচনী এলাকার সীমা গণশুনানীর মাধ্যমে বদলাতে হবে। বিদেশে থাকা বাংলাদেশের নাগরিকদের প্রমাণ সাপেক্ষে ভোটাধিকার প্রদান।	অধ্যাপক হাসানুজ্জামান চৌধুরী
		নির্বাচন কমিশনকে প্রকৃত অর্থে স্বাধীন করতে হবে। আইন, বিধি স্বশাসন, লোকবল, বাজেট দিয়ে যোগ্য, মেরুদণ্ড যুক্ত ব্যক্তিদেরকে কমিশনের প্রধান ও সদস্য করতে হবে। নির্বাচনী মামলাসমূহ এক মাসের মধ্যে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করতে হবে নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে।	অধ্যাপক হাসানুজ্জামান চৌধুরী
		We should adopt a three-year election cycle – President, Parliament, Upazila elections should be held in different years.	Mohammad Nurul Minhaz

	সপ্তম ভাগ: নির্বাচন		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম
		there is no qualifications are said in the chapter 7 of the constitution. Thus in many cases we have seen that the retired judges of high courts are to be elected as the election commissioner, we know that the post of judge is pronominally a political post if we choose election commissioner from retired judges there will sure be biasness from the judges so there need to have amendment that no retired judge or any person having relation to the public service can be an election commissioner.	মারুফা আক্তার
		the political parties needed to maintain rules and regulations in the time of election. There needed to be some strong rules and regulation regarding political parties. The eligibility of political parties needs to insert at part 7 by amendment in order to have a proper democratic election.	মারুফা আক্তার
		there shall be “No Vote” in the ballot along with the symbol of political parties. Because the term democracy means choosing between good and bad, not bad and worse.	মারুফা আক্তার
		১. নির্বাচন কমিশন স্বাধীন, নিরপেক্ষ স্বচ্ছতা গঠন করার লক্ষ্যে সমাজে যার বংশের কোন রাজনৈতিক দর্শন নাই এবং ভবিষ্যৎ থাকবে না, সেই লোক নিয়োগ করে পুনঃগঠন করা, বর্তমান নির্বাচন সকল কর্মকর্তা কর্মচারীকে বহিস্কার করে নতুন করে নিয়োগ করার ব্যবস্থা করা। ২. নির্বাচন কমিশনের অধিনে উপজেলা নির্বাচন অফিসারকে ডিসির ক্ষমতা প্রদান এবং জেলা নির্বাচন অফিসারকে বিভাগীয় কমিশনারের ক্ষমতা প্রদান, বিভাগীয় নির্বাচন অফিসারকে সচিবের ক্ষমতার মর্যাদা প্রদান করা। যাতে নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তারা সবার উচ্চে ক্ষমতাবান হবেন তার বিধান রাখা। ৩. বিসিএস (ইসি) নির্বাচনের বিধান রাখা, তবে প্রদোন্নতি নির্বাচন বিষয়ে উপরোক্ত পদে প্রদায়ন করার বিধান করা। যাতে নির্বাচন চলাকালীন সময়ে তার অধিনকৃত অন্যান্য ক্ষেত্রের অফিসারগন নির্বাচন অফিসারের আদেশমত কার্যক্রম করতে পারেন এবং যদি কোন কর্মকর্তা অনিয়ম-দূর্নীতি করলে নির্বাচন অফিসার তাৎক্ষনিক ব্যবস্থা গ্রহন করে চাকুরী হইতে বহিস্কারের ক্ষমতা প্রদানের বিধান রাখা। ৪. নির্বাচন চলাকালীন সময়ে যারা সন্ত্রাসী প্রকৃতির তাদের তালিকা করে জেলাহাজতে আটক রাখা, যাতে নির্বাচনে উক্ত সন্ত্রাসীরা কোন প্রকার প্রভাব, পেশীশক্তি, নৈরাজ্য, ধ্বংশযজ্ঞ, কেন্দ্র দখল করতে না পারে তাহার বিধান রাখা। ৫. নির্বাচন কমিশনারগণ নির্বাচন কমিশনের অধীনে অফিসার থেকে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নিয়োগের বিধান রাখা এবং অন্য ক্ষেত্র থেকে নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ না করার বিধান রাখা। ৬. নির্বাচন কমিশন কারো অধীন না রাখার বিধান করা এবং তাহারা স্বতন্ত্র থাকবে। ৭. নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ ১লা জানুয়ারী দায়িত্বভার ছেড়ে দেওয়ার বিধান রাখা। ৮. সংসদ নির্বাচনের পরের বছর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করা, তার পরের বছর উপজেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করা, তার পরের বছর জেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করা, সকল নির্বাচনে সেনা মোতায়েন ও বিজিবি মোতায়েন করার বিধান রাখা।	মো. মোশারেফ হোসেন বিশ্বাস
		১. রাজনৈতিক দলে প্রবেশ করতে হলে সমাজের সম্ভ্রান্ত পরিবার থেকে আসতে হবে। যাকে তাকে ধরে এনে রাজনৈতিক দলের সদস্য করা যাবে না তার বিধান রাখা। ২. রাজনৈতিক দলের কর্মী হতে হলে নিম্নতম সামাজিক বিজ্ঞান, পৌরবিজ্ঞান, অর্থনীতি, আইন বিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) পাস থাকতে হবে, তার বিধান রাখা। ৩. স্থানীয় নির্বাচনে যারা অংশ গ্রহন করবেন তাদেরকে নিম্নতম সামাজিক বিজ্ঞান, অর্থনীতি, স্থানীয় সরকার উন্নয়ন বিষয়ে স্নাতক পাস হতে হবে এবং যারা সদস্য হবেন নিম্নতম এইচ.এস.সি পাস হতে হবে, তার বিধান রাখা। ৪. যারা উপজেলা পরিষদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চান তারা চেয়ারম্যান পদে সামাজিক বিজ্ঞান, অর্থনীতি বিষয়ে এবং স্থানীয় সরকার উন্নয়ন বিষয়ে স্নাতকোত্তর পাসের বিধান রাখা।	মো. মোশারেফ হোসেন বিশ্বাস

	অষ্টম ভাগ: মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক		
অনুচ্ছেদ/অংশ	**বর্তমান সংবিধান**	**সুপারিশ**	**প্রস্তাবকের নাম**
অনুচ্ছেদ ১২৭ (মহা হিসাব-নিরীক্ষক পদের প্রতিষ্ঠা)		অষ্টম বিভাগ (হিসাব নিরীক্ষক) অধ্যায়টা সংবিধান থেকে বাদ দিতে হবে, এ সংক্রান্ত আলাদা আইন হতে পারে	জাস্টিস মতিন
		মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের যোগ্যতা স্পষ্ট করতে হবে।	প্রফেসর ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম
		পঞ্চম সংশোধনীর সংশ্লিষ্ট অংশ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক
অনুচ্ছেদ ১২৮ (মহা-হিসাব নিরীক্ষকের দায়িত্ব)		অপরিবর্তিত থাকবে	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক
অনুচ্ছেদ ১২৯ (মহা হিসাব-নিরীক্ষকের কর্মের মেয়াদ)		পঞ্চম সংশোধনীর সংশ্লিষ্ট অংশ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক
অনুচ্ছেদ ১৩০ (অস্থায়ী মহা-হিসাব নিরীক্ষক)		পঞ্চম সংশোধনীর সংশ্লিষ্ট অংশ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক
অনুচ্ছেদ ১৩১ (প্রজাতন্ত্রের হিসাব-রক্ষার আকার ও পদ্ধতি)		পঞ্চম সংশোধনীর সংশ্লিষ্ট অংশ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক
অনুচ্ছেদ ১৩২ (সংসদে মহা হিসাব-নিরীক্ষকের রিপোর্ট উপস্থাপন)		পঞ্চম সংশোধনীর সংশ্লিষ্ট অংশ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে	অ্যাডভোকেট আব্দুর রফিক

	৯ম ভাগ: বাংলাদেশের কর্মবিভাগ		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম
		৯ম বিভাগ (কর্ম বিভাগ) অধ্যায়টা সংবিধান থেকে বাদ দিতে হবে, এ সংক্রান্ত আলাদা আইন হতে পারে	জাস্টিস মতিন
১৩৫ ক	"১৩৫। (১) প্রজাতন্ত্রের কর্মে অসামরিক পদে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি তাঁহার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ-অপেক্ষা অধস্তন কোন কর্তৃপক্ষের দ্বারা বরখাস্ত বা অপসারিত বা পদাবনমিত হইবেন না। (২) অনুরূপ পদে নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে তাঁহার সম্পর্কে প্রস্তাবিত ব্যবস্থাগ্রহণের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইবার যুক্তিসঙ্গত সুযোগদান না করা পর্যন্ত তাঁহাকে বরখাস্ত বা অপসারিত বা পদাবনমিত করা যাইবে না: তবে শর্ত থাকে যে, এই দফা সেই সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যেখানে (অ) কোন ব্যক্তি যে আচরণের ফলে ফৌজদারী অপরাধে দণ্ডিত হইয়াছেন, সেই আচরণের জন্য তাঁহাকে বরখাস্ত, অপসারিত বা পদাবনমিত করা হইয়াছে; অথবা (আ) কোন ব্যক্তিকে বরখাস্ত, অপসারিত বা পদাবনমিত করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, কোন কারণে- যাহা উক্ত কর্তৃপক্ষ লিপিবদ্ধ করিবেন- উক্ত ব্যক্তিকে কারণ দর্শাইবার সুযোগদান করা যুক্তিসঙ্গতভাবে সম্ভব নহে; অথবা (ই) রাষ্ট্রপতির নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, রাষ্ট্রের নিরাপত্তার স্বার্থে উক্ত ব্যক্তিকে অনুরূপ সুযোগদান সমীচীন নহে। (৩) অনুরূপ কোন ব্যক্তিকে এই অনুচ্ছেদের (২) দফায় বর্ণিত কারণ দর্শাইবার সুযোগদান করা যুক্তিসঙ্গতভাবে সম্ভব কি না, এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে সেই সম্পর্কে তাঁহাকে বরখাস্ত, অপসারিত বা পদাবনমিত করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে। (৪) যে ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি কোন লিখিত চুক্তির অধীন প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত হইয়াছেন এবং উক্ত চুক্তির শর্তাবলী-অনুযায়ী যথাযথ নোটিশের দ্বারা চুক্তিটির অবসান ঘটান হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রে চুক্তিটির অনুরূপ অবসানের জন্য তিনি এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্যসাধনকল্পে পদ হইতে অপসারিত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে না।"	সরকারি কর্মচারীদের স্বাধীনতা। সরকারি কর্মচারীদের জন্য সুরক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা; যাতে কেউ বেআইনি নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করায় কোন প্রতিশোধ বা অবস্থান হারানোর ঝুঁকিতে না থাকে তা নিশ্চিত করে।	অ্যাডভোকেট ড. মহিউদ্দিন
		প্রস্তাবিত বিধান: কোনো সরকারি কর্মচারি বা প্রজাতন্ত্রের চাকরিতে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তিকে রাজনৈতিক নির্বাহী বা কোনো ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারি করা মৌখিক নির্দেশাবলী মেনে চলতে বাধ্য করা হবে না যদি এই ধরনের নির্দেশ স্পষ্টভাবে বেআইনি বা অসাংবিধানিক হয়।	অ্যাডভোকেট ড. মহিউদ্দিন
		প্রতিষ্ঠিত আইন বা সাংবিধানিক বিধানগুলি লঙ্ঘন করে এমন রাজনৈতিক নির্বাহী বা উচ্চতর কর্তৃপক্ষ দ্বারা একটি লিখিত আদেশ বা নির্দেশ জারি করা হলে, চাকরিতে থাকা ব্যক্তি উক্ত আদেশ বা নির্দেশের সাথে অ-সম্মতি প্রতিফলিত করার জন্য তাদের রেকর্ডটি যথাযথভাবে টীকা (annotate) করতে হবে।	অ্যাডভোকেট ড. মহিউদ্দিন
অন্যান্য প্রস্তাব		ধর্মীয় মূল্যবোধ রক্ষা কমিশন বা ইসলামী মূল্যবোধ রক্ষা কমিশন নামে সাংবিধানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত একটি স্বাধীন ক্ষমতাসম্পন্ন ধর্মীয় কমিশন প্রতিষ্ঠা করা যাইবে। যা রাষ্ট্রের সর্বজন স্বীকৃত আলেম সমাজ ও মুফতিদের সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে।	শায়খ আহমাদুল্লাহ ও মুফতি আব্দুল্লাহ মাসুম
		প্রতি বছর পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ, ফল প্রকাশের সম্ভাব্য তারিখ ও নিয়োগ লাভের সম্ভাব্য তারখি জানিয়ে দেওয়া।	প্রফেসর ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম

৯ম ভাগ: বাংলাদেশের কর্মবিভাগ

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম
		পেশা কমিশন নামে একটি কমিশন থাকবে। সমাজে প্রচলিত সকল পেশার মানুষের জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধির জন্য এ কমিশন কাজ করবে। বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিগণের কাজকে সহজ করা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং যথাযথ উপার্জনক্ষম করার কাজে নিয়োজিত থাকবে এ কমিশন।	আব্দুল্লাহ
		প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে কোনো সাংবিধানিক পদে নিয়োগের পরামর্শ দিতে পারবেন না। সাংবিধানিক পদে নিয়োগ ও অপসারণ আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে।	সরোয়ার তুষার
		সাংবিধানিক পদে নিয়োগে প্রধানমন্ত্রী যেন একক কর্তৃত্ব ভোগ না করেন, সেই ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।	সরোয়ার তুষার
		দুর্নীতি দমন কমিশনকে (দুদক) একটি সাংবিধানিক সংস্থা হিসেবে এর স্বাধীনতা ও কার্যকারিতা প্রতিষ্ঠার জন্য নির্দিষ্ট ক্ষমতা ও কার্যাবলী প্রদান।	অ্যাডভোকেট ড. মহিউদ্দিন
		সাংবিধানিক পদ, মন্ত্রিসভার সদস্য, সচিব, অধিদপ্তরের মহাপরিচালকসহ সকল প্রতিষ্ঠান/সংস্থার প্রধানদের নিয়োগের আগে: সংসদীয় কমিটির শুনানিতে বাধ্যতামূলক উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। শুনানির ফলাফল অসন্তোষজনক হলে তাকে নিয়োগ দেওয়া যাবে না।	সরোয়ার তুষার
		তিন বাহিনী প্রধান ও বিচারপতিগণ সরকারি চাকরির বয়সসীমা পর্যন্ত চাকরিতে থাকতে পারবেন।	মাহমুদুল হাসান, যুগ্ম সদস্য সচিব, ঢাকা উত্তর
		দুর্নীতি রোধে সরকারি চাকরিতে ভাইভা বন্ধ করতে হবে। তিন ধাপের পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ হবে।	মাহমুদুল হাসান, যুগ্ম সদস্য সচিব, ঢাকা উত্তর
		সরকারি কর্মকমিশনের সংখ্যা একাধিক করা যেতে পারে।	প্রফেসর ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম
		The Chairman and commissioners of Anti Corruption Commission shall be appointed from open competition, no government employees shall be appointed there, all the employees shall be permanent employees of the commission. It must be free from any government employee, even the secretary shall be appointed by the commission through open competition. No permission from the higher authority will be required to file any case or monetary suit against any government employees.	Md. Shamsul Arefin Arif
		There shall be a "constitutional position recruiting commission" which shall search for the high court division judge, chief election commissioner, election commissioner, chairman & member of public service commission, comptroller and auditor general. All the members of this commission shall be free from any political affiliation, there shall be no government employee, Through advertisement in the newspapers the commission will search the eligible candidates and with due processing these positions will be filled up. In the recruitment rules there shall be a condition that any person who was involved in politics in his/her student life or after student life will not be eligible for the judges of the high court division.	Md. Shamsul Arefin Arif
		প্রশাসন ক্যাডারের নাম বদল করে রাষ্ট্র সেবক ক্যাডার করা।	অধ্যাপক হাসানুজ্জামান চৌধুরী
		কমিশনগুলোকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে এবং যথাযথ ব্যক্তিদের এতে নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে	ড. মো. আবুল কালাম আযাদ
		"১. সরকারি নিয়োগে ২ শতাংশ প্রতিবন্ধী কোটা রাখার বিধান করা, বাকি সকল কোটা বাতিল করা। ২. সরকারি চাকুরিতে প্রবেশের বয়স ৩৫ বছর করা এবং অবসরের বয়স ৬৫ বছর করা ৩. সরকারী চাকুরীতে প্রবেশের সময় অঙ্গিকারপত্র দেওয়ার ব্যবস্থা করা, যাতে চাকুরী শেষে কোন রাজনৈতিক দলে যোগদান করিতে পারবে না। তার পরিবারের কেহ রাজনৈতিক দলে দর্শনে বিশ্বাসী না হওয়া। যদি কখনো প্রমান পাওয়া যায় তবে চাকুরী থেকে তাৎক্ষনিক বহিস্কার করা ও জেল-জরিমানা থাকার ব্যবস্থা করা।"	মো. মোশারেফ হোসেন বিশ্বাস

৯ম ভাগ: বাংলাদেশের কর্মবিভাগ

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম
		১. দুর্নীতি দমন কমিশনকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে যাহারা দুর্নীতিগ্রস্থ ব্যক্তিদেরকে সমাজ থেকে আলাদা রাখা এবং ভার পরবর্তী প্রজন্মকে সমাজ, রাষ্ট্রীয় ভাবে কোনঠাসা করে বয়কটের ব্যবস্থা করার বিধান রাখা। ২. দুর্নীতি দমন কমিশন থেকে অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে চেয়ারম্যান, প্রধান কর্মকর্তা এবং পরিচালক, তদন্তকারী কর্মকর্তার নিয়োগ করার বিধান রাখা। ৩. যেকোন দপ্তরে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন প্রকার অনিয়ম, অনৈতিক ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠলে সাথে সাথে বহিস্কার করা এবং তার কার্যক্রম স্থগিত রেখে অন্য সংস্থার বা দপ্তরের ব্যক্তি দিয়ে নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করে তাহার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহনের বিধান রাখা। ৪. কোন প্রকার আয়ের সাথে ব্যয়ের ফাঁকিবাজী/অসামঞ্জস্য হলে দ্রুততার সহিত আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করার বিধান রাখা। দেশের সকল ব্যক্তি আয়ের বিপরীতে ব্যয়ের হিসাব এবং উদ্বৃত্ত সম্পদের প্রতি বছর বছর নিরীক্ষা করা, কোন ব্যক্তি দুর্নীতি করে কোনো সম্পদ করেছে কিনা, তাহা তদন্ত করার বিধান রাখা। ৫. তদন্তে অপরাধ প্রমানিত হলে শাস্তি প্রদান করা, তৎপর ঐ ব্যক্তির বংশের কেহ চাকুরী করলে বা চাকুরীরত থাকলে তাকে বহিস্কার করার বিধান রাখা।	মো. মোশারেফ হোসেন বিশ্বাস

নবম-ক ভাগ: জরুরি বিধান

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম
অনুচ্ছেদ ১৪১ক (জরুরি-অবস্থা ঘোষণা)	১৪১ক। (১) রাষ্ট্রপতির নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এমন জরুরী-অবস্থা বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহাতে যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগের দ্বারা বাংলাদেশ বা উহার যে কোন অংশের নিরাপত্তা বা অর্থনৈতিক জীবন বিপদের সম্মুখীন, তাহা হইলে তিনি89[অনধিক একশত কুড়ি দিনের জন্য] জরুরী-অবস্থা ঘোষণা করিতে পারিবে 90[:তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ ঘোষণার বৈধতার জন্য ঘোষণার পূর্বেই প্রধানমন্ত্রীর প্রতি-স্বাক্ষর প্রয়োজন হইবে।] 91[* * *] (২) জরুরী-অবস্থার ঘোষণা (ক) পরবর্তী কোন ঘোষণার দ্বারা প্রত্যাহার করা যাইবে; (খ) সংসদে উপস্থাপিত হইবে; (গ) একশত কুড়ি দিন92[***]সময়ের অবসানে কার্যকর থাকিবে না: তবে শর্ত থাকে যে, যদি সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থায় অনুরূপ কোন ঘোষণা জারী করা হয় কিংবা এই দফার (গ) উপ-দফায় বর্ণিত এক শত কুড়ি দিনের মধ্যে সংসদ ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা হইলে তাহা পুনর্গঠিত হইবার পর সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে ত্রিশ দিন অতিবাহিত হইবার পূর্বে ঘোষণাটি অনুমোদন করিয়া সংসদে প্রস্তাব গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত ত্রিশ দিনের অবসানে93[অথবা একশত কুড়ি দিন সময়ের অবসানে, যাহা আগে ঘটে,] অনুরূপ ঘোষণা কার্যকর থাকিবে না। (৩) যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগের বিপদ আসন্ন বলিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইলে প্রকৃত যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগ সংঘটিত হইবার পূর্বে তিনি অনুরূপ যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগের জন্য বাংলাদেশ বা উহার যে কোন অংশের নিরাপত্তা বিপন্ন বলিয়া জরুরী-অবস্থা ঘোষণা করিতে পারিবেন।	'জরুরি ক্ষমতার' সীমা পরিষ্কার ও সীমিত করা।	অরূপ রাহী

	নবম-ক ভাগ: জরুরি বিধান		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম
		জরুরি অবস্থায়ও সরকারকে জবাবদিহির আওতায় আনার অধিকার থাকতে হবে।	প্রফেসর ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম
		রাষ্ট্রপতি কোন পরিস্থিতিতে জরুরি অবস্থা জারি করতে পারবেন তা সনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে যেন 'বহিরাক্রমণ বা 'অভ্যন্তরীণ গোলযোগের' মত অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট সমস্যার অযুহাত দিয়ে সরকার জরুরি অবস্থা জারি করে জনগণের মৌলিক অধিকার হরণ করতে না পারে।	কল্লোল মোস্তফা
		জরুরি অবস্থা ঘোষণার জন্য আইনসভার উভয় কক্ষের সভায় পাস হওয়া প্রস্তাব রাষ্ট্রপতির কাছে আসতে হবে। নিম্নকক্ষ অনুপস্থিত থাকলে কেবল উচ্চকক্ষ প্রস্তাব পাঠাতে পারবে। মৌলিক অধিকার রদ করা যাবে না।	সরোয়ার তুষার
		প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে জরুরি অবস্থা ঘোষণার পরামর্শ দিতে পারবেন না। কেবল সংসদ সিদ্ধান্ত নেবে জরুরি অবস্থা সম্পর্কে। জরুরি আইন বা আদেশ সর্বোচ্চ আদালতে পাঠাতে হবে। আদালত এর সাংবিধানিকতা বা অসাংবিধানিকতা নিয়ে রায় দেবেন।	সরোয়ার তুষার
		The President should establish a procedure and restrictions for the use of any extraordinary powers. This will stop the president from acting irrationally.	Rahib Shahriar, A.K.M Aoula Shadik Sardar, Mim Tasnia Prapti, Khandaker Shahla Tasnim, MD. EASIN ARAFAT

	দশম ভাগ : সংবিধান সংশোধন		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম
অনুচ্ছেদ ১৪২ (সংবিধানের বিধান সংশোধনের ক্ষমতা)	"[১৪২। এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও- (ক) সংসদের আইন-দ্বারা এই সংবিধানের কোন বিধান সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন বা রহিতকরণের দ্বারা সংশোধিত হইতে পারিবেঃ তবে শর্ত থাকে যে, (অ) অনুরূপ সংশোধনীর জন্য আনীত কোন বিলের সম্পূর্ন শিরনামায় এই সংবিধানের কোন বিধান সংশোধন করা হইবে বলিয়া স্পষ্টরূপে উল্লেখ না থাকিলে বিলটি বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা যাইবে না; (আ) সংসদের মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত না হইলে অনুরূপ কোন বিলে সম্মতিদানের জন্য তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হইবে না; (খ) উপরি-উক্ত উপায়ে কোন বিল গৃহীত হইবার পর সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট তাহা উপস্থাপিত হইলে উপস্থাপনের সাত দিনের মধ্যে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিবেন, এবং তিনি তাহা করিতে অসমর্থ হইলে উক্ত মেয়াদের অবসানে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।]"	সংশোধন পরবর্তী নির্বাচিত সংসদে কমপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে এই সংশোধনীগুলোকে অনুসমর্থনের মাধ্যমে আইনগত বৈধতা দিতে হবে।	প্রফেসর ড. মইনুল ইসলাম
		সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব সংসদে পাশ হওয়ার পরে প্রেসিডেন্টের কাছে সাত দিনের জন্য পাঠানো হয়। এই নিয়ম বাদ দিতে হবে। রাষ্ট্রপতি চাইলে এটি সংসদে ফেরত পাঠাতে পারবেন। এমনকি গণভোটের জন্যও দিতে পারবেন।	প্রফেসর ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম
		আরো একটি উপধারা সংযুক্ত করতে হবে। যথা- ১৪২ (১)(ই) ধর্মীয় মূল্যবোধ রক্ষা কমিশন এর সম্মতি ছাড়া সংশোধনী বিল রাষ্ট্রপতির কাছে উপস্থাপিত হইবে না।	শায়খ আহমাদুল্লাহ ও মুফতি আব্দুল্লাহ মাসুম
		(ই) 'ধর্মীয় মূল্যবোধ রক্ষা কমিশন এর সম্মতি দান ছাড়া তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত সুবোধ হইবে না।'	

	দশম ভাগ : সংবিধান সংশোধন		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম
		In the current form, the Bangladesh constitution can be amended too easily. Although 2/3rd majority seems a lot, due to homogeneous demographic nature and non-vote-proportional parliament even 40% vote can lead to 2/3rd majority in Parliament. Constitutional amendment should be much more involved.	Mohammad Nurul Minhaz
		উচ্চ কক্ষ ও নিম্ন কক্ষে দুই তৃতীয়াংশ সদস্যদের ভোটে বিল পাশ করার পর গণভোটের আয়োজন করতে হবে। গণভোটে অধিকাংশ জনগণের রায় পেলেই সংবিধান সংশোধন করা যাবে।	
		Between difficult to amend the constitution and easy to make general law we need another set of laws. I would like to call these super-law, which should pass 2/3rd majority in parliament. Super-law should be subservient to the constitution, while regular law should be subservient to both super-law and constitution. One example of super-law can be the bill of rights.	Mohammad Nurul Minhaz
		পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিল: পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিল করা হলে অনেকগুলো অযৌক্তিক ও মুসলিমদের চেতনাবিরোধী ধারা বাতিল হয়ে যাবে বলে আমাদের স্টাডিতে প্রতীয়মান হয়েছে। এতে সহজে সংবিধানের প্রতি মুসলিম জনগোষ্ঠীর আস্থা ফিরে আসবে।	ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী
		"পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিল করতে হবে। কারণ এর মাধ্যমে স্বৈরতন্ত্র আপন বুনিয়াদ মজবুত করেছে। তত্ত্বাধায়ক সরকার বাতিল করেছে এবং ১৯৭২ সালের সংবিধানের মৌলিক কিছু বিষয়ও ফিরিয়ে এনেছে। রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসাবে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি সংযোজন করেছে। এই সংশোধনীর মাধ্যমেই শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির পিতা হিসাবে স্বীকৃতি দেযা হয়। পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বাদ দেওয়া 'আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস'। সংবিধানে 'আল্লাহর উপর গভীর আস্থা ও বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে হবে এবং জাতির পিতার বদলে জাতির স্থপতিবৃন্দ প্রবর্তন করতে হবে।"	মুসা আল হাফিজ
অন্যান্য প্রস্তাব		অলিখিত সংবিধান রেখে তাতে লিখিত দলিল (স্ট্যাটুট) অন্তর্ভুক্তির সুযোগ রাখা।	ড. আহমেদ আনিসুর রহমান
		পরিমার্জিত ১৯৭২ এর সংবিধানের প্রাধান্য	ড. আহমেদ আনিসুর রহমান
		"১) জাতিসংঘ সনদ, জাপান ও ফ্রান্সের সংবিধান অনুসরণে মানবাধিকার, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং ধর্মীয় সাম্য ও সম্প্রীতির ভিত্তিতে নতুন সংবিধান প্রণয়ন করতে হবে। ২) বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে শহীদ ও পঙ্গু এবং আহতদের আত্মত্যাগ ও জন-আকাঙ্ক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে নতুন সংবিধান তৈরি করতে হবে। "	অ্যাডভোকেট আব্দুর রহমান জীবল
		সংবিধানের ব্যাখ্যা, সুরক্ষা, এবং কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করার জন্য একটি সাংবিধানিক আদালত প্রতিষ্ঠার বিধান সংযোজন।	কল্লোল মোস্তফা
		The Constitution should be concise.	Mohammad Nurul Minhaz
		It needs to be called rewrite.The rewrite or amendment of supreme law of the state should always be ratified by the expressed will of the people.	Mohammad Nurul Minhaz

	একাদশ ভাগ: অন্যান্য/বিবিধ		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম
অনুচ্ছেদ ১৪৩	১৪৩। (১) আইনসঙ্গতভাবে প্রজাতন্ত্রের উপর ন্যস্ত যে কোন ভূমি বা সম্পত্তি ব্যতীত নিম্নলিখিত প্রজাতন্ত্রের উপর ন্যস্ত হইবে: (ক) বাংলাদেশের যে কোন ভূমির অন্তঃস্থ সকল খনিজ ও অন্যান্য মূল্যসম্পন্ন সামগ্রী; (খ) বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় জলসীমার অন্তর্বর্তী মহাসাগরের অন্তঃস্থ কিংবা বাংলাদেশের মহীসোপানের উপরিস্থ মহাসাগরের অন্তঃস্থ সকল ভূমি, খনিজ ও অন্যান্য মূল্যসম্পন্ন সামগ্রী; এবং (গ) বাংলাদেশে অবস্থিত প্রকৃত মালিকবিহীন যে কোন সম্পত্তি। (২) সংসদ সময়ে সময়ে আইনের দ্বারা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় জলসীমা ও মহীসোপানের সীমা-নির্ধারণের বিধান করিতে পারিবেন।	"১৪৩ অনুচ্ছেদে ১৪৩(৩) নতুন উপধারা সংযোজন, "এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই দেশের ভিন্ন ভিন্ন | জাতিগোষ্ঠীদের স্ব স্ব অধ্যুষিত অঞ্চলের ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকার ও সমষ্টিগত ভূমি মালিকানার স্বত্বাধিকার নিশ্চিত করা হইতে রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না	ইলিরা দেওয়ান
অনুচ্ছেদ ১৪৪	১৪৪। প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্বে সম্পত্তি গ্রহণ, বিক্রয়, হস্তান্তর, বন্ধকদান ও বিলি-ব্যবস্থা, যে কোন কারবার বা ব্যবসায়-চালনা এবং যে কোন চুক্তি প্রণয়ন করা যাইবে।	বাংলাদেশ সংবিধানে 'একাদশ ভাগ'-এর "বিবিধ'তে। অনুচ্ছেদ-১৪৪ক হিসেবে নিম্নলিখিতভাবে অর্ন্তভুক্ত করা- "১৪৪ক: (১) "বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলটি ভিন্ন ভিন্ন জাতিসত্তা, বা পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর অধ্যষিত অঞ্চল হিসাবে গণ্য হইবে।	ইলিরা দেওয়ান
		সংবিধান সংশোধন বিল গৃহীত হওয়ার পর গণভোটের মাধ্যমে কার্যকর করা হবে।	শাহিদুল চৌধুরী
অনুচ্ছেদ ১৪৫ (চুক্তি ও দলিল)	১৪৫। (১) প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী কর্তত্বে প্রণীত সকল চুক্তি ও দলিল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত বলিয়া প্রকাশ করা হইবে এবং রাষ্ট্রপতি যেরূপ নির্দেশ বা ক্ষমতা প্রদান করিবেন, তাঁহার পক্ষে সেইরূপ ব্যক্তি কর্তৃক ও সেইরূপ প্রণালীতে তাহা সম্পাদিত হইবে। (২) প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী কর্তৃত্বে কোন চুক্তি বা দলিল প্রণয়ন বা সম্পাদন করা হইলে উক্ত কর্তৃত্বে অনুরূপ চুক্তি বা দলিল প্রণয়ন বা সম্পাদন করিবার জন্য রাষ্ট্রপতি কিংবা অন্য কোন ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হইবেন না, তবে এই অনুচ্ছেদ সরকারের বিরুদ্ধে যথাযথ কার্যধারা আনয়নে কোন ব্যক্তির অধিকার ক্ষুণ্ণ করিবে না।	অনুচ্ছেদ ১৪৫ ১৪৫ক অনুচ্ছেদ করে প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী কতৃত্বে দেশী বা বিদেশী যে কোনো পক্ষের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের আগে তা জাতীয় সংসদে পেশ করে প্রকাশ্য আলোচনা বাধ্যতামূলক করতে হবে।	কল্লোল মোস্তফা
		আন্তর্জাতিক চুক্তি করার পূর্বেও রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আলাপ করতে হবে। চুক্তি হওয়ার পরে তা জাতির কাছে উন্মুক্ত করতে হবে। তবে স্পর্শকাতর বিষয়গুলো সংসদ সদস্যদের জানাতে হবে।	প্রফেসর ড. এবিএম মাহবুবুল ইসলাম
অনুচ্ছেদ ১৪৭ (কতিপয় পদাধিকারীর পরিশ্রমিক প্রভৃতি)		In Article 147 of the constitution only safeguard financial security and independence for constitutional officeholders, like President, Prime minister and the judges of the Supreme Court. But there is no constitutional provision for the Sub-ordinates court that guarantees the financial security which is also another contradiction with the Human Rights. Because the Insufficient remuneration can make judges vulnerable to external influence, including corruption or political pressure, which compromises their judicial independence. To addressed this issue, establish a constitutional provision guaranteeing competitive salaries, pensions, and allowances for judges to reflect the dignity and importance of their office	"Airin Riya, MD Inzamamul Haque Zim, Nina Ahmmed Shila, Shah Ariful Islam, Tahsan Rahman Arpy"
অনুচ্ছেদ ১৪৮ (পদের শপথ)			

একাদশ ভাগ: অন্যান্য/বিবিধ

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম
অনুচ্ছেদ ১৫০ (ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী)			
অনুচ্ছেদ ১৫২ (ব্যাখ্যা)		'আদিবাসী' বলতে সেই সব জাতিগোষ্ঠীকে বুঝাবে, অন্যান্যের মধ্যে যারা বর্তমান বসবাসরত অঞ্চলে প্রথম বা আদি অধিবাসী; যাদের সমাজব্যবস্থা, ভাষা, ধর্ম, বিশ্বাস ও অধ্যাত্মিকতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য দেশের মূল স্রোতধারার জনগোষ্ঠীর ভাষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি হতে পৃথক, যারা সনাতনী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রথাগত আইনের ভিত্তিতে পারিবারিক আইন পরিচালনা ও অভ্যন্তরীণ বিরোধ নিষ্পত্তি করেন, ভূমির সাথে যাদের নিবিড় সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক সম্পর্ক রয়েছে এবং যারা সাধারণভাবে মূল স্রোতধারার জনগোষ্ঠীর চেয়ে প্রান্তিক অবস্থানে রয়েছেন"	রাজা দেবাষীষ রায়, চাকমা
		সংবিধানে রাজনৈতিক দল বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরবতা বজায় রয়েছে। ১৫২ অনুচ্ছেদে একটি অসম্পূর্ণ সংজ্ঞা দেয়া আছে। তাতে রাজনৈতিক দল যারা দেশ শাসন করবে তাদের গঠন, পরিচালনা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার কোন ব্যবস্থা নেই। পৃথিবীর অন্যান্য সংবিধান ও বাংলাদেশের বাস্তব অবস্থা পর্যলোচনা করে রাজনৈতিক দল বিষয়ক একটি অনুচ্ছেদ যুক্ত করা যেতে পারে।	অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদ
অন্যান্য প্রস্তাব			
		প্রস্তাবিত নতুন ধারা ১. মহান সংসদের একটি স্বাধীন শরিয়াহ কমিশন থাকবে যা সংসদের কার্যক্রম, সংবিধান ইত্যাদি শরিয়ার সাথে সাংঘর্ষিক হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখবে। ২. আল্লাহ তাআলা ও তাঁহার রাসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সালাম কে নিয়ে কোনরুপ কটুক্তি, অবমাননা কাহারো বিরুদ্ধে প্রমাণিত হইলে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড সহ সংসদে শরিয়া কমিশন ইসলামী আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। ৩. সংবিধানের জন্য প্রণীত আইনের উৎস হিসাবে রাষ্ট্রধর্ম ইসলামের শরিয়া এবং জনগণের কল্যাণের বিষয়টি প্রাধান্য থাকিত হইবে। ৪. উচ্চ আদালতে একটি শরিয়াহ কোট গঠন করা হইবে। যেখানে যে কেউ আদালতের যেকোন বিচারিক রায়কে রাষ্ট্রধর্ম ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক বলে অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবে এবং উক্ত উচ্চতর শরিয়া কোর্ট নিজেও তা যাচাই করার অধিকার রাখিবে এবং অন্যান্য বিচারকগণ ধর্মীয় বিষয়ে উক্ত উচ্চতর শরিয়াহ কোর্টের পরামর্শ গ্রহণ করিবেন। উচ্চতর শরিয়াহ কোর্টে বিজ্ঞ মুফতিগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিতে হইবে। ৫. সংসদ সদস্য হওয়ার জন্য কমপক্ষে মাস্টার্স, দাওরা অথবা কামিল ও সমমান পাস হইতে হইবে। পাশাপাশি সদস্যদের চরিত্র ইসলামী ও ধর্মীয় নীতিমালা অনুযায়ী হইবে। বিশেষ করিয়া, একজন সংসদ সদস্যকে সৎ, ন্যায়পরায়ন দেশ ও জনগণের প্রতি কল্যাণকামী এবং ইসলামী বা ধর্মীয় মূল্যবোধে বিশ্বাসী হওয়া বাধ্যতামূলক।	১. শায়খ আহমাদুল্লাহ ও মুফতি আব্দুল্লাহ মাসুম, ২. মুফতি সাখাওয়াত হোসেন রাজী
		গণপ্রতিনিধিত্বমূলক অধ্যাদেশ বাতিল করা উচিৎ যাতে সরকারি চাকুরি থেকে অবসর নেয়ার পরপরই সংসদ নির্বচনে অংশ নেয়া যায়।	অধ্যাপক ড. ইকইয়ামুল হক
		৪.৯ কৃষি ও পরিবেশ ৪.৯.১ প্রাণ-প্রকৃতি-প্রতিবেশ ও পরিবেশ ন্যায়বিচার বিষয়ক প্রস্তাব ৪.১.১.১ প্রাণ, প্রকৃতি, প্রতিবেশ এবং বাস্তুতন্ত্র সুরক্ষায় রাষ্ট্র 'ইকোসেন্ট্রিক (প্রতিবেশবাদী)' দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সকল প্রাণসত্তার/প্রাণবৈচিত্রোর (প্রাকৃতিক ও জীনগতবৈচিত্র্য) অবদান এবং পরস্পরনির্ভরশীলতাকে স্বীকৃতি দিয়ে সর্বপ্রাণের সুরক্ষা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবে। ৪.৯.১.২ প্রাণবৈচিত্র্য, প্রতিবেশ ও পরিবেশ সম্পর্কিত কর্মসূচিসহ রাষ্ট্রের সকল উন্নয়নচিন্তায় প্রবলভাবে অধিষ্ঠিত কর্তৃত্ববাদী 'মানুষকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি (এখনোপোসেন্ট্রিক)' খারিজ করে সকল উন্নয়নচিন্তা ও তৎপরতায় মানুষসহ সর্বপ্রাণের বৈচিত্র্যের অস্তিত্ব, বিকাশ ও অধিকারকে গুরুত্ব দিতে হবে। ৪.৯.১.৩ দেশের জনগণের মতামত, সক্রিয় অংশগ্রহণ ও পরামর্শের ভিত্তিতে গৃহীত আইনের মাধ্যমে প্রাণবৈচিত্র্য, বাস্তুতন্ত্র/পরিবেশগত বৈচিত্র্য (ইকোসিস্টেম), বৃক্ষ, বন্যপ্রাণী সকলের ব্যক্তিসত্তাকেই আইনগতভাবে স্বীকৃতি দিতে হবে। ৪.৯.১.৪ সংবিধানের ১৮(ক) ধারাকে সংশোধন করে উল্লেখ করতে হবে, '...রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যত নাগরিকদের জন্য প্রাণ, প্রকৃতি, প্রতিবেশ ও পরিবেশের সুরক্ষা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করিবেন। প্রাণবৈচিত্রা, জীনগতবৈচিত্রা, বাস্তুতন্ত্র, দেশীয় বীজ সম্পদ, কৃষিপ্রতিবেশ অঞ্চল, বনাঞ্চল, বৃক্ষ, বন্যপ্রাণী, পাহাড়, গড়, বরেন্দ্র, চরাঞ্চল, দ্বীপ, টিলা, ঝিরি, বিল, ঝর্ণা, নদ-নদী, ছড়া, দীঘি, হাওর, বাওড়, খাল, উদ্যান, পার্ক, সবুজবলয়, উন্মুক্ত জনচত্তর, সাংস্কৃতিকভাবে সুরক্ষিত পবিত্র অঙ্কল, গ্রামীণ বন এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সুরক্ষা ও প্রাকৃতিক বিকাশের ধারাবাহিকতার নিরাপত্তা বিধান করিবেন'।	ড. সৈয়দ নিজার আহমেদ

অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম
		৪.৯.১.৫ বন, পরিবেশ, প্রাণবৈচিত্র্য, বাস্তুতন্ত্র সুরক্ষা এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় আদিবাসীসহ স্থানীয় গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ঐতিহাগত সম্পর্ক ও অবদানকে স্বীকৃতি দিয়ে অংশগ্রহণমূলক পরিবেশগত জনব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে। ৪.৯.১.৬ কৃষিপ্রতিবেশ, প্রাকৃতিক বনাঞ্চল, জলাভূমি বেদখল ও বিনষ্ট করে কোনোধরণের উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা যাবে না। প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য বিপন্নকারী সকল নকশা, স্থাপত্য পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন তৎপরতাগুলি বাতিল El amor es mío যেকোনো উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের পূর্বে বিশ্বস্ত জনমত জরিপ, পরিবেশগত-প্রতিবেশগত-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব যাচাই নিশ্চিত করতে হবে এবং সকল পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন ধারাবাহিকভাবে জনগণের সামনে উন্মুক্ত করতে হবে। ৪.৯.১.৭ আদিবাসীসহ বননির্ভর স্থানীয় জনগোষ্ঠী এবং জনগণের পূর্ব অনুমোদন, প্রস্তাব ও সুপারিশের ভিত্তিতে বনআইনের আমূল সংস্কার করতে হবে। পাশাপাশি প্রাণবৈচিত্র্য, নদী, জলাভূমি এবং বাস্তুতন্ত্র ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত নীতি ও আইনসমূহ জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণে সংস্কার করে কার্যকর করতে হবে। ৪.৯.১.৮ অবৈধ ও মিথ্যা বনমামলা বাতিল করে সর্বক্ষেত্রে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ পরিবেশ ও বন সম্পর্কিত আইন ও বিচার কাঠামোকে জনবান্ধব করতে হবে। ৪.১.১.৯ সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে একবার ব্যবহার্য প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। দেশব্যাপি একবার ব্যবহার্য প্লাস্টিক-পলিথিনের উৎপাদন, বিপণন ও ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। প্লাস্টিকের বিকল্প পরিবেশবান্ধব বিকল্প ব্যবহারগুলোকে রাষ্ট্রীয়ভাবে উৎসাহিত করতে হবে। ৪.১.১.১০. প্রাকৃতিক সম্পদ ও বাস্তুতন্ত্রের বৈচিত্র্য দখল ও দূষণমুক্ত করতে হবে। শিল্প ও রাসায়নিক দূষণ, বায়ু দূষণ, পানি দূষণ, দৃশ্য দূষণ, আলোক দূষণ, শব্দ দূষণ রোধে দখলদার ও দূষণকারীদের আইন ও বিচারের আওতায় আনতে হবে। প্রমাণিত প্রাণবৈচিত্র্য ও পরিবেশ ধ্বংসকারীদের কোনোভাবেই পুনরায় কোনো সরকারি ও বেসরকারি কর্মসূচিতে পুনর্বাসন ও প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। ৪.৯.১.১০.১১ বৃক্ষ ও প্রাণীর সুনির্দিষ্ট তালিকাসহ আগ্রাসি (ইনভেসিভ/এলিয়েন স্পেসিস) প্রজাতি নিষিদ্ধ করতে হবে। বিভিন্ন নার্সারী, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, বাগান, উদ্যান, সামাজিক বনায়ন, মৎস্য-পোল্ট্রি ও প্রাণিসম্পদ খামার থেকে ধারাবাহিকভাবে আগ্রাসি প্রজাতি হ্রাসকরণে সুনির্দিষ্ট জনপরিকল্পনা ও কর্মসূচি তৈরি করতে হবে। ৪.৯.১.১০.১২ নদী ও হাওর ব্যবস্থাপনা, বন্যপ্রাণী পাচার এবং দূষণ রোধে জনগণের সামনে সকল তথ্য অবাধ ও উন্মুক্ত করে আন্তঃরাষ্ট্রিক কূটনীতিকে সক্রিয় করতে হবে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বাণিজ্যিক খনন, বৃহৎ বাঁধ এবং উন্নয়ন অবকাঠামো, উজানের পানি প্রত্যাহার এবং অন্যায় নদীশাসনকে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিহত করতে হবে। ৪.১.১.১০.১৩ দেশব্যাপি উদ্যান, পার্ক, উন্মুক্ত অনচত্তর এবং সবুজবলয় সর্বসাধারণের জন্য বিনামূল্যে উন্মুক্ত থাকতে হবে। এসব জনসম্পদ ও অঞ্চল ব্যবস্থাপনায় শিক্ষার্থী, নগর দরিদ্র জনগোষ্ঠীসহ নগরবাসীকে স্থানীয় সরকারের কর্মতৎপরতায় যুক্ত করতে হবে। ৪.১.১.১০.১৪ প্রাক-প্রাথমিক থেকে উচ্চ শিক্ষার সকল সিলেবান এবং পাঠ্যক্রমে প্রাণ-প্রকৃতি ও পরিবেশ অসংবেদনশীল কোনো কনটেন্ট এবং দৃষ্টিভঙ্গিকে উৎসাহিত করা যাবে না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সকল পর্যায়ে প্রাণ-প্রকৃতি ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনাকে শিক্ষা ও শ্রেণি কার্যক্রমে যুক্ত করতে হবে।"	
		"৪.৮ সংস্কৃতি সংস্কৃতি বিষয়ক প্রস্তাব: ৪.৮.১. শিল্প ও সাহিত্য বিষয়ক সমস্ত কালো আইন নিষিদ্ধ করতে হবে। সমস্ত সেন্সরবোর্ডকে জবাবদিহিতার অধীনে আনতে হবে। সেন্সরের নামে যথেচ্ছাচার বন্ধ করতে হবে। বাংলাদেশের শিল্প ও সাহিত্য বৈশ্বিক পর্যায়ে ছড়িয়ে দিতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে (সমস্ত বাংলাদেশী দূতাবাসে বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গঠন)। রাষ্ট্রীয় তরফ থেকে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থসমূহের পৃথিবীর বিভিন্ন প্রধান ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা করতে হবে। ৪.৮.২ প্রকাশনা সংস্থাসমূহের পেশাদারিত্ব বৃদ্ধিতে নিজস্ব সম্পাদনা পর্ষদ গড়ে তোলার বাধ্যবাধকতা থাকতে হবে। গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে লেখক ও প্রকাশকের মধ্যেকার লিখিত চুক্তি থাকা বাধ্যতামূলক করতে হবে। এবং এ-ব্যাপারে লেখক ও প্রকাশক উভয়ের স্বার্থ সংরক্ষণ করে একটি সমন্বিত আইন তৈরি করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশনা ইনস্টিটিউটগুলোকে কার্যকর করতে হবে। শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় পাঠ্যগ্রন্থসমূহ সুলভ মূল্যে সেখানে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। শিশু কিশোরদের মাঝে শিল্প ও সংস্কৃতিচর্চার বীজ বপনের উদ্দেশ্যে স্কুল ও কলেজ পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে উন্নতমানের বার্ষিকী প্রকাশ, বাৎসরিক সাংস্কৃতিক উৎসবের আয়োজন বাধ্যতামূলক করতে হবে।"	ড. সৈয়দ নিজার আহমেদ

	একাদশ ভাগ: অন্যান্য/বিবিধ		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম
		Removal of the name “the police forc” from Article 152, underhead “disciplinary law” {disciplined force (c)}, and thereby pave the way for inclusion of “Police” underhead “the service of the Republic”. a. Impact of present Constitutional identity of Police on the performance; (i) This provision brackets the Police with Defence Forces and makes it a “force”, negating the whole idea of law enforcement; force and lawful discharge of responsibilities do not generally go hand in hand. This dichotomy in Police existed since its creation by the East India Company. The “force” of Police consisted mainly of Constables, comprising 70-80% of the total “force”. And “investigation”and “prevention” duties of police was carried out from Police Stations by a handful of officers. While the “force” remained under the direct control of Superintendent of Police, the core police function, prevention and detection-investigation of crime, was carried out by Officers under Officer in Charge of the Police Stations under the direct control/supervision of the Magistrate of the District (now Chief Judicial magistrate/Chief Metropolitan magistrate). (ii) The “force” identity was strengthened by the enactment of Section 22 of Police Act 1861, wherein every police officer is “considered to be always on duty”, depriving them of all rights of a human being. (iii) One way of explaining the reason for unprecedented and senseless killings during recent anti-discrimination demonstration of student-people is that, this “brute force” was let loose by the cessation of strict “control” on the “force”, exercised before by Officers commanding them, by superior/supervising/controlling officers.	খোদাবক্স চৌধুরী

	তফসিলসমূহ		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবকের নাম
প্রথম তফসিল (অন্যান্য বিধান সত্ত্বেও কার্যকর আইন)			
তৃতীয় তফসিল (শপথ ও ঘোষণা)			
চতুর্থ তফসিল (ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী)			
পঞ্চম তফসিল (১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তারিখে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেওয়া ঐতিহাসিক ভাষণ)			
ষষ্ঠ তফসিল (জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা)			
সপ্তম তফসিল (১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল তারিখে মুজিবনগর সরকারের জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র)।			

	নতুন প্রস্তাব		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান		➢ জনগণের জীবন, মৌলিক অধিকার, আইনের শাসন ও সংবিধান রক্ষক হিসেবে বাংলাদেশের উচ্চ আদালত, এটর্নী জেনারেলের দপ্তর, নির্বাচন কমিশন, ন্যায়পাল বিভাগ, দুদক, পুলিশ কমিশন, জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন, পাবলিক সার্ভিস কমিশন, মানবাধিকার কমিশন, সামরিক বাহিনী এবং সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রপতির অধীনস্থ থাকবে। ➢ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি ও সুপ্রিম কোর্টের আরো দুজন অবসরপ্রাপ্ত ➢ বিচারপতির সমন্বয়ে তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি স্থায়ী সার্চ কমিশন গঠন হবে। ➢ উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের ট্রেজারারের ভূমিকা পালন করবেন। ➢ রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতিসহ সকল সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও সদস্যদের সম্পদের হিসাব ন্যায়পাল কমিশনে প্রতিবছর দাখিল করতে হবে।	ড. শায়খ আহমদ
		নতুন সংবিধান ভোটের মাধ্যমে পাস করাতে হবে যা বর্তমান শাসনতন্ত্রের বেলায় করা হয়নি। ৯০ শতাংশ মানুষের ধর্মীয় মূল্যবোধকে মূল্যায়ন করতে হবে।	ড. শাফি আ. খালেদ
		সংবিধানে বিদ্যমান বিষয়গুলোর যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা হোক	আরিফুল ইসলাম
		রাষ্ট্রের সর্বস্তরে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিন্তকরণ ফ্যাসিবাদ উত্থান রোধকরণ। ১) সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রসঙ্গে সুপারিশ নিম্নরুপঃ মহান মুক্তিযুদ্ধের আকাঙ্খা, সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিতকল্পে রাষ্ট্র...... ক) রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি সমূহ ও তৎসহ অন্যান্য নীতিসমূহকে আদালতের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য বলিয়া গণ্য করিবে। খ) নাগরিকের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার কাজে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইবে। গ) সকল প্রকার বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার অবসানকল্পে নাগরিকের পাশে সশ্রদ্ধচিত্তে দাঁড়াইবে। ঘ) সকল প্রকার শোষণমূলক ব্যবস্থা ও শোষণমূলক ব্যবস্থার সব সহায়ক রীতি নীতির অবসান ঘটাইয়া ইনসাফভিত্তিক ব্যবস্থা প্রবর্তন ও উহার সুরক্ষাদানকে সার্বক্ষণিক কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবে। ঙ) সকল রাজনৈতিক দলসমূহকে সুস্থ ধারার রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিতে সর্বপ্রকারের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করিবে। চ) বিভিন্ন পেশাজীবী গোষ্ঠী ও নাগরিক সংগঠণকে নিরপেক্ষতা ও পেশাদারিত্ব বজায় রেখে নির্বাহীবিভাগ এর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার সহায়ক সব পরিবেশ সৃষ্টি ও বজায় রাখিতে সহযোগিতা করিবে।	শহীদুল ইসলাম চৌধুরী
		মানবাধিকার সুরক্ষা প্রসঙ্গে সুপারিশ নিম্নরুপঃ রাষ্ট্র প্রত্যেক নাগরিকের ও অস্থায়ীভাবে বসবাসরত ভিন্ন দেশের নাগরিকদের মানবাধিকার সুরক্ষাকল্পে, ক) আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদ ও জাতিসংঘ ঘোষিত মানবাধিকার বিষয়ক সিদ্ধান্তসমূহ এবং এ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত প্রথা, রীতিনীতি বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকিবে। খ) মানব সত্তার মর্যাদা, বিশ্বাস, সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতি এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে শ্রদ্ধা করিবে। গ) সকল প্রকার জবরদস্তিমূলক প্রচেষ্টা হইতে নাগরিকদের নিরাপত্তা বিধান করিবে। ঘ) বিভিন্ন প্রান্তিক নৃগোষ্ঠীর মানুষের প্রথাগত ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও লালনে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করিবে। ঙ) নারী, শিশু, তৃতীয় লিঙ্গ, প্রতিবন্ধী সহ সমাজের সকল অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর উৎকর্ষ সাধনে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।	শহীদুল ইসলাম চৌধুরী

	নতুন প্রস্তাব		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
		নির্বাহী বিভাগ সম্পর্কে সুপারিশঃ নির্বাহী বিভাগ জাতীয় সংসদের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে জনগণের নিকট জবাবদিহিতা প্রদান করিবে এবং সরকারের সকল প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নকাজে, জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ, মতামত সংগ্রহ এবং মতমতের যথাযথ গুরুত্ব প্রদানের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাহী বিভাগ, জনগণের নিকট দায়ববদ্ধতা নিশ্চিত করিবে। নির্বাহী বিভাগ বিচার বিভাগের প্রত্যাশা অনুসারে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানকে একান্ত কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবে। নির্বাহী আদেশে কোন মামলা প্রত্যাহার করা যাইবে না এবং রাষ্ট্রপতি কারো সাজা মওকুফ করিতে পারিবেন না। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী পদে কেউ যেকোনভাবে দুই মেয়াদের বেশী দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেননা, রাষ্ট্রপতি নিজ বিবেচনায় স্বাধীনভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন এবং সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ কাজে রাষ্ট্রপতি ভোটপ্রাপ্তির ভিত্তিতে প্রধান দশটি রাজনৈতিক দলের পরামর্শ গ্রহণ করিবেন, রাষ্ট্রপতি মন্ত্রী পরিষদকে ও জাতীয় সংসদকে যেরুপ পরামর্শ প্রদান করিবেন, সেরুপ পরামর্শের মান্যতা প্রদান করা নির্বাহী বিভাগ ও আইনবিভাগের কর্তব্য।	শহীদুল ইসলাম চৌধুরী
		আইন সভা সম্পর্কে সুপারিশঃ জনগণের প্রত্যক্ষভোটে নির্ধারিত ২০০টি সংসদীয় আসনে সরাসরি নির্বাচিত ২০০জন সদস্য, প্রাপ্তভোটের অনুপাতে রাজনৈতিকদলগুলোর মনোনীত ১০০জন সদস্য এবং প্রাপ্তভোটের আনুপাতিকহারে ৫০জন মনোনীত নারী সদস্যের সমন্বয়ে জাতীয় সংসদ গঠিত হইবে, সংসদে সরকার দলীয় প্রধান, দলের প্রধান ও প্রধানমন্ত্রী একই ব্যক্তি হইতে পারিবেন না, জাতীয় সংসদের স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার একই দলের পক্ষ থেকে হইতে পারিবেন না, যেকোনভাবে তিন মেয়াদের বেশী কেউ জাতীয় সংসদ সদস্য হইতে পারিবেন না, সংসদের পাবলিক একাউন্টস সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির প্রধানের পদ জাতীয় সংসদের বিরোধী দলের নেতার জন্য সংরক্ষিত থাকিবে ও জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের নেতা কোনভাবেই কোন রাজনৈতিক দলের প্রধান হইতে পারিবেন না। নির্ধারিত সংসদীয় এলকার এক শতাংশ ভোটারের স্বাক্ষরযুক্ত আবেদনের মাধ্যমে স্পীকারের বরাবরে ভোটারগণ নিজ এলাকার সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনতে পারিবেন। জাতীয় সংসদে যেকোন বিল পাস করিতে সংসদের দুই তৃতীয়াংশ সংসদ সদস্যের সমর্থন লাগবে এবং সংবিধান সংশোধন করিতে জাতীয় সংসদের তিন চতুর্থাংশ সংসদ সদস্যের সমর্থন লাগবে তবে সকল প্রকার সংবিধান সংশোধন বিলে সংসদে গৃহীত হবার পর গণভোট গ্রহণ ছাড়া কার্যকর করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরণ করা যাইবে না, সংসদ সদস্যগণ অনাস্থা ভোট ছাড়া বাকি সব প্রস্তাবে স্বাধীনভাবে পক্ষ অবলম্বন করিতে পারিবেন। নির্দলীয় ভাবে নির্বাচিত হয়ে কোন সংসদ সদস্য কোন রাজনৈতিক দলে যোগদান করলে তার সদস্যপদ বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। আইন প্রণয়ণ সংসদ্যদের দায়িত্ব, আইন প্রণয়নের জন্য বিল উত্থাপনের অধিকার যেকোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের আর আইন যথাযথভাবে বাস্তবায়ন নির্বাহী বিভাগে কর্মরতদের দায়িত্ব।	শহীদুল ইসলাম চৌধুরী
		বিচারবিভাগ সম্পর্কে সুপারিশঃ বিচার বিভাগ, নির্বাহী বিভাগ ও আইনবিভাগ থেকে স্বাধীন ও পারস্পরিক সহযোগিতাপূর্ণ হইবে। বিচারবিভাগের সর্বনিম্ন স্তর হবে গ্রাম আদালত আর বিচারবিভাগের সর্বোচ্চ স্তর হবে সুপ্রীম কোর্ট। সুপ্রীম কোর্ট স্থায়ী আসন রাজধানীতে হবে তবে দেশের যেকোন স্থানে প্রধানবিচারপতির অনুমতিক্রমে হাইকোর্ট বিভাগের আসন স্থাপন করা যাইবে। প্রধান দশটি রাজনৈতিক দলের সাথে পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি নিজ বিবেচনায় যোগ্য কাউকে প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারকদের নিয়োগ প্রদান করবেন এবং সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারকদের অপসারণ করিতে পারিবেন।	শহীদুল ইসলাম চৌধুরী

	নতুন প্রস্তাব		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
		b. Article 45 of our Constitution bars for police force the Fundamental Rights of our Constitution; Nothing in this part shall apply to any provisions of a disciplinary law relating to members of disciplined force, being a provision limited to the purpose of ensuring the proper discharge of their duties or the maintenance of discipline in that force. The provision of police remaining "always on duty" is in direct conflict with the following Articles of our Constitution; (i) Article 15 of our Constitution; It shall be a fundamental responsibility of the State to attain.......... With a view to securing to its citizen- (c) 'the right to reasonable rest, recreation and leisure'. (ii) Article 20 of our Constitution; Work is a right, a duty and a matter of honour for every citizen who is capable of working and everyone shall be paid for his work on the basis of the principle "from each according to his ability to each according to his work". Members of the 'police force', particularly constables, remaining 'always on duty' never received any recognition for this extraordinary work performed, willingly or under duress, not to speak of receiving extra payment for their extraordinary work/duty. (iii) Article 24 of the Universal Declaration of Human Rights (UN;1948) comes yet with greater confrontation with this provision of "always on duty"; Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay. (iv) ILO provision and Labour law of Bangladesh is also in conflict with this "always on duty" provision. (v) Result of these provisions and conditions; creating a group of humans without any human qualities. a. Proposal for rescinding Article 21 of our Constitution or recommend for enactment of a law making the violation of Constitutional provision punishable offence. i. Article 21 of our Constitution; (1) It is the duty of every citizen to observe the Constitution and the laws, to maintain laws, to perform public duties and to protect public property. (2) Every person in the service of the Republic has a duty to strive at all times to serve the people. ii. Dereliction of Duty of Citizen and Person in the Service of the Republic has not been made a punishable offence in any law except following provisions of law; (1) Violation of the duties of a certain type of citizen have been made punishable offence in Penal Coode. (i) Section 44 & 45 of Criminal Procedure Code impose on a certain type of citizen being "aware and possession of certain information" to give information and communicate to Magistrate or OC. (ii) Omission of this duty has been made punishable under Section 176 of Bangladesh Penal Code. (2) Above provision conforms to "duty of every citizen to observe the law". iii. Recommendations; (a) All duties enumerated in the Article 21(1) may be incorporated as duties of a citizen. Then automatically the duty will fall under Omission of Penal Code. (b) 'Serve the people', mentioned in Article 21(2), may be incorporated in the Conduct Rules. Then it automatically will be applicable to all "persons in the service of the Republic".	খোদাবক্স চৌধুরী

	নতুন প্রস্তাব		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
		পেশাভিত্তিক সিভিল সার্ভিস ব্যবস্থা এবং গণতন্ত্রমুখী সংস্কারের রূপরেখা। (১) গণতন্ত্রমুখী সমগ্রেড ও সমন্বিত পদ্ধতিতে সিভিল সার্ভিস ব্যবস্থা। ভবিষ্যতে প্রদেশ গঠনের কথা বিবেচনায় রেখে চলমান পদের ২০% উচ্চতর মেধাপদে রূপান্তর ও নিয়োগ চালু করা এবং ৫নং বেতন গ্রেডে সমন্বয় করা। (২) নীতি প্রণয়নে সহায়তা ও উচ্চতর প্রশাসনিকের জন্যে মেধাবী পুল গঠন, এবং বিসিএস (প্রশাসন) থেকে ব্যবস্থা ৬০%, অন্যান্য বিসিএস (প্রশাসন) থেকে ৩০%, এবং প্রতিরক্ষা, নন ক্যাডার ও অন্যান্য সার্ভিসের জন্যে ১০%। (৩) অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার ও ডেপুটি কমিশনার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ও পুলিশ সুপার এবং অতিরিক্ত সিভিল সার্জন পদযুগল পৃথক করা। অতিরিক্ত জেলা জজ, ডেপুটি কমিশনার, সিভিল সার্জন, অতিঃ মহাপুলিশ পরিদর্শক, জেলা কৃষিপরিচলক, সিঃ উপসচিব/উপপ্রধান ও উপপরিচালক পদগুলো ৪নং বেতনগ্রেডে উন্নীতকরণ এবং সুষম পদোন্নতির সুযোগের ভিত্তিতে ৫নং ৬নং ৯নং বেতনগ্রেডভুক্ত পদে পুনঃ বিন্যাস করা। (৪) বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারকে বিসিএস (স্বাস্থ্য সাধারণ, ও বিসিএস (স্বাস্থ্য শিক্ষা ও বিশেষজ্ঞ। ক্যাডারে পৃথকীকরণ। ভবিষ্যতে বিসিএস (চিকিৎসা। ও বিসিএস (শিক্ষা), বিসিএস (কৃষি), ইত্যাদি ক্যাডারগুলো বিভাগ অঞ্চল ভিত্তিক সাব-ক্যাডারে বিভক্তিকরণ। (৫) প্রদেশ গঠণের কথা বিবেচনায় রেখে বিসিএস প্রশাসন) এর কমিশণারের দপ্তরের মতো বিসিএস (চিকিৎসা) ও বিসিএস শিক্ষা, বিসিএস (কৃষি), ইত্যাদি ক্ষেত্রেও এককেন্দ্রিকে বদলে বিভাগ/অঞ্চল ভিত্তিক আধিদপ্তর গঠন। (৬) জাপান ও জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার আলোকে বিসিএস। খাসা। ও বিসিএস (কৃষি) ক্যাডারকে একত্রীভুত বিসিএস। খাদ্য ও কৃষি, ক্যাডার এবং জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ণ সংস্থার আলোকে বিসিএস (অর্থণীতি) ও বিসিএস (বাণিজ্য) ক্যাডারকে একত্রীভুত করে বিসিএস (অর্থণীতি ও বাণিজ্য। গঠন করা। (৭) কমার্শিয়াল আদলে হওয়ায় বিসিএস (রেল কমার্শিয়ন, বিসিএস (রেল প্রকৌশলী। ও বিসিএস টেলিঘগাযোগ) ক্যাডারগুলোকে স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার সার্ভিসে রূপান্তর করা।	মোহাম্মদ আহসানুল করিম
		অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার গণতন্ত্রমুখী সংস্কার পুনর্গঠনের রূপরেখা: (১) গণতন্ত্রমুখী অভ্যন্তরীণ নিরপত্তা ও প্রতিরক্ষণ ব্যবস্থার জন্যে ৯টি অঞ্চল ভিত্তিক আঞ্চলিক ক্যান্টনমেন্ট গঠণ। ১ম পদক্ষেপে শুন্য দশমিক ৬ জন থেকে প্রতি এক হাজার জনতায় ১ জন হারে এবং ক্রমে হাজার জনতায় ২ জন হারে সেনাবাহিনী জনবল নির্ধারণ করা (২) সেনাবাহিনীতে ৬নং বেতনগ্রেডভুক্ত নুতন লেঃ মেজর পথ সৃষ্টি করা এবং প্রতি নন কমিশন পদ থেকে লেফটেন্ট ও ক্যাপ্টেন পদে নিয়মিত পদোন্নতি দেওয়া (৩) সেনাবাহিনীর সাথে সংগতি রেখে নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর জনবল নির্ধারণ করা (৪) গণতন্ত্রমুখী অভান্তরীণ নিরাপত্তা ও আইনী ব্যবস্থার জন্যে প্রতি এক হাজার জনতায় ক্রমে ২ জন হারে পুলিশবাহিনীর জনবল নির্ধারণ করা, জাতীয় কমিশনের অধীনে বিভাগটি অঞ্চল ভিত্তিক পুলিশ দপ্তর গঠন করা। (৫) গণতন্ত্রমুখী গ্রামীণ ও স্থানীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্যে প্রতি হাজার জনতায় ১ জন হারে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর জনবল নির্ধারণ করা, জাতীয় কমিশণের অধীনে বিভাগটি ভিত্তিক আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা দপ্তর গঠন করা।	মোহাম্মদ আহসানুল করিম
		জাতীয় বেতন স্কেল ও দারিদ্রভাতাসমূহের রূপরেখা (১) জাতীয় আয় বণ্টনের ভিত্তিতে জাতীয় বেতন স্কেল চালু করা এবং বছরান্তে প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতির ভিত্তিতে প্রবৃদ্ধিভাতা নীতি চালু করা। (২) দক্ষতা বৃদ্ধির বেতনকে বাস্তবসম্মত করা এবং বছরান্তে প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতির ভাতা থেকে (৩) নিয়োগ পদোন্নতির ভিত্তিতে সার্ভিস গ্রেড ও বেতন গ্রেড সমন্বয় করা (৪) জাতীয় বেতন স্কেলের বেতন-ভাতার ভিত্তিতে ন্যূনতম ১২.৫% হারে বয়স্কভাতা ও অর্থার্ত শিশুভাতাসহ ব্যরিপ্রভাতাসমূহ চালু করা এবং ক্রমান্বয়ে যৌক্তিককরণ করা।	মোহাম্মদ আহসানুল করিম

	নতুন প্রস্তাব		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
		জাতীয় কর কাঠামোর রূপরেখা (১) আয়কর কাঠামো সামন্ত ধনতান্ত্রিক ০%-৫০% হার থেকে গণতান্ত্রিক ০%-২৫% এ হ্রাস করা এবং নিম্ন আয়গোষ্ঠীর আয়কে ১ক ও আয়কর হার ০% রেখে পরবর্তী ১ক, ২ক, ৪ক, ৮ক, ১৬ক আয়ের উপর ৫%, ১০%, ১৫%, ২০%, ২৫% হারে ভোক্তা আয়কর নীতি চালু করা। (২) ১৬ক এর পরবর্তী আয়ের উপর পুঁজি আয়কর নীতি হিসেবে অতিরিক্ত ৫০% হারে আয়কর থাকবে এবং বিনিয়োগ হলে অর্ধেক আয়কর দেবার নীতি চালু করা যা কোম্পানী আয়কর ব্যবস্থার সাথে সমন্বয় হবে। (৩) বিদ্যমান ভূমি ও বাড়ী সম্পদকরের সংস্কার এবং সম্পদের বাজারমূল্যের শতকরা বৃদ্ধির ভিত্তিতে বছরওয়ারী সম্পদকরের পরিমাণ বাড়ানো। ৪ বছর পর পর সম্পদের নতুন মূল্য পুনর্নির্ধারণ করা। পল্লী শহর নগর সরকারের উপর সম্পদকরের রক্ষণাবেক্ষণ থাকবে। (৪) পুঁজিকর ও সম্পদ করের মধ্যে উৎপাদনশীল ভারসাম্য বিধান করা। (৫) প্রত্যক্ষকর (আয়কর, পুঁজিকর ও সম্পদ কর) এবং পরোক্ষ কর (ট্যারিফ শুল্ক, ভ্যাট ও আবগারী কর) মধ্যে উৎপাদনশীল ভারসাম্য বিধান করা।	মোহাম্মদ আহসানুল করিম
		১. রাজনৈতিক দলের ব্যক্তিরা যখন মন্ত্রী হবেন, তারা ঐ দলের কোন পদে দায়িত্বে থাকতে পারবে না এবং রাজনৈতিক কোন সভা-সমাবেশে বক্তব্য রাখতে পারবে না, তাহার বিধান রাখা। যদি কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে অনিয়ম-দুর্নীতি, রাষ্ট্র ও জনস্বার্থ বিরোধী সুনির্দিষ্ট অভিযোগ উঠে, তখনই তাকে অব্যাহতি/রিলিজ করে, নিরপেক্ষ সংস্থা দ্বারা তদন্ত করে এর বিচারের আওতায় আনা। বিচারে যদি প্রমানিত হয়, তবে তার আইডি কার্ডে এ/সি (দুর্নীতিগ্রস্থ) লিখে প্রকাশ করা এবং তার পরবর্তী বংশধর সরকারী অনুদান প্রাপ্ত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করতে পারবে না এবং কোন সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত, আধা-স্বায়ত্বশাসিত, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরীতে নিয়োগ পাবে না, তার বিধান রাখা। (তাহলে দুর্নীতি হ্রাস পাবে।) ২. মুক্তিযোদ্ধাদের বিষয়ে কমিশন গঠন করে, প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধার তালিকা প্রকাশ করা ও ভুয়া মুক্তিযোদ্ধার সনদ নিয়ে চাকুরী নেয়ায় বা অবসর গ্রহনকারীদের খুঁজে বের করে তাহা শাস্তির আওতায় এনে সরকারী টাকা ফেরৎ আনার ব্যবস্থা করার বিধান রাখা। ৩. মুক্তিযোদ্ধার কোন দল নেই, তারা সকলের নিকট সম্মানের পাত্র। একই ভাবে যারা ২০২৪ সালে দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছে এবং আহত হয়েছে তাদেরকে ঐ একই ব্যবস্থার বিধান রাখা। মিরপুরের শহীদ মিনারের দক্ষিণ পাশে ২০২৪ সালের দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধে নিহতের জন্য সমাধি নির্মান করা। কোনো রাজনৈতিক দলের প্রধানের জন্ম ও মৃত্যু দিবস জাতীয় ভাবে পালন না করার বিধান রাখা। ৪. কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তি সংবাদ মাধ্যমে কোন পদ নিয়েছে বা মালিক হতে পারবে না। দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও মসজিদ কমিটিতে রাজনৈতিক দলের দর্শনে বিশ্বাসী কমিটি না রাখার বিধান করা। ৫. মসজিদ কমিটিতে যে ব্যক্তি ইমাম সাহেব, তার অবর্তমানে ইমামতি করার যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে মসজিদ কমিটির সভাপতি নির্বাচন করার বিধান রাখা।	মো. মোশারেফ হোসেন বিশ্বাস

	নতুন প্রস্তাব		
অনুচ্ছেদ/অংশ	বর্তমান সংবিধান	সুপারিশ	প্রস্তাবক দলের নাম
		১. আইন সভায় সরকারী দলের সদস্য তার স্বাধীন মত প্রকাশ করার অর্থাৎ সরকারের বিরুদ্ধে কথা বা ভেটো দিতে পারবে, তাতে তার সদস্য পদ বাতিল হইবে না, তার বিধান করা। ফৌজদারী কার্যবিধির ১৯৭ ধারা বাতিল করা। ২. কোনো দপ্তরে চুক্তি ভিত্তিক কাউকে নিয়োগ করা যাইবে না, তার বিধান রাখা। সরকারী নিয়োগের বেলায় ১টি কমিশন গঠন করার বিধান করা, যাতে স্বচ্ছ, মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ পান, কোনো প্রকার সুপারিশে নিয়োগ প্রদান করা যাবে না। যে ব্যক্তি কোন সুপারিশ নিয়ে আসে, তার সনদ সারাজীবনের জন্য স্থগিত রাখার ব্যবস্থা করা। যে দপ্তরে নিয়োগ দেওয়া হবে, সেই বিষয়ে প্রশ্ন করার বিধান রাখা, যাতে প্রশ্নকর্তা অবান্তর প্রশ্ন করতে না পারে তার বিধান রাখা। ৩. দেশের কোন ব্যবসায়ীরা রাজনীতি বা রাজনেতিক দর্শনে বিশ্বাসী হতে পারবে না। যারা রাজনৈতিক ভাবে পরিচিত হয়েছে, তাহারা ব্যবসার মালিকানা ছেড়ে দিতে হবে এবং ব্যবসা ট্রাষ্টে দিতে হবে। উক্ত ব্যবসা থেকে কোনো প্রকার অর্থ দাবী করতে পারবে না। তার বংশধরগণ উক্ত ব্যবসায় কোন পদ বা মালিকানা পরিচয় দাবী করতে পারবে না, তার বিধান রাখা। ৪. ব্যবসায়ীরা কোন রাজনৈতিক দলকে চাঁদা দিতে পারবে না। তার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রতি বছরে প্রতিখাতে অডিট করার বিধান রাখা। যাতে ব্যবসায়ীরা কাউকে চাঁদা দিলে চিহ্নিত করা যায়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে সকল অসৎ কর্মকর্তা/কর্মচারী বহিস্কার করে নতুন ব্যক্তিবর্গকে নিয়োগ দিয়ে স্বচ্ছভাবে কার্য প্রণালী তৈরী করে পূর্ণগঠন করা। ৫. দেশের সকল ব্যক্তির নামে ইটিন/টিন সনদ তৈরী করা, সকলেই প্রতি বছর আয়-ব্যয়ের হিসাব দাখিল করার বিধান রাখা। জনসাধারণ যাতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে আয়কর অতি সহজভাবে প্রদান করতে সেই পদ্ধতির ব্যবস্থা করা। সকল সরকারী-বেসরকারী-স্বায়ত্বশাসিত, আধা-স্বায়িত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের সম্পদের হিসাব বিবরনী ও সকল ব্যক্তির সম্পদের হিসাব বিবরনী প্রতি বৎসর সঠিকভাবে দাখিল করার বিধান রাখা।	মো. মোশারেফ হোসেন বিশ্বাস